ভিন্নতাকে মেনে নেয়াঃ

একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরীর কৌশল সমূহ (টুলকিট)



Inclusive
Learning-Friendly
Environments

UNESCO
DHAKA OFFICE

ভিন্নতাকে মেনে নেয়াঃ

একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরীর কৌশল সমূহ (টুলকিট)

ISBN: 92-9223-032-8
(Bengla edition)



Foreword

The education of children with diverse backgrounds and abilities remains a major challenge in the Asia-Pacific region. In April 2000, the World Education Forum held in Dakar, Senegal, set as its second goal: "ensuring that by 2015 all children, particularly girls, children in difficult circumstances and those belonging to ethnic minorities, have access to and complete free and compulsory primary education of good quality." Realizing this goal means increasing school attendance and completion rates; eliminating bias within schools, national education systems, and curricula; and eliminating the social and cultural discrimination that limits the demand for schooling for children with diverse backgrounds and abilities.

Inequality in education remains a matter of concern for all countries, yet discrimination continues to permeate schools and educational systems. To bridge this gap, it is critical to sensitize teachers and education administrators about the importance of inclusive education. It is equally critical to give them practical tools to analyze their situation and ensure that all children are in school and learning to their fullest capacity, as well as ensuring equity in the classroom, in learning materials, in teaching and learning processes, in school policies, and in monitoring learning outcomes.

This Toolkit accepts this challenge and offers a holistic, practical perspective on how schools and classrooms can become more inclusive and learning-friendly It builds on experience gained over many years and on the strategies and tools developed by many organizations and individuals working on inclusive education and, more recently, in the area of establishing Child-Friendly Schools. This Toolkit is meant to be user-friendly and a means of inspiration f or teachers who f ind themselves working in ever more diverse classrooms. I hope you will find the Booklets in this Toolkit useful in gaining support for inclusive, learning-friendly environments and in creating and managing them through the full participation of educators, students, parents, and community members.

Sheldon Shaeffer

Sheldon Shaeffer
Director, UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education



কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই টুলকিটটি তৈরীতে এশিয়া ও এর বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ অংশ নিয়েছেন। তাদের নাম নিচে দেয়া হল। তাদের অবদানের জন্য আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়াও, দি লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ফিলিপাইন ও পাকিস্তানের ইউনিসেফ অফিস, যৌথভাবে এই টুলকিটে শিক্ষকদের মতামত নেয়ার জন্য আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করেছিল যা ছিল খুবই কার্যকর। সেসঙ্গে বিভিন্ন উৎস থেকে এ সংক্রান্ত নানা ধারণা ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এদের মধ্যে প্রধান উৎস সমূহ হচ্ছে-

Child-to–Child: A Resource Book. Part 2: the Child-to-Child Activity Sheets, By Baily D, Hawes and Bonati B(1994) and published by The Child-to-Child Trust, London.

FRESH: A Comprehensive School Health Approach to Achieve EFA. UNESCO (2002) Paris.

Local Action: Creating Health Promoting Schools. World Health Organization (2000) Geneva. Also valuable resources were the documents in the WHO Information Series on School Health dealing with violence prevention, healthy nutrition, and preventing discrimination due to HIV/AIDS.

Renovating the Teaching of Health in multigrade Primary Schools: A Teacher's Guide to Health in Natural and Social Sciences (Grades 1,2,3) and Science (Grade 5), by Son V,Pridmore P, Nga B, My D and Kick P (2002) and published by the British Council and the National Institute of Educational Sciences, Hanoi, Vietnam.

Understanding and Responding to Children's Needs in Inclusive Classrooms. UNESCO (2001) Paris.

UNICEF's Websites on Life Skills as well as "Teachers Talking About Learning," New York. Accessible through http:// www.unicef.org

আমরা এসমস্ত তথ্য উৎস কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। ইউনেস্কোর নিয়মিত আর্থিক সাহায্য ছাড়াও এ টুলকিট উন্নয়নে জাপানী ফান্ড ইন ট্রাষ্ট ও স্ক্যানডিনিভিয়ান ফান্ড সহায়তা করেছে। তাদেরকে ধন্যবাদ।

পরিশেষে বিশেষ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা রে হ্যারিস ও ড: শার্লি মিষ্ক ও জর্জ এটিগ- কে যারা মূলত এই ছয়টি বুকলেট প্রণয়নে মূল দায়িত্ব পালন করেছেন। এদের মধ্যে জর্জ এটিগ কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পৃক্ত ছিলেন। তাকে বিশেষ ধন্যবাদ। সে সঙ্গে ইউনেস্কো, ব্যাংককের প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ভিবেক জেনসেন-কে পুরো প্রকল্পের সমন্বয় কাজের জন্য ধন্যবাদ না দিলেই নয়। এই টুলকিট প্রণয়নে যারা সহায়তা করেছেন তাদের সবার নাম নিচে দেয়া হল। অনবধানতাবশত: যাদের নাম বাদ পড়ে গেল তাদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

টুলকিট প্রণয়নে যারা ছিলেন-

প্রতিনিধিত্বকারী দেশ

বাংলাদেশ
ক্যাম্বোডিয়া
চায়না
ফ্রান্স
ভারত
ইন্দোনেশিয়া
লাওস
পাকিস্তান
ফিলিপিনস
থাইল্যান্ড
ইউ এস. এ
ইউ.কে
ভিয়েতনাম

টুলকিট উন্নয়নে-

লায়েটিটিয়া আন্তোনউইকজ
জর্জ এ. এটিগ
টুটিয় বুয়াবুট্রা
তমো চট্যোপাধ্যায়
রে হ্যারিস

ভিবেক জেনসেন
ইনতিরানি কাহনথোনগ
শার্লি মিস্ক
হিলদেগান ওলসেন
এন রিডলে
শেলডন শেইফার

টুলকিট পর্যালোচনায়

টেরেসা এ্যবিরা
কোয়েন ভ্যান একোলিন
ভন্দা আগা
খালিদা আহমেদ
মোহাম্মদ তারিক আহসান
অনুপম আহুজা
সাফিয়া আলি
সাবানা আন্দালিব
আরশি
রুকসান্দা আসাদ
মাহমুদা বালোচ
সুলতানা বালোচ
সাদিকা বানু
শামিম বানু
এ্যান বার্নাড
সাংচান চাইওং
রেনু চামনানারং
আর্পোন চানপ্রাসার্টপর্ন
তামো চট্যোপাধ্যায়
ফ্রানসিস কসটিক
চার্লস কুরিন
জোয়ান দ্যজায়ঘের
বেনেদিকতা ডেলগাদো
ফ্লোরেনসিয়া রামোস

ফ্লোরা বড়োমিও
নাইম সোহেল বাট
ইয়াসমিন খুদা বক্স
গিলদ া কাবরন
ক্রিংরাই চাইমুয়াংদি
নিকম চাইওং
রোজমেরি ডেনিস
সুপে দনপ্লেগ
কেনিথ একলিনথ
সিয়াপর্ন ফাফচামস
ফারহাত ফারুকি
কারতিনি
লাইকা কাসালা
চাউইওয়ান খাইকাউই
উজমা খালিদ
এম. খলিল
বিলাল খান
সেন্তা নাসিম খান
প্রালং ক্রতনোই
সুসানা জুলুয়েতা
রান কুয়েনপেত
চিজ কুমার
নংনুচ মানেথং
রোজালি মাসেলাং
রাংহিল্ড মেইসর্জোড
ক্লিফ মেয়ার্স

সাইদা রশিদ
এ্যান রিদলে
ক্লারিনা রিগোদন
তেরেসিতা সতো
আইদা ফ্রানসিসকো
হি গুয়াংফেং
এলস হেইজনেন
বুদি হারমাওয়ান
ইভানজেলিন হিলারিও
মাসুমা হুসেন
এইচ.মোচ.সোলেহ ওয়াই. এ.ইচরোম
গোবগেউয়া ইংকায়ি
সোফান ইনথিরাত
থানন্ডান না চিয়াঙমাই
বেনজালুগ নামফা
সম্পল নোনতাজান
মারিয়া ফে নোগরা-আবোগ
থোঙপেন ওতজারিয়ানচাই
সিথাথ ওথাইথানি
এলিজাবেথ ওইট
উইত্তিয়া পা ইন
মারিভিক পাংগানিবান
ওয়ানতানে পানায়াকোসা
মানস পাসিতভিলাইতাম
সালেম পায়ারাচ
লিন্ডা পেনেলস
নংক্রান পিহচাই
মেরি পিগোজি
নর্কাম সোফানোভং
পাসি সো
মিলাগ্রোস সাকগাং
পেনস্রি সুপাভাসিত
ফরিদা তাজমুল
পেনি প্রাইস

সিনথিয়া মিসালুচা
নোরা এন কুয়েতুলিও
সাবিহা রহিম
হেনা ইকবাল
সেস্তা জাবিন
সালমা এম. জাফর
ভেনাস জিনাপর্ন
নাজমা কামাল
ওয়েনডি রিমার
মরিস রবসন
পর্নতিপ রুংগ্রজ
রুবিনা
সোবিয়া সাকলাইন
নাহিদ সাজ্জাদ
এসতেলিতা সামসন
লর্ডেস সানতেকো
রুচনি সামবোত
কুনেয়া পুনডেং
তাহিরা কাজালবাস্ক
শ্রিথুন তাথুন
ফিলিপা থমাস
আনচালে থংসুক
ইয়ুন থি থান থুই
জোসেলিন তুগুনাইও
আরলিন্ডা ভালডেজ
জেনাইদা ভাসকুয়েজ
সাংওয়ান ওয়াংচাম
তারজে এম. ওয়াতারদাল
মার্ক ওয়েজ
মানতারিগা উইতনচাট
সমকিড ওংসুনতর্ম
নুতাপং ইয়সউংজাই
শাহজাদ ইউসুফ



এক নজরে এ টুলকিট:

একটি একীভূত শিখন-বান্ধব পরিবেশ (Inclusive Learning Friendly Environments (ILFE) বা **আই. এল. এফ. ই**- সব শিশুকেই তাদের লিঙ্গ, শারিরীক সামর্থ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগিয়,ভাষাগত ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যাই হোকনা কেন, আন্তরিক ভাবে গ্রহণ, প্রতিপালন এবং শিক্ষিত করে তোলে, হতে পারে তারা প্রতিবন্ধী বা স্বাভাবিক শিশু, পথ বা কর্মজীবি শিশু, দূরবর্তী বা যাযাবর শিশু, ভাষাগত, আদিবাসী ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সংখ্যালঘু, এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত শিশু, অথবা অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত বা কম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বা সম্প্রদায়ের শিশু।

এই টুলকিটটি কে ব্যবহার করতে পারেন?

এই টুলকিটটি বিশেষ করে লেখা হয়েছে আপনার জন্য! **আপনি** হয়তো একটি প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক; একটি স্কুলের প্রশাসক, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী অথবা এরকম কোন প্রতিষ্ঠানের নির্দেশকও হতে পারেন যিনি ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিশুদের, যারা সাধারণত স্কুলে যায়না, তাদেরকে স্কুলে এবং শিখন কাজে আরো বেশি মাত্রায় নিয়ে আসতে চাচ্ছেন। এই টুলকিটটি বিশেষ করে সে সকল শিক্ষকের জন্য উপকারী হবে যারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কোন বেসরকারী সংস্থা (NGO) অথবা কোন প্রকল্পের সংস্কারমূলক উদ্যোগের অংশ হিসেবে স্কুলকে আরো শিশুকেন্দ্রিক, এবং শিখন-বান্ধব পরিবেশে রূপান্তর করতে চাচ্ছেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমাদের সকলকে মানতে হবে তা হলো, ' সকল শিশুই ভিন্ন' এবং তাদের ক্ষমতা ও প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন সকলেরই শিক্ষা গ্রহণের সমান অধিকার রয়েছে। আমাদের অনেক স্কুল ও শিক্ষাব্যবস্থাই 'একীভূত শিক্ষায়' রূপান্তরিত হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যেখানে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুরাও শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ পাবে ও তাদের স্কুলে আসাকে উৎসাহিত করা হবে। একদিকে স্কুলে যাবার ফলে ও অন্যান্য শিশুদের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার কারনে তাদের শেখার সুযোগ যেমন বেড়ে যায়, তেমনি শিক্ষার সাথে সাথে পরিবার ও সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণের উন্নতি সাধন হয়।

অপরদিকে, যেসব শিশুদের সাথে তাদের মিথষ্ক্রিয়া ঘটে সর্ম্পক গড়ে তোলে তারাও এতে উপকৃত হয়। তার সহপাঠী কে সেটা বিবেচ্য বিষয় না হয়ে, তারা একে অন্যের সামর্থ্যকে শ্রদ্ধা ও মূল্য দিতে শেখে, শেখে ধৈর্য্য ধারণ করতে, সহ্য করতে এবং অন্যের প্রতি সহমর্মী হতে। তারা উপলব্ধি করতে পারে যে প্রতিটি ব্যক্তিই "বিশেষ ধরনের" এবং ভিন্নতাকে সদ্ব্যবহার ও তা লালন করতে হয়। শিক্ষক হিসেবে আমাদের জন্য এরকম ভিন্নধর্মী শিক্ষার্থীদের অর্ন্তভুক্তি সহজ

কাজ নয়। আমাদের মধ্যে কারো কারো হয়তো অনেক ছাত্র ছাত্রী নিয়ে কাজ করতে হয় এবং আমরা একাজকে হয়তো ইতোমধ্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম হিসেবে ভাবছি। উপরন্তু ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের অর্ন্তভুক্তিকে মনে করছি আরো বাড়তি কাজ । কিন্তু এটা হওয়া উচিত নয়। আমাদের সকলের প্রয়োজন শিশুদের সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করে, সে অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা করা, শিক্ষণের কৌশল ব্যবহার করে, প্রতিটি শিশুর ক্ষমতা ও প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন শিক্ষাক্রম তৈরী করে আমাদের শিক্ষার্থী শিশুদের মধ্যকার পার্থক্যগুলোর সদ্ব্যব্যবহার করা । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সকল শিশুর জন্য একটি ভাল মানের শিক্ষা প্রদানে সহযোগিতা করতে পারে এরকম সহকর্মী , অভিভাবক ও অন্যান্য পেশাজীবির মানুষকে একত্রিত করা।

এই টুলকিটটি একাজে সহায়তা করার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। এর সহায়ক টুলস সমূহ আপনার স্কুল ও শ্রেণীকক্ষকে **সকল** শিশু ও শিক্ষকের জন্য আরো প্রাণবন্ত ও হৃদ্যতাপূর্ণ জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে যা শুধু শিশু-বান্ধব হবে না, শিক্ষক-বান্ধব, অভিভাবক বান্ধব এবং সমাজ- বান্ধবও হবে বটে। এই টুলকিটটি কিছু সহায়ক উপকরণের সমষ্টি যা আপনি আপনার পরিস্থিতি বুঝে এবং অন্য কোথাও সফলতার সাথে ব্যবহৃত হয়েছে এমন কোন টুলের সাহায্যে অথবা এর থেকে ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন অথবা এটি আপনাকে কোন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে।

এই টুলকিটের সব বুকলেটেই এমনভাবে ধারণাসমূহ উপস্থাপিত করা হয়েছে যা আপনি পরখ করে দেখতে পারেন। এছাড়াও এ বুকলেটসমূহ আপনাকে এই ধারণা গুলোর ওপর অভিব্যক্ত করা, অন্যান্যদের সাথে এ নিয়ে আলোচনা, সমাজের সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সুন্দর, গতিশীল এবং একীভূত শিখন- বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করবে।

যা হোক, এই টুলকিটটি নির্দিষ্ট কোন পাঠ্য বই নয়, এবং আপনি নানা রকমের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন যার সব সমাধানই এর মধ্যে নেই। তাই আপনাকে যথাসম্ভব সাহায্য করার জন্য প্রতিটি বুকলেটের শেষে অন্যান্য রির্সোসের তালিকাও অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে যা আপনার প্রয়োজন হতে পারে। মনে রাখবেন যে একীভূত শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরী করা একটি প্রক্রিয়া মাত্র, যাত্রার শুরু। অনুসরণ করার মত কোন নির্দিষ্ট উপায় বা পূর্ব নির্ধারিত "quick fix" সমাধান এতে নেই। এটি বিরাট পরিসরে নিজেকে আবিষ্কারের একটি প্রক্রিয়া। যা সময় সাপেক্ষ।

যেহেতু "একটি দীর্ঘ যাত্রার শুরু হয় এক ধাপে ধাপে" এই টুলকিটটিও আপনাকে এভাবে প্রথম পদক্ষেপ, দ্বিতীয় পদক্ষেপ, তৃতীয়, চর্তুথ এবং অন্যান্য পদক্ষেপগুলো নিতে সাহায্য করবে। আপনি এবং আপনার শিক্ষার্থীরা সবসময়ই নতুন জিনিস শিখতে থাকবেন যার কোন

শেষ নেই। তা সত্ত্বেও এ কাজে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রশাসক, বিশেষ শিক্ষিকা/ শিক্ষিক, অভিভাবক, এবং সমাজের সবার জন্য যেমন চ্যালেঞ্জ থাকবে তেমনি থাকবে পরিতৃপ্তিও।

কিভাবে এই টুলকিটটি ব্যবহার করতে পারেন?

এই টুলকিটে ছয়টি বুকলেট আছে। যার প্রতিটিতে যে কৌশল এবং কাজসমূহ বর্ণিত রয়েছে তার মাধ্যমে আপনি নিজেই একটি একীভূত শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরীর কাজ শুরু করতে পারেন। টুলকিটে বর্ণিত কাজ আপনি ও আপনার স্কুল এ পরিবেশ তৈরী করতে গিয়ে এখন কি করছে সে সম্পর্কে আপনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করার অবকাশ রয়েছে, পাশাপাশি একজন শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে শ্রেণীকক্ষে কাজ করার আপনার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করবে। আপনি হয়তোবা প্রথমে কাজগুলোকে আলাদাভাবে করতে পারেন যাতে শিখন-বান্ধব পরিবেশ কি, কিভাবে এটা আপনার শ্রেণীকক্ষে এবং স্কুলে তৈরী হতে পারে, এবং এর সুফল কি - সে বিষয়ে অবগত হন।

কারণ একটি শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে দলীয় উদ্যোগ প্রয়োজন, এবং এর জন্য বর্ণিত কৌশল ও কাজ যা আছে তা আপনি আপনার সহকর্মী এবং সুপারভাইজার, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থীদের পরিবার এবং সমাজের সকলকে নিয়ে করতে পারেন। এই কাজগুলো এমনই যা আপনার স্কুল এবং শ্রেণীকক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে ও বজায় রাখতে সাহায্য করবে, যাতে স্কুল এবং শ্রেণীকক্ষ একীভূত ও শিখন বান্ধবে রূপান্তরিত হয় এবং তা বজায় থাকে।

এই টুলকিটটির ছয়টি বুকলেট দু ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ১। যেসব স্কুল ইতোমধ্যে একীভূত বা শিখন-বা শিশু বান্ধব হবার কাজে যুক্ত রয়েছে তাদের চাহিদা অনুযায়ী আপনি হয়তো নির্দিষ্ট কোন বুকলেটে বর্ণিত বিশেষ কোন কাজ বেছে নিতে পারেন, যেমন পরিবার বা সমাজের সাথে কাজ করা অথবা একটি ভিন্ন ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে শ্রেণীকক্ষ পরিচালনা করা। ২। যেসব স্কুল কেবলমাত্র একীভুত এবং শিখন বান্ধবে পরিণত হবার পথে যাত্রা শুরু করেছে, তাদের ক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো প্রতিটি বুকলেট দিয়েই কাজ করতে হবে অর্থাৎ বুকলেট ১ থেকে শুরু করে বুকলেট ৬ পর্যন্ত। এক্ষেত্রে এই টুলকিটটির সব বুকলেটই পর্যায়ক্রমে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে যেহেতু এগুলো এভাবেই পরিকল্পিত হয়েছে।

এছাড়া যদিও "স্কুল" শব্দটি টুলকিটের সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ হলো যেকোন আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক শিখন পরিবেশ যেখানে প্রাক-স্কুল, প্রাথমিক, অথবা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তাই এই টুলকিটে "শিক্ষা" শব্দটি সাধারণভাবে শিক্ষার দু ধরনের

পরিবেশকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে । অর্থাৎ এই পরিবেশ আনুষ্ঠানিক স্কুল হতে পারে, কিংবা গাছের নিচে অনুষ্ঠিত অনানুষ্ঠানিক ক্লাশও হতে পারে। ফলে, আপনি যদি পেশাজীবি শিক্ষক অথবা এমন কেউ হয়ে থাকেন যিনি বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে শেখাতে সাহায্য করছেন, আপনি এই টুলকিটটি ব্যবহার করতে পারেন, (যেমন পথ শিশুদের জন্য ক্লাশ)।

আপনি কি শিখবেন?

এই টুলকিটটির মাধ্যমে আপনি একটি একীভূত, শিখন- বান্ধব পরিবেশ কি এবং কিভাবে আপনার স্কুল এবং শ্রেণীকক্ষ এরকম একটি পরিবেশ তৈরী করতে পারে, তা শিখতে পারবেন (বুকলেট ১)।

আপনি আরো শিখতে পারবেন কিভাবে পরিবার ও সমাজগুলো একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরী এবং তা এগিয়ে নেবার পুরো প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে এবং কিভাবে অভিভাবক ও সমাজের সদস্যদেরকে স্কুলে, এবং শিশুদেরকে সমাজে অর্ন্তভুক্ত করার ব্যাপারে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে (বুকলেট ২)।

আপনি শিখতে পারবেন কি কি বাধার কারণে যথাযথভাবে সব শিশুকে স্কুলে অর্ন্তভুক্ত করা হচ্ছে না, কিভাবে যেসব শিশু স্কুলে যায়না তাদের চিহ্নিত করা যায় এবং কিভাবে তাদেরকে স্কুলে নিয়ে আসার পথে বাধাগুলোকে মোকাবেলা করা যায় (বুকলেট ৩)।

আপনি শিখতে পারবেন কিভাবে একটি একীভূত শ্রেণীকক্ষ তৈরী করা যায়, এবং কেন শিশুদের সাফল্যের জন্য একীভূত, শিখন- বান্ধব হওয়া অত্যন্ত জরুরী, কিভাবে আপনার শ্রেণীকক্ষে ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপটের শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করবেন এবং কিভাবে শিখনকে সকলের জন্য অর্থবহ করে তুলবেন (বুকলেট ৪)।

আপনি শিখবেন কিভাবে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে শিক্ষণ ও শিখনের জন্য পরিকল্পনা করা যায় ও সেসঙ্গে কিভাবে একটি একীভূত শ্রেণীকক্ষ এবং দলীয় কাজ ও সহযোগিতামূলক শিখন পরিচালনা সম্ভব হয় এবং শিশুদের কিভাবে শিখন মূল্যায়ন করা যায় (বুকলেট ৫)।

পরিশেষে, আপনি সব শিশুর জন্য আপনার স্কুলকে স্বাস্থ্যকর ও সুরক্ষিত রাখার উপায়গুলো শিখবেন, বিশেষত: তাদের জন্য যারা ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত, যারা অসুস্থ, অপুষ্টিতে ভুগছে অথবা বঞ্চনার শিকার (বুকলেট ৬)।

অন্যের কাছ থেকে শেখা:

বিশ্বের প্রায় সব জায়গার শিক্ষক ও এই বিষয়ে কর্মরত ব্যক্তিরা এই টুলকিটটি তৈরী করতে সাহায্য করেছেন। যারা চারটি আঞ্চলিক কর্মশালায় সরাসরিভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সব শিশুদেরকে স্কুলে এবং শিখন প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তারা তাদের ব্যবহৃত কৌশল ও ধারণাগুলো অন্যদের সাথে আদান প্রদান করেছেন। এ কাজে যুক্ত হয়েছেন সেই সব ব্যক্তি যারা তাদের জ্ঞান ও কৌশলসমূহ কোন মুদ্রিত প্রকাশনা বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। যারা এই টুলকিটটির প্রারম্ভিক খসড়া পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সমালোচক হিসেবে কাজ করেছেন। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, অনেক দেশ থেকেই স্কুল শিক্ষকদেরকে এ কাজে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে যারা এই টুলকিটটির উন্নতি সাধনের জন্য পর্যালোচনা করেছেন, মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আপনি অনেকের কাছ থেকে শিখছেন। বর্তমানে অনেক দেশের অনেক স্কুলেই এই টুলকিটের কৌশলসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে, বিশেষ করে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত স্কুল সমূহে। এখন এ টুলকিটটি ব্যবহার করতে গিয়ে আপনি নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করুন যে, "কিভাবে আমি এই টুলকিটটি আমার স্কুল ও শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের জন্য উপযোগী করে নিতে পারি"?

টুলকিটে ব্যবহৃত পরিভাষা:

এই টুলকিটটি তৈরী করতে কি কি পরিভাষা এতে ব্যবহার করা উচিত সেটা নিয়ে একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রায় সময়, একই বিষয়কে বোঝাতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। উপরন্তু, কোন কোন সময় একটি শব্দ এমন একটি ধারণা বা অনুভূতিকে উপস্থাপন করেছে যেটা হয়ত বলার উদ্দেশ্য ছিল না। তাই সেরকম শব্দকে বাদ দেওয়া হয়েছে যা হয়তো কোন পক্ষপাতিত্ব ইঙ্গিত করতে পারে। চেষ্টা করা হয়েছে শব্দগুলোকে সহজ এবং এর উপস্থাপনকে যতটুকু সম্ভব বন্ধুত্বপূর্ণ ও অনানুষ্ঠানিক রাখার। এই টুলকিটের বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যতটুকু সম্ভব 'একীভূত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই টুলকিটে সবচেয়ে বেশীবার ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ নিচে দেয়া হলো-

- "ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী" সে সমস্ত শিশুকে বোঝায় যারা সাধারণত তাদের লিঙ্গ,শারিরীক সামর্থ্য, বুদ্ধিমত্তা. সামাজিক,আবেগীয়, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অথবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কারণে চলমান শিক্ষা-ব্যবস্থার বাইরে রয়েছে।

- "শিখন পরিবেশ" শব্দটি বোঝায় যে কোন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা যেখানে শিশুরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। শিখন পরিবেশ যে কোন জায়গায় হতে পারে যেমন- স্কুল ও কলেজে এমনকি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমাবেশেও হতে পারে।

- "একীভূত শিক্ষা" বা "একীভূত শিখন" বলতে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে, লিঙ্গ, শারিরীক সামর্থ্য, বুদ্ধিমত্তা. সামাজিক,আবেগীয় ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অথবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে সব শিশুকে অর্ন্তভুক্তি ও শিখনকে বোঝায়।

- "শিখন-বান্ধব" এর অর্থ হলো শিশুকে কার্যকরভাবে মূল শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা। এতে শিশুদের সমগ্র শিক্ষণ পরিবেশে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের (যেমন শিক্ষক, প্রশাসক, অভিভাবক এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ) অর্ন্তভুক্তি ও প্রভাবিত করা এবং সেই সাথে নিজেদের শিক্ষা গ্রহণ করাকেও বোঝায়। একটি শিখন-বান্ধব পরিবেশে শিশুরা কেবল নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করেই উপকৃত হয়না, অন্যান্য শিশুদের শিক্ষাদানে যেখানে তাদের চাহিদাগুলো বিবেচনা করা হয় তা থেকেও উপকৃত হয়। একটি শিখন-বান্ধব পরিবেশে শিশুকে তাঁদের শিখনে অংশগ্রহণ করার পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়। এটা এমন একটি পরিবেশ যেখানে শিক্ষকরা যাতে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার ও মানিয়ে নিতে পারেন, এবং যেখানে অভিভাবক এবং সমাজের সদস্যরা তাদের শিশুদের শিখনে সহায়তা করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে এবং তাঁদের স্কুলকে চালু রাখতে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত হয়। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের সহায়তা ও ক্ষমতায়ন করা হয়।

- "শ্রেণীকক্ষ" হলো শিশুর আসল জায়গা যেখানে শিশুরা শিক্ষকদের সহায়তায় সবাই মিলে শিক্ষা গ্রহণ করে। এটা হতে পারে, আনুষ্ঠানিক শ্রেণীকক্ষ, গাছের নিচে আয়োজিত পাঠশালা, পথ শিশুদের জন্য ক্লাশ, অথবা শেখার জন্য যে কোন শিখন পরিবেশ।

- একজন "শিক্ষক" হলেন সেই ব্যক্তি যিনি একটি নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক শিখন পরিবেশে নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি শিশুর শিখন পরিচালনা করেন।

- বিদ্যার্থী, শিক্ষার্থী, বলতে তাকে বোঝায় যে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক শিখনে অংশগ্রহণ করে।

- 'প্রতিবন্ধী শিশু' হলো সে সকল শিশু যারা শারিরীকভাবে, ইন্দ্রিয়গত, অথবা বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে প্রতিবন্ধী এবং যারা স্কুলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। যারা জন্ম থেকে শারিরীক ও মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী অথবা যাদের শারিরীক দুর্বলতা, দুর্ঘটনা, অথবা অন্যান্য কারণে এই প্রতিবন্ধিতা ঘটেছে। অক্ষমতা বলতে শিশুদের দেখা, কানে শোনা, চলাফেরা করায় অসুবিধা এবং অন্যান্য শিশুদের তুলনায় ধীরে এবং ভিন্ন উপায়ে শেখাকে বোঝায়। অনেক দেশেই, প্রতিবন্ধী নয় কিন্তু বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলে বিবেচিত হয়। এ দুধরনের শিশু কিন্তু ভিন্ন। প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম এবং অন্য যেকোন শিশুর মতই তাদের স্কুলে যাবার সমান অধিকার রয়েছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অনেক দেশের শিশুদের স্কুলে যাবার এ সুযোগ নেই।

- "বিশেষ শিখন চাহিদা" সম্পন্ন শিক্ষার্থী বলতে সে সকল শিশুকে বোঝায় যাদের শিখনে সাহায্য করতে বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ দেশে, বিশেষ বা সাধারণ স্কুল বা শ্রেণী কক্ষগুলোতে এ মনোযোগ দেয়া হয়ে থাকে। অনেক দেশ বিশেষ শিখন চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে চিহ্নিত করে যা তাদেরকে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদা করে। যাহোক, এর অর্থ এই **নয়** যে বিশেষ শিখন বা শিক্ষা চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী এবং নিয়মিত শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রকৃতই কোন শিক্ষা সংক্রান্ত পার্থক্য রয়েছে।

- "সেক্স" (sex) বলতে নারী পুরুষের মধ্যকার জৈবিক বা শারিরীক পার্থক্যকে বোঝায়।

- "জেন্ডার" (Gender) একটি নির্দিষ্ট সমাজের মধ্যে সেই সকল সামাজিক দায়িত্ব ও ভূমিকাকে নির্দেশ করে যা নারী পুরুষের জন্য নিদিষ্ট বলে বিবেচনা করা হয়; উদাহরণ স্বরূপ, "পুরুষ উপার্জনকারী" অথবা "নারী শিশুর যত্নকারী।" জেন্ডার ভূমিকা সমাজ কর্তৃক তৈরী যা বংশ পরম্পরায় সমাজ সংস্কৃতির অংশ হিসেবে ধারন করা হয়। যেহেতু এটি শেখা সামাজিক প্রত্যক্ষণগত দৃষ্টিভংগি। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য জেন্ডার সমতা ও ন্যায়পরতা অর্জনের জন্য জেন্ডারের সাথে সম্পকিত যেকোন পরিবর্তন করা যেতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় "নারী শিশুর যত্নকারী" থেকে "পরিবারের উর্পাজনকারী" হিসেবে এবং "পুরুষ পরিবারের উভয়েই উপার্জনকারী" থেকে " শিশু যত্নকারী অথবা "নারী ও পুরুষ উপার্জনকারী এবং শিশু যত্নকারী হিসেবে আমরা তাদের জেন্ডার ভূমিকাকে পরিবর্তন করতে পারি।

- 'পরিবার' হলো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক একক যেখানে একটি শিশু প্রতিপালিত হয়, এবং "সমাজ" বলতে আরো বিস্তৃত অর্থে সামাজিক সংগঠনকে বোঝায়, শিশু এবং পরিবার যার অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বুকলেট ১ :

একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়া



Inclusive
Learning-Friendly
Environments

DHAKA OFFICE

বুকলেট- ১

একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়া

ইউনেস্কো-ঢাকা

টুল গাইড

বুকলেট-১-এ একটি **একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ** (Inclusive, Learning-Friendly Environment-ILFE) কি এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বাবা মা ও সমাজ তা থেকে কিভাবে উপকৃত হতে পারে তা বর্ণিত হয়েছে। সেইসঙ্গে এই বইটি আপনার স্কুলকে কিভাবে একীভূত ও শিখন বান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরো উন্নয়ন করা যায় তা চিহ্নিত করতে দিক নির্দেশনা দেবে। এছাড়াও এ ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীতে প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদানসহ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি মনিটর বা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে আপনাকে সহায়তা করবে।

টুলস

১.১ একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ কি এবং এর প্রয়োজনীয়তা কি?..... ৩

'একীভূত' এবং 'শিখন-বান্ধব' বলতে আমরা কি বুঝি? ৩

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহ কি কি?..... ৮

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের উপকারিতা কি কি ?..... ১২

১.২ আমাদের বর্তমান অবস্থান কোথায়?..... ১৯

আমাদের স্কুলের পরিবেশ কি একীভূত শিখন বান্ধব ?..... ১৯

কিভাবে আমাদের স্কুলকে একীভূত শিখন বান্ধবে পরিণত করা যায়?.....২৫

কিভাবে পরিবর্তন আনা ও তা বজায় রাখা যায়?..... ২৮

১.৩ একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর ধাপ ৩১

কিভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর পরিকল্পনা করা যায়?..... ৩১

কিভাবে এর অগ্রগতি মনিটর করা সম্ভব?..... ৩৬

১.৪ আমরা কি শিখেছি?..... ৩৯



টুল ১.১

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ ' কি ? কেন এর প্রয়োজনীয়তা?

একীভূতকরণ প্রকৃতপক্ষে কিছু বাস্তবসম্মত পরিবর্তন যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন সকল ধরনের শিশু আমাদের শ্রেণী কক্ষে তথা স্কুল সমূহে সাফল্যের সংগে লেখাপড়া করতে পারে। এই পরিবর্তনের ফলে, শুধুমাত্র বিশেষ শিক্ষা চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীই নয় স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক, কমিউনিটি বা স্কুলের প্রশাসক সবাই উপকৃত হয়ে থাকেন।

'একীভূত' এবং 'শিখন-বান্ধব' বলতে আমরা কি বুঝি?

একীভূত কি?

একীভূত বলতে বোঝায় একটি 'সাধারণ' শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত বা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের একত্রে পড়ালেখা করা। কিন্তু এই টুলকিটে 'একীভূত' বলতে **আরো ব্যাপক** কিছু বোঝাচ্ছে।

একীভূত বলতে যে সব শিশুর দৃষ্টি বা শ্রুতিজনিত সমস্যা রয়েছে, বা যারা হাঁটতে পারেন না বা ধীর গতিতে শেখে, একীভূত বলতে সেসব শিশুর অর্ন্তভুক্তি বোঝায়। এমন কি **'একীভূত'** বলতে যেসব শিশু স্কুলের বাইরে রয়েছে লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি তাদেরও **সবার** অর্ন্তভুক্তি বোঝায়। এসব শিশুরা সাধারণত স্কুলের উপযোগী ভাষায় কথা বলতে পারেনা। যেহেতু এরা রোগ এবং অপুষ্টিতে ভোগে এবং লেখাপড়ায় ভাল করতে পারে না, সেহেতু সবসময় এদের ঝরে পড়ার আশংকা থাকে। এদের মধ্যে গর্ভবতী মেয়ে থাকতে পারে, কেউ হতে পারে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত, অথবা কর্মজীবী শিশু যাদের এ সময় স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নিজ নিজ পরিবারের ভরণপোষণের কঠিন দায়িত্ব এখন যাদের কাঁধে; যারা বাড়ীতে, মাঠে বা অন্য কোথাও কাজ করে।

অর্ন্তভুক্তি বলতে বোঝায়, শিক্ষক হিসেবে এসব শিশুদের খুঁজে বের করে **তাদের সবাইকে** লেখাপড়া শেখাতে স্কুল কর্তৃপক্ষের, সমাজের, পরিবারের শিক্ষার্থীদের, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেয়া।

উপরন্তু, কিছু কিছু সমাজে, সব শিশুই **স্কুলে ভর্তি হয়** কিন্তু তাদের কেউ কেউ পুরোপুরি শ্রেণীকক্ষের **বিভিন্ন শিখন তৎপরতায় সমানভাবে অংশ নিতে পারে না**। এরা হল সেইসব শিশু -

- যাদের মাতৃভাষায়/বা প্রথম ভাষায় পাঠ্যপুস্তক বা পঠনাংশ নেই।
- যাদেরকে কখনই শিখন তৎপরতায় অংশ নিতে বলা হয় না।
- যারা কখনো অংশ নিতে চায় না।
- যারা ব্ল্যাকবোর্ড বা পাঠ্যপুস্তক ভালভাবে দেখতে পায়না বা শিক্ষকের কথা শুনতে পায় না বা
- যারা ভালভাবে শিখতে পারে না অথচ এ জন্য যাদের কখনো সাহায্য করা হয় না।

এসব শিশুরা সাধারণত শ্রেণীকক্ষের পেছনের বেঞ্চে বসে এবং একসময় তারা সবার অগোচরে ঝরে পড়ে। শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এমন একটি শিখন পরিবেশ তৈরী করা যেখানে সব শিক্ষার্থী লেখাপড়া করতে পারবে, সব শিক্ষার্থী শিখতে চাইবে এবং সব শিক্ষার্থীই অনুভব করবে যে তারা এই স্কুল বা শ্রেণীকক্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

শিখন বান্ধব কি?

অনেক স্কুলই 'শিশু বান্ধব' হওয়ার জন্য কাজ করে আসছে। অর্থাৎ এটি এমন একটি পরিবেশ যেখানে শিশুরা একটি সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশে তাদের সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে শিখতে পারে। 'বন্ধুসুলভ' হওয়ার লক্ষ্য হচ্ছে পরীক্ষা বা বিষয়বস্তুর ওপর জোর দেওয়ার চেয়ে স্কুলে শিশুর অংশগ্রহণ ও শিখনের উন্নতি করা। 'শিশু বান্ধব' হওয়াটা তাই বেশ জরুরী, তবে এটিই শেষ কথা নয়।

শিশুরা স্কুলে আসে শিখতে, কিন্তু শিক্ষক হিসেবে আমরাও সবসময় শিখি। আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের শেখাতে জগত সম্পর্কে নতুন নতুন জিনিস শিখি। আমরা শিখি কিভাবে তাদের আরো কার্যকরভাবে ও আনন্দঘন উপায়ে শেখানো যায়, যাতে সব শিক্ষার্থী সুন্দরভাবে পড়তে পারে ও অংক কষতে পারে। একইভাবে আমরাও আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন নতুন জিনিস শিখি। এই টুলকিট সেই নির্দেশনার একটি পদক্ষেপ।

একটি 'শিখন বান্ধব' পরিবেশ হচ্ছে 'শিশু বান্ধব' **এবং** শিক্ষক-বান্ধবও বটে। এটি একটি শিখন সমাজ হিসেবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর একত্রে শেখার ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি শিশুকে শিখনের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে এবং শিখনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। বলাবাহুল্য, এধরনের পরিবেশ শিক্ষক হিসেবে যাতে আমরা শিশুদের মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করতে সমর্থ হই সে চাহিদা ও আগ্রহকে মেটায়।



কর্ম তৎপরতা: একীভূত, শিখন বান্ধব শ্রেণী কক্ষ অনুধাবন করা

নিচের শ্রেণী কক্ষের কোনটিকে আপনি একীভূত এবং শিখনবান্ধব বলে মনে করবেন ?

শ্রেণীকক্ষ 'ক'

হাতে পেনসিল ও সামনে অনুশীলন খাতা নিয়ে ডেস্কের পেছনে কাঠের বেঞ্চে চল্লিশটি ছেলেমেয়ে বসে রয়েছে। শিক্ষক ৩য় শ্রেণীর পাঠ্য বই হতে একটি গল্প হুবহু যেভাবে বইয়ে আছে বোর্ডে সেভাবে লিখছেন। শ্রেণীকক্ষের ডানদিকে ছেলেরা বসে রয়েছে, তারা শিক্ষক যা লিখছেন তা তাদের খাতায় তুলছে। ওদিকে মেয়েরা যারা শ্রেণী কক্ষের বামদিকে বসেছে তারা অপেক্ষা করছে কখন শিক্ষক সরে দাঁড়াবেন, তারপর তারা লিখবে। শিক্ষক লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করেন, আমি যা লিখছি তোমরা তা খাতায় তুলছ তো। সবাই উত্তর দেয় 'জি' স্যার।

শ্রেণীকক্ষ 'খ'

বৃত্তাকারে দুই দল শিশু শ্রেণীকক্ষের মেঝেতে দু'জায়গায় বসে রয়েছে। দুটো দলেই ছেলে ও মেয়ে উভয়েই আছে। দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক ছেলেমেয়েদের আকার বা আয়তন বোঝাচ্ছেন। একটি দলে ছেলেমেয়েরা বৃত্ত নিয়ে কথা বলছে। শিক্ষক তাদের সবাইকে গোলাকার কিছু জিনিস দেখান যা শিশুরা তাদের নিজ নিজ বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছে। তারা গোলাকার জিনিসগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে এবং সবাই মিলে অন্যান্য গোলাকার বস্তুর একটি তালিকা তৈরী করে। অপর দলে কিছু শিক্ষার্থী খবরের কাগজ গোল করে মুড়ে একটি লম্বা কাগজের লাঠির মত তৈরী করে। শিক্ষক একটি নম্বর ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সেই নম্বরের একজন শিক্ষার্থী তার হাতের কাগজের লাঠিটা মেঝের ঠিক মাঝখানে রাখে। যাতে পর্যায়ক্রমে কাগজের লাঠি দিয়ে একটি চর্তুভূজ তৈরী করা যায়।

শ্রবণ সমস্যাযুক্ত একটি শিশু তার লাঠির সাথে জুড়ে দিয়ে একটি ত্রিভুজ তৈরী করে তারপর শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে হাসে। শিক্ষকও তার দিকে তাকিয়ে হাসে এবং বলে খুব সুন্দর হয়েছে। কথাটা তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করেন যাতে শিশুটি তার ঠোঁটের নড়াচড়া পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। একজন অভিভাবক যিনি এই শ্রেণীকক্ষের একজন সহায়তাকারী হিসেবে সপ্তাহখানেক ধরে কাজ করছেন তিনি শিশুটির পিঠ চাপড়ে দিলেন তারপর অন্য আর একজন শিক্ষার্থীকে সাহায্য করার কাজে লেগে গেলেন। সে বুঝতে পারছিল না তার কাগজের লাঠি কোথায় রাখলে অন্য একটি আকার তৈরী করতে পারবে।

এখন, নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন-

- এ উভয় শ্রেণীকক্ষের কোনটিকে আপনি একীভূত বা শিখন বান্ধব হিসেবে মনে করেন ?
- কোন্ কোন্ কারণে এটি একীভূত বা শিখন- বান্ধব? আপনার ধারণা নিচে সন্নিবেশিত করুন-

১.----------

২.----------

৩.----------

৪.----------

৫.----------

আপনার তালিকাটি আপনার আরেকজন সহকর্মীর সঙ্গে তুলনা করে দেখুন। এর মধ্যে কোনগুলো একই রকমের উত্তর ? কোনগুলো আলাদা ? আপনাদের উত্তর নানা ধরনের হতে পারে।

আপনার উত্তর হতে পারে শিক্ষার্থীদের বসার ধরন নিয়ে। বা ব্যবহৃত শিক্ষাউপকরণ, শ্রেণীকক্ষে কারা কারা ছিলেন এবং কিভাবে একে অপরের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া হচ্ছে।, এসব বিষয়ে। তবে দুটো শ্রেণীকক্ষেই দুধরনের শিখন পরিবেশ ছিল, যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় এটা কি ধরনের শিখন পরিবেশ । নিচের ছকে একটি সাধারণ শ্রেণীকক্ষ ও একটি একীভূত শিখন বান্ধব শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্যের একটি তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো। আপনি হয়তো আরো অনেক কিছু চিন্তা করতে পারেন বিশেষ করে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি একীভূত শ্রেণীকক্ষে শিশুদের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং তারা যাতে তাদের সাধ্যনুযায়ী শিখতে পারে সেজন্য আমাদের যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে হবে।

একটি 'একীভূত শিখন বান্ধব ' শ্রেণী কক্ষের বৈশিষ্ট্য-

	সাধারণ শ্রেণীকক্ষ	একীভূত শিখন বান্ধব শ্রেণীকক্ষ
সম্পর্ক	দূরত্ব (শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলেন)	বন্ধুসুলভ এবং উষ্ণ। শিক্ষক শ্রবণ সমস্যাগ্রস্থ শিক্ষার্থীর পাশে বসে হেসে হেসে কথা বলেন। অভিভাবক - সহায়ক এই শিক্ষার্থীকে সবসময় উৎসাহ দেন এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরও সাহায্য করেন।
শ্রেণীকক্ষে কে থাকে?	শিক্ষক এবং প্রায় সম-ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা	শিক্ষক এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আগত বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ও একজন অভিভাবক সাহায্যকারী।
বসার ব্যবস্থা	সবার জন্য একই ধরনের বসার ব্যবস্থা অর্থাৎ সব শিক্ষার্থী সারিবদ্ধ ভাবে বেঞ্চ বা ডেস্কে বসে; মেয়ে শিক্ষার্থীরা একদিকে, অপরদিকে ছেলে শিক্ষার্থীরা।	শারিরীক সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে আলাদা বসার ব্যবস্থা; ছেলে ও মেয়েরা একত্রে বৃত্তাকারে বা ইউ-আকৃতিতে মেঝেতে অথবা বেঞ্চ বা ডেস্কে একসঙ্গে বসে।
শিক্ষা উপকরণ	পাঠ্য বই, অনুশীলন খাতা, শিক্ষকের জন্য চকবোর্ড	বিষয়ভিত্তিক উপকরণ যেমন- অংক শেখার জন্য পাথরের টুকরো, সীমের বীচি বা ভাষা শিক্ষা ক্লাসের জন্য পোস্টার/ পাপেট।
রির্সোস বা সম্পদ	শিক্ষক কোন বাড়তি উপকরন ব্যবহার না করে শিক্ষার্থীদের শেখায় বা তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন।	শিক্ষক ক্লাসের অন্তত: একদিন আগে পরিকল্পনা করেন কিভাবে ক্লাস নিবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপকরণ/এইড নিয়ে আসতে উৎসাহিত করেন। এসব শিখন উপকরণ/এইড এর জন্য কোন খরচ নেই বললেই চলে।
মূল্যায়ন	(প্রমিত) লিখিত পরীক্ষা	নির্ভরযোগ্য যাচাই, পর্যবেক্ষণ, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সময়ে করা কাজের নমুনা যেমন- ড্রয়িং, অংক, লিখিত গল্প/ছড়ার পোর্টফোলিও (বুকলেট-৫ দেখুন)



অভিব্যক্তির প্রতিফলন : আমাদের অবস্থা কেমন ?

ওপরের ছকে তুলনামূলক চিত্রটি দেখে একটি একটি একীভূত শিখন বান্ধব শ্রেণীকক্ষের উপাদান কি হতে পারে তা মনে মনে চিন্তা করুন এবং নিজেকে প্রশ্ন করুন-

- আমি কোন ধরনের শ্রেণীকক্ষে কাজ করি ?
- আমার শ্রেণীকক্ষকে একীভূত ও শিখন-বান্ধবে পরিণত করতে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন ?
- আমি শিক্ষার্থীদের যা শেখাই তাকে কিভাবে আরো মজাদার ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারি যাতে তারা শেখার ব্যাপারে আরো বেশি আগ্রহী হয় ?
- যাতে সব শিক্ষার্থী একত্রে শিখতে পারে সেজন্য আমি শ্রেণীকক্ষটিকে কিভাবে সাজাতে পারি?
- একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর জন্য কারা সাহায্য করতে পারে (যেমন- প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষার্থীর অভিভাবক এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ)

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহ কি ?

আর্ন্তজাতিক শিশু অধিকার সনদ যেখানে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সরকার স্বাক্ষর করেছে তাতে বলা হয়েছে, শিশুর শারিরীক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগীয়, ভাষাগত অবস্থা যাই হোক এবং হোক সে প্রতিবন্ধী বা gifted, পথশিশু বা কর্মজীবি শিশু, প্রত্যন্ত এলাকার বা যাযাবর শিশু অথবা আদিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশু, কিংবা এইচ আইভি/ এইডস আক্রান্ত শিশু অথবা সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক এলাকা বা জনগোষ্ঠীর শিশু **সব শিশুরই** শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে।[১]

এই বিভিন্ন ধরন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত সব শিশুই নানা উপায়ে শিখতে পারে- শুধুমাত্র চকবোর্ডে লেখা বিষয়বস্তু স্লেটে বা অনুশীলন খাতায় তোলাই শিখন নয়। সত্যি বলতে কি, চকবোর্ড থেকে বিষয়বস্তু খাতায়/স্লেটে তোলার মাধ্যমে যে শিক্ষা তা সবচেয়ে কম কার্যকর শিখন পদ্ধতি। আমরা এ টুলকিটভুক্ত বুকলেট-৪ এ একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পন্ন শ্রেণীকক্ষ সম্পর্ক জানতে পারব।

[1] UNESCO (1994) The Framework for Action on Special Needs Education, p. 6.

বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিশুদের শেখানো একটি চ্যালেঞ্জ। কাজেই আমাদের জানতে হবে যে **কিভাবে** এ ধরনের শিশুদের শেখানো যায়। আমরা জন্ম থেকেই শেখানোর বা শিক্ষণ দক্ষতা অর্জন করিনা, এমনকি শিক্ষক প্রশিক্ষণ থেকে শেখানোর সব কলাকৌশল আয়ত্ব করা সম্ভব হয় না। এজন্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, অভিজ্ঞতা শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে, কর্মশালায় অংশ নিয়ে, বই পড়ে বা অন্য কোন রিসোর্স (যেমন টুলকিট) - এর মাধ্যমে আমাদের এ বিষয়ে জানা প্রয়োজন। এবং আমরা যা শিখছি তা শ্রেণীকক্ষে অনুশীলন করা উচিত। এজন্য একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর টুলকিটসমূহ শুধুমাত্র শিশুর উন্নয়নের জন্যই নয়, শিক্ষক হিসেবে আমাদের পেশাগত উন্নয়নের জন্যও জরুরী।

একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশে সব শিশুদের কিভাবে একত্রে কাজ করা বা খেলা করা উচিত সে বিষয়ে সবারই একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে। আমরা প্রত্যেকে বিশ্বাস করি যে, **শিক্ষা হওয়া উচিত একীভূত, লিঙ্গবৈষম্যহীন, যেখানে মেয়েদেরও ছেলেদের মতই সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে। শিক্ষা হবে সুষম, সব ধরনের সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীল এবং শিশু ও তাদের পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত।** শিক্ষক, প্রশাসক ও শিক্ষার্থীরা এ ধরনের পরিবেশে একে অপরের ভাষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে এবং তা কাজে লাগায়।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ শিশুদের জীবন দক্ষতা ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন সম্পর্কে শিক্ষা দেয় যাতে তারা নিজেদেরকে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। এ ধরনের পরিবেশে শিশু নির্যাতনের কোন অবকাশ নেই। নেই কোন বেত এবং শারিরীক শাস্তি।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে শিক্ষক, স্কুল প্রশাসক, শিক্ষার্থী পরিবার এবং সমাজের সকলকে শিশুদের শেখার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে উৎসাহিত করে যাতে তারা শ্রেণীকক্ষে এবং এর বাইরে অনেক কিছু শেখে। শুধুমাত্র শিক্ষক নয়, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরাও তাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এবং শিখন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে । শিক্ষার্থী জীবনে যা হতে চায় (যা তাদের আকাঙ্খা) যা তাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য উপযোগী, শিক্ষণকে তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সেসঙ্গে শিক্ষক হিসেবে আমাদের চাহিদা, আগ্রহ এবং প্রত্যাশাকেও বিবেচনা করে। কিভাবে আরো ভালভাবে শেখানো যায় তার সুযোগ তৈরী করে দেয়। শিখনের জন্য সর্বোত্তম রিসোর্সের যোগান দেয় এবং আমাদের সাফল্যকে যথাযথ পুরস্কার ও স্বীকৃতি প্রদান করে।



কর্ম তৎপরতা: একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ কি ?

আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে বসে চিন্তা করুন ঃ একটি একীভূত, শিখন বান্ধব পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো কি কি। হোক সেটি একটি শ্রেণীকক্ষ, স্কুল বা শিশুরা লেখাপড়া করে এমন একটি স্থান।

- একটি বড় ব্ল্যাকবোর্ডে বা পোষ্টার পেপারে বড় একটি বৃত্ত আঁকুন এবং এর মাঝখানে লিখুন 'একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ'।
- আপনার সহকর্মীদের এই বৃত্তের বাইরে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের দুয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লিখতে বলুন।
- পরের পৃষ্ঠায় দেয়া চিত্রটির সঙ্গে তাদের লেখা বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে দেখুন। কোন বৈশিষ্ট্য কি বাদ পড়েছে?
- নিজেকে প্রশ্ন করুন, এই বৈশিষ্ট্যসমূহের কোনটি আপনার স্কুলে রয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরো কাজ করার প্রয়োজন আছে ? একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমাদের স্কুলের বা শ্রেণীকক্ষের কোথায় কোথায় আরো উন্নতি করতে হবে ? আপনার ধারণা গুলো নিচে লিখুন।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের যে সকল বৈশিষ্ট্য আমাদের রয়েছে :

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য আরো যে যে কাজ করতে হবে এবং যেভাবে করতে হবে:

একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ:



মনে রাখবেন: একটি সাধারণ প্রচলিত স্কুল বা শ্রেণীকক্ষ থেকে একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশে রূপান্তর হওয়া একটি প্রক্রিয়া, কোন ঘটনা নয়। তাই রাতারাতি এটি সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সময় ও সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এতে শিক্ষক হিসেবে আমরা উপকৃত হতে পারি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এতে আমাদের শিক্ষার্থী, তাদের পরিবার ও সমাজের সকলে উপকৃত হতে পারে।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের উপকারিতা কি কি ?



অভিব্যক্ত করুন :

অনুগ্রহ করে নিচের কেসস্টাডিটি সম্মিলিতভাবে অথবা একাকী পড়ুন:

১৯৮০ সালে, পাপুয়া নিউগিনির উত্তর প্রদেশের একটি গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দাবী জানাল। যে শিক্ষার মাধ্যমে ছেলে মেয়েরা গ্রামের মূল্যবোধ এবং গ্রামের জীবন, সংস্কৃতি, ভাষা উপলব্ধি করবে ও সমাজে একাত্মাবোধ করতে শিখবে। এ দাবীর প্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সরকার, স্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (Summer Institute for Linguistics) এগিয়ে আসে এবং গ্রামাঞ্চলের ৬-৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য গ্রামীণ বা স্বদেশী প্রাক-স্কুল' নামে স্থানীয় ভাষায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার স্কুল চালু করে।

এ স্কুল স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কমদামী উপকরণ সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করে। যাতে শিক্ষকরা সহজেই গ্রামের দরিদ্র শিশু শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া শেখাতে পারেন । স্থানীয় গ্রামবাসীদের রচিত নিজস্ব ভাষার গল্প, লোকগাঁথা গান কবিতা ও শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর তৈরী বিভিন্ন বই, স্কুলের পাঠাগারে রাখা হয় ও পাঠদানের সময় তা ব্যবহার করা হয়। শিশুরা বইয়ের গল্পগুলোর চরিত্রানুসারে সেজে অভিনয় করে, পুতুল বানায় এবং গল্পগুলো নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করে।

শিশুরা এই স্কুল থেকে তাদের স্থানীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ওপর ইতিবাচক ধারণা নিয়ে বের হয়ে আসে যা পরবর্তীতে তাদেরকে নিজেদের ভাষায় শিক্ষা চর্চায় সক্ষম করে তোলে। এতে শিশুরা আরো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং শিখনের ব্যাপারে তারা আগ্রহী হয়ে ওঠে। তারা অধিক প্রশ্ন করতেও শেখে। দেখা গেছে এই শিশুরা পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়ায় খুবই ভাল করেছে।

এই স্কুলের শিক্ষকরা তাদের স্কুল জীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেন যে, প্রথম তারা যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করেন তখন খুব দ্বিধাগ্রস্থ থাকতেন ও স্কুলে যেতে ভয় পেতেন। তাদের স্কুলে শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে এমন ভাষায় কথা বলতেন যে তারা তা ঠিক বুঝতে পারতেন না। কিন্তু এখন তারা আশ্বস্থ এই ভেবে যে,তাদের স্কুলে এই শিশুদের আর তাদের মত সমস্যায় পড়তে হবে না। তবে, স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায় কোন কোন শিক্ষক মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

তাদের মতে, শিক্ষার্থীরা ভীত ও নম্র থাকলে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুবিধা হয়। অপর দিকে তারা অবশ্য আনন্দিত যে, আগের পদ্ধতিতে শিক্ষকদের সুবিধে হলেও বর্তমান 'স্বদেশী' পদ্ধতিতে শিশুরা অনেক দ্রুত শিক্ষা লাভ করছে। স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে এই স্কুলগুলো নিশ্চিত করছে যে পাপুয়া নিউগিনি স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করছে।[২]

এখন এই প্রাক-বিদ্যালয় (viles tok ples priskul') সম্পর্কে ভাবুন ও অভিব্যক্ত করুন। কিভাবে এই একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজ উপকৃত হতে পারে। আপনার ধারণাসমূহ নিচে লিপিবদ্ধ করুন।

শিশুদের জন্য উপকারিতা

১. ----------

২. ----------

৩. ----------

শিক্ষকদের জন্য উপকারিতা

১. ----------

২. ----------

৩. ----------

বাবামা'র জন্য উপকারিতা

১. ----------

২. ----------

৩. ----------

[2] Dutcher N (2001) Expanding Educational Opportunity in Linguistically Diverse Societies. Center for Applied Linguistics: Washington, Dc. and http:/ / www.literacyonline. org/explorer/index.html *Summer Institute for Linguistics

সমাজের জন্য উপকারিতা

১. ----------

২. ----------

৩. ----------

আপনার ধারণা অন্য শিক্ষকের ধারণার সঙ্গে তুলনা করে দেখুন। এরপর নিচের অংশটি একত্রে পাঠ করুন। আপনার কতগুলো নতুন ধারণা মনে এল? আপনি কি কোন নতুন ধারণা এবং এর উপকারিতার কথা শিখতে পেরেছেন?

শিশুদের জন্য উপকারিতা

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ থেকে শিশুরা অনেক বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং তাদের আত্ম-মর্যাদা বোধ উন্নত হয়। তারা নিজেদের সাফল্যে গর্ব অনুভব করে থাকে। সে সঙ্গে তারা স্কুলের ভেতরে ও বাইরে নিজে নিজে শেখার যোগ্যতা অর্জন করে। তারা উপযুক্ত প্রশ্ন করতে শেখে, তারা যা শিখেছে তা দৈনন্দিন জীবনে যেমন- বাড়ীর বাইরে বা বাড়ীতে কাজে লাগাতে জানে। তারা শেখে, কিভাবে স্কুলের শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে হাশিখুশী ভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বা আচরণ করতে হয়। তারা বুঝতে পারে, ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন সহপাঠীদের সঙ্গে কিভাবে মিশতে হয় এবং কিভাবে তাদের সমস্যাকে মানিয়ে নিয়ে তাদের ভিন্ন ক্ষমতার প্রতি সংবেদনশীল হতে হয়। এ ধরনের পরিবেশে সব শিশুই একসঙ্গে শিক্ষালাভ করে এবং সহপাঠিদের প্রেক্ষাপট ও যোগ্যতা বা ক্ষমতা যাই হোক না কেন সবার মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক থাকে।

শিশুরা এতে আরো সৃজনশীল হয়ে ওঠে যা তাদের শিক্ষাকে সমৃদ্ধতর করে। তারা নিজ নিজ মাতৃভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মর্যাদা দিতে ও প্রশংসা করতে শেখে। এবং সীমিত ক্ষমতা বা ভিন্ন প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও তারা নিজেদের 'বিশেষ' বিবেচনা করতে শেখে।

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ থেকে শিশুদের যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ে এবং দৈনন্দিন জীবনের জন্যে নিজেদের তৈরী করতে শেখে, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করার মাধ্যমে নিজের প্রতি আত্মমর্যাদা বোধও তাদের ফিরে আসে।

শিক্ষকের জন্য উপকারিতা :

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে কাজ করে শিক্ষকরাও উপকৃত হয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীকে শেখানোর মাধ্যমে শিক্ষকদের নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি জানার সুযোগ তৈরী হয়। তারা নতুন নতুন বিষয় যেমন- শিশুরা বিভিন্ন উপায়ে কিভাবে শেখে এবং তাদের শেখানোর উপায় কি তা জানতে পারেন ।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষকরা যখন নতুন নতুন পথ খোঁজেন তখন তারা মানুষজন, শিশু এবং পরিস্থিতির প্রতি আরো ইতিবাচক মনোভাব এবং প্রক্রিয়া তৈরী করতে সমর্থ হন। এভাবে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া একঘেঁয়েমির পরিবর্তে আনন্দ দায়ক হয়ে ওঠে।

শিক্ষকদের স্কুল ও স্কুলের বাইরে যেমন- স্কুল গুচ্ছ, অন্য স্কুল বা শিক্ষকদের নেটওয়ার্ক /ফোরাম/ বিভিন্নজনের সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগের মাধ্যমে নতুন ধারণা উদ্ভাবনের সুযোগ তৈরী হয়। এই ধারণা প্রয়োগ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন তৎপরতায় আরো আগ্রহী, আরো সৃজনশীল এবং আরো মনোযোগী হতে উৎসাহী করেন। ফলে, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক শিক্ষককে আরো ইতিবাচক ফিডব্যাক দিতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে তারা সমাজের আরো বেশী সমর্থন লাভ করেন এবং তাদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত হন।

যখন সকল শিক্ষার্থীরা স্কুলে তাদের সর্বোত্তম যোগ্যতানুযায়ী সফল হয় তখন শিক্ষকরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। মনে রাখবেন এখানে শিক্ষার্থীর সফল হওয়া বলতে লিখিত পরীক্ষায় পাশ করাকে বোঝাচ্ছে না। এর অর্থ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শেখার বৈচিত্রপূর্ণ উপায়কে মেনে নেয়া এবং দেখা, কিভাবে তারা শিখতে গিয়ে সফল হচ্ছে। লিখিত পরীক্ষায় কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেয়ে শিক্ষার্থী যখন কোন কিছু শিক্ষক বা শ্রেণীকক্ষে সবার সামনে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে তাকেই সফল বলা যায়।

একটি একীভূত শিখন বান্ধব স্কুলে শিক্ষককে সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী থাকেন, এতে শিক্ষকের কাজের ভার কিছুটা লাঘব হয়। শিক্ষকদের নির্দেশনানুযায়ী, যখন এই স্বেচ্ছাসেবীরা বুঝতে পারে যে, শ্রেণীকক্ষে যা শেখানো হয় তা শিক্ষার্থীদের ও তাদের পরিবারের কাজে আসছে তখন তারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আরো বেশী সহায়তা করতে এগিয়ে আসে।

বাবামা'র জন্য উপকারিতা:

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের মাধ্যমে অভিভাবকবৃন্দ তাদের সন্তানরা কিভাবে লেখাপড়া শিখেছে তা বেশী বেশী জানতে পারেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে তারা নিজেরা সম্পৃক্ত হন এবং তাদের শিক্ষায় সহায়তা করার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। শিক্ষক যখন অভিভাবকের কাছে সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে মতামত জানতে চান তখন অভিভাবকবৃন্দ সম্মানিত বোধ করেন এবং ছেলেমেয়েদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টায় নিজেদেরকেও সমান অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করেন। শিক্ষকরা যেভাবে স্কুলে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেন, অভিভাবকরা সেই কৌশলগুলো ব্যবহার করে ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে আরো ভালভাবে দেখাশোনা করতে শিখেন। তারা সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করা শেখেন এবং পরস্পরের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন এবং একে অপরের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন। সবচেয়ে বড় কথা, তারা জানেন যে তাদের ছেলেমেয়েসহ অন্যান্য **সব ছেলেমেয়েই** মান সম্পন্ন শিক্ষা পাচ্ছে।

সমাজের উপকার :

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সমাজকেও নানা ভাবে উপকৃত করে। যখন এলাকার অধিকাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় এবং শেখে তখন সমাজ গর্ব অনুভব করে। তারা উপলব্ধি করে যে সমাজের কর্মকান্ডে অংশ নিতে 'ভবিষ্যত প্রজন্মের সমাজের নেতা এই স্কুলে তৈরী হচ্ছে। সমাজ দেখে যে এতে সামাজিক সমস্যা যেমন- ছোট খাট অপরাধ, কিশোর কিশোরীদের সমস্যা ইত্যাদি হয়তো কমে যায়। সমাজের সদস্যরা স্কুলের কাজে অধিকতর সম্পৃক্ত হয় । এতে স্কুল ও সমাজের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।



কর্ম তৎপরতা: একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পথে চ্যালেঞ্জ:

এত উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও কেন সব স্কুল একীভূত শিখন-বান্ধব পরিবেশে পরিণত হচ্ছে না? স্কুল গুলোর একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তার একটি ছোট তালিকা নিচে দেয়া হল। আপনার স্কুলের প্রতিটি প্রতিবন্ধকতা সমাধানের জন্য কিছু উপায় বের করুন।

১. বর্তমান শিক্ষার পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য চাই কর্মস্পৃহা, খোলামন, ইচ্ছা ও আগ্রহ। যদি শিক্ষকরা স্কুলের চেয়ে নিজেদের ঘর গেরস্থালীর কাজে বেশী মনোযোগী হন, বা স্কুলে শিক্ষকতার বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকেন যেমন প্রায়ই বিভিন্ন মিটিং এ অংশগ্রহণ, স্কুলের অফিসের কাজে দায়িত্ব পালন করা তাহলে শিক্ষকরা হযতো মনে করতে পারেন যে স্কুলের পরিবেশ পরিবর্তনের ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বা কর্মশক্তি তাদেও নেই।

এই সমস্যা দূরীকরণের উপায়-

ক.----------

খ.----------

গ.----------

২. শিক্ষকরা একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ কি তা বোঝেন না বা তাদের মনে হচ্ছে এই পরিবেশ তৈরীর জন্য যথেষ্ট সম্পদ তাদের স্কুলে নেই।

এই সমস্যা দূরীকরণের উপায় -

ক. ----------

খ.----------

গ.----------

৩. বাবা মা, এমনকি শিক্ষকরা একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের উপকারিতা বুঝতে পারছেন না এবং তাদের ধারণা স্কুলে সব ধরনের ছেলেমেয়ে ভর্তি হলে তাদের নিজনিজ সন্তানদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে

এই সমস্যা দূরীকরণের উপায় -

ক.----------

খ.----------

গ.----------

অভিজ্ঞতা থেকে একটি শিক্ষা ঃ প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের অন্তর্ভুক্তি

"আমরা আবিষ্কার করলাম যে শিশুরা বয়স্কদের তুলনায় অনেক বেশী মানবিক ও সৎ। গত চার বছরে তারা তাদের প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের প্রশ্ন করেনি যে, তার পা অমন বাঁকা কেন ? বা সে,দেখতে পায়না কেন ইত্যাদি ? আমি দেখেছি যে প্রতিবন্ধী বন্ধু যখন ক্লাসে কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় তখন সবাই তা নিঃশব্দে, মনোযোগ দিয়ে শোনে, সে যদি সঠিক উত্তর দেয় বা উত্তর সর্ম্পূন করে তখনি সবাই উল্লসিত হয়, বাহবা দেয়। তাদের প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্বাভাবিক বন্ধুদের মতই। তারা একসঙ্গে স্কুলে আসে, বনভোজনে যায়, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। কাজেই আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যেসব শ্রেণীকক্ষে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ে নেই সেসব শ্রেণীকক্ষের ছেলেমেয়েরা বরং প্রতিবন্ধীদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে থাকে। কখনো কখনো তারা প্রতিবন্ধীদের বিদ্রুপ করে, তাদেরকে ঠেলে সরিয়ে দেয় বা তাদের দিকে অবমাননাকর ভাবে তাকিয়ে থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে যেসব শ্রেণীকক্ষে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা অর্ন্তভুক্ত থাকে সেসব শ্রেণী কক্ষের অ-প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা তাদের প্রতিবন্ধী বন্ধুদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। এমন কি বাবা মাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। একবার ১ম শ্রেণীর ক্লাসে কিছু অভিভাবক লক্ষ করে, ক্লাশে একটি প্রতিবন্ধী বাচ্চা ভর্তি হয়েছে। তখন তারা তাদের বাচ্চাদের সেই বাচ্চাটির কাছ থেকে সরিয়ে দিল এবং মন্তব্য করল যে "কেন আমার বাচ্চা ঐ বাচ্চার পাশে বসবে? অথবা ক্লাসের সময় সে আমার বাচ্চাকে বিরক্ত করবে"।

অবশ্য তাদের এ ধরনের মন্তব্য বা ধারণা দু একমাসের বেশী স্থায়ী হয়নি। যখন তারা উপলব্ধি করতে পারলেন যে তাদের বাচ্চারাই প্রতিবন্ধী শিশুটিকে স্বাভাবিক হিসেবে নিয়েছে, তাদের বন্ধু হিসেবে মেনে নিয়েছে তখন তারাও প্রতিবন্ধী শিশুর সাহায্যে এগিয়ে আসে। তারা প্রতিবন্ধী শিশুটির পোষাক পরাতে, স্কুলের ব্যাগ গোছাতে এবং বাড়িতে পৌছে দিতে সহায়তা করতে লাগলেন। পরবর্তীতে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরাই আমাকে অনুরোধ করে আমি যেন প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের সমস্যা নিয়ে একটি সভা আহ্বান করি। পরিশেষে বলতে পারি যে, খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে অভিভাবক বা অ-প্রতিবন্ধী বাচ্চারা বিষয়টি মেনে নিয়েছিল, তারপর থেকে আমার ক্লাসের কাজ ভালভাবে চলছে আর প্রতিবন্ধী বাচ্চারাও খুব শীগগীরই ক্লাসের সবার ভালবাসা ও সহযোগিতা পেতে শুরু করেছে।"[৩]

[3] "Including Children With Disabilities, an interview with Katica Dukivska Muratovska. "http://www. unicef. or/teachers/forum/01000.htm



টুল ১.২
আমরা এখন কোথায় আছি ?

আমাদের স্কুল কি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হয়েছে?

বাংলাদেশে ধারণাটি নতুন হলেও দেশে বা বিদেশে যে সব স্কুল একীভূত, শিখন-বান্ধব হওয়ার জন্য কাজ করছে তারা দেখতে পাচ্ছে যে সমাজ, শিক্ষক ও ছেলেমেয়েরা তাদের বাবামায়েরা এর ফলে নানা ভাবে উপকৃত হচ্ছে। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর পূর্বশর্তই হচ্ছে আপনার স্কুলে একীভূত ও শিখন বান্ধব পরিবেশ আছে কিনা তা নির্ধারণ করা। এরপরের কাজ হচ্ছে আপনার স্কুলকে পুরোপুরি একীভূত ও শিখন-বান্ধব পরিবেশে তৈরী করতে কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন, তা জানা।

নিচের চেকলিস্টটি আপনার স্কুলের অবস্থা যাচাইয়ে সাহায্য করবে। আন্তরিকতার সঙ্গে এটি পূরণ করুন। কোন বিষয়ে ইতোমধ্যে আপনার স্কুল কাজ করে থাকলে, তার পাশে (টিক্) চিহ্ন দিন। যদি এর অধিকাংশ না-বাচক হয়ে থাকে তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এই টুলকিটের মাধ্যমে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানব এবং একত্রে কাজ করব। চেকলিস্ট পূরণের মাধ্যমে যে তথ্য সংগৃহীত হবে তা আপনার স্কুলকে একীভূত ও শিখন-বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার জন্য পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে । তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে এই বুকলেটের পরবর্তী টুলে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।



কর্ম তৎপরতা: একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কিত স্ব-মূল্যায়ন:

আপনার স্কুল একটি একীভূত শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে কি করছে?

স্কুল-নীতিমালা এবং প্রশাসনিক সহায়তা

আপনার স্কুল/ স্কুলের:

— একীভূত ও শিখন-বান্ধব শিক্ষা বিষয়ে নীতিমালা ও মিশন-ভিশন ষ্টেটমেন্ট ও বৈষম্য বিরোধী নীতি রয়েছে।

— স্কুল এলাকায় স্কুল গমনপোযোগী সকল ছেলেমেয়ের (যারা ভর্তি হয়েছে বা হয়নি) তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা রয়েছে ।

— অভিভাবকরা যাতে তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করতে উৎসাহিত হন সেজন্য নিয়মিত এই বলে প্রচারণা চালানো হয় যে সব শিশুদের স্কুলে ভর্তি করা উচিত এবং তাদের ভর্তির জন্য সব স্কুলগুলো খোলা থাকে।

— বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে একীভূত শিক্ষা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় দলিল ও রিসোর্স রয়েছে।

— কোন্ পেশাজীবি প্রতিষ্ঠান, এ্যাডভোকেসী গ্রুপ এবং সামাজিক সংগঠনে একীভূত শিক্ষা সংক্রান্ত রিসোর্স পাওয়া যায় তা অবহিত।

— স্কুল প্রশাসক এবং শিক্ষকবৃন্দ একীভূত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও এর ধরন সম্পর্কে অবগত এবং এজন্যে স্কুলের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ রয়েছে।

— স্কুলটিতে পরিপূর্ণভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ কার্যকর করতে যে বাধার সন্মুখীন হচ্ছে এবং তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের তালিকা প্রণয়ন করেছে।

— ব্যয়ভার, স্কুলের রীতিনীতি ও সময়সূচির কারনে স্কুলে ভর্তি হয়ে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না । সে ব্যাপারে স্কুল সচেতন এবং তা পরিবর্তন করে।

— শিক্ষকরা যাতে নিত্যনতুন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে পারে সেজন্য তাদের সুযোগ দিয়ে থাকে।

— একীভূত শিক্ষা অনুশীলনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য সমাজের চাহিদার প্রতি নজর দেওয়া, সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাসহ মত বিনিময়ের সুযোগ রয়েছে।

— স্কুল কর্মীদের প্রয়োজনের দিকে নজর রয়েছে এবং তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ হয় না।

— ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এবং একীভূত শিক্ষা অনুশীলনে পরিবর্তন আনতে এবং একীভূত শিখন তৎপরতায় সবার অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া, তত্ত্বাবধান ও কার্যকর সহযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে।

স্কুলের পরিবেশ :

আপনার স্কুলে:

— সব শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী সব সুযোগ সুবিধা যেমন- মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট, শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য র‍্যাম্প (সিঁড়ি নয়) রয়েছে।

— একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও বন্ধুসুলভ পরিবেশ রয়েছে।

— নিরাপদ ও পরিষ্কার খাবারের পানি সরবরাহ সহ স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবারের বিক্রয় বা সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।

— বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আগত স্কুল কর্মী/ শিক্ষক রয়েছে (যেমন- বিভিন্ন সম্প্রদায়, আদিবাসী, শারিরীক সামর্থ্য, ধর্ম, ভাষা বা আর্থসামাজিক অবস্থান ইত্যাদি নির্বিশেষে) অথবা এ ধরনের কর্মী শিক্ষক রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

— কাউন্সিলর বা শিক্ষার্থীদের নির্দেশক ও পরামর্শদানকারী শিক্ষক এবং দ্বিভাষিক শিক্ষক রয়েছেন যিনি বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা সহ তাদের সাহায্য করে থাকেন।

— সব শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী একত্রে মিশে যাতে বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা সহ সাহায্য করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা রয়েছে বা ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

— শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

— শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যথাযথ স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে।

শিক্ষকের দক্ষতা, জ্ঞান এবং মনোভাব :

শিক্ষকবৃন্দ:

— একীভূত' এবং শিখন-বান্ধব শিক্ষা'র অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের উদাহরণ দিতে জানেন ।

— মেয়ে শিক্ষার্থী, সম্পদশালী,দরিদ্র, আদিবাসী, বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকলেই যে শিক্ষণে সক্ষম তা বিশ্বাস করেন।

— স্কুলে গমনপোযোগী/বহির্ভূত শিশুরা যাতে স্কুলে আসে তার জন্য কাজ করেন।

— শারিরীক, আবেগীয়, এবং শিখনকে বাধাগ্রস্ত করে এমন রোগ সম্পর্কে অবহিত এবং এ ধরনের অসুস্থ শিশুকে সঠিক চিকিৎসা পেতে সাহায্য করেন।

— স্কুলের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত মেডিক্যাল চেকআপ করে থাকেন।

— সব শিক্ষার্থীর ওপর উচ্চাশা পোষণ ও তাদের স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করতে উৎসাহিত করেন।

— বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য যেসব রিসোর্স রয়েছে তার খোঁজ খবর রাখেন।

— শিক্ষা-উপকরণ, স্কুলের পরিবেশ, নিজেদের শিক্ষা পদ্ধতি-তে সাংস্কৃতিক বা লিঙ্গ বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে এবং সংশোধন করতে পারেন।

— শিখন উপকরণে লিঙ্গ বা সাংস্কৃতিক পক্ষপাতিত্ব শিক্ষার্থীরা যাতে চিহ্নিত করতে এবং সংশোধন করতে পারে সেজন্যে তাদের সাহায্য করেন।

— বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও চাহিদানুযায়ী স্কুলের কাজ, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাক্রমে প্রয়োজনীয় অভিযোজন করেন।

— শিক্ষার্থীদের শিখন যাতে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ হয় সেজন্যে শিক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় বিষয়, ভাষা ও কৌশল ব্যবহার করেন।

— শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা এবং চাহিদা অনুযায়ী শিখন মূল্যায়ন করেন।

— শিক্ষা বিষয়ে চিন্তাশীল, সুগমকরা, গবেষক, অভিযোজনশীল এবং পরিবর্তনশীল।

— দলে কাজ করতে সমর্থ।

শিক্ষক উন্নয়ন :

শিক্ষকবৃন্দ:

— একীভূত শিখন বান্ধব শ্রেণীকক্ষ ও স্কুল উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মশালা বা প্রশিক্ষণ ক্লাসে উপস্থিত থাকেন এবং নিয়মিতভাবে উচ্চতর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

— একীভূত শিখন বান্ধব শ্রেণীকক্ষ তৈরীর ব্যাপারে অন্যান্য শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজের সদস্যদের উপস্থাপন/প্রেজেন্টেশন করতে পারেন।

— শিক্ষণ-বিষয় (যেমন- গণিত) সম্পর্কে আরো ভালভাবে জানতে স্কুল থেকে অব্যাহত সহযোগিতা পান ।

— একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সংক্রান্ত শিক্ষণ-শিখন উপকরণ উন্নয়নে অব্যাহত সাহায্য পান।

— নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও লিখিত তত্ত্বাবধান-পরিকল্পনার মাধ্যমে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিয়মিত সহযোগিতা পান।

— শিখন উপকরণ তৈরী ও এ সংক্রান্ত ধারণা বিনিময়ের ' জন্য কর্মক্ষেত্রে আলাদা কক্ষ বা জায়গা নির্ধারণ করা আছে।

— একীভূত শিখন বান্ধব মডেল স্কুল পরিদর্শন করতে পারেন।

শিক্ষার্থী সংক্রান্ত :

— সমাজভুক্ত স্কুল গমনপোযোগী সকল শিশু নিয়মিত স্কুলে যায়।

— সব শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক ও শিখন উপকরণ রয়েছে।

— নিজ নিজ উন্নতি মনিটর করার সুবিধার্থে সব শিক্ষার্থীই শিক্ষকদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন বিষয়ক তথ্য পায়।

— ভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিশুরা শ্রেণীকক্ষে বা স্কুলে যাতে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে ও লেখাপড়া শিখতে পারে সেজন্য সমান সুযোগ পায়।

— সব শিক্ষার্থী নিয়মিত স্কুলে আসছে কিনা তা ফলো আপ করা হয়।

— সব শিক্ষার্থীরই স্কুলের সব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে।

— স্কুলে বা শ্রেণীকক্ষে সহিংসতা, নিপীড়ন, অন্তর্ভুক্তি, বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশাবলী ও নীতিমালা তৈরীতে সব শিক্ষার্থী সহায়তা করে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু ও মূল্যায়ণ :

— শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিখন কৌশল যেমন- আলোচনা বা অভিনয় সন্নিবেশন করা হয়।

— শিক্ষার্থীদের প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা যাই হোক না কেন তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর মিল থাকে।

— শিক্ষাক্রমে সাক্ষরতা, হিসাব নিকাশ এবং জীবন ধারণের দক্ষতা মূলক বিষয়বস্তু থাকে।

— শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করার জন্য স্থানীয় রিসোর্স ব্যবহার করেন।

— শিক্ষাক্রম ভুক্ত উপকরণে বিভিন্ন মানুষ যেমন মেয়ে, নারী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, আর্থ-সামাজিক পটভূমির মানুষ ও প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে তথ্য, উদাহরণ ও ছবি আওতাভুক্ত হয়েছে ।

— শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন শিখন পর্যায় ও কৌশল বিশেষত ঃ শিখনপ্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে অভিযোজন করা হয়।

— শিখন-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত শিক্ষণ, পাঠের পুনরালোচনা করা হয়।

— শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাক্রমভুক্ত শিখন উপকরনসমূহ শিক্ষার্থীরা স্কুল ও স্কুলের বাইরে যে ভাষা ব্যবহার করে সে ভাষায় রচিত।

— শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহিষ্ণু মনোভাব এবং নিজ ও অন্যদের কৃষ্টি বা পটভূমির সম্পর্কে ও মনোভাব প্রবর্তনে উৎসাহিত করে।

— শিক্ষকরা শুধুমাত্র পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন না করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাব পরিমাপের জন্য বিভিন্ন টুলস্ ব্যবহার করেন।

বিশেষ বিষয়/ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী :

— শারিরীক প্রতিবন্ধী শিক্ষর্থীদের খেলাধুলা ও শারিরীক উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

— মেয়ে শিক্ষার্থীরা ছেলে শিক্ষার্থীদের মতই নানা ধরনের খেলাধুলার জন্য সুযোগ পায়।

— সব শিক্ষার্থীর তাদের নিজ নিজ ভাষায় পড়া, লেখা এবং শেখার সুযোগ রয়েছে।

— স্কুল সব ধর্মের শিক্ষার্থীকে সমান মর্যাদা দেয় এবং স্কুলে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানার সুযোগ রয়েছে।

সমাজ :

— অভিভাবক এবং সমাজের লোকজন একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে জানেন এবং স্কুলকে 'একীভূত শিখন বান্ধব' হতে সাহায্য করেন।

— স্কুল বহির্ভূত সব শিক্ষার্থীকে স্কুলে নিয়ে আসতে সমাজ সাহায্য করে।

— অভিভাবক এবং সমাজ একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বাস্তবায়নে ধারণা ও রিসোর্স এর ব্যবস্থা করে।

— অভিভাবকবৃন্দ তাদের সন্তানদের স্কুলে উপস্থিতি ও লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কে স্কুল থেকে তথ্য পান।

এই স্ব- নির্ধারণী চেকলিস্ট আপনাকে ও আপনার সহকর্মীদের আপনাদের স্কুলে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর পরিকল্পনা ও কাজ শুরু করতে সহায়তা করবে। এই বুকলেটের পরবর্তী টুলে আপনি কিভাবে এ কাজটি করবেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে; কাজেই এই লিস্টের কথা ভুলে যাবেননা। মনে রাখবেন, একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বাস্তবায়ন হচ্ছে একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। আপনি, আপনার সহকর্মী অভিভাবক এবং সমাজের লোকজন বছরের বিভিন্ন সময়ে এই চেকলিস্টটি পর্যালোচনা করে দেখবেন যে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর পথে আপনারা সঠিকভাবে এগোচ্ছেন কিনা।

কিভাবে আমাদের স্কুল একীভূত শিখন বান্ধব হয়ে পারে?

যখন কোন স্কুলের শিক্ষক আপনাকে প্রশ্ন করবে, আমাদের স্কুলকে একীভূত, শিখন বান্ধব পরিণত করতে কি করা প্রয়োজন? তখন আপনার উত্তর কি হবে ? নিচের বিষয়বস্তু পড়লে এবং আলোচনা করলে আশা করি আপনি এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।



কর্মতৎপরতা: থাইল্যান্ডে এক স্কুলের একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়া।

১৯৫০ সালে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহরের প্রান্ত দেশে গগনচুম্বী ইমারত ও বস্তি এলাকার অদূরে মিনপ্রাসট্রাউটাইয়া (এম) স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথম থেকেই স্কুলটির মিশন ছিল ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সব পরিবারে শিশুদের লেখাপড়া করানো। ১৯৮৬ সালে স্কুলের অধ্যক্ষ স্কুলে একটি সক্রিয়, শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ একজন শিক্ষাবিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ৪দিন ব্যাপী এক কর্মশালায় 'এম' স্কুলের শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানান। কর্মশালাটি ছিল অংশগ্রহণমূলক ও কর্মকেন্দ্রিক। এর শিক্ষণ-এর ফোকাস ছিল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-শিখনের উন্নতি করা। কর্মকেন্দ্রিক শিখন-এর ব্যাপারে শিক্ষকরা সবাই খুব উৎসাহী ছিলেন। তারা নতুন নতুন শিক্ষা উপকরণ তৈরী করে তা শ্রেণীকক্ষে নতুন শিক্ষন পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা করা শুরু করেন। সেসঙ্গে নতুন শিক্ষণ পদ্ধতিও তারা ব্যবহার করতে থাকেন। স্কুলের অধ্যক্ষ শিক্ষণ- শিখনের এই নতুন ধরনের কাজকে গুরুত্বের সঙ্গে তত্ত্বাবধান করতে থাকেন এবং শিক্ষকদের একে অপরের সঙ্গে তাদের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে অনুরোধ জানান। যাতে শিক্ষকদের মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায় ও তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। এভাবে শিক্ষকরা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য কর্মশালা আয়োজন করতে থাকেন, তারা নতুন জিনিষ শিখতে অন্যান্যদের স্কুল পরিদর্শন করেন এবং সারা দেশের স্কুল থেকে অন্যান্য শিক্ষকদেরও তাদের স্কুল পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান ।

'এম' স্কুল আশেপাশে যেসমস্ত সম্পদ রয়েছে সেগুলোকে ব্যবহার করে এবং স্কুলের উন্নতির জন্যে নতুন রিসোর্স খুঁজে বের করে। তারা স্কুলের জন্য শিখন-ভিশন তৈরী করে এবং একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বৌদ্ধ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রথা চালু করেন। (যেমন- শিক্ষক শিক্ষার্থীরা ক্লাসের ফাঁকে প্রতিদিন ধ্যান ও একমনে চিন্তা করার জন্য সময় বের করে নিত)।

স্কুলের মিশনের অংশ হিসেবে, এম' স্কুলের অন্যতম লক্ষ্য ছিল থাই সমাজকে দেখানো যে সব শিক্ষার্থী একত্রে ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারে। ১৯৯০ সালে অধ্যক্ষ, অভিভাবক কমিটির সদস্য এবং শিক্ষকবৃন্দ কিভাবে কমিউনিটির সব ছেলেমেয়েদের সেবা প্রদান করা যায় সে বিষয়য়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। তারা সব ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু যেমন- অটিজম, ডাউন সিনড্রোম, শ্রবণ সমস্যাযুক্ত, অতিচঞ্চল (হাইপার একটিভ) এবং শিখন প্রতিবন্ধী শিশুকে স্কুলে ভর্তি করে নেয়। শিক্ষার্থীরা ভর্তির আগেই, শিক্ষকরা এ ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজনীয় কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। তাঁরা পরবর্তীতে দেখেছেন এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস ও করেন যে একটি একীভূত, শিখন বান্ধব পরিবেশে সব ছেলেমেয়ে সমানভাবে উপকৃত হয়।

সে সময় স্কুলের সামনে একটি বিরাট রাস্তা (হাইওয়ে) নির্মাণ করা হচ্ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ রাস্তার নির্মান শ্রমিকদের যেসব সন্তান স্কুলে যেতনা তাদেরকেও এম' স্কুলে আসার আমন্ত্রণ জানায় এবং অন্যান্য শিশুদের

সঙ্গে তাদের লেখাপড়া করার সুযোগ করে দেয়। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও নির্মাণ শ্রমিকদের দুঃস্থ সন্তানদেও জন্য স্কুল ইউনিফর্ম তৈরী করে দেয়, অপরদিকে, স্কুল কর্তৃপক্ষও তাদের বেতন মাফ করে দেয়।

'এম' স্কুলে সক্রিয় শিখন ও শিক্ষার্থীর অর্ন্তভুক্তি সংক্রান্ত পরিবর্তনসমূহ রাতারাতি হয়নি । ধাপে ধাপে বহু বছরের প্রচেষ্টার পর তা সম্ভব হয়। এম' স্কুলের অধ্যক্ষ জানতেন যে পুরনো ধারা থেকে নতুন ভাবধারায় উন্নীত হতে সময় লাগে। সেজন্য প্রতি তিন থেকে পাঁচ বছরের পর পর শিক্ষার্থীদের শিখনকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ নতুন চুক্তি প্রস্তুত করেন। এই চুক্তি তৈরীতে স্কুলের সবাই অংশ নিয়ে থাকে। সবাই দলীয়ভাবে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় অর্থাৎ এখানে "সবাই পরিবর্তনকারী আবার সবাই শিক্ষার্থী।"

এই কেসস্টাডিটি আপনি পড়লেন। এখন বলুন,স্কুলটিকে একীভূত, শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত করার জন্য কর্তৃপক্ষ কি কি উদ্যোগ নিয়েছিলেন ? প্রধান কয়েকটি উদ্যোগের কথা এখানে লিখুন এবং আপনার সহকর্মীদের সাথে তা নিয়ে মত বিনিময় করুন।

১.----------

২.----------

৩.----------



অভিব্যক্তির প্রতিফলন: আমাদের অবস্থা কি ?

এখন আপনার কর্মক্ষেত্রকে একটি একীভূত ও শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত করতে যে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে সে সম্পর্কে অভিব্যক্ত (রিফ্লেক্ট) করুন। আপনার সমাজ, শ্রেণীকক্ষ বা স্কুলে এ ধরনের যে কোন একটি ইতিবাচক পরিবর্তন মনে করার চেষ্টা করুন। এই পরিবর্তন আনার জন্য আপনার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মূল কাজসমূহ এখানে লিখূন ঃ

১.----------

২.----------

৩.----------

কিভাবে পরিবর্তন আনা যায় ও তা অব্যাহত রাখা যায় ?

স্কুলে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে নিচের উদ্যোগসমূহ প্রয়োজনীয়। নিচের উদ্যোগগুলোর সঙ্গে আপনার লেখা ওপরের তালিকার কোন বিষয়টির মিল রয়েছে ? কোন উদ্যোগটি আলাদা ? কেন আলাদা তা নিয়ে এবং কিভাবে এগুলো আপনাদের স্কুলে প্রবর্তন করা যায় সে বিষয়ে আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করুন।

১. **নেতৃত্ব** যে কোন পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয়; এটি ছাড়া কোন কিছুর পরিবর্তন হয় না। কোন একজন- প্রধান শিক্ষক বা সিনিয়র শিক্ষক বা কোন শিক্ষক যিনি পরিবর্তনের ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী ও নিবেদিত, তিনি পরিবর্তনকারী এজেন্ট হিসেবে কাজ করবেন। যিনি এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সংগঠন, তত্ত্বাবধান এবং পরিচালন করবেন।

২. **শিক্ষকদের জন্য অংশগ্রহণমূলক এবং কর্ম-কেন্দ্রিক কর্মশালা** ছাড়াও যে কোন পরিবর্তন আনার ও তা অব্যাহত রাখার জন্য নানা ধরনের শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। যেমন- কর্মী উন্নয়ন দিয়েই শুরু করুন; কোন একটি বিশেষ দিনে শিক্ষকদের শিশু-কেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতির অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এবং একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে খোলামেলা আলাপ আলোচনার সুযোগ দিন। সেসঙ্গে শিক্ষকদের একে অপরের শিক্ষাদান, কাজ পর্যবেক্ষণ ও সে সম্পর্কে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিতে উৎসাহিত করুন। যেহেতু স্কুলে বিভিন্ন চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা ভর্তি হয় তাই অতিরিক্ত কর্মশালার আয়োজন করুন যেখানে শিক্ষকরা জানবেন যে, ক) কিভাবে এসব শিক্ষার্থীরা শেখে খ) কিভাবে শিক্ষককে নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হয় এবং গ) শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়ক স্কুলে যে কোন পরিবর্তন চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে হয়। এধরনের কর্মশালা থেকে শিক্ষকরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে তা ফলো আপ করুন। দেখুন স্কুলে শিক্ষক শিখন কাজে পরিবর্তন নিয়ে আসতে শিক্ষকদের কি ধরনের সাহায্য করা দরকার এবং আগামীতে কি ধরনের কর্মশালা আয়োজন করা দরকার তাও চিহ্নিত করুন।

৩. **শ্রেণীকক্ষে শিক্ষন-শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন** একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পূর্বশর্ত। মনে রাখবেন সমস্ত স্কুলটিই একটি শ্রেণীকক্ষ। তবে, আপনি ও আপনার শ্রেণীকক্ষ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে কাছাকাছি, আপনি তাদের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন এবং আপনার শিক্ষণ পদ্ধতিই তাদের সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে।

৪. **স্কুল এবং সমাজ থেকে সংগৃহীত তথ্য** ও একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য পরিচালনা ও যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয়। আমরা এই টুলকিটে পরবর্তীতে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ করতে হয় সে সম্পর্কে জানব।

৫. **রিসোর্স** সংগ্রহ করা ও তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে পরিবার ও সমাজের সঙ্গে কাজ করা যায় সে বিষয়ে আমরা বুকলেট-২ এ
বিস্তারিত জানব।

৬. **পরিকল্পনা করা জরুরী**। একটি নমণীয় দীর্ঘ মেয়াদী (৩-৫ বছর) পরিকল্পনা ধাপেধাপে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের পরিকল্পনা শিক্ষক, স্কুলকর্মী, এবং সমাজকে পুরনো থেকে নতুন ধারা অনুশীলনের জন্য সময় করে দেয়। শিক্ষক ও অভিভাবককে এ জন্যে উদ্দেশ্য নির্ধারণে অংশ নিতে হবে। শুরুতেই যতবেশী মানুষ অংশ নেবে, ততই ভাল।

৭. **পরিবর্তনের চালু প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন একটি পারস্পরিক, সহযোগিতামূলক দলীয় প্রক্রিয়া**। "সবাই অংশ নেয়, সবাই শেখে এবং সবাই-ই বিজয়ী হয়" এ ধরনের বিশ্বাস, সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস তৈরী করে যা থেকে শিক্ষকরা পরস্পরের কাজ, দায়িত্ব ও কর্তব্য ভাগাভাগি করে নিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

৮. এই বুকলেটের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে স্কুলের **মিশন-ভিশন ও সংস্কৃতি** তৈরীর কথা। শিক্ষক, প্রশাসক, শিক্ষার্থী অভিভাবক এবং সমাজের নেতা সবাইকে স্কুলের মিশন ও ভিশন তৈরীতে অংশ নিতে হবে।

৯. **অভিভাবক ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সদা যোগাযোগ** প্রয়োজন। কারন এতে তাদের আস্থা অর্জন, সমাজের সকল শিশুর স্কুলে আসা ও তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে লেখা পড়া নিশ্চিত করা; তাদের অংশীদারীত্ব ও দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে তোলা এবং সমাজ ও স্কুলের মাঝে সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনে সহায়তা করে।



কর্ম তৎপরতা: বিরোধিতার মোকাবেলা কর।

সবাই কিন্তু পরিবর্তন চাইবে না। কাজেই পরিবর্তন আনতে গিয়ে আপনি কারো কারো বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন, যাতে দীর্ঘদিনের নিয়ম বা প্রথার পরিবর্তন না করা হয়। অনেক কারনে স্কুলসমূহ এমনকি আপনার স্কুলও একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার বিরোধিতা করতে পারে। নিচে কারনসমূহ লিপিবদ্ধ করুন ও কি উপায়ে তার মোকাবেলা করবেন তা আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করুন।

১. কি ধরনের বিরোধিতা (সম্ভাব্য)----------

আমার করণীয়----------

---

২. কি ধরনের বিরোধিতা (সম্ভাব্য)----------

আমার করণীয়----------

---

৩. কি ধরনের বিরোধিতা (সম্ভাব্য)----------

আমার করণীয়----------

---

৪. কি ধরনের বিরোধিতা (সম্ভাব্য)----------

আমার করণীয়----------

---

৫. কি ধরনের বিরোধিতা (সম্ভাব্য)----------

আমার করণীয়----------



টুল ১.৩
'একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ' হয়ে ওঠার ধাপ

কিভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পরিকল্পনা করা যায়

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার জন্য আপনার স্কুলের অবস্থান যাচাই এবং তা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা দেখার পর, কিভাবে আপনার শ্রেণীকক্ষ বা স্কুলকে আরো একীভূত ও শিখন বান্ধবে পরিণত করা যায় সে সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ/ধাপ গ্রহণ করবেন।[৪] একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পরিকল্পনা ও তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করার পরামর্শ নিচে দেওয়া হলো। ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এর যে কোন একটি যে কোন সময় বাস্তবায়ন করলে আপনার শ্রেণীকক্ষ বা স্কুলটির একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে। আপনি নিজেও আপনার সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এই ধাপ গুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন এবং সর্বপরি ধাপগুলো অর্জনের জন্য আপনি নতুন কোন পথ বা কৌশল উদ্ভাবন করতে পারেন। এজন্য সবচেয়ে জরুরী হল এই কাজটির প্রতি বা যে কোন পরিবর্তনের জন্য আপনার ইতিবাচক মনোযোগ থাকতে হবে।

ধাপ-১: একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ ' সমন্বয়কারী দল গঠন করুন

আপনার স্কুলে যেসব ব্যক্তি একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ও কাজ করবেন তাদের নিয়ে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সমন্বয়কারী দল গঠন করুন।

এ দলে যারা থাকবেন তারা হচ্ছেন-
নিবেদিতপ্রাণ কিছু শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং দুই/তিনজন অভিভাবক (আরো অধিক সংখ্যক হতে পারে)। সমন্বয়কারী এই দলে আরো যারা অর্ন্তভুক্ত হতে পারেন তারা হলেন, স্কুল প্রশাসক, কর্মী, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পুরনো শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক, সমাজের সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় সামাজিক সংগঠন।

---

[4] The steps in this sevtion were adapted from The all Children Belong Project,www.uni.edu/ coe/inclusion/decision_making/ planning_Steps.html, and from Booth T, Ainscow M,et al.(2000) Index for Inclusion: Developing learning and participation inschools (Bristol, CSIE).

ধাপ- ২: চাহিদা নির্ধারণ

সবাই এ সম্পর্কে কতটুকু জানেন এবং আরো কি জানার প্রয়োজন ?

১। সমন্বয়কারী দলের সদস্যদের জ্ঞান পরখ করুন। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের বৈশিষ্ট্য ও এর উপকারিতা সম্পর্কে তারা কতটুকু অবগত ? আপনার ও তাদের কি জানা দরকার এবং কিভাবে সবাই শিখতে পারে (যেমন কোন বিশেষজ্ঞ অতিথি বক্তাকে আমন্ত্রণ করে, কোন রিসোর্স ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করে কিংবা কোন রির্সোস কেন্দ্র পরিদর্শন করে)?

২। শিক্ষার্থী, কর্মী, অভিভাবক, সেবাদানকারী,স্থানীয় সমাজের সদস্যদের জ্ঞান পরখ করুন। সমন্বয়কারী দলের সবাই যখন একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হবেন তখন অন্যদের কি প্রশ্ন করবেন, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিন। এটা হতে পারে, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, দলীয় কথোপকথন বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারেন।

স্কুল ও সমাজের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে জানুন :

১। পূর্ববর্তী টুলের "আমরা এখন কোথায় আছি"র শুরুতে দেয়া স্বনির্ধারণী চেকলিস্টটি পর্যালোচনা (বা পূরণ) করুন, একীভূত শিখন বান্ধব হওয়ার পথে আপনার স্কুল ইতোমধ্যে কি পদক্ষেপ নিয়েছে ও আরো কি করা উচিত সে সম্পর্কে একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।

২। খুঁজে দেখুন সমাজের কোন ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না। 'সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসা ও শেখা' শীষর্ক বুকলেট - ৩-এ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে ।

৩। আপনার শিক্ষার্থী ও সমাজের স্কুল বর্হিভূত ছেলেমেয়েদের শিখন চাহিদা চিহ্নিত করুন। এ ধরনের শিক্ষার্থীকে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য একটি ভাল শ্রেণীকক্ষ ও স্কুলের পরিকল্পনা করতে দলের সদস্যদের এই শিখন চাহিদা যতটুকু সম্ভব বুঝতে হবে । ইতোমধ্যে করা না হলে, টিমের সদস্য-শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদার ওপর একটি মূল্যায়ন করতে হবে। অভিভাবকবৃন্দ তাদের ছেলেমেয়ে সম্পর্কে যে কোন তথ্য মূল্যায়নকারী সদস্যদের দিতে পারবেন।

৪। আপনার সমাজ ও স্কুলের বর্তমান সম্পদ চিহ্নিত করুন। ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত ছেলেমেয়েদের কি সেবা ও সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন তার একটি তালিকা করুন। সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সরকারী বিভাগ, এনজিও, স্বাস্থ্য ক্লিনিক ও সেবাদানকারী এজেন্সী থাকতে পারে।

৫। স্কুলের পরিবেশ ও বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা কর্মসূচির একটি বিবরণ তৈরী করুন । আপনার স্কুলে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা, আসবাবপত্র ও উপকরণ রয়েছে ও ব্যবহার করা হচ্ছে তা এই বিবরণীতে থাকবে । সব শিক্ষার্থী কি এগুলো ব্যবহার করতে পারে? যদি না পারে, কিভাবে সবাই তা পারবে ?

৬। শ্রেণীকক্ষে কি কি ধরনের শিক্ষন- শিখন পদ্ধতি /প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তা চিহ্নিত করুন । শ্রেণীকক্ষ পরিদর্শন করে শিক্ষক শিক্ষার্থী কে কি করছে তার বর্ণনা দিন । শ্রেণীকক্ষ কি একীভূত ও শিখন বান্ধব ? কিভাবে? বা কেন নয়?

এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করুন। শ্রেণীকক্ষকে একীভূত ও শিখন বান্ধবে পরিণত করতে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তার বর্ণনা দিন। শ্রেণীকক্ষের আকার, শিক্ষণ কৌশল, শিক্ষণ প্রক্রিয়া, শেখানোর ধরন, শিক্ষার্থী শিক্ষক সম্পর্ক, শ্রেণী কক্ষের সাহায্যকারী এবং ব্যবহৃত উপকরণ বিবেচনা করুন।

আরো তথ্য সংগ্রহ করুন। যে তথ্য আপনি সংগ্রহ করেছেন সে সর্ম্পকেও নতুন প্রশ্ন থাকতে পারে। প্রয়োজনে অতিরিক্তি তথ্য সংগ্রহ করুন যাতে আপনি কোন মতামত বা ধারণা নয়, শুধুমাত্র সংগৃহিত প্রাসঙ্গিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

ধাপ -৩ : একটি ভিশন তৈরি করুন

আপনার কাঙ্খিত বা কল্পনার (আদর্শ) শ্রেণীকক্ষ কেমন হতে পারে তার একটি বর্ণনা দিন। আপনি ও আপনার শিক্ষার্থীরা যখন শ্রেণীকক্ষে হেঁটে বেড়ান তখন দেখতে কেমন লাগবে? কি ধরনের আসবাব এতে থাকতে পারে ? শিক্ষকরা কি করবেন? শিক্ষার্থীদের কাজ কি হবে? দেয়ালে কি ঝুলানো থাকবে ? ছেলে ও মেয়েদের কথা বিবেচনা করুন। বিশেষত: তাদের কথা যারা প্রধান ভাষায় (যেমন বাংলা) কথা বলতে পারে না । যাদের শ্রবন ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা রয়েছে অথবা যারা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, ভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের -এধরনের **সব শিক্ষার্থীদের** কথা বিবেচনা করুন। যদি সমাজের সব শিক্ষার্থী স্কুলে যায় , তবে তাদের কি ধরনের শিখন চাহিদা রয়েছে এবং কিভাবে তা পুরণ করা যায় ? একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে আপনার স্কুল বা শ্রেণীকক্ষকে পরিণত করতে আপনার ভিশন বা স্বপ্নসমূহ যতটুকু সম্ভব লিখে ফেলুন।

এখন, আপনার কাঙ্খিত শিক্ষা ও স্কুল পরিবেশ এর বর্ণনা দিন । ওপরে বর্ণিত রিসোর্স /সম্পদ বিবেচনা করুন। সমাজ, স্থানীয় সরকার বা শিক্ষা কর্মকর্তাদের (যেমন- উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইত্যাদি) কাছ থেকে কি ধরনের সহযোগিতা আপনি প্রত্যাশা করেন ? তারা কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন ?

এই সহযোগিতা নিশ্চিত করতে অন্য কে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন ? এ কাজে শিক্ষার্থীদের কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় ? এর সবকিছু লিখে ফেলুন। এগুলো আপনার কাঙ্খিত লক্ষ অর্জনে কাজে লাগবে।

ধাপ- ৪ : একটি একীভূত শিখন বান্ধব স্কুলের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করুন

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বাস্তবায়নের জন্য কাজের একটি কর্মসূচি প্রস্তুত করুন। কি কি পরিবর্তন প্রয়োজন এবং কখন তা করা হবে তার একটি বিবরণ তৈরী করুন। প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ, সেবা এবং সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম-এর একটি তালিকা তৈরী করুন। পরিবর্তন আনার জন্যে বাস্তবসম্মত সময় ও তারিখ নির্ধারণ করুন; যাতে লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট থাকে এবং চাহিদা ও অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তন আনা যায়।

অতিরিক্ত রিসোর্সের/সম্পদের চাহিদা থাকলে তার ব্যবস্থা রাখুন। আগাম ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োজনীয় কিছু রিসোর্স / সম্পদের যেমন- শিক্ষামূলক এইডের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা, চাইল্ড টু চাইল্ড শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন করা, বা রিসোর্স উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি গঠন করা) প্রস্তুত রাখতে হবে।

শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের মন ও হৃদয়কে বিবেচনায় রাখুন। যাতে সব শিক্ষার্থী শিখন ও অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয়। শিক্ষা পরিকল্পনা দু'ভাবে করতে হয়। ক)বিশদ পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং খ) শিক্ষার্থীদের হৃদয় ও মনের পরিবর্তন আনার মাধ্যমে। বিশদ বিশ্লেষণের জন্যে আপনি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর স্ব-নির্ধারণী চেকলিস্ট ও গাইডলাইনটি ব্যবহার করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের মনে ও মননে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনতে আপনি কি ধরনের চেষ্টা চালাবেন ? উদাহরণ স্বরূপ, আপনার শ্রেণীকক্ষে সমাজের সদস্য ও বাবা মায়ের অংশগ্রহণ বাড়ালে কেমন হয় ? এতে তারা একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে জানবেন এবং সে অনুযায়ী তারা আপনাকে শিখন ও ছেলেমেয়েদের শেখার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। এক্ষেত্রে বুকলেট-২ "একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ (আইলফি) তৈরীতে পরিবার ও সমাজের সঙ্গে কাজ"- এ বিস্তারিত বলা হয়েছে যেগুলো আপনি অনুসরণ করতে পারবেন।

ধাপ- ৫ ঃ আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করুন

প্রয়োজন হলে কর্মীদের কারিগরি সহযোগিতা দিন। কারিগরী সহায়তার (যেমন- অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের পরিচালিত বিশেষ কোন বিষয়ের ওপর কর্মশালা ইত্যাদি) প্রয়োজন হলে কি ধরনের সহায়তা প্রয়োজন এবং কে এই সহায়তা দিবে ? কিভাবে দেয়া হবে এবং কত দিন পর পর এই সহায়তা লাগবে ?

স্কুলের শিক্ষক বা কর্মী এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদানুযায়ী প্রশিক্ষণ দিন। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হতে পারে শিশু অধিকার ও শিক্ষা, জেন্ডার অসমতা ও জেন্ডার ন্যায়পরায়নতা, সংস্কৃতিক ও ভাষাগত পার্থক্য বা সাদৃশ্য, প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সচেতনতা, বিশেষ পরিচর্যার ওপর নির্দেশাবলী, কর্মীদের দায়দায়িত্ব সম্পর্তে বুঝিয়ে বলা, সবাই মিলে শেখানোর কৌশল ইত্যাদি।

সম্ভব হলে শিখন-শিক্ষণে বাবা মাকে/অভিভাবক সক্রিয় ও সম্পৃক্ত করতে হবে। পরিকল্পনাকারী দলকে তাই অভিভাবক/শিক্ষক যোগাযোগের কৌশল বের করতে হবে। পরিকল্পনায় থাকবে- অভিভাবদের সঙ্গে কে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব নেবে ? পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়নকালে অভিভাবকদের মতামত নেয়াকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

পরিকল্পনা করুন কিভাবে পরিবর্তনের পথে বিরোধিতা মোকাবেলা করবেন। থাইল্যান্ডের 'এম' স্কুলটিতে প্রধান শিক্ষক কি করেছিলেন তা মনে আছে তো ? তিনি পরিবর্তনের জন্য শিক্ষকদের প্রচুর সময় দিয়েছিলেন এবং পরিবর্তন এনেছিলেন ধীরে ধীরে যাতে শিক্ষকরা নতুন ধারার সঙ্গে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ব্যবস্থা খুব দ্রুত আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ কেউ তা পারেনি। অধিকাংশ অভিভাবকই স্কুলকে একীভূত করাকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অ-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর এই সহ-অবস্থানে। বিরোধীতাকারীরা চায়নি যে স্কুলটি 'প্রতিবন্ধীদের স্কুল' বা 'বিশেষ শিক্ষার স্কুল' হিসেবে চিহ্নিত হোক। এক্ষেত্রে স্কুলটি সুর্নিদিষ্টভাবে কতজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে তার একটি অনুপাত ঠিক করে দেয়ায় সমস্যাটির সমাধান হয়েছিল। আপনি ১.১-এর শেষে দেয়া একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ হওয়ার পথে চ্যালেঞ্জ আর তা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার করুন।

ধাপ-৬ : আপনার পরিকল্পনা মূল্যায়ন এবং সাফল্য উদযাপন করুন

অগ্রগতি মনিটর করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা পরিমার্জন করুন। স্কুলের পুরো শিক্ষাবর্ষে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ গঠন টিম-কে রিসোর্স হিসেবে ব্যবহার করুন। ফলোআপ সভার জন্য একটি কর্মসূচি তৈরী করুন। কিভাবে ও কে মনিটর করবে তা নির্ধারণ করুন। চলমান কার্যক্রম কিভাবে চলছে তা পর্যবেক্ষণ করুন; বর্তমান সহযোগিতা পর্যাপ্ত কিনা বা আরো উন্নত করতে হবে কিনা কিংবা প্রয়োজন রয়েছে কিনা সে সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নিন।

আপনার সফলতা উদযাপন করুন। শিক্ষা কার্যক্রমে বিশেষত যেখানে মানব ও উপকরণ সম্পদকে কাজে লাগানো হয়েছে তাতে যদি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায় তবে সবাই মিলে এ সাফল্য উদযাপন করুন। এ কার্যক্রমের প্রতিটি ধাপেই আপনি সমাজকে সম্পৃক্ত করেছিলেন । তাই সাফল্য উদযাপন করতে সমাজের সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্কুলে কোন একটি মেলা, উৎসব বা 'ওপেন স্কুল ডে' বা স্কুলের বিশেষ দিন আয়োজন করে তাতে আমন্ত্রণ জানান। 'স্কুলের বিশেষ দিন উদযাপন অনুষ্ঠানে সমাজের সদস্য ছাড়াও অভিভাবক, কর্মকর্তা কর্মচারীরাও আমন্ত্রণ পেতে পারেন ।

অনুষ্ঠানে সব শিক্ষার্থীদের ভাল কোন শিখন কাজের নমুনাসহ ব্যবহৃত নতুন ধরনের শিক্ষণ উপকরণ প্রদর্শিত হতে পাওে; এছাড়াও শিক্ষকরা তাদের আহরিত নতুন শিক্ষণ ও শিক্ষণ-যাচাই কৌশল উপস্থাপন করতে পারেন এবং শিক্ষাথীরা তাদের শেখা নতুন নতুন জিনিস আগত দর্শনার্থীদের শোনাতে বা দেখাতে পারেন।

কিভাবে অগ্রগতি মনিটর করা সম্ভব ?

আমরা কি পার্থক্য সূচনা করেছি? আমাদের স্কুল বা শ্রেণীকক্ষ কি সত্যিই ধীরে ধীরে একীভূত ও শিখন বান্ধবে পরিণত হচ্ছে? এক্ষেত্রে আপনাকে দুটি প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে :

১। আমরা যে ভাবে নির্ধারণ করেছি সে অনুযায়ী কি আমরা একীভূত ও শিখন বান্ধব হতে পেরেছি ? যা করেছি তা আমরা আরো কি ভাবে উন্নত করতে পারি ?

২। শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের ইতিবাচক পার্থক্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি?

আপনি একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর প্রক্রিয়া (# ১) এবং ফলাফল (# ২) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ভাবেই মূল্যায়ন করতে পারেন। আপনি এবং স্কুলের অন্যান্য ব্যক্তি মিলে এই মূল্যায়ন করতে পারেন এবং মূল্যায়নে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আপনি নিয়ে আসতে পারেন। অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন ছাড়াও নিয়মিত ভাবে বাইরের কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে স্কুলে আমন্ত্রণ করে মূল্যায়ন করলে মূল্যায়ন ভাল হবে। বর্হিমূল্যায়নকারীর এ ধরনের মূল্যায়ন হতে পারে স্কুল এক্রেডিটেশন ভিজিট' এর একটি অংশ অথবা বাইরের কারোর চোখে স্কুলের পরিবেশ দেখা। থাইল্যান্ডের 'এম' স্কুলে বার্ষিক 'বিশেষ দিনে' অভিভাবকরা স্কুলের প্রচলিত সুযোগ সুবিধে, কাজের ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান সম্পর্কে তাদের মতামত ও সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রশ্নপত্র পূরণ করে থাকেন। এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ স্কুলের উন্নতির জন্য ভাল ভাল ধারণা পান। মনে রাখবেন শিক্ষার্থীরাও ভাল মনিটর ও পর্যবেক্ষণকারী। তাই তাদের মতামত নিতেও ভুলবেন না।

এই বুকলেটের শুরুতে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের যে স্ব-নির্ধারণী চেকলিস্ট দেয়া হয়েছে সেটিও একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পথে (স্কুলের এক বা একাধিক বছর কিংবা একদশক ব্যাপী বা তারচে বেশী সময় লাগলেও) স্কুলের অগ্রগতি কার্যকর ভাবে মনিটর করার একটি টুল হতে পারে।

এই চেকলিস্টটি ছাড়াও, স্কুলটি সঠিক ভাবে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পথে এগোচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের পাঁচটি কৌশল রয়েছে। যা নিচে বলা হল :

১। **ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করুন এবং রেকর্ড রাখুন:** আপনি ও আপনার সহকর্মী শিক্ষক একটি একীভূত ও শিখন বান্ধব পরিবেশ অর্জনে কি কি অগ্রগতি হয়েছে তা ডায়েরিটিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রতিমাসে নিয়মিত ভাবে লিখে রাখতে পারেন । এই রের্কডের মধ্যে থাকবে বিভিন্ন কাজ, স্কুলে ও সমাজে এ সংক্রান্ত মিটিং এর বিবরনী। ক্লাসের মনিটর বা অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও প্রতি মাসে কি কি কাজ হয়েছে তার একটা ছোট ডায়েরী রাখতে পারে এবং এ বিষয়ে শিক্ষক ও স্কুলের অন্যান্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে পারে। সম্ভব হলে, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বা অভিভাবকগন স্কুলে নিয়মিত পরির্দশনে এসে এ সংক্রান্ত বিষয় নিজেদের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারেন ।

২। **অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলুন:** একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেশীরভাগ কাজই করা হয় অনানুষ্ঠানিক ভাবে। কিন্তু কখনো কখনো অনেক বিষয়ে ধারণা পেতে আপনাকে একটা বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন করতে হতে পারে। যেমন আপনি অনেকগুলো প্রশ্নের একটি তালিকা করে তার উত্তর সমূহ লিখে ফেলার ব্যবস্থা করতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি শিক্ষার্থী অভিভাবক এবং অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে ব্যক্তিগত বা দলবদ্ধ ভাবে কথা বলুন। খেয়াল রাখবেন, প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ মতামত পক্ষপাতিত্বহীন ও আন্তরিক ভাবে প্রদান করেন।

৩. **নিবন্ধ রচনা / লেখার মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই :** আপনি ও আপনার সহর্কমী শিক্ষকরা স্কুলে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিক্ষাথীদের সম্পর্কে কতটুকু জানেন ? আপনি অন্যান্য শিক্ষকদের তারা যা জানেন সে বিষয় একটি প্রতিবেদন লিখতে অনুরোধ জানাতে পারেন এবং আরো যা জানতে চান বা মনে যে সব প্রশ্ন রয়েছে তার একটি তালিকা করতে বলুন। শুধু শিক্ষক নয়, শিক্ষার্থীরাও এই অনুশীলনটি করতে পারে ।

৪। **পর্যবেক্ষণ :** কাকে এবং কি কি আমরা পর্যবেক্ষণ করি? প্রধান শিক্ষকের উচিত সার্বিক পেশাগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষের শিখন র্কাযক্রম পর্যবেক্ষণ করা। (প্রধান শিক্ষক কতবার শ্রেণীকক্ষ পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষকের সঙ্গে তার কি বিষয় আলোচনা হয় তার একটি রেকর্ড রাখুন।) দলগত শিক্ষণের অংশ হিসেবে জুটিতে পর্যবেক্ষণ সমান কার্যকর। এক ক্লাসের শিক্ষক অন্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। এধরনের পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ প্রসূত মতামত সমূহের রেকর্ড রাখুন। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে এ বিষয়ে দলে আলোচন করুন।

আপনার স্কুল ঘর বা দালানের দিকে তাকান, এর আশেপাশেও দেখুন। আপনার একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর কার্যক্রমের কোন প্রভাব কি স্কুলের চেহারায় পড়েছে? এটা কি সবধরনের প্রতিবন্ধকতা মুক্ত? ছেলে ও মেয়েদের টয়লেট কি আলাদা জায়গায় ? ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য কি খেলার মাঠে খেলাধুলার সমান সুযোগ রয়েছে ?

শিক্ষার্থীদের আচার আচরণে কোন পরিবর্তন এলো কিনা তা লক্ষ করুন । আগে যা করত না, এখন কি তারা একে অপরকে যে কোন কাজে সাহায্য করে ?

৫। **প্রমান উপস্থাপন (ডকুমেন্ট) :** স্কুলের বিভিন্ন দলিল /ডকুমেন্ট যেমন নিউজলেটার, অভিভাবকের কাছে লেখা চিঠি, অগ্রগতি রিপোর্ট, পাঠ পরিচালনা , পাঠক্রম ইত্যাদি পরীক্ষা করুন। অভিভাবক বা সমাজের সকলের কাছে পাঠানো এসব লিখিত দলিলে আপনার স্কুল যে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে তার প্রতিফলন আছে কি ? শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনা ও শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু কি আপনার স্কুলের একীভূত ও শিখন বান্ধব পরিবেশকে প্রতিফলিত করছে ?



টুল ১.৪
আমরা কি শিখেছি ?

আপনারা এই বইটির শেষপ্রান্তে এসে পড়েছেন। কিন্তু এখনো আরেকটি কাজ বাকি। আসুন দেখি, আমরা একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে কি শিখলাম । আমরা কি এখন নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারব?

১. একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ কি ? ব্যাখ্যা করুন এবং বর্ণনা করুন একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পন্ন শ্রেণীকক্ষ কেমন হবে (যেমন বসার ব্যবস্থা, শিখন উপকরণ ও পারস্পরিক সর্ম্পক কেমন হবে ইত্যাদি)।

২. একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের 'পাঁচটি' বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করুন।

৩. শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজের অন্যান্য সদস্য প্রত্যেকে কিভাবে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে উপকৃত হতে পারে? (প্রত্যেক দলের জন্য ২টি উপকারিতার কথা লিপিবদ্ধ করুন)।

৪. একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পথে এদের কেউ কেউ বিরোধিতা করতে পারে। কেন? ব্যাখ্যা করুন।

৫. স্কুলে পরিবর্তন আনতে ও তা বজায় রাখতে কিছু গুরুত্বপূর্ন ধাপ এর কথা লিখুন। আপনার স্কুলে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে বর্তমানে চালু বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা বর্ণনা করুন।

৬. একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত করার পরিকল্পনায় প্রধান পাঁচটি ধাপ কি কি ? পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় আপনার স্কুল এখন কোন ধাপে রয়েছে। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর জন্য আপনি ইতোমধ্যে কি করেছেন ? যেহেতু এটি একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া, আপনার বর্তমানে কি কি প্রয়োজন এবং আপনি কি করতে চান ?

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে উত্তরণ সহজ কাজ নয়। তবে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে এটাই একমাত্র পথ । তাই এর জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম, অঙ্গীকার এবং নতুন জিনিস শেখার জন্য খোলা মন। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের ফলে সব শিক্ষার্থীর শেখার

সুযোগ তৈরী হয়। এছাড়া স্কুল বর্হিভূত শিক্ষার্থীরা যখন স্কুলে ভর্তি হয় তখন তাদের কাছ থেকে স্কুলের বর্তমান শিক্ষার্থীরা নানা জিনিস শিখতে পারে । আবার স্কুল বহির্ভূত শিক্ষার্থীরা স্কুলে এসে একটি আনন্দদায়ক শিখন পরিবেশ পায়।

এই বুকলেটে আপনার স্কুল কি উপায়ে একীভূত ও শিখন বান্ধব হিসেবে গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ রয়েছে এবং কি উপায়ে আরও একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হতে পারে সে বিষয়ে দিক নিদের্শনা দিয়েছে। **আপনি এখন নিজেকে প্রশ্ন করুন -আগামীকাল আমি স্কুল /শ্রেণীকক্ষে কি পরির্বতন নিয়ে আসব? এ বিষয়ে অন্তত: তিনটি ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং তা আপনি সহকর্মীদের লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করুন ও তা নিয়ে আলোচনা করুন। দুই বা তিন সপ্তাহ পর আপনি দেখুন কতটুকু অগ্রগতি হল।**

আপনি কি ভাবে আরো জানবেন ?

নিচের প্রকাশনাসমূহ এবং ওয়েবসাইট থেকে আপনি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সংক্রান্ত মূল্যবান নানা তথ্য ও ধারণা পেতে পারেন।

প্রকাশনা:

Booth T, Ainscow M, Black-Hawkins K, Vaughan M and Shaw L.(2000). Index for inclusion: Developing Learning and participation in Schools; Bristol: Center for Studies on Inclusive Education

Dutcher N. (2001) Expanding Educational Opportunity in Linguistically Diverse Societies. Center for applied Linguistics:Washington, DC.

Pijl SJ, Meijer CJW, and Hegarty S.(Eds.) (1997)Inclusive Education:A Global Agenda. London: Routledge.

Slavin RE, Madden NA, Dolan LJ and Wasik BA.(1996) Every Child, Every School: Success for All. Newbury Park,California: Corwin.

UNESCO(2001) Open File on Inclusive Education: Support Materials for Managers and Administrators. Paris.

UNESCO(1993) Teacher Education Resource pack: Special Needs in the Classroom. Paris.
UNESCO(2000) One School for All Children. EFA 2000 Bulletin. Paris.

United Nations :Convention on the Rights of the Child. 1989

United Nations : Convention on the Rights of the Child. Adopted opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49.

ওয়েবসাইট:

Centre for studies on Inclusive Education (CSIE).
http:/ / www.inclusion.uwe.ac.uk

Enabling Education Network (EENET).
http;/ / www.eenet.org.uk

International Labour Organization.
http:// www.ilo.org

বুকলেট ২ :

একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে পরিবার ও সমাজের সঙ্গে কাজ



Inclusive
Learning-Friendly
Environments

UNESCO
DHAKA OFFICE

বুকলেট- ২

একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে পরিবার ও সমাজের সঙ্গে কাজ

ইউনেস্কো-ঢাকা

টুল গাইড

বুকলেট ২-এ একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় আপনি কিভাবে বাবা-মা, সমাজের সদস্যদের এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটি সমাজকে কিভাবে স্কুলের কর্মকান্ডে এবং শিক্ষার্থীদের সমাজের কাজে সম্পৃক্ত করা যায় সে বিষয়েও দিক নির্দেশনা দিয়েছে। বুকলেটটি এধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা চিহ্নিত করতে আপনাকে সাহায্য করবে এবং একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে সমাজ ও শিক্ষার্থীদের পরিবারকে এ কাজে সম্পৃক্ত করার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে ধারণা দিবে।

টুলস্

২.১ একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে শিক্ষক-বাবা মা- সমাজের সম্পর্ক ---------- ৩

'সমাজ ' কে? ---------- ৩

সমাজকে কেন সম্পৃক্ত করা উচিত ? ---------- ৪

আমাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা কি ? ---------- ৮

২.২ পরিবার ও সমাজে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর জন্য এ্যাডভোকেসী ও তথ--------- ১১

পরিবার ও সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ ----------১১

নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ---------- ১৩

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশকে সমর্থন করতে উদ্বুদ্ধ করা ---------- ১৯

২.৩ সমাজ ও শিক্ষাক্রম ---------- ২২

শ্রেণীকক্ষে সমাজ ---------- ২৫

২.৪ আমরা কি শিখেছি ---------- ২৮

টুল ২.১



একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে শিক্ষক-বাবা মা-সমাজের সম্পর্ক

"সমাজ" কে?

শিক্ষার্থীদের বাবা মা, অভিভাবক, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, স্কুলের আশে পাশের প্রতিবেশী এদের সবাইকে নিয়ে হয় সমাজ । একটি সমাজে অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, দাদা দাদী/নানানানী, স্কুলের আওতাভূক্ত সবাই এর সদস্য । স্কুলের অবস্থান যদি শহরে হয় তবে সমাজের সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ী, দোকানদার, সরকারী/বেসরকারী চাকুরে এবং নানা পেশার মানুষ থাকবেন। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে শিশুদের লেখাপড়ার উন্নতির জন্যে এদের সবাই মূল্যবান অবদান রাখতে পারেন।

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ এমন ভাবে তৈরী করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখতে পারে এবং অনুভব করতে পারে যে তারা একটি সুন্দর শিখন বান্ধব পরিবেশে একত্রিত হয়েছে। বাবা মা/অভিভাবক সমাজের সদস্যরা আমাদের স্কুল ও শ্রেণীকক্ষকে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে রূপান্তর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। যেমন- সমাজের সব স্কুল বহির্ভূত ছেলেমেয়েদের চিহ্নিত করতে, স্কুলে পাঠাতে এবং লেখাপড়া চালিয়ে যেতে তাদের সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে যেখানে সমাজের সকলের সাহায্য এত গুরুত্বপূর্ণ সেখানে বাস্তবে, প্রায়ই স্কুল ও সমাজের মধ্যে দূরত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই দূরত্বের অবশ্য কিছু কারণ রয়েছে। কেননা প্রায়শই স্কুলের সময়সূচির সঙ্গে বাবামা/অভিভাবকদের কাজের সময় মেলেনা। যখন স্কুল চলে, তখন বাবা মা/অভিভাবকরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকেন। মাঝে মাঝে আমরা, শিক্ষক হিসেবে এমন স্কুলে কাজ নেই, সে স্কুলকে আগে থেকে চিনিনা। এমন কি যে এলাকায় আমরা শিক্ষকতা করি সে এলাকায় থাকিও না। বা কর্ম দিবসগুলোতে স্কুলে থাকলেও সপ্তাহ শেষে ছুটির দিনগুলোতে নিজ নিজ পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এলাকা ত্যাগ করি।

একারণে বা অন্যান্য কারণে, সমাজের সদস্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ একমুখী বা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। যখন স্কুল একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে রূপান্তর হওয়ার জন্য পরিবার ও সমাজকে স্কুলের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা শুরু করে তখন একমুখী যোগাযোগের কারণে সৃষ্ট বাধাগুলো দূর হয়ে যায়।

স্থানীয় সমাজ কি সত্যিই স্কুলের কাজে সম্পৃক্ত হয়?

'স্থানীয় সকল সমাজই স্কুলের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত' এ কথাটি ভারতের চেন্নাইয়ের শিক্ষকদের জন্য একসময় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। শিক্ষকরা নিজেদের একটি বড় সমাজের সদস্য হিসেবে দেখলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজের ব্যক্তি বা সংগঠনসমূহের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল খুবই সীমিত। তাদের সঙ্গে শুধুমাত্র ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল এলাকার কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। যারা আশেপাশের লোকজনকে বা অন্যান্যরাও তাদের সম্পর্কে জানত না। যেহেতু শিক্ষকরা বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থী ও বাবা মা'র সঙ্গে কাজ করতে চাইতেন সেজন্য তারা বাবা মায়েদের সঙ্গে ছোট ছোট দলে কাজ করা শুরু করেন যাতে বাবা মায়েরা শিক্ষকদের সঙ্গে সক্রিয় আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। শিক্ষকরা স্থানীয় সমাজের সদস্যদেরও স্কুলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে স্কুলে আমন্ত্রণ জানায়।[১]

কেন সমাজকে সম্পৃক্ত করা উচিত?

ছেলেমেয়েরা যে সমাজে বসবাস করে সেখানেই বড় হয়ে ওঠে ও শেখে এবং তাদের আমরা যা শেখাই তা এই সমাজেই প্রয়োগ করে। পরিবার, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যরা স্কুলের কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হলে এবং তাদের মূল্যবেধের কারণে সমাজের ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসতে ও লেখা পড়া শেখার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ আমরা শিক্ষার্থীদের যা শেখাই, পরিবার বা সমাজ যদি তার ওপর গুরুত্ব দেয় (এবং সেসঙ্গে শিক্ষক হিসেবে আমাদেরকে শ্রদ্ধা করে) তবে ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষার এই সুযোগকে মূল্য দিতে শিখবে। এটি তাদেরকে আমাদের ও সহপাঠীদের বিশেষত সেসব সহপাঠীদের যারা ভিন্ন প্রেক্ষাপট বা ক্ষমতা সম্পন্ন থেকে আগত তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে। সেসঙ্গে তাদেরকে অর্জিত শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করবে।

সমাজ তাদের বাস্তব জ্ঞান এবং নানা তথ্য আমাদেরকে জানাতে পারে যা আমরা আমাদের শিক্ষণের মান উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের শিখন সমৃদ্ধ করতে ব্যবহার করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, গ্রামের বা এলাকার প্রচলিত গল্প গাঁথা বা গানকে আমরা আমাদের পাঠশালায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি (বিশেষতঃ ভাষা ও সাহিত্যের ক্লাসে) এবং স্থানীয় জাতের গাছপালা সংরক্ষণ চাষাবাদ বা স্থানীয় প্রজাতির পশুপাখী পালন শেখানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করতে পারি।

---

[1] Booth T and Black- Hawkins K. (2001) developing Learning and Participation in Countries of the South: The Role of an Index for Inclusion. UNESCO: Paris

উপরন্তু সব শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে, স্কুলের মান উন্নয়ন করতে এবং তা স্থিতিশীল করতে যদি আমরা স্থানীয় সম্পদ আহরণ করতে চাই তবে আমাদের অবশ্যই একত্রে কাজ করতে হবে।

ফিলিপাইনের যেসব স্কুল শিক্ষা সংস্কারের কাজে এগিয়ে এসেছিল তাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে-একা কিছু করা এবং কোন কিছু তাড়াতাড়ি সমাধান কখনোই খুব কার্যকর হয় না। বিভিন্ন কাজ ও উপায়ের মিথষ্ক্রিয়ায় শিক্ষক, স্কুল প্রশাসক, তত্ত্বাবধায়ক, বাবা মা এবং সমাজের সদস্য ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণই আনতে পারে পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের ফলেই স্কুল মান সম্পন্ন হয়ে ওঠে।[২]

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে যে সব স্কুল কাজ করতে চায় তাদের জন্য যোগাযোগ হচ্ছে একটি মূল্যবান সম্পদ। ব্র্যাক স্কুল হলো তারই একটি উদাহরণ:

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে উন্নয়ন কমিউনিটির সহযোগিতার একটি মডেল:

১৯৭৯ সালে ব্যবহারিক সাক্ষরতার ওপর একটি ক্লাসে একজন নারী সদস্য কর্তৃপক্ষকে জানায় যে তারা তাদের সন্তানদের জন্য মৌলিক শিক্ষার সুযোগ চায়। ব্র্যাক (বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি) মায়েদের স্কুল কমিটি গঠন করাসহ স্কুলের জন্য জায়গা ও একজন শিক্ষক নির্বাচন এবং স্কুল চালাতে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

বাড়ি বাড়ি জরিপ এর মাধ্যমে ব্র্যাক দরিদ্র শিশু বিশেষতঃ মেয়ে শিশুকে চিহ্নিত করে তাদের স্কুলে ভর্তি করে। এ ধরনের স্কুলে মেয়েদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। জোর দেয়া হয় সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন এর ওপর। বলাবাহুল্য, শিশুদের শারিরীক শাস্তি-র প্রথা একেবারেই পরিত্যাগ করা হয়। দেখা গেছে, ব্র্যাক স্কুলে লেখা পড়া শেষে ছেলেমেয়েরা সহজেই সরকারী স্কুলে ভর্তি হতে পারে এবং অধিকাংশ ছেলেমেয়েই সফলতার সঙ্গে তাদের পরবর্তী শিক্ষা চালিয়ে নিতে পারে।

[2] Feny de los Angeles-Bautista With Marissa J.Pascual,Marjorie S. Javier,Lilian Mercado-carreon and Cristina H.Abad.(2001).Reinventing Philippines Education : Building Schools Filipino Children Deserve. The Ford Foundation, Phillipines

স্কুলের কর্মীরা স্থানীয় সমাজের বাসিন্দা এবং শিক্ষার্থীদের বাবা মা/অভিভাবকদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে। বাবা মায়েরাই ঠিক করেন যে স্কুলের সময় কখন হবে। এবং ফসলের মৌসুম বা ছুটির সাথে তাল মিলিয়ে তারা স্কুলের সময় পরিবর্তন করে নিতে পারে। বাবা মা/অভিভাবকরা অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষক উপস্থিতি মনিটর ও ফলোআপ করেন। প্রতিটি স্কুল তিনজন বাবা মা/অভিভাবক ও সমাজের নেতৃস্থানীয় একজন ব্যক্তিকে নিয়ে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা স্কুলের ব্যবস্থাপনার জন্য দায়বদ্ধ থাকেন।

বাবা মা/অভিভাবকদের সুবিধানুযায়ী ব্র্যাক তাদের জন্য মাসিক সভায় আয়োজন করে। যেহেতু দিনের বেলায় এই সভা আহবান করা হয় সেজন্য অধিকাংশ মা এই সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন। ব্র্যাক-এর শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের একটি মান-নির্দেশক হচ্ছে যে অন্ততঃ৭০% শিক্ষার্থীর বাবা/মা/অভিভাবক, অভিভাবক সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে গড়ে ৮০% সভায় শিক্ষার্থীর বাবা/মা/অভিভাবকই, সভায় উপস্থিত থাকেন। বাবা মা বা অভিভাবকরা স্কুলের ব্যাপারে যেকোন বিষয়েই তাদের মতামত প্রদান বা উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেন। তবে বেতন, বিভিন্ন খরচাদি, স্কুলের দূরত্ব, শৃঙ্খলা এবং সময়সূচি তৈরী ইত্যাদি বিষয় ব্র্যাক দায়িত্ব নেয়ার ফলে স্কুলের ব্যাপারে বাবা মায়েদের কোনরূপ অসন্তোষ নিতান্তই কম।[৩]



অভিব্যক্তর প্রতিফলন: সমাজ কিভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে সাহায্য করতে পারে?

ক) ব্র্যাক স্কুল ' একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে সমাজকে কিভাবে সম্পৃক্ত করে?

১.----------

২.----------

৩.----------

[3] Adapted from Rugh A and Bossert H. (1998) Involving Communities: Participation in the Delivery of Education Programs. Washington, DC: Creative Associates International,Inc

খ) একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে আপনার সমাজ আপনার স্কুলকে **ইতোমধ্যে** কিভাবে সাহায্য করছে?

১.----------

২.----------

৩.----------

গ) একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের উন্নয়নে **আর** কিভাবে সমাজ আপনার স্কুলকে সহায়তা করতে পারে?

১.----------

২.----------

৩.----------

ঘ) একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরী এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমাজের **কে** নেতৃত্ব দিতে পারে?

১.----------

২.----------

৩.----------

ঙ) আপনার স্কুলে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য **আপনি** কিভাবে আপনার সমাজকে উৎসাহিত করতে পারেন?

১.----------

২.----------

৩.----------

আমাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব কি?

শিক্ষক হিসেবে বাবা মা/অভিভাবক এবং সমাজ যাতে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর জন্য সমর্থন দেয় সেজন্য আমাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?

সব শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে ---

১. শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের লেখা পড়ার অগ্রগতি দেখার জন্য বাবা মা বা অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা,

২. এলাকার কোন্ ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না এবং কেন যাচ্ছে না সে বিষয়ে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কাজ করা এবং তাদেরকে স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য উপায় বের করা,

৩. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের বাবা মায়েদের একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা,

৪. শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষাক্রমের অংশ হিসেবে সমাজের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ/মিথষ্ক্রিয়া করতে পারে সেভাবে তাদের তৈরী করা (যেমন- ফিল্ড ট্রিপ, বিশেষ কোন অনুষ্ঠান আয়োজন বা কাজের মাধ্যমে),

৫. বাবা মা ও সমাজের লোকজনকে শ্রেণীকক্ষের কাজে নিয়োজিত করা।

কিছু কিছু শিক্ষকের আরও দায়িত্ব হচ্ছে-

৬. অন্যান্য শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকরা যাতে বাবা মা এবং স্থানীয় সংগঠন (যেমন-স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, গ্রাম শিক্ষা কমিটি, শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি) সমূহের সঙ্গে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের ব্যাপারে যোগাযোগ করে সে বিষয়ে কাজ করা এবং

৭. শিক্ষার্থীদের বাবা মায়েরা যাতে অন্য বাবা মা এবং সমাজের অন্যান্যদের কাছে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের ব্যাপারে এ্যাডভোকেসী বা সপক্ষতা করে সেজন্য কাজ করা ও তাদের উৎসাহিত করা।



কর্ম তৎপরতা: আমরা কিভাবে আমাদের সমাজের সঙ্গে কাজ করতে পারি?

শিক্ষার্থীর পরিবার ও সমাজকে স্কুলের কাজে সম্পৃক্ত করানো হয় এমন সব ধরনের কাজে/যেমন- শিক্ষক-অভিভাবক সভায় বার্ষিক ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি)-এর একটি তালিকা তৈরী করুন। প্রতিটি কাজের পাশে লিখুন-

- একাজে আপনি সহায়তা করেছেন না কি করেন নাই এবং করে থাকলে কি হিসেবে করেছেন? (যেমন-সংগঠক হিসেবে) ইত্যাদি,

- কাজের কোন ইতিবাচক ফলাফল থাকলে লিখুন,

- কাজে অপ্রত্যাশিত বা নেতিবাচক কোন ঘটনা এবং ভবিষ্যতে তা এড়ানোর উপায় (যেমন- খুব স্বল্প সংখ্যক বাবা মায়ের সভায় উপস্থিতি; যদি আগে থেকে ব্যাপক প্রচার চালানো যেত তবে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেত)। যে কাজগুলো বেশী গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর নিচে দাগ দিন। যে কাজ সমূহ আপনার শ্রেণীকক্ষ বা শিক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সে গুলোকে গোল দাগ দিয়ে রাখুন। এখন দেখুন কোন কাজগুলোর নিচে আপনি লাইন টেনেছেন এবং কোন গুলোতে গোল করেছেন? যেগুলোর নিচে লাইন টেনেছেন সেগুলোকে আপনার কাজের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত করবেন তা নিয়ে ভাবুন।

সেসঙ্গে নিজেকে প্রশ্ন করুন, কোন্ কাজগুলো আপনার শ্রেণীকক্ষ বা স্কুলকে একীভূত ও শিখন বান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? পরিবার ও সমাজের মধ্যে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে ভাল জানাশোনা ও বোঝাপড়া তৈরী করতে কোনগুলো সবচেয়ে ভাল অনুষ্ঠান বা আয়োজন ছিল?

এ কাজ উপলক্ষে কিভাবে আপনি, আপনার স্কুল ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী হল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। যেমন- স্কুলের শিক্ষা বর্ষের শুরুতে শিক্ষক-অভিভাবক সভা আয়োজন করার ফলে শিক্ষার্থীদের পরিবার সম্পর্কে জানা যায় এবং অধিকসংখ্যক বাবা মা এতে শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রমে অংশ নিয়ে থাকে।

পরিশেষে, স্কুল ও সমাজের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক ও তাদের কাজের দিকে তাকান এবং চিন্তা করে দেখুন কিভাবে এ সম্পর্কের আরো উন্নতি করা যায় এবং কিভাবে এ কাজের পরিধি বাড়ানো সম্ভব? যেমন- বছরের শুরুতে এবং শেষে ওপেন স্কুল ডে' কিংবা বিশেষ কোন দিন আয়োজন করা। যাতে বছরের শুরুতে সেই বিশেষ দিনে সবাই জানতে পারে যে শিক্ষার্থীরা সাড়া বছর কি শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং এ কাজে বাবা মায়েরা কিভাবে সাহায্য করতে পারে।[৪]

আবার, বছরের শেষে এ দিনের আয়োজন করা হলে সেদিন শিক্ষার্থীরা সারা বছর যে যে কাজ করেছে তা থেকে বাছাই করা কাজের নমুনা প্রদর্শন করতে পারে এবং সেসঙ্গে ঐদিন প্রত্যেক শিক্ষার্থী, বাবা মা মিলে স্কুলে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের সাফল্য উদযাপন করতে পারে।

[4] This activity was adapted from the Multigrade Teacher's Handbook(1994) Bureau of Elementary Education, Department of Education, Culture and Sports in cooperation with UNICEF Philippines, and UNICEF at http:// www.unicef.org/teachers/ environment/families.htm



টুলস ২.২

পরিবার ও সমাজে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর জন্য এ্যাডভোকেসি এবং তথ্য

শিক্ষা কার্যক্রমের প্রকৃত ফলাফল নিশ্চিত করতে হলে, সমাজকে অবশ্যই শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং একে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে যেতে হবে। আর সমাজকে এ'কাজে লাগাতে হলে অবশ্যই সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে, তাকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে এবং কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পরিবার ও সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ:

শিক্ষক হিসেবে আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সমাজের লোকজন ও শিক্ষার্থীদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা, যখন বাবা মা বা পরিবারের সদস্যরা শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়, আগ্রহ দেখায় এবং স্কুলের কাজে সম্পৃক্ত হয় তখন শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় ভাল করে। শিখন-কাজে পরিবারকে সম্পৃক্ত করা হলে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এতে আমাদের শিক্ষণ সমৃদ্ধ হয়। যে কারনে একটি একীভূত, শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে পরিবার ও সমাজের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই ফলদায়ক।[৫]

পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের কিছু কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে। নিচে এমন কিছু কার্যকর পদ্ধতির কথা বলা হল। যেটি আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে, সুবিধাজনক সেটি ব্যবহার করুন এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্যগুলোও ব্যবহার করুন।

- পরিবার বা সমাজের লোকজনের সঙ্গে পরিচিত হন, নিজের পরিচয় দিন এবং তাদের কাছে শিশুদের শিখন ও আপনার শিক্ষণের লক্ষ্য, একীভূত ও শিখন বান্ধব পরিবেশের বৈচিত্র্য তুলে ধরুন এবং আপনার শ্রেণীকক্ষের তৎপরতার সঙ্গে কিভাবে তারা সম্পৃক্ত হতে পারেন তা আলোচনা করুন।

- বছরে একবার বা দুবার, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় অগ্রগতি কেমন হচ্ছে তা যাচাইয়ের জন্য বাবা মায়ের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক ভাবে মিলিত হোন। তাদেরকে তাদের সন্তানদের শ্রেণীকক্ষের কাজের নমুনা (যদি থাকে) দেখান।

---

[5] This section and activity were adapted from the Multigrade Teacher's Handbook (1994) Bureau of Elementary Education, Department of Education, Culture and Sports in cooperation with UNICEF Philippines, and UNICEF at http:// www.unicef.org/teachers/environment/families.htm

তাদের সম্ভাবনা ও ইতিবাচক ফলাফলের ওপর জোর দিন, এবং বাবা মায়েদের জানান যে কিভাবে তারা শিখনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে ভাল ভাবে শিখতে পারে।

- শিক্ষার্থীদের ভাল কাজের নমুনা, প্রয়োজন হলে, বাবা মাকে দেখাতে বাড়ীতে পাঠান। তাদেরকে কাজের নমুনার ওপর মতামত দিতে বলুন এবং জিজ্ঞেস করুন, পরবর্তীতে তাদের শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা আরো কি শিখতে পারে?

- শিক্ষার্থীরা বাড়িতে কি শেখে তা জানুন এবং প্রয়োজনে আপনার পঠনাংশ তা সন্নিবেশ করুন। বাবা মায়ের সাথে আলাপ করুন যে শ্রেণীকক্ষে তাদের শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা যা শিখছে বাড়ীতে বা দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজে আসছে কিনা? বা অন্যভাবে বলা যায়, শ্রেণীকক্ষে তারা যা শিখছে তা তারা তাদের বাড়ীতে কাজে লাগিয়েছে বা লাগাচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করুন।

- শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠান (মাঠ পরিদর্শন) এবং তাদেরকে বাবা মা বা দাদী নানী দাদা নানাদেরকে তাদের শৈশব জীবন-এর অভিজ্ঞতার ওপর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে বলুন এবং পরবর্তীতে সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর শিক্ষার্থীদের 'অতীতে আমাদের সমাজ' শীর্ষক কোন রচনা বা গল্প লিখতে বলুন।

- পরিবারের সদস্যদের (বাবা মা, ভাই বোন, দাদা দাদী, নানা নানী খালা খালু) শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন শিখন তৎপরতায় অংশ নিতে উৎসাহিত করুন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সমাজের প্রবীণ বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের শ্রেণীকক্ষে আমন্ত্রণ জানান।



কর্মতৎপরতা: পরিবার ও সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ

আপনি এখন যেভাবে শিশুদের পরিবার ও সমাজের সঙ্গে কাজ করছেন তা সংক্ষেপে লিখুন। আপনি কিভাবে তাদের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করলেন এবং তারা কতটুকু তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে খেয়াল রাখেন বলে আপনার মনে হচ্ছে? পরিবারের সদস্য ও সমাজের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের যে পদ্ধতির কথা ওপরে বলা হল তা পরীক্ষা করুন। এর মধ্য থেকে দুই বা তিনটি লিখে প্রতিটির পাশে নোট রাখুনঃ

- আপনাকে কি কি উপরকরণ (যদি লাগে) তৈরী করতে হবে?
- কি কি উপায়ে আপনি পরিবার ও সমাজের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন?
- আপনার যোগাযোগের সম্ভাব্য তারিখ ও দিন বা বিশেষ কোন উপলক্ষের দিন লিখে রাখুন।

কাজগুলোর সঙ্গে বাবা মা বা সমাজের সদস্যদের পরবর্তীতে যুক্ত করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করুন। উদাহরণস্বরূপ- আপনি হয়ত বছর বা টার্ম শেষে দলীয় সভার আয়োজন করতে চাইলেন। এ সভায় আপনি শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের শ্রেণীকক্ষ সহকারী হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন এবং সমাজের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

আপনি এসমস্ত কাজের একটি তালিকা (দিন তারিখসহ) তৈরী করুন। এর নাম দিনঃ
শিক্ষণ-শিখনে পরিবার ও সমাজের অংশগ্রহণের পরিকল্পনা।

নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা

সন্তানদের অগ্রগতির বিষয় বাবা মায়েদের জানানোঃ

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের শিক্ষক হিসেবে, সন্তানদের বিষয়ে বাবা মায়েদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। আমরা এজন্যে শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে যেতে পারি, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নোট লিখে বাড়ীতে পাঠাতে পারি (বাবা মা সাক্ষর হলে) এবং আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বাবা মাদের স্কুলে আমন্ত্রণ জানাতে পারি। কাজেই স্কুলে বাবা মা বা সমাজের লোকজনদের জন্য একটা উষ্ণ বন্ধুসুলভ পরিবেশ-এর সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

বছরের শুরুতেই বাবা মা বা অভিভাবকদের সভা আয়োজন করা জরুরী। কেননা এতে শিক্ষক এবং বাবা মায়েরা (শিক্ষার্থীদের শিখনকে ত্বরান্বিত করতে) তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরীর সময় পাবে। সুতরাং আগেই আপনি বাবা মা বা অভিভাবককে আশ্বস্থ করুন যে (শিক্ষার্থীর শাস্তি পাওয়ার বিষয় নয়) সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে চান। তাদেরকে বলুন, সন্তানদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে, আপনারা তাদের বাড়ীতে যেতে চান। যাতে আরো কার্যকরভাবে আপনারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দান করতে পারেন। আরও বলবেন শিক্ষক হিসেবে আপনারা তাদের সন্তানদের শ্রেণীকক্ষে কাজের দক্ষতা বিষয়েও আলাপ করবেন যাতে বাবা মা প্রয়োজনানুযায়ী সন্তানদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে পারেন। (যদি বাবা মা লেখাপড়া জানেন।)

শিক্ষকদের শিক্ষার্থীর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ

থাইল্যান্ডের শিশু বান্ধব স্কুলগুলোতে, বাবা মা এবং সমাজের সদস্যদের একটি যাচাই ফরমে যে প্রশ্নটির উত্তর দিতে হয় সেটি হল, স্কুলের জন্য সবচেয়ে জরুরী কি? এবং কেন? উত্তরে সবাই বলেছে, শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের বাড়ির সাথে যোগাযোগকে সবাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তারা বলেন, শিক্ষক ও বাবা মায়েরা শিক্ষার্থীদের আচরণ ও শিখন বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রতি টার্মেই আলোচনায় বসেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে অনেক সমস্যা দূরীভূত হয়, স্কুলের সঙ্গে কমিউনিটির যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং বাবা মায়ের সঙ্গে শিক্ষকের সমঝোতা তৈরী হয়।[৬]

বাবামাকে শিক্ষার্থীর শিখন-অগ্রগতি জানানো সবিশেষ জরুরী। শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি এমনভাবে যাচাই করতে হবে যাতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বাবা মা পরিষ্কার ভাবে জানতে পারেন যে, তাদের শিক্ষার্থী সন্তান সাক্ষরতা, সংখ্যা, জীবনধারণের দক্ষতা এবং অন্যান্য বিষয়ে কি কি দক্ষতা অর্জন করেছে। তাদের জানতে হবে তাদের সন্তান কি শিখেছে এবং আর কি কি তাকে শিখতে হবে। এটি জানার একটি সুন্দর পদ্ধতি হল রঙ্গীন চার্ট (কালার কোডেড চার্ট) ব্যবহার করা। বিশেষতঃ যেসব বাবা মা নিরক্ষর তাদের জন্য এটি উপযোগী। উদাহরণস্বরূপ-নিচের কালার কোডেড চার্টে তৃতীয় শ্রেণীর সমমানের পাটিগণিতে শিক্ষার্থীর দক্ষতা বোঝান হয়েছে

[6] Hopkins J and Chaimuangdee K. (2000) School Self- Assesment: Participatory Learning and Action for Child- Friendly Schools.Chiang Mai, Thailand: The life Skills Development Foundation, in collaboration with the UNICEF Office for Thailand, Bangkok.

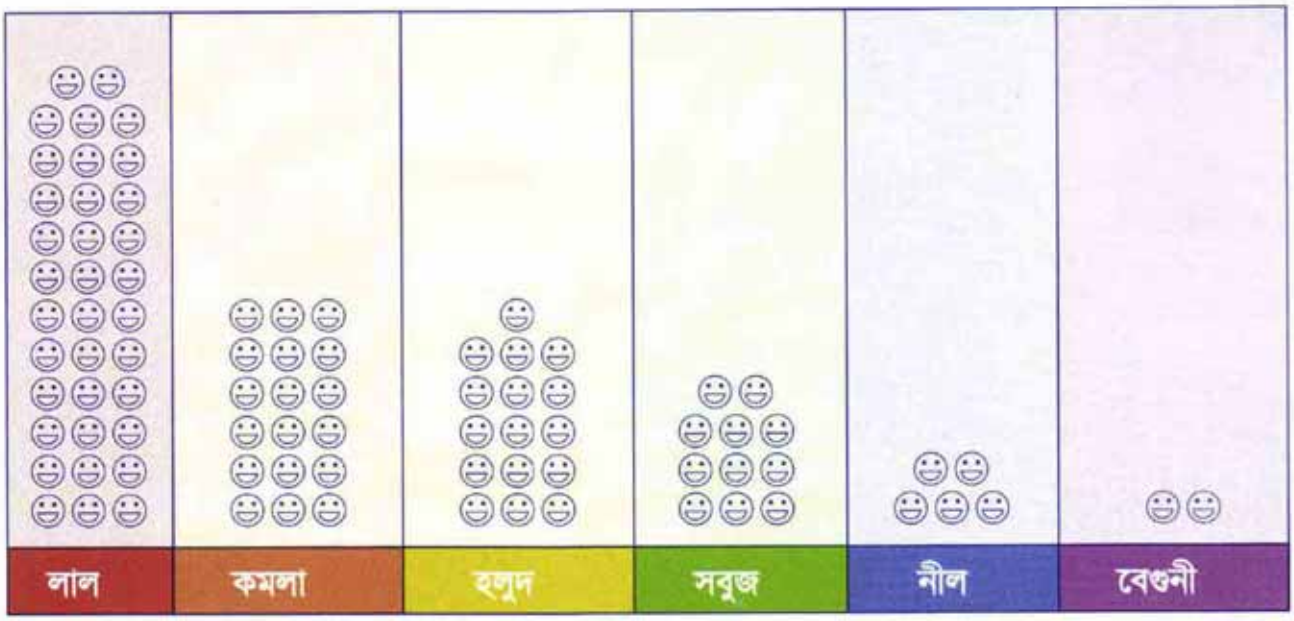
চার্ট-১ ঃ তৃতীয় শ্রেণীর সমমানের গণিত বিষয় ও কাজ - এর চার্ট[৭]

লেভেল	• ১০ এর মধ্যে ন্যূনতম ৮ পেলে পরবর্তী লেভেলে যাওয়া যাবে
লাল	• টাকার মান (১.০০ টাকা পর্যন্ত) • সংখ্যা লেখা • বিয়োগ-এক সংখ্যা, যোগ- এক ও দুই সংখ্যা
কমলা	• মানসাংক (যোগ, বিয়োগ) • ভাগ এক সংখ্যা • অংকের সমস্যা পাঠ
হলুদ	• গুণ • যোগ ও বিয়োগ-দুই সংখ্যা • মাপ (দুরত্ব ও আয়তন)
সবুজ	• সংখ্যা চিহ্নিত করা (৭০০ পর্যন্ত) • রিগ্রুপিং করে যোগ বিয়োগ • বিয়োগ- তিন ও দুই সংখ্যা • তিন সংখ্যা চিহ্নিত করা
নীল	• গুণ-তিন ও এক সংখ্যা • ভাগ - দুই এবং এক সংখ্যা • শব্দের সমস্যা পাঠ
বেগুনী	• গুণ- তিন ও এক সংখ্যা • মাপ (দূরত্ব ও তরল পদার্থ) • শব্দ সমস্যা পাঠ

চার্ট-১ এর মত কালার কোডেড রংধনু চার্ট তৈরী করতে হয় যা দিয়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করা যায়। এভাবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বাবা-মা শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি সহজেই একসঙ্গে মনিটর করতে পারেন।রংধনু চার্টের (চার্ট-২) বৈশিষ্ট্য হল এতে, শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থীর নাম লেখা হাসি মুখ' এর মার্কার থাকে। শিক্ষার্থী যখন চার্ট-১ এর লেভেল অনুযায়ী গণিতে দক্ষতা অর্জন করতে থাকে তখন সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর 'মার্কার' তার দক্ষতা অনুযায়ী রঙের বিভিন্ন লেভেলে (চার্ট-১) অগ্রসর হতে থাকে। যদি কোন শিক্ষক দেখেন যে কোন শিক্ষার্থীর মার্কার কোন একটি লেভেলে দীর্ঘদিন ধরে আছে তখন তিনি শিক্ষার্থীকে পরবর্তী লেভেলে অগ্রসর হওয়ার জন্য সাহায্য করবেন।

[7] Adapted from duPlessia J. (2003) Rainbow Charts and C-O-C-O-N-U-T-S: Teacher Development for Continuous Assessment in Malawi Classrooms. Washington, DC: American Institute for Research

চার্ট -২ শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির রংধনুর চার্ট



শিক্ষক রংধনু চার্ট, বা দক্ষতার তালিকা অথবা প্রগ্রেস রিপোর্ট যাই শিক্ষার্থীর বাড়ীতে পাঠান না কেন, শিক্ষার্থীর অগ্রগতি জানাতে বাবা মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ সবসময়ই জরুরী। এতে স্কুলের সঙ্গে শিক্ষার্থীর বাড়ীর যোগাযোগ নিশ্চিত হয়।

বাবা মাকে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে জানানো:

যখন বাবা মা বা অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি নিয়ে কথা বলবেন তখন আপনার শ্রেণীকক্ষ ও স্কুল কিভাবে একীভূত ও শিখন বান্ধব হয়ে গড়ে উঠছে তা বাবা মাকে জানান, ব্যাখ্যা করুন। কোন ছবি বা ব্রোশিউর বা প্রধান শিক্ষকের সই করা এ সংক্রান্ত কোন তথ্য থাকলে তা বাবা মাকে দেখান বা বুঝিয়ে বলুন যে, স্কুলে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে আপনারা কি করার চেষ্টা করছেন। তাদেরকে বলুন যে শিখন বান্ধব বলতে এমন একটি পরিবেশকে আপনারা বোঝাচ্ছেন যে পরিবেশে শিক্ষক, বাবা মা এবং সমাজের লোকজন প্রত্যেকে শিক্ষার্থীকে তার শিখনে সহায়তা করবেন এবং সেসঙ্গে শিক্ষার্থীরাও পরস্পরকে শিখনে সহায়তা করবে। বাবা মায়েদের তাদের সন্তানদের কিছু কাজ দেখান এবং বুঝিয়ে বলুন শিশু কেন্দ্রিক, সক্রিয় শিখন মূলক পরিবেশে তাদের সন্তানরা যেভাবে লেখাপড়া করছে, এমন স্কুলে তারা বা তাদের অন্যান্য সন্তানরা আগে কখনো পড়েনি। তাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে 'অন্তর্ভুক্ত' হওয়ার অর্থ ব্যাখ্যা করুন (ঠিক যেভাবে বুকলেট-১ এ বলা হয়েছে), প্রয়োজনে তাদেরকে কিছু কেস স্টাডি উদাহরণ হিসেবে দিন, যে কিভাবে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সব ধরনের শিক্ষার্থীকে উপকৃত করতে পারে।

এ বলা হয়েছে), প্রয়োজনে তাদেরকে কিছু কেস স্টাডি উদাহরণ হিসেবে দিন, যে কিভাবে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ **সব** ধরনের শিক্ষার্থীকে উপকৃত করতে পারে।



কর্ম তৎপরতা: পছন্দের খেলা

বাবা মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ -এর সময়, তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলুন যে, বাদ পড়ে যাওয়াদের 'অন্তর্ভুক্ত' করার অর্থ কি। এটি তাদের বোঝাতে 'পছন্দের খেলা' খেলুন।

এ কাজে দুটো ভিন্ন রং এর ব্যাজ তৈরী করুন-একটি লাল, অপরটি নীল। যারা খেলবে তারা নিজ নিজ পোষাকে পিন দিয়ে গেঁথে ব্যাজ পরবে। এভাবে কিছু লাল ব্যাজ মেয়েদের দিন, কিছু নীল ব্যাজ ছেলেদের দিন। তাদেরকে বলুন যে তাদের মধ্যে কেউ সাজবে সুবিধাভোগী, কেউ হবে সুবিধা বঞ্চিত। লাল ব্যাজ পরিধানকারীদের ঘরের পেছনে বা একদিকে বসতে বলুন। তারপর নীল ব্যাজ পরিধানকারীদের সঙ্গে খোশগল্প করতে থাকুন এবং লাল ব্যাজ পরিধানকারীদের উপেক্ষা করুন। তাদের দিকে তেমন তাকাবেন না, তাকালেও গম্ভীর মুখে তাদেরকে চুপ করে বসে থাকার আদেশ দিন বা বলুন তারা যেন নড়াচড়া বা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি না করে। পাঁচ বা দশ মিনিট নীল ব্যাজধারীদের সঙ্গে কথা বলে যান এমনকি নীল ব্যাজধারীদের একজনকে অনুরোধ করুন যে সে যেন লাল ব্যাজধারীদের চুপ করে থাকতে বলে। দশ মিনিট শেষে সবাইকে ব্যাজ খুলে ফেলে আবারো একসঙ্গে বসতে বলুন। এখন সবাইকে নিচের প্রশ্নগুলো করুনঃ

- নীল ব্যাজ পরে কেমন মনে হয়েছিল? লাল ব্যাজ পরে অনুভূতি কি ছিল? লাল ব্যাজধারীদের কেউ কি নীল ব্যাজ পরতে চেয়েছিল? নীল ব্যাজ পরার জন্য আপনি কি আগ্রহী? বাদ পড়া বা excluded হওয়া বলতে কি বোঝায়? কোন্ ব্যাজধারীরা শিক্ষকের মনোযোগ থেকে বাদ পড়েছিল? কে তাদেরকে বাদ পড়াদের দলে ফেলেছিল? কারা অরক্ষিত?

মনে রাখবেন যারা প্রায়ই বাদ পড়াদের দলে (যেমন শারিরীক প্রতিবন্ধী) তাদের যদি কোন প্রতিবন্ধি সন্তান থাকে তবে তারা আরো বেশী সমস্যাগ্রস্থ, লজ্জিত ও বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। দরিদ্র প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ে, যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে এসেছে বা যারা দেশের প্রচলিত প্রধানতম ভাষায় কথা বলতে পারে না বিশেষতঃ এ ধরনের পটভূমির মেয়েরাই সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্থ, এসব ছেলেমেয়েরা তাই প্রায়ই সব কিছু থেকে বাদ পড়ে যায়। পিছিয়ে পড়ে। এজন্য আমরা এধরনের ছেলেমেয়েদেরকেই বেশী বেশী করে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই।

এখন ওপরের উদাহরণ প্রয়োগ করে ব্যাখ্যা করুন যে, 'একীভূত' বা শিখন বান্ধব বলতে আমরা কি বুঝি। শিক্ষক ও বাবামায়ের মধ্যে 'একীভূত শিখন' এর উপকারিতাসহ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কিভাবে 'একীভূত শিখন বান্ধব' পরিবেশ তৈরী করা যায় তা আলোচনা করুন।

ধারণা: ওপরে উল্লেখিত এই কাজের মাধ্যমে বাদ পড়া বা বহির্ভূত বলতে কি বোঝায় এবং কেন ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত সবাইকে সমান মূল্য দেয়া উচিত তা শিক্ষার্থীদের বুঝতে সাহায্য করুন।

সমাজকে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত করা:

বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলা ছাড়াও স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে নিয়োজিত দল বা সমন্বয়কারী দলের সঙ্গে মিলে কিছু শিক্ষক সমাজের কাছে বা বড় কোন জমায়েতে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য কাজ করতে পারেন। আপনি যদি সেই ব্যাখ্যাকারীদের একজন হন তবে নিচে কিছু পরামর্শ দেয়া হল কিভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বিষয়টি সবার কাছে তুলে ধরবেনঃ

১. **ছাপানো তথ্য-** প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ কোন ব্রোশিউর বা নিউজলেটার/বুলেটিন তৈরী করুন। স্থানীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের আপনার স্কুল পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের পত্রিকায় একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখতে উৎসাহিত করুন। এর উপকারিতা ও সব ধরনের শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য স্কুলের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সাংবাদিকদের অবহিত করুন।

২. **রেডিও টিভিতে প্রচার-** যেসব এলাকায় বিদ্যুত রয়েছে এবং টিভি/রেডিও-র ব্যবহার রয়েছে সেসব এলাকার বাবামাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহী করার জন্য স্থানীয় রেডিও টিভিতে প্রয়োজনীয় প্রচারের উদ্যোগ নিন।

৩. **সামাজিক সভা** - (এক থেকে তিন দিন ব্যাপী) কর্মশালা বা প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করুন। সমাজের লোকজনকে এধরনের কর্মশালা/প্রশিক্ষণে আমন্ত্রণ জানালে বিশেষতঃ যেসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় না তাদের বাবা মা বা অভিভাবক আপনার স্কুল ও শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে অবহিত হবেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণমূলক ও সক্রিয় শিখনমূলক পরিবেশের মাধ্যমে সব শিক্ষার্থীকে লেখাপড়া শেখানোর স্কুলের মিশন বা লক্ষ্য ব্যাখ্যা করা যায়। আরও প্রয়োজন প্রথম ও পরবর্তী সভাগুলোতে বাবা মা বা অন্যান্য সকলের এ বিষয়ে উদ্বেগ ও নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সেই সংগে আপনার স্কুলের শিক্ষার মান উন্নয়নে তাদের মতামত ও ধারণা নেওয়া।

৪. **স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সকল সেবা/সার্ভিস কাজে লাগান-** এটি আপনার অন্যতম প্রধান কৌশল হবে। তাই স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সকল সরকারী/বেসরকারী/ব্যক্তিগত রিসোর্স ও সেবাকে কাজে লাগান। আপনার শিক্ষার্থীদের অধিকার সংরক্ষণে এসব সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

৫. **অন্যান্য স্কুলের সঙ্গে নেটওয়ার্ক স্থাপন করুন** - কিছু কিছু দেশে নিয়ম রয়েছে যে একীভূত হওয়ার জন্য অন্ততঃ তিনটি স্থানীয় স্কুল পরস্পরকে সহযোগিতা করতে একত্রে কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা তাদের ব্যবহৃত শিক্ষণ পদ্ধতি ও শ্রেণীকক্ষের কাজে সমাজের সদস্যদের সম্পৃক্ত করার কৌশল পরস্পরকে জানায় এবং সেসঙ্গে শিক্ষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা সময়োপযোগী করার জন্য স্কুলে কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। সমাজের সব ছেলেমেয়ে যাতে স্কুলে আসে সেজন্য সমাজের লোকজনের সঙ্গে একত্রে স্কুলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে অথবা স্কুলের ছেলেমেয়েরা যাতে নিজেদের স্কুলছাড়াও সমাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য যৌথভাবে ফিল্ড ট্রিপে-র ব্যবস্থা করে।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে স্বপক্ষে সমর্থন করতে উদ্বুদ্ধ করা

প্রবক্তা হিসেবে বাবা মা

পরিবর্তনের প্রবক্তা হিসেবে বাবা মা - কোন কোন সমাজে শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক এগিয়ে আসার আগেই বাবা মা একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের সপক্ষে কাজ করা শুরু করেন। পাপুয়া নিউগিনি-তে বাবা মায়েরা একবার জোর দাবী জানায় যে স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ দিতে হবে। পরবর্তীতে, প্রাদেশিক সরকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও এনজিও-র সঙ্গে মিলে সেখানকার স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য মাতৃভাষায় স্বল্প ব্যয়ের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করে। আমরা জানি এদেশেও অতিরিক্ত ব্যয় ও দূরত্বের কারণে স্কুলবহির্ভূত সন্তানদের স্বল্প ব্যয়ে মানসম্মত শিক্ষার জন্য গ্রামের মায়েদের অনুরোধে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের জন্য বেসরকারী সংস্থা ব্র্যাক এগিয়ে এসেছিল। ব্র্যাক-এর এ স্কুলগুলো গ্রামের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখান থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়ীর কাছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মান-সম্পন্ন মৌলিক শিক্ষা লাভ করছে।

বাবা মা যখন পরিবর্তনের বিরোধিতাকারী - কোথাও কোথাও দেখা যায়, বাবা মা স্কুলে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের বিপক্ষে অবস্থান নেন। ফলে, তারা অনেকসময় ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত ছেলেমেয়েরা তাদের সন্তানদের সঙ্গে একত্রে লেখাপড়া করুক তা চান না। বাবা মায়ের এ ধরনের মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য নিচের এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম চালানো যেতে পারে।

বাবা মা যখন পরিবর্তনের সমর্থনকারী - কোথাও কোথাও বাবা মায়েরা স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী হয়ে ওঠে (তাদের একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বিষয়ে বুঝিয়ে বলার পর)। যদি প্রচলিত ব্যবস্থায় বাবা মা সন্তানদের শিক্ষা কাজে সম্পৃক্ত না করে, তাদেরকে তা

হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দিতে হবে। সম্ভব হলে তাদের স্কুলে নিয়ে আসতে হবে যাতে তারা নিয়মিতভাবে এ কাজে অংশ নেন।

এ্যাডভোকেসী/সপক্ষতার কৌশল

এ্যাডভোকেসীর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, প্রচার, সমর্থন এবং অন্যদের প্রাসঙ্গিক মেসেজ বা বার্তা সবার কাছে পৌঁছানো। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের সপক্ষে প্রচারে বাবা মা এবং সমাজ কিভাবে অংশ নিতে পারে?

১. **শিক্ষার্থীদের মা বাবা অভিভাবককে আপনার স্কুলের একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে অপরকে বলতে উৎসাহিত করুন**। একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের স্বপক্ষে প্রচারে আপনারা যেসব উপকরণ ব্যবহার করেছেন যেমন- ব্রোশিউর, নিউজলেটার বা শিক্ষার্থীদের কাজ সেগুলো সংশ্লিষ্ট সপক্ষতাকারী বাবা মাকে ব্যবহার করতে দিন। সপক্ষতাকারী বাবা মায়েরা এসব উপকরণ দেখিয়ে ও নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তনের বিরোধীতাকারী বাবা মায়েদের বুঝিয়ে বলতে পারবেন একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ কিভাবে স্কুলে শিক্ষার মান নিশ্চিত করে এবং কিভাবে ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিক্ষার্থীরা এখানে লেখাপড়া করে উপকৃত হতে পারে।

২. **প্রচলিত ব্যবস্থায় স্কুল বহির্ভূত শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে সাহায্য করতে শিক্ষিত বাবা মায়েদের সম্পৃক্ত করুন**। যদি বাবা মায়েরা দেখেন আপনি শিক্ষক হিসেবে তাদেরকে আপনার শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের ও কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে সুযোগ দিচ্ছেন তখন তারা নিয়মিত ভাবে আপনার শ্রেণীকক্ষের বা স্কুলের শিক্ষাকাজে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করবেন। সেজন্য আপনি একটি পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী তাদের শ্রেণীকক্ষে আমন্ত্রণ জানান। উদাহরণস্বরূপ, বাবা মা বা অভিভাবকরা আপনাকে শ্রেণীকক্ষে ভাষা শিক্ষায় বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার কাজে সাহায্য করতে পারেন। তারা শিক্ষার্থীদের কোন কিছু পড়ে শোনাতে পারেন বা শিক্ষার্থীদের পড়া শুনতে পারেন। তারা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ তত্ত্বাবধান করতে পারেন যাতে যেসব শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত মনোযোগ প্রয়োজন তাদের আলাদা ভাবে সময় দেয়া বা ছোট দলে কাজ করার অতিরিক্ত চাপ থেকে আপনাকে অব্যহতি দিতে পারেন। এতে শ্রেণীকক্ষের সব শিক্ষার্থীই সমান মনোযোগ পাবে। পরবর্তী টুলে বাবা মা এবং সমাজের লোকজনকে শিক্ষা কাজে সম্পৃক্ত করার আরো উপায় জানানো হবে।

৩. **সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থায় বাদ পড়া ও স্কুল বহির্ভূত ছেলেমেয়ের খুঁজে বের করার কাজে বাবা মায়েদের নিয়োজিত করুন**। উদাহরণ স্বরূপ, বছরের শুরুতে স্কুলে ভর্তির একটি বিশেষ দিন বা মেলার আয়োজন করুন এবং সেখানে আসার জন্য সমাজের লোকজনকে আমন্ত্রণ জানান এবং সমাজের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করুন। মেলাকে আকর্ষণীয় করার জন্য স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় প্রবেশ কুপনের ওপর লটারীর মাধ্যমে আগত অতিথিদের উপহার

দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সে সঙ্গে শিক্ষক হিসেবে আপনারাও বিশেষ খাবার ও খেলাধুলার আয়োজন করতে পারেন। এমন কি মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করতে পারেন। এ কাজের উদ্দেশ্যই হল মান সম্পন্ন শিক্ষার গুরুত্ব কি তা বোঝানো এবং স্কুল ও সমাজ যাতে সব শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে সেজন্যে একত্রে কাজ করা। লাতিন আমেরিকার দেশ গুয়াতেমালায় এ ধরনের একটি শিক্ষা মেলায় নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির পাশাপাশি স্কুলের জন্য একটি নতুন দালান নির্মাণের পরিকল্পনা পর্যন্ত করা হয়েছিল। যাহোক কমিউনিটির সব ছেলেমেয়েই যাতে স্কুলে যায় ও লেখাপড়া করে সেজন্যে এই টুলকিটে বাবা মা ও সমাজ কিভাবে স্কুল বহির্ভূত শিক্ষার্থী খুঁজে বের করার কাজে নিয়োজিত হতে পারে তা বলা হয়েছে।

৪. **স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করা** - স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি বা শিক্ষক-অভিভাবক কমিটির মাধ্যমে বাবা মায়েদের দীর্ঘমেয়াদে স্কুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা সম্ভব। এই সম্পৃক্ততার ফলে শিক্ষাকাজে তত্ত্বাবধান এবং উন্নত মান ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয়।

গ্রাম শিক্ষা কমিটি

পাকিস্তানের বেলুচিস্থান প্রদেশে কমিউনিটি সহায়তা কার্যক্রমের ফলে মেয়েদের জন্য গ্রাম শিক্ষা কমিটি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে এর ১০০০-টিরও বেশী কমিটি রয়েছে, এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ৫। যা পুরুষদের জন্য গঠিত অনুরূপ কমিটির আদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেলুচিস্থান এর মত একটি রক্ষণশীল সমাজে নারী ও পুরুষদের নিয়ে একটি একক কমিটি গঠন করা যায়নি বলে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক কমিটি হয়েছে। মজার ব্যাপার হল মেয়েদের স্কুলে উপস্থিতি বাড়াতে ও অন্যান্য দৈনন্দিন শিক্ষামূলক কাজের ক্ষেত্রে, মেয়েদের কমিটি পুরুষ কমিটির তুলনায় ভাল অবদান রেখেছে।

- এ কার্যক্রম সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য দেখুন- *http://www. worldbank.org and search for "Balochistan"*

৫. **বাড়ী বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে আউটরিচ্** - যেসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাধাগ্রস্থ এবং স্কুলে যায় না তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন খুব সহজ কাজ নয়। এক্ষেত্রে স্কুল একজন প্রতিবন্ধী বা আদিবাসী সম্প্রদায় কোন ব্যক্তিকে আউটরিচ ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচন করতে পারে। যিনি ব্যক্তিগত ভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বা মিটিং করে স্কুলের একীভূত শিখন বান্ধব কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন। এতে ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হবে।



টুল ২.৩
সমাজ ও শিক্ষাক্রম

শ্রেণীকক্ষে সমাজ:

শিক্ষার্থীদের বাবা মা ও সমাজের অনুদান একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অর্থ এবং উপকরণ - যেকোন অনুদানের মাধ্যমে বাবা মা স্কুলে শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সমাজের কোন সংস্থা, শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি, বা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্কুলের সুযোগ সুবিধাদি উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। এটি বিশেষতঃ সেসব স্কুলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে সব স্কুলে শারিরীক প্রতিবন্ধীদের প্রবেশে অসুবিধা রয়েছে। স্কুলটি যদি পাকা দালানের হয় তবে তাতে সিঁড়ির পরিবর্তে র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করার জন্য সমাজ উদ্যোগ নিতে পারে।

পৃথিবীর অনেক দেশে, সমাজ তাদের এলাকার স্কুলে পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন ব্যবস্থা তৈরীতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এমনকি মেয়েদের জন্য আলাদা লেট্রিন না থাকলে, সমাজ তা তৈরী করে দেয়। বাংলাদেশে কোথাও কোথাও সমাজ এ ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

মালয়-এর একটি সমাজের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা দেখতে পেলেন, স্থানীয় স্কুলে শিক্ষার্থীদের শিখনের জন্য যে সমস্ত উপকরণ উন্নয়ন করা হয়েছে, সংগ্রহ করা হয়েছে শ্রেনীকক্ষে কোন দরজা নেই বলে তার সংরক্ষণ করা যাচ্ছেনা। সমাজই স্কুলের এবং প্রধান শিক্ষকের কামরার দরজা তৈরী করে দিল। এছাড়াও, একই জেলার আরো ২০টি সমাজের অভিভাবকরা তাদের এলাকার স্কুলগুলোতে শিখন কাজে লাগতে পারে এধরনের বিভিন্ন বাস্তব উপকরণ যেমন- পুরনো বাক্স, রাবারের জুতো ইত্যাদি সংগ্রহ করে দেয়। সে এলাকার শিক্ষকরা দেখেছেন শিক্ষাক্রমভুক্ত বিভিন্ন শিখন কাজে অভিভাবকদের অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনে বিশেষ সহায়ক।[৮]

বাংলাদেশের সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে কমিউনিটি জমি প্রদান করে থাকে। এনজিওদের বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে বা স্কুলের ভৌত অবকাঠামো নির্মানে কমিউনিটির অংশগ্রহণ লক্ষণীয় । এর একটি উদাহরণ, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন পরিচালিত ২টি একীভূত শিক্ষা কার্যক্রমের (কিশোরগঞ্জ ও ধামরাই) পরিচালনার জন্য গ্রামবাসী জমি প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, অষ্টাদশ বা

[8] Miske SJ. (2003) Proud Pioneers: Improving Teaching and Learning in Malawi through Continuous Assessment. Washington, DC: American Institute for Research

উনবিংশ শতাব্দী মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সমাজের দানশীল বা সমাজসেবীরা বাংলাদেশে শিক্ষা প্রসারে মূল ভূমিকা পালন করেছেন। তারা স্কুল ভবন নির্মাণ থেকে শুরু করে স্কুলের সুযোগ সুবিধা উন্নয়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করতেন। এবং এখনো কেউ কেউ তা করছেন।

ফিলিপাইনের এক স্কুলের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বাবা মাকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে এখন বাবা মায়েরা নিজেদের স্কুলের একটি অংশ হিসেবেই মনে করে। তারা স্কুলের জন্য একটি রিসোর্স সেন্টার নির্মানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, যেখানে স্থানীয় ইউনিসেফ পরবর্তীতে বেশ কিছু বই অনুদান হিসেবে প্রদান করে। এছাড়াও রিসোর্স কেন্দ্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তৈরী এবং এনজিওদের দেয়া শিখন উপকরণও রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা রিসোর্স কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব (যেমন-বুক সেলফ, চেয়ার ইত্যাদি) তৈরীতে অংশ নিয়েছে।[৯]

পূর্বে উল্লেখিত টুলে বলা হয়েছে যে, বাবা কিংবা মাকে স্কুলের কাজে সম্পৃক্ত করার সরাসরি একটাই পথ আছে। সেটি হল, তাদেরকে শ্রেণীকক্ষ পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পন্ন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য বাবা, মা, দাদা, নানা, দাদী, নানী বা অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করার নানা উপায় রয়েছে। এখানে তেমন কিছু ধারণা দেয়া হলঃ

- বাবা মা বা শিক্ষার্থীর পরিবারের যেকোন সদস্য শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন কাজে যেমন- পঠন পাঠন, শিখন উপকরণ তৈরী, খেলাধুলা বা কোন ফিল্ড ট্রিপ বা কোন উৎসব আয়োজনে সাহায্য করতে পারেন।

- বাবা মায়েরা তাদের পেশা ও অভিজ্ঞতার ওপর শ্রেণীকক্ষে বক্তব্য রাখতে পারেন। যেমন- কোন শিক্ষার্থীর বাবা কৃষক হলে তিনি সঠিক উপায়ে চাষাবাদ বা জৈব পদ্ধতিতে কৃষি কাজের উপকারিতা বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ও ধারণা বিনিময় করতে পারেন। মা হাঁস মুরগী পালনে বা কৃষি কাজে কিভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন সে অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করতে পারেন। কিংবা তারা গ্রামের লোকগাঁথা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়েও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে পারেন।

- বাবা মায়েরা শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির মিটিং বা যেকোন বিশেষ অনুষ্ঠানে নিয়মিত ভাবে অংশ নিতে পারেন যাতে স্কুলের অগ্রগতি ও শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত থাকেন। তারা তাদের

[9] Feny de los Angeles-Bautista With Marissa J.Pascual,Marjorie S. Javier,Lilian Mercado-carreon and Cristina H.Abad.(2001).Reinventing Philippines Education : Building Schools Filipino Children Deserve. The Ford Foundation, Phillipines.

সন্তানদের শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। স্কুলের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে জানবেন এবং পাঠক্র শিক্ষাক্রমভুক্ত বিভিন্ন শিখন তৎপরতায় সম্পৃক্ত হবেন।

- সম্ভব হলে তারা স্কুলকে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ দান করবেন এবং স্কুল ও শ্রেণীকক্ষের জন্য আর্থিক সাহায্য পেতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

- যেসব বাবা মায়েরা কখনো তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাননি বা স্কুল থেকে সন্তানদের ঝরে পড়ার উপক্রম হয়েছে আপনারা তাঁদের সঙ্গে দেখা করে তাদেরকে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে বা স্কুলে যাওয়া অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানাবেন।

- বাবা মা অভিভাবকরা স্কুলে শ্রেণীকক্ষ ও তার আশেপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সহযোগিতা করবেন। সহায়তা করবেন বাবা মায়েরা স্কুল কর্তৃপক্ষকে 'ওপেন স্কুল-ডে' উদযাপনের জন্য। এদিন স্কুলে সমাজের সদস্যবৃন্দ, বাবা মা, এলাকাবাসী/গ্রামবাসী, কর্মকর্তা কর্মচারী সবাই স্কুলে আমন্ত্রিত হবেন। সব শিক্ষার্থীর সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ, নতুন শিখন উপকরণ প্রদর্শন করা হবে। সে সঙ্গে শিক্ষকরা তাদের শিক্ষণ ও অগ্রগতি যাচাইয়ের নতুন কলাকৌশল আগত অতিথিদের কাছে বর্ণনা করবেন এবং ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত সব শিক্ষার্থী তারা যা যা শিখেছে তা অতিথিদের কাছে তুলে ধরবেন।

- বাবা মা ও সমাজের সদস্যরাও শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাইয়ে সহায়তা করতে পারেন। প্রয়োজনে তারাও শিক্ষার্থীদের বাড়ীর কাজের ওপর নম্বর প্রদান করতে পারেন এবং এভাবে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনের ওপর তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

- স্কুল থেকে পাশ করে যাওয়া কৃতি শিক্ষার্থীরা বা নিবেদিত প্রাণ কোন বাবা মা এক্ষেত্রে রোল মডেল হতে পারেন, বিশেষতঃ তারা যদি ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপটের হয়ে থাকে। প্রতি বছর স্কুলে 'আমার জীবনের লক্ষ্য' শীর্ষক একটি বিশেষ দিনের আয়োজন করা যায়। এদিন কৃতি শিক্ষার্থী ও নিবেদিত সেইসব বাবা মা স্কুলে এসে বর্তমান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন যাতে বর্তমান শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনকে পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পায়।

মহিলা রোল মডেল:

যেসব স্কুলে মহিলা শিক্ষক নেই, সেসব স্কুলে সমাজ থেকে কোন সক্ষম নারী স্কুলের শিক্ষাকাজে অংশ নিতে পারেন। মা বা শিক্ষার্থীর পরিবারের নারী সদস্য বা সমাজের কোন বিশেষ নারী ব্যক্তিত্ব যেমন- ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য, রাজনৈতিক নেত্রী বা কৃতি শিক্ষার্থী বা খেলোয়াড় যে কোন মহিলা স্কুলের শিক্ষণ-শিখন কাজে সম্পৃক্ত হতে পারেন

যাতে মহিলা একটি ইতিবাচক ভাবমুর্ত্তি স্কুলের শিক্ষার্থীদের মনে তৈরী হয়। এ ধরনের কোন মহিলা সমাজে থাকলে তাকে স্কুলে ঘন ঘন নিয়ে আসুন এবং তাদেরকে বৃহত্তর সমাজে বিশেষতঃ নারী ও পুরুষদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা বা জেন্ডার ভিত্তিক ভূমিকা বা তাদের পছন্দ অপছন্দ, সাফল্য, ব্যর্থতা তার জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন। এছাড়া তারা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও তাদের সমস্যা বা উপলব্ধি নিয়ে কথা বলতে পারেন এবং তাদের প্রয়োজনানুযায়ী সাহায্য করতে পারেন। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণীর একদল শিক্ষার্থী মেয়েকে বাছাই করুন। মেয়েদের এই দলটি একজন মহিলা শিক্ষকের নেতৃত্বে গ্রামের স্কুলগুলো পরিদর্শনে যাবে 'যেসব স্কুলে মেয়েরা ৫ম শ্রেণী বা তার আগেই ঝরে পড়ে'। পরিদর্শনকালে সব মেয়েরা এক সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করে বের করবে, যে কিভাবে স্কুলে টিকে থাকা যায় এবং কিভাবে লেখাপড়ায় উন্নতি করা সম্ভব। প্রয়োজনে পরিদর্শনকারী মহিলা শিক্ষক ও দলভুক্ত মেয়েরা ঝরে পড়ার আশংকা রয়েছে এ ধরনের শিক্ষার্থী মেয়েদের বাবা মায়ের সঙ্গে কিভাবে তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠানো এবং লেখাপড়া অব্যাহত রাখা যায় তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

শ্রেণীকক্ষ এবং সমাজ:

বাবা মাকে বা সমাজের সদস্যদের স্কুলে আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি যে কাজটি করতে হবে তা হল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রমকে তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ বা সমাজ কেন্দ্রিক করতে হবে।যেমন-

- ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মা বা সমাজের কাছ থেকে যা শেখে তা যেন স্কুলের শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। যেমন- ভাষা শিক্ষা ক্লাসে শিক্ষাক্রমের অংশ হিসেবে প্রচলিত কোন লোক-গাঁথা, গল্প বা কবিতা আলোচনা করা যেতে পারে।

- শিক্ষার্থীরা তাদের বাবা মা বা দাদা দাদী নানা নানীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারে বা তাদের কাছে তাদের জীবন কথা শুনতে পারে।

- তাদের পাঠে উল্লেখিত কোন বিশেষ বস্তু বা গাছ তাদের বাড়ীতে বা আশেপাশে রয়েছে কিনা তা খুঁজে দেখতে পারে।

- তারা বাড়ী হতে কোন উপকরণ (যেমন গণনার জন্য কাঠালের বা তেঁতুলের বিচি অথবা কোন কার্ড বোর্ড) নিয়ে আসতে পারে যা শিক্ষা উপকরণ হিসেবে শিক্ষক কাজে লাগাতে পারেন।[১০]

- শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণীকক্ষ বা স্কুল প্রাঙ্গণকে শিখন বান্ধব (বিশেষতঃ ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী), নিরাপদ, যেকোন দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত ও জেন্ডার সংবেদনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষককে সহায়তা করতে পারে। বিশেষতঃ স্কুল প্রাঙ্গণকে এমন ভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করতে হবে যাতে সব শ্রেণীর সব শিক্ষার্থী প্রাঙ্গণ ব্যবহারের সুযোগ পায়।

[10] UNICEF. Children as Community Researchers. http://www.unicef.org/teachers

- শিক্ষার্থীরা তাদের সমাজের স্কুল গমনপোযোগী স্কুল বহির্ভূত ছেলেমেয়েদের একটা ম্যাপিং বা মানচিত্রায়ন করতে পারে যাতে তাদেরকে খুঁজে বের করে স্কুলে নিয়ে আসা যায়।

- শিক্ষার্থীরা সমাজের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন। যেমন- গ্রামের দুঃস্থ বিধবা, দুঃস্থ মাতা, বৃদ্ধ ব্যক্তি, ভূমিহীন মানুষদের জন্য নেয়া ইউনিয়ন পরিষদের যে কোন কার্যক্রমে বা কোন জরিপ কাজে অংশ নিতে পারে। অবশ্য গ্রামে বৃক্ষ রোপন ও শহর এলাকায় পরিষ্কার পরিছন্নতা কর্মসূচিতে বা কোন দুর্যোগ কালে যে কোন ত্রাণ কার্যক্রমে প্রায়ই আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়ে থাকে। থাইল্যান্ডের চাইল্ড প্রজেক্টে, স্কুলের ছেলেমেয়েরা নিঃসঙ্গ বৃদ্ধদের বাড়ীঘর পরিষ্কার করার কাজ করে থাকে। দিনের শেষে তারা বৃদ্ধদের সঙ্গে বসে একত্রে খাওয়া দাওয়া করে। বৃদ্ধরা তাদের সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে খোশ গল্প করে। বয়সের ব্যবধান সত্বেও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক সুন্দর সম্পর্ক, এমনকি বৃদ্ধদের দেখাশোনার কাজেও অংশ নেয় ছেলেমেয়েরা। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্যে রাস্তার ওপর পড়ে থাকা আবর্জনা বা গাছপালা পরিষ্কার করার কাজও করে থাকে।

সমাজকে কেন্দ্র করে শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম - আরো নানা উপায়ে ছেলেমেয়েরা সমাজের কাছ থেকে শিখতে পারে এবং সেসঙ্গে সমাজের কাজেও অংশ নিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, উত্তর থাইল্যান্ডে পঞ্চম শ্রেণীর এক দল শিক্ষার্থী তাদের বিজ্ঞান শিক্ষার অংশ হিসেবে বছর ব্যপী সমাজের পরিবেশ অধ্যয়ন করে। বন উজাড় বা deforestation এর নানা প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং সমাজের কাছ থেকে এলাকার বনাঞ্চল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে। এছাড়াও তারা কিভাবে গাছপালা লাগাতে হয় সে বিষয়েও আলোচনা করে। বছর শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের বাবা মায়ের কাছে তাদের অধ্যয়নের ফলাফল পেশ করে। মজার কথা হল, বাবা মায়েরা তাদের
সন্তানদের কাছ থেকে সমাজের বনাঞ্চল সম্পর্কে নানা জ্ঞান লাভ করে। তাদের সন্তানরা যেভাবে জ্ঞান আহরণ করেছে এবং সে জ্ঞান উপস্থাপন করেছে তাতে বাবা মায়েরা অভিভূত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বাবা মা ও তাদের শিক্ষার্থী সন্তানরা মিলে সমাজের পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য একত্রে কাজ করতে এগিয়ে আসে।

শিক্ষার্থীদের স্কুলের বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ - শিক্ষার্থীরা স্কুলের বিভিন্ন সভা যেমন- অভিভাবক সভা, সামাজিক সভা অথবা অন্য কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বাস্তব পৃথিবী সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে পারে। শিক্ষক হিসেবে আপনি তাদেরকে এ ধরনের সভায় কিভাবে অংশগ্রহণ করতে হয় সে বিষয়ে আগে থেকে তৈরী করে তুলতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তাদের অধীত বিষয় থেকে নানা ধরনের কাজ ও প্রজেক্ট শিক্ষা মেলায় প্রদর্শন করতে পারে অথবা শিক্ষার্থীদের একটি ছোট্ট দল কোন নাটিকা করতে পারে, গান গাইতে পারে কিংবা কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। নানা উপায়ে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাবা মা বা অভিভাবকের সামনে উপস্থাপন করতে পারে।

এভাবে বাবা মা ও স্কুলের মধ্যে গড়ে ওঠে সুন্দর সম্পর্ক এবং এতে শিক্ষার্থীর শিখনও সমৃদ্ধতর হয়। শিক্ষার্থীর শিখন বিষয়ে অভিভাবক সভা আয়োজনের পূর্বে আপনাকে সভা কি ভাষায় পরিচালিত হবে সে বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে। শিক্ষককে আগেই সভায় অংশগ্রহণকারী লোকজনের কথা বিবেচনা করতে হবে বিশেষতঃ তাদের কথা যারা সাধারণতঃ প্রচলিত ভাষায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে না (যেমন- আদিবাসী বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) অথবা যারা শ্রবণ-প্রতিবন্ধী।



টুল ২.৪

আমরা কি শিখেছি?

এই বুকলেট একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে পরিবার ও কমিউনিটিকে কিভাবে সম্পৃক্ত করতে হয় সে বিষয়ে নানা উপায়ের ধারণা দিয়েছে। এখন নিচের কাজগুলো করুন।

১. সমাজে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত আপনার স্কুলের একজন শিক্ষকের দায়িত্বের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

২. আপনি বাবা মাকে কিভাবে তাদের সন্তানদের শিখন দক্ষতা বিষয়ে বলবেন?

৩. বাদপড়া ও স্কুল বহির্ভূত ছেলে/মেয়েকে লেখাপড়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে বাবা ও মায়েদের গৃহীত দুটি পদক্ষেপের কথা লিখুন। (ক) স্কুলে এবং (খ) স্কুলের বাইরে ।

৪. সমাজের লোকজন আপনার শ্রেণীকক্ষের শিখন কাজে কিভাবে অংশ নিবে তার কয়েকটি উপায় বলুন।

৫. শিক্ষার্থীরা কিভাবে সমাজে সম্পৃক্ত হতে পারে সে বিষয়ে অথবা সমাজ বা বাড়ি থেকে সংগৃহীত শিক্ষা উপকরণ কিভাবে শিক্ষার্থীরা স্কুলে ব্যবহার করবে তার কয়েকটি ব্যবহার বলুন।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের সফলতার জন্য সমাজের অংশগ্রহণ সবিশেষ জরুরী। শিক্ষক হিসেবে, শিক্ষার্থীদের কমিউনিটি বা স্থানীয় পরিবেশ থেকে শিক্ষা লাভের জন্য নানা উপায় রয়েছে। এমনকি বাবা মা অভিভাবকরা কিভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এই পরিবেশ প্রচারে স্কুলের পক্ষে কাজ করতে পারেন সে বিষয়েও এই বুকলেটে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এবার **আপনি আপনাকে প্রশ্ন করুন আমি কিভাবে আমার শিক্ষার্থীর পরিবার ও সমাজের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারি? আপনার ব্যক্তিগত তিনটি লক্ষ্য নিয়ে ভাবুন, সেগুলো আপনার সহকর্মীদের লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করুন ও তা নিয়ে সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের সঙ্গে আলাপ করুন। সপ্তাহ খানেক পরে তুলনা করে দেখুন আপনি কতটুকু এগিয়েছেন এবং ভাবুন আরো কি কি কাজ আপনি হাতে নিবেন?**

আমরা কোথা থেকে আরো জানতে পারি?

নিচে কিছু প্রকাশনা ও ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেয়া হল যেগুলো থেকে স্কুল-পরিবার- সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে নানা তথ্য ও গাইড লাইন আমরা পেতে পারি।

প্রকাশনা:

Bureau of Elementary Education, Department of Education, Culture and Sports in cooperation with UNICEF Philippines (1994) The Multigrade Teacher's Handbook, Manila

duPlessis J. (2003) Rainbow Charts and C-O-C-O-N-U-T-S: Teacher Development for Continuous Assessment in Malawi-Classrooms. Washington, DC: American Institute for Research.

Miske SJ. (2003) Proud Pioneers: Improving Teaching and Learning in Malawi through Continuous Assessment. Washington, DC: American Institute for Research.

Rugh A and Bossert H. (1998) Involving Communities: Participation in the Delivery of Education Programs. Washington, DC: Creative Associates International, Inc.

The Gender-Fair Teacher (2003) UNICEF/Eritrea (page25)

ওয়েবসাইট

Children as Community Researchers. This is an excellent publication for promoting children's learning through the community.It can be downloaded at:http://www.unicef.org/teachers/researchers/index.html or http://www. unicef.org/teachers/researchers/childresearch.pdf

Children's Integrated Learning and Development Project.
http://www.inmu.mahidol.ac.th/CHILD

Community School Alliances.
http://www.edc.org/CSA

Supporting Home- School Collaboration by Sandra L. Christenson.
http://www.cyfc.umn.edu/schoolage/resources/supporting.html

UNICEF Teachers Talking about Learning.
http://www.unicef.org/teachers/environment/commun.htm.
This excellent Website offers information on: learning and the community: teachers and communities; involving families in learning; communities helping schools; community life; and tips for improving schools.

বুকলেট ৩ :

সব শিশুকে স্কুলে আনা ও তাদের শিখন



Inclusive
Learning-Friendly
Environments

UNESCO
DHAKA OFFICE

বুকলেট- ৩

সব শিশুকে স্কুলে আসা ও তাদের শিখন

ইউনেস্কো-ঢাকা

টুল গাইড

বুকলেট - ৩ শিশুদের স্কুলে না আসার পেছনে কারণ এবং এ ক্ষেত্রে কি করণীয় সে বিষয়ে আপনাকে ও আপনার সহকর্মীদের বুঝতে সাহায্য করবে। টুলসগুলোকে এখানে ব্লক বিল্ডিং (ধাপে ধাপে) ধরনে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা শিক্ষকরা স্কুল বর্হিভূত ছেলেমেয়েদের স্কুলে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। এই টুলগুলির মাধ্যমে কাজ করে আপনি অন্যান্য শিক্ষক, পরিবার ও সমাজের সদস্য ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কি ধরনের অবস্থা শিশুদেরকে শিখন প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। আপনি নিজেও এ ধরনের শিশুরা কোথায় থাকে, কেন তারা স্কুলে আসে না এবং তাদেরকে স্কুলে নিয়ে আসতে কি করা উচিত তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

টুলস

৩.১ কারা শিখতে পারছে না ৩

একীভূত শিখনের পথে বাধা আবিষ্কার ৩

একীভূত শিখনের জন্য স্ব-মূল্যায়ন ১১

৩.২ স্কুল বহির্ভূত শিশুদের খুঁজে বের করা ও জানা তারা কেন বহির্ভূত? ১৩

স্কুল- সমাজের ম্যাপিং বা মানচিত্রায়ন ১৩

মানচিত্রায়নে শিশুদের অংশগ্রহণ ১৫

শিশুরা কেন স্কুলে আসতে পারে না তা' চিহ্নিত করা ১৯

৩.৩ সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসতে করণীয় ২৭

কর্মপরিকল্পনা করা ২৭

কাজের জন্য ধারণা ৩০

৩.৪ আমরা কি শিখেছি ৩৯



টুল ৩.১
কারা শিখতে পারছে না?

একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরী করা এবং এ প্রক্রিয়ায় পরিবার ও সমাজকে সম্পৃক্ত করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল কমিউনিটির যেসব শিশু স্কুলে যাচ্ছে না তাদের খুঁজে বের করা। আপনার নিশ্চয়ই একবার হলেও মনে হয় আপনার শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো বোন বা ভাই অথবা বন্ধু হয় স্কুলে যেতে পারছেনা অথবা স্কুলে যায় না। আমরা যদি সত্যিই এদের কথা ভেবে থাকি, তবে আমাদের উচিত এই শিশুদেরকে আমাদের একীভূত স্কুল বা শ্রেণীকক্ষে নিয়ে আসা এবং তাদের জীবনের উপযোগী যে শিক্ষার দরকার তার ব্যবস্থা করা। এরপর আমাদের বোঝা দরকার কেন তারা স্কুলে আসছিল না।

একীভূত, শিখনের পথে বাধা আবিষ্কার:

নিচের কেস স্টাডিটি আপনি নিজে পড়ুন বা আপনার সহকর্মীদের পড়ে শোনানঃ

দশ বছর বয়সী সুরুজ এর বাড়ী জামালপুর জেলার মেলান্দহে। পরিবারকে সাহায্য করতে অল্প বয়সেই পেটের তাগিদে সে কাজে নামে। শেষে সৎ মায়ের অত্যাচারে বাড়ী থেকে পালিয়ে ঢাকা শহরে চলে আসে সে। লেখাপড়া করার খুব ইচ্ছে থাকলেও তার বাবা কোন দিন তাকে স্কুলে পাঠায় নি বরং তাকে বাড়ীর কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। দূর সম্পর্কের এক খালার সঙ্গে ঢাকায় আসার পর সে আর খালা মিলে ভিক্ষে করা শুরু করে। একদিন রাস্তার ভীড়ের মধ্যে তার গ্রামের খালাকে সে হারিয়ে ফেলে। শেষে শাহবাগের মোড়ে তার আরেক মহিলার দেখা হল যাকে সে খালা বলে ডাকতে শুরু করে। নতুন এই খালা শাহবাগের মোড়ে পিঠা বানায় আর বিক্রি করে। নতুন খালার কাজে সুরুজও হাত লাগাল। তার সঙ্গে কিছুদিন কাজ করার পর নতুন খালা সুরুজকে পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রতিদিন ১২ টাকাসহ দুপুরে খাবার দিত। সুরুজ সে খাবার দুপুরে না খেয়ে রাতে খেত। দুপুরে না খাওয়াটাই তার একরকম অভ্যাস হয়ে গেল। তার একমাত্র বিনোদন কাজের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার পাশে শো-রুমে টিভি দেখা। লেখাপড়া নয়, সুরুজ এখন স্বপ্ন দেখে রাস্তার পাশে একটা পান বিড়ির দোকান দেয়ার।[১]

[1] Adapted from *Suruj: An undaunted warrior of life;* Draft report titled 'Missing Citizens-Life on the streets of Dhaka city' by ASEAB and TSP; January 2000



কর্মতৎপরতা: একীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা চিহ্নিত করা

আপনি আপনার সহকর্মীদের মধ্য থেকে দুই থেকে চারটি দল নির্বাচন করুন অথবা একাই কাজটি করুন।

- প্রথমে, সবাই নিঃশব্দে চিন্তা করুন যে কেন সুরুজ স্কুলে যেতে পারল না। কারণগুলো চিন্তা করুন এবং লিখে ফেলুন। এর জন্য ৫ মিনিট সময় নিন।

- একজন শিশুর শিখন পরিবেশের মধ্যে রয়েছে তার স্কুল, পরিবার এবং সমাজ। শিশুর সত্ত্বা তাকে উদ্বুদ্ধ করে তার স্কুলে যাওয়া বা না যাওয়াকে। যাহোক, এখন প্রতিটি দলকে এক একটি শিখন পরিবেশের দায়িত্ব দিন। একটি পরিবেশ দল হবে 'স্কুল'। একটি দল 'পরিবার'। অপর পরিবেশ দলটি হবে' সমাজ এবং চতুর্থ দল হবে শিশু (যেমন-সুরুজ)। যদি দল চারটির পরিবর্তে দুটো হয়, তবে প্রতিটি দল দুটো করে পরিবেশের দায়িত্ব নেবে। আর আপনি যদি একা কাজ করেন তবে চারটি পরিবেশ নিয়েই আপনি কাজ করবেন।

- প্রতিটি দলকে বড় পোস্টার পেপার দিন, পোস্টার পেপারের শীর্ষে তারা যে পরিবেশ নিয়ে কাজ করবে তার নাম লিখবে। প্রতিটি শিখন পরিবেশ-এর ওপর কাজের জন্য আলাদা পোস্টার পেপার ব্যবহার করুন।
- প্রতিটি দল নিজ নিজ শিখন পরিবেশ-এর প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করবে, বিশেষতঃ যেসব প্রতিবন্ধকতার কারণে সুরুজ এর মত অনেক শিশুই স্কুলে যায় না বা যেতে পারে না। এসব বাধাসমূহের একটি তালিকা পোস্টার পেপারে লিখুন এবং নিচের অংশটুক পড়ুন;

শিশুদের স্কুলে না যাওয়ার কারণসমূহ:

সুরুজ (শিশু)

শিশু স্কুলে যেতে পারবে বা যেতে চাইবে কিনা তা অনেকটাই নির্ভর করে শিশুর বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান অবস্থার ওপর। অনেক সময় শহরের আলো ঝলমল চাকচিক্য ও উপার্জনের সুযোগের কারণে কোন কোন দরিদ্র পরিবারের শিশু স্কুলে লেখাপড়া না করে শহরে চলে আসতে পারে। নিচে এ ধরনের কিছু কারণ উল্লেখ করা হল। এছাড়াও আপনার এলাকা, প্রথা বা শিশু বা তার পরিবার কেন্দ্রিক এমন কোন কারণ রয়েছে কি যা একটি শিশুর স্কুলে যাওয়া বা না যাওয়াকে প্রভাবিত করে?

গৃহহীনতা ও কাজের চাহিদা: আমরা যারা শহরে থাকি তারা প্রতিদিনই অনেক 'পথ শিশু' কে দেখি, যারা আমাদের কাছে ভিক্ষা বা সাহায্য চায়। পথই তাদের ঘর, তাদের জীবিকার একমাত্র উৎস। সারা পৃথিবীতে এই পথ শিশুর সংখ্যা প্রায় ১০০ মিলিয়ন। শুধু ঢাকা শহরেই পথ শিশুর সংখ্যা এখন ৪ মিলিয়নের কাছাকাছি। একজন পথ শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়তে পারে, হতে পারে সে শিশু-শ্রমিক কিংবা আশ্রয়হীন, পরিবারহীন কোন শিশু। যেহেতু পথ শিশুদের পরিবার, সমাজ বা স্কুলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না সে কারণে তারা সর্বত্রই শোষণ আর নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকে। অবশ্য সব পথ শিশুই পরিবার বিহীন নয়। সুরুজের মত কোন শিশু হয়ত দিনে কাজ করে রাতে পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারত। কিন্তু এসব শিশুরা শিক্ষার মূল্য বোঝে না গ্রহণ বা স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে কোন আগ্রহই থাকে না। তাদের স্কুলে যাওয়ার মত বয়সও থাকে না বা এরা হয়তো রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন সহিংসতার শিকার, টিকে থাকাটাই যেখানে মুখ্য, সেখানে তাদের স্কুলে না যাওয়ার কারণ সহজেই বোধগম্য।

কিছু কিছু শিশুর পরিবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না বা কখনো ক্ষীণ যোগসূত্র থাকতে পারে এবং এদের অধিকাংশই কোন মুরুব্বী বা অভিভাবকের শাসন বা তত্ত্বাবধানের বাইরে থাকে। উপরন্তু তাদের কেউ কেউ বাড়িতে শারিরীক বা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, ফলে পরিত্রাণের আশায় তারা শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করে পথে আশ্রয় নেয় সত্যি কিন্তু এখানেও তারা একই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়।

অসুস্থতা এবং ক্ষুধা: শিশু অপুষ্টিতে ভুগলে, অসুস্থ বা ক্ষুধার্ত থাকলে লেখাপড়া করতে পারে না। ফলে তারা স্কুলে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে এবং তাদেরকে শেষ পর্যন্ত ধীর শিক্ষার্থী হিসেবে সবাই বিবেচনা করে। যদি তারা শিক্ষক বা সহপাঠীদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত মনোযোগ না পায় তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন ভাবতে পারে ফলে একসময় তারা ক্লাস থেকে ঝরে পড়ে। শারিরীক অসুস্থতা ও অপুষ্টি তাদেরকে অনেকসময় দীর্ঘস্থায়ী শারিরীক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতার দিকে ঠেলে দেয়।

জন্ম নিবন্ধন: কিছু কিছু দেশে জন্ম নিবন্ধিত না হলে শিশুরা স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। বাংলাদেশে জন্ম নিবন্ধনের ব্যাপারে ব্যাপক কড়াকড়ি না হলেও এর গুরুত্ব সব মহলেই অনুভূত হচ্ছে।

সহিংসতার ভয়: স্কুলে যাওয়া আসার পথে বিশেষত মেয়েরা আমাদের মত দেশে নানা ঝুঁকির মধ্যে থাকে। মেয়েরা প্রায়ই স্কুলে যাওয়া আসার পথে যৌন নির্যাতন বা অশোভন আচরণের সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে ছেলেদের থাকে শারিরীক শাস্তির অভিজ্ঞতা এর ফলে তাদের স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কখনো কখনো তাদের জীবনও বিপন্ন হয়।

প্রতিবন্ধিতা বা বিশেষ শিখন চাহিদা: সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা সুযোগ সুবিধার অভাবে অনেক প্রতিবন্ধী বা বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীই স্কুলে আসে না। যে একীভূত শিক্ষার কথা আমরা বলি, আমরা এসব শিক্ষার্থীদের সেই পরিবেশে নিয়ে আসতে চাই। তাদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টি এবং তারা লেখাপড়া করতে পারবে না এই ধারণা তাদেরকে স্কুলে আসার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে।

এমন কি বাবা মা, সমাজও এসব ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে অসচেতন থাকে যে তাদেরও স্কুলে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকার কারণেও প্রতিবন্ধী শিশুরা স্কুলে যেতে নিরুৎসাহিত হতে পারে।

অনেক সময় তারা স্কুলে এলেও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় তাদের যে বিশেষ শিখন চাহিদা রয়েছে এবং তাদের প্রতি যে আলাদা মনোযোগ দিতে হবে সে সুযোগ বা সময় শিক্ষক হিসেবে আমাদের থাকে না। এমনকি, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বা শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষার প্রচলিত ভাষা-মাধ্যম (মৌখিক বা দৃশ্যমান) শ্রবন বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী হয় না।

লোক নিন্দা: কোন কারণে কোন মেয়ে শিক্ষার্থী সামাজিক নিপীড়ন বা যৌন নির্যাতনের শিকার হলে অনেক সময় স্কুল লোকনিন্দার চাপে তাকে স্কুল থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারে কিংবা সামাজিক চাপে সেই মেয়েটি নিজেই বা পরিবারের চাপাচাপির কারণে স্কুলে যাওয়া ত্যাগ করতে পারে।

পারিবারিক পরিবেশ:

শিশুদের পরিচর্যা ও সুরক্ষার প্রধানতম আশ্রয় হচ্ছে তাদের পরিবার ও সমাজ। একটি গঠনমূলক পরিবার ও সমাজ শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। শিশুর স্কুলে যাওয়া বা না যাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের যেসমস্ত বিষয় নির্ভরশীল তা নিচে আলোচনা করা হল। **এছাড়াও ছেলেমেয়েদের স্কুলে উপস্থিতিকে প্রভাবিত করে এমন কোন সামাজিক, দেশজ বা সাংস্কৃতিক কারণ কি রয়েছে যা আপনি জানেন?**

দারিদ্র ও শিক্ষার প্রকৃত মূল্য: শিশুর স্কুলে যাওয়া বা না যাওয়াকে শিশুর পরিবারের দারিদ্র অনেকাংশে প্রভাবিত করে। আবার, শিশু যদি স্কুলে না যায় তবে উপার্জনের অভাবে **দারিদ্র** তাকে গ্রাস করবে। **দারিদ্রের** কারণে বাবা মায়েরা শিশুকে স্কুলে পাঠানো দূরের কথা, ঠিকমত দৈনন্দিন চাহিদাই পূরণ করতে পারে না। বরং সুরুজের মত শিশুকে, বেঁচে থাকার তাগিদে লেখাপড়া ও ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলী দিয়ে কাজে নামতে হয়।

এক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাও মুখ্য, কেননা এরকম পরিস্থিতিতে পরিবারের কাছে লেখাপড়ার চেয়ে পেটের তাগিদই বড় কথা, সেজন্য তারা শিশুকে স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে কাজে পাঠায়। অনেক সময় বাবা মা ভাবতে পারে যে ক্লাসে বসে লেখা পড়া করার থেকে অর্থকরী কোন কাজের জন্য উপযোগী দক্ষতা থাকা অনেক জরুরী, তখন তারা সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে চায়না।

দ্বন্দ্বঃ পারিবারিক অশান্তি, গৃহ বিবাদের ফলে অনেক সময় শিশুর পারিবারিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। তখন স্কুলে শিশুর উপস্থিতি কমে যায় এবং এক সময় সে ঝরে পড়ে এমনকি বাড়ী থেকেও পালিয়ে যায়।

অপর্যাপ্ত যত্ন ও পরিচর্যাঃ দারিদ্রতার কারণে, অর্থ উপার্জনের জন্য অনেকসময় শিশুর বাবা মা নিজের এলাকা বা গ্রাম ছেড়ে শহরে বা অন্যত্রে চলে যায়। তখন শিশু খালা, দাদাদাদী বা নানা নানীর কাছে বড় হয়। এতে তাদের সঠিক পরিচর্যা বা যত্ন হয় না। এতে তাদের শিক্ষা জীবন বাধাগ্রস্থ হয়। কেননা অর্থের প্রয়োজনে তাদের কাছে শিক্ষার মূল্য কমে যায়।

দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে বৈষম্যঃ এইডস বা অন্য কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে শিশুর বাবা বা মা মারা গেলে সেই শিশুর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে আর স্কুলে যায় না কিংবা শিশুর কাছ থেকে বাবা মায়ের দুরারোগ্য ব্যাধি সংক্রমিত হতে পারে এ ভয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে স্কুল থেকে বের করে দিতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে মেয়েদের ছোট ভাইবোনদের বা বাড়ীতে অসুস্থ ব্যক্তির দেখাশোনার জন্য বা সংসারের প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনের জন্য স্কুল থেকে তুলে নেওয়া হয়।

সমাজের পরিবেশঃ

লিঙ্গ- বৈষম্যঃ সমাজে পুরুষ ও মেয়েদের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস হল, মেয়েদের অবস্থান পুরুষের নিচে। গৃহস্থালী কাজ করার জন্য মেয়েদের সাধারণত স্কুলে যেতে দেওয়া হয় না। তাছাড়া খুব অল্প বয়সেই এখানে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়, বিয়ের পর মেয়েরা তাদের নিজেদের বাবা মায়ের বাড়ী ত্যাগ করে শ্বশুর বাড়ি চলে যায়। ফলে বাবা মায়েরা ভাবেন যে মেয়েদের লেখাপড়ার পেছনে টাকা পয়সা খরচ করে কোনো লাভ নেই।

সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং পিতৃপুরুষের পেশা: বৃহত্তর কমিউনিটির বাইরের (যেমন আদিবাসী) ভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্ম গোত্র ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ছেলেমেয়েদের স্কুলে আসা বাধাগ্রস্থ হতে পারে। কখনো কখনো তারা নিম্ন মানের শিক্ষা এবং অপ্রতুল শিক্ষা উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধার কারণে স্কুলে আসতে নিরুৎসাহিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো সমাজে স্কুলে না গিয়ে শৈশব থেকেই শিশুরা বাপ দাদার পেশায় ঢুকে পড়ে। মূলতঃ সমাজে দরিদ্র শ্রেণীর শিশুরাই এ ধরনের পেশায় আসে। যেমন-জেলে, মুচি, মেথর, নাপিত, কর্মকার ইত্যাদি। ফলে তারা কখনোই নিরক্ষরতা ও দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে বের হতে পারে না। সুরুজও এর ব্যতিক্রম নয়।

নেতিবাচক মনোভাব: এটি সম্ভবতঃ শিশুদের স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করার পথে অন্যতম প্রধান বাধা।
এ ধরনের নেতিবাচক মনোভাব, সব স্তরেই যেমন -বাবা মা, সমাজের সদস্য, স্কুল ও শিক্ষক, সরকারী কর্মকর্তা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ভীতি, ট্যাবু, লজ্জা, অজ্ঞতা এবং ভুল তথ্য-এর সবই নেতিবাচক মনোভাব তৈরীতে এবং শিশুদের এ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এসব শিশু আর তাদের পরিবারের মধ্যে তাই তৈরী হয় পলায়নপর মানসিকতা ও হীনমন্যতা। তারা সমাজের মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা এড়িয়ে চলে এবং একসময় ধীরে ধীরে তারা সমাজে ছায়ার মতন বসবাস করতে থাকে। এভাবে তাদের শিশুরা, যদিও তাদের অন্যান্য শিশুদের মতই সমান অধিকার রয়েছে, স্কুলের বাইরেই থেকে যায়।

স্কুলের পরিবেশ:

আমাদের স্কুলসমূহের লক্ষ হল বাস্তব ও ভবিষ্যত জীবনের জন্য অপরিহার্য দক্ষতা দিতে **সব** শিশুর জন্য কার্যকর ও মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করা। ঐতিহ্যগতভাবে, ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়ার মত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আমাদের স্কুলগুলোর নেই। শুধুমাত্র পরিবার ও সমাজে সৃষ্ট শিশুদের স্কুলে অনুপস্থিতি বা ঝরে পড়ার সমস্যার সমাধান হলেই আমাদের স্কুলগুলো 'একীভূত' হবে না। স্কুলের মধ্যেই এমন সমস্যা থাকতে পারে যেগুলোর সমাধান না হলে স্কুলে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি বা ঝরে পড়া রোধ হবে না। এক্ষেত্রে **আপনার** ও আপনার সহকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আপনি আপনার স্কুলকে এমন ভাবে রূপান্তর করতে পারেন, যেখানে সব শিশু নির্ভয়ে শিক্ষালাভ করবে। শিশুদের স্কুলে না আসার পেছনে বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করা হল।

এছাড়াও, ভেবে দেখুন আপনার স্কুলে স্কুল সম্পর্কিত কোন কারণ কি শিক্ষার্থীর উপস্থিতিকে প্রভাবিত করছে ?

শিক্ষাব্যয় (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ): অনেক দরিদ্র বাবা মা স্কুলে ফি, পরীক্ষার ফি, বই খাতাপত্রের খরচ, স্কুল ইউনিফর্ম ও পরিবহন খরচের কারণে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারে না। সুরুজের স্কুলে না যেতে পারার পেছনে শিক্ষাব্যয়ও অন্যতম প্রধান কারণ এটা বলা যায়।

স্কুলের অবস্থান: স্কুলের অবস্থান যদি লোকালয় থেকে একটু দূরে হয়, তবে যোগাযোগের সমস্যার কারণেও শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকতে পারে। বিশেষতঃ মেয়েদের জন্য স্কুলের দূরত্ব বেশী হলে বাবা মায়েরা নিরাপত্তার কথা ভেবে তাদের স্কুলে পাঠাতে চায় না। প্রতিবন্ধী শিশুরাও যথাযথ বাহনের অভাবে স্কুলে আসতে পারে না।

স্কুলের সময়সূচী: স্কুলের নির্দিষ্ট সময়সূচীর কারণে সুরুজের মত অনেক শিশু স্কুলে আসতে পারে না। স্কুলের সময়সূচীর সঙ্গে সুরুজের কাজের সময় একই হওয়ায় সুরুজের পক্ষে 'শিক্ষার পাশাপাশি আয়' করা সম্ভব হয়নি। উপরন্ত মেয়েরা ঘর গেরস্থের কাজ ও ছোট ভাই বোনকে সামলানোর কাজে ব্যস্ত থাকায় স্কুলে আসতে পারে না।

সুযোগ সুবিধাদি: স্কুলের সুযোগ সুবিধা অপ্রতুল হলে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসতে নিরুৎসাহিত হতে পারে। যেমন- স্কুলে মেয়েদের জন্য পৃথক লেট্রিন না থাকলে কিশোরী শিক্ষার্থীরা (তাদের মাসিক চলাকালে) স্কুলে আসতে নিরুৎসাহিত হয়। স্কুলে সুযোগ সুবিধাদি অপর্যাপ্ত হলে, ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলে অবস্থান আরো অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে।

প্রস্তুতি: ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের স্কুলে না আসার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল এধরনের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে স্কুল এবং স্কুলের শিক্ষকদের প্রস্তুত না থাকা। এধরনের ছেলেমেয়েদের কিভাবে শিক্ষা দান করতে হবে সে ব্যাপারে তাদের প্রশিক্ষণ, ধারণা, দক্ষতা, তথ্য ও জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়েরা স্কুলে এলেও শিক্ষকরা তাদের প্রতি কম মনোযোগ দেন এবং অন্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় তাদের শিক্ষা হয় অপর্যাপ্ত ও নিম্নমানের।

শ্রেণীকক্ষের আকার, সম্পদ ও কাজের চাপ: আমাদের দেশে, অনেক দেশের মতই, শ্রেণীকক্ষে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকে। যা 'একীভূত' আদর্শের পরিপন্থী। ধনীদেশ গুলোতে একটি শ্রেণীকক্ষে ৩০ জন থাকলেও সেটাকেই তারা অনেক বড় মনে করে। সেখানে বাংলাদেশের মত অনেক উন্নয়নশীল দেশে একটি ক্লাসে ৬০-১০০ জন শিক্ষার্থী থাকা অতি সাধারণ ঘটনা। ফলে শিক্ষকরা এত বড় ক্লাস সামাল দিতে পারেন না।

একটি ছোট, সুব্যবস্থিত শ্রেণীকক্ষ একটি বড় কিন্তু অব্যবস্থিত শ্রেণীকক্ষ থেকে অনেক বেশী কাম্য। তবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যাই একটি সফল, একীভূত শ্রেণীকক্ষের জন্য প্রধান বাধা তা নয়। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতি সবার মনোভাব কেমন তাও অনেক বেশী জরুরী। একটি বড় ক্লাসেও, অনেকসময় দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক ও ইতিবাচক মনোভাবের কারণে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে লেখাপড়া করছে। নিচে তাই তেমন একটি উদাহরণ দেয়া হল যেখানে দেখা গেছে অপর্যাপ্ত সম্পদ বা উপকরণ নয় নেতিবাচক মনোভাবই 'একীভূত' হওয়ার পথে মূল বাধা। উদাহরণটি আফ্রিকা মহাদেশের একটি ছোট্ট দেশ
লেসোথে-র।

শিক্ষার্থীর সংখ্য ১১৫ জনের বেশী হওয়া সত্ত্বেও 'একীভূত' হওয়াঃ

১৯৯৪ সালে, লেসোথের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুটো পাইলট একীভূত স্কুলে পরিচালিত একটি জরীপে এ ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল। লেসোথের রাজধানী মাসেরুর কাছাকাছি একটি স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫০ এবং সে স্কুলে শারিরীক প্রতিবন্ধীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্য স্কুলটি অনেক দূরে একটি পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত। এ স্কুলে কোনো কোনো ক্লাসে ১১৫ জনের বেশী শিক্ষার্থী রয়েছে।

কিন্তু প্রথম স্কুলে শুরু থেকেই একীভূত শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপারে একটি নেতিবাচক মনোভাব ছিল। এ স্কুলে ভাল ফলাফলের একটি সুখ্যাতি ছিল, ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ মনে করতেন যে ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ধীর শিক্ষার্থীদের পেছনে বেশী সময় দিলে ভাল ফলাফল করা থেকে স্কুল পিছিয়ে যাবে। তারা মনে করতেন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাসের দায়দায়িত্ব মিশনের যা শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে পাহাড়ী এলাকার স্কুলে, শিক্ষকরা এত বেশী নিবেদিত ও উদ্বুদ্ধ ছিল যে তারা প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের তাদের অবসরে, খাবার বিরতিতে বা সপ্তাহের ছুটিতে আলাদাভাবে সময় দিতেন। কখনো কখনো শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বাড়ি যেতেন, প্রয়োজনে হাসপাতালে নিয়ে যেতেন, দরকার হলে সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে সাহায্য করতেন। কাজেই, বড় ক্লাসই কোন বাধা নয়। **প্রয়োজন ইতিবাচক মানসিকতার**। তবে এ মতামত দেয়ার সময় শিক্ষকরা বলেছেন যে, ক্লাসের আকার ৫০-৫৫ জনের বেশী হওয়াটা ভাল নয়।[২]

[2] *School for All. Save The Children.www.eenet.org.uk/bibliog/scuk/schools_for_all.shtml*

একীভূত শিখনের জন্য স্ব-মূল্যায়ন:

সংক্ষেপে, একীভূত শিখনের বাধাসমূহ:

- **শিশু** - গৃহহীনতা ও কাজের চাহিদা, অসুস্থতা এবং ক্ষুধা; জন্ম নিবন্ধন, সহিংসতার ভয়, প্রতিবন্ধিতা বা বিশেষ শিখন চাহিদা;
- **পরিবার** - দারিদ্র ও শিক্ষার প্রকৃত মূল্য, দ্বন্দ্ব, অপর্যাপ্ত যত্ন ও পরিচর্যা, দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে বৈষম্য;
- **সমাজ** - লিঙ্গ বৈষম্য, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, পিতৃ পুরুষের পেশা, নেতিবাচক মনোভাব;
- **স্কুল** - শিক্ষাব্যয় (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ), স্কুলের অবস্থান, স্কুলের সময়সূচী, সুযোগ সুবিধাদি, প্রস্তুতি, শ্রেণীকক্ষের আকার, সম্পদ ও কাজের চাপ;

এছাড়াও অন্যান্য আর কি বাধা রয়েছে যা আপনারা পোস্টারে উল্লেখ করেছেন বা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করেছেন?

এ দলীয় কাজ থেকে প্রাপ্ত সব ধরনের বাধার একটি 'মাস্টার লিস্ট' তৈরী করুন।



কর্মতৎপরতা: বাধা ও সুযোগ

- প্রত্যেকে নিজের চোখ বন্ধ করে নিজেকে সুরুজ বা অন্য কোন শিশু মনে করুন যে স্কুল বহির্ভূত। মনে মনে নিজের একটি নাম ঠিক করুন, বয়স, লিঙ্গ, কোথায় থাকেন, কার সঙ্গে থাকেন, আপনার দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা কেমন তা ঠিক করে নিন।
- স্কুলে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার সুযোগ কি ছিল (যেমন - স্কুল আপনার বাড়ীর কাছে হতে পারে) এবং কি কি ছিল না তা চিন্তা করুন। এক্ষেত্রে আপনি ওপরের তালিকা, বা মাস্টার লিস্ট বা এই বুকলেটের প্রথম টুলে বর্ণিত একীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার তালিকা থেকেও প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে পারেন।

- একটি বড় পোস্টার পেপারে বা অন্য কোন লেখার জায়গায়, একটির ভেতর আর একটি এইভাবে চারটি বৃত্ত আঁকুন। ঠিক মাঝখানের ছোট বৃত্তটি হচ্ছে শিশু। এরপরের বৃত্তগুলো হবে পরিবার, কমিউনিটি এবং স্কুল। এভাবে বৃত্তগুলোর নাম লিখুন। এই বৃত্তসমূহ হবে একেকটি স্তর (শিশু, কমিউনিটি, পরিবার ও স্কুল) ।

- আলাদা রঙের কলম বা লেখার ভঙ্গি ব্যবহার করে আলাদাভাবে **'সুযোগ ও বাধাসমূহ'** লিখুন। প্রত্যেকে তাদের চিন্তাসমূহ প্রতিটি স্তরে (শিশু, সমাজ, পরিবার ও স্কুল) লিখুন। মনে রাখবেন **এককভাবে নয়, দলীয়ভাবে** চিন্তা করবেন ও লিখবেন। কেউ কোন একটি ধারণা লিখে ফেললেও সেটি যদি আপনারও ধারণা হয় আপনিও সেটি নির্দিষ্ট স্তরে লিখে ফেলুন।

- সবার লেখা শেষ হলে আপনাদের চার্টের দিকে তাকান । সেখানে কি সুযোগের তুলনায় বাধার কথা বেশী এসেছে? বাধাসমূহ কি আপনি যা ভেবেছেন তার চেয়েও বেশী? এই বাধাসমূহই আপনাকে অতিক্রম করতে হবে যাতে সুরুজের মত কোন শিশুর স্কুলে আসা বাধাগ্রস্থ না হয়; এসব বাধা দূর করার ক্ষেত্রে আপনার সাহায্য প্রয়োজন হবে।

- প্রতিটি স্তরেই কোন সুযোগসুবিধার কথা আপনারা বেশী বেশী উল্লেখ করেছেন? এগুলো কি 'সত্যিই' কোন সুযোগ? এগুলো কি ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য **বর্তমানে** রয়েছে, নাকি যা হওয়া **উচিত** সেগুলোর কথাই লেখা হয়েছে? যদি তাই হয়, তবে এগুলো অবশ্যই আপনাকে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে হবে। একীভূত হওয়ার পথে সকল বাধা দূর করার ক্ষেত্রে এ সুযোগ সুবিধা সমূহ সবার জন্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে আপনার ইচ্ছাপূরণ হতে পারে।

- এই সুযোগসমূহ এবং বাধাগুলো কি সব স্তরেই রয়েছে নাকি নির্দিষ্ট কোন স্তরে বেশী রয়েছে? এটি আপনাকে কোন স্তরে বেশী মনোযোগ দিতে হবে তা নির্ধারণে সাহায্য করবে।

- এমন কোন সুযোগ বা বাধা রয়েছে যা নির্দিষ্ট কোন স্তরে বা স্তরসমূহে পুনরাবৃত্তি হয়েছে? (অর্থাৎ একাধিক বার লেখা হয়েছে)। আপনাকে উদ্যোগ নিতে এ প্রশ্নের উত্তর সাহায্য করবে।

- এমন কোন বাধা রয়েছে যা একাধিক স্তরেই দেখা গেছে? (যেমন -শিক্ষক, সমাজের সদস্যদের নেতিবাচক মনোভাব)। এ ধরনের বাধা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে।



টুল ৩.২
স্কুল বহির্ভূত শিশুদের খুঁজে বের করা ও জানা তারা কেন বহির্ভূত?

আগের টুলে আমরা দেখেছি কেন কিছু ছেলেমেয়ে স্কুলে আসেনা বা এলেও স্কুলে থাকতে পারে না। এখন যে প্রশ্নের উত্তর দেয়া উচিত তা হলো আমাদের স্কুলে কি এরকম কোন বাধা রয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের জানতে হবে যে কোন্ ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে না এবং সেসঙ্গে এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে। কারণ জানার পর আমরা কিভাবে এসব ছেলেমেয়েকে স্কুলে নিয়ে আসতে পারি তা পরিকল্পনা করে এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

স্কুল-সমাজের ম্যাপিং বা মানচিত্রায়ন

কোন ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে না তা নির্ধারণের একটি কার্যকর পন্থা হল স্কুল-সমাজের মানচিত্রায়ন বা স্কুল ম্যাপিং বা সমাজ ভিত্তিক মানচিত্রায়ন। প্রচলিত মানচিত্রের মতই, এসব ম্যাপে প্রধান প্রধান সমাজের ল্যান্ডমার্ক থাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এ ধরনের মানচিত্রে সমাজের প্রতিটি বাড়ি বা খানা, ছেলেমেয়ের সংখ্যা ও তাদের বয়স, প্রাক-স্কুল বা স্কুল গমনপোযোগী ও স্কুলগামী ছেলেমেয়ের সংখ্যার উল্লেখ থাকে। আপনি নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী এ ধরনের একটি মানচিত্র তৈরী করতে পারবেন-

১. সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা নিবেদিত ভলান্টিয়ার এবং স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ কে, কিভাবে আপনাকে সাহায্য করবে তা লিপিবদ্ধ করুন। একটি 'পুরো স্কুল' এ্যাপ্রোচে উন্নত করতে এই মানচিত্র তৈরীর কাজটি একটি উত্তম উপায় যাতে সকলকে (সব শিক্ষক, সহকারী, কেয়ারটেকার এবং অন্যান্য) নিয়োজিত করা হয়। সমাজের অন্যান্য সদস্য যেমন স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিসহ সমাজের নেতা, ধর্মীয় নেতা যেমন মসজিদের ইমাম, পুরোহিত, পাদ্রী, অভিভাবক কমিটির সদস্য, এলাকার যুবসমাজ ও কিশোর কিশোরীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও মানচিত্র তৈরীর কাজে লাগাতে ভুলবেন না। (এলাকার কিশোর কিশোরী বা শিশুদের কিভাবে কাজে লাগাবেন আমরা পরে তা বলব)। একাজের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে আপনার স্কুলের সম্পর্ক জোরদার হবে। ফলে আপনার স্কুলের পক্ষে সমাজের বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহারের সুযোগও তৈরী হবে (যদি আপনার স্কুলে সম্পদের স্বল্পতা থাকে)।

এছাড়াও এ মানচিত্রায়নের ফলে একীভূত শিখন কার্যক্রমে সমাজের অংশীদারিত্ব ও স্বত্ব প্রতিষ্ঠা হবে।

২. যেসব ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবক এ কাজে অংশ নেবেন তাদের জন্য মানচিত্রায়নের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর ধারণা প্রদায়ী সভা বা প্রশিক্ষণের আয়োজন করুন। তাদেরকে বলুন যে কেন সব শিশুরই স্কুলে যাওয়া উচিত, স্কুলে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকার উপকারিতা কি, স্কুল বহির্ভূত শিশুদের চিহ্নিত করতে ও তাদের স্কুলে আসতে উৎসাহিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল হিসেবে মানচিত্রকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়।

৩. ধারণা প্রদায়ী সভা বা ফলোআপ অধিবেশনে, সমাজের একটি খসড়া মানচিত্র তৈরী করুন। কিছু কিছু সমাজের ইতোমধ্যেই মানচিত্র করা থাকতে পারে আবার কারো কারো নাও থাকতে পারে। মানচিত্রে প্রধান প্রধান ল্যান্ডমার্ক যেমন- রাস্তা, পানির উৎস, গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেমন- গ্রামীণ স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, , উপাসনালয় ইত্যাদি এবং এলাকার সব বাড়ির উল্লেখ থাকবে।

৪. এরপর বাড়ি বাড়ি জরিপ পরিচালনা করুন। জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত করুন প্রতিটি বাড়ির লোকসংখ্যা কত, তাদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন কারা স্কুল বহির্ভূত ও কারা নয়, বয়স্কদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে জানা যাবে কোন্ কোন্ বাবা মা সাক্ষরতা কর্মসূচি থেকে উপকৃত হতে পারে। ভারত, বাংলাদেশ বা বেনিন-এর মত দারিদ্র পীড়িত দেশে এ ধরনের কর্মসূচি বেশ কার্যকর হতে পারে। এতে বয়স্করা বুঝতে পারে যে তাদের ও তাদের সন্তানদের (বিশেষত মেয়ে
সন্তান) জন্য শিক্ষাগ্রহণ কেন প্রয়োজন। বাড়ি বাড়ি জরিপ বিভিন্ন ভাবে করা যেতে পারে। যেমন- বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে (এতে বাবা মা সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহী হবে), গ্রামের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (এমনকি শিশুদের সঙ্গেও), অথবা প্রাপ্ত রেকর্ড বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন জরীপ ও রেকর্ডপত্র, উপজেলা শিক্ষা অফিস-এ প্রাপ্ত পরিসংখ্যান ও কাগজপত্র জরিপকারীদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

৫. সব তথ্য সংগৃহীত হলে সমাজের বাড়ির সংখ্যা, লোকজন, তাদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখপূর্বক মানচিত্রটি চূড়ান্ত করুন। এরপর সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বসে এলাকার কোন ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না এবং তাদের পরিবার কেন তাদের

স্কুলে পাঠাচ্ছেনা তা নিয়ে আলোচনা করুন। প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ শেষে, আমরা একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে পারি।

রাজস্থান, ভারতের এল-জে প্রকল্পে স্কুল মানচিত্রায়ন -

এলজে প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজে নিবেদিত নারী পুরুষের একটি কোর টিম গঠন করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে, কোর টিমের সদস্যরা প্রতিটি বাড়ির সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর একটি জরীপ পরিচালনা করে। গ্রামের প্রতিটি বাড়ির সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর একটি 'ভিলেজ ম্যাপ' তৈরী করা হয়। এরপর গ্রামবাসীরা মিলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা কেন স্কুলে যাচ্ছেনা তা বিশ্লেষণ করে। জরিপে দেখা যায়, স্কুল থাকলেও, অধিকাংশ জায়গায়ই স্কুলগুলো শিক্ষক ও ন্যুন্যতম সুযোগ সুবিধার অভাবে ভালভাবে চলছিল না। বাবা মায়েরা মেয়েদের স্কুলে যেতে দেয়নি, কারণ তাদের অনেক দূর হেঁটে স্কুলে যেতে হত, তাছাড়া, স্কুলে অধিকাংশই ছিল পুরুষ শিক্ষক। এ অবস্থায়, ভিলেজ টিম, নারী সংগঠন ও স্থানীয় শিক্ষকরা ব্যাপক কার্যক্রম যেমন - স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার্থীর টিকে থাকা (retention) মনিটরিং, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু, স্কুল ভবনসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার, নতুন ভবন নির্মাণ, স্কুল স্বাস্থ্য কার্যক্রম এবং কিশোরী মেয়েদের ফোরাম গঠন বাস্তবায়িত করে। এছাড়াও শিক্ষকদের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও শিক্ষাক্রম ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, উপযোগী পাঠ্যপুস্তক তৈরী সহ প্রকল্প এলাকায় সব স্কুলে উন্নতমানের শিক্ষণ-শিখন উপকরণ সরবরাহ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় ভাবে শিক্ষিত যুবকদের প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সমস্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রকে নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়।[৩]

মানচিত্রায়নে শিশুদের অংশগ্রহণ:

স্কুল-সমাজ মানচিত্রায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ স্কুল গমনপোযোগী শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের স্কুলে পাঠানোর উদ্যোগ নেয়। প্রকৃতপক্ষে মানচিত্রায়নের এ কাজটি চাইল্ড-টু-চাইল্ড ধরনের একটি পদ্ধতি হলেও এটিকে শিশুদের শিক্ষাক্রমের একটি অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সব বয়সের সব শিশুরাই এ মানচিত্র তৈরী করতে পারে এবং এটি তাদের শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।[৪]

---

[3] Mathur R. (2000) Taking Flight. Education for All Innovation Series No. 14. UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific,Bangkok

[4] This Section and the process of creating the map were adapted from " Children as community Researchers," UNICEF Website: teachers Talking about Learning: www.unicef.org/teachers/researchers/basemap.htm. Readers are strongly encouraged to access this website,see examples of children's maps, and learn more!

চাইল্ড-টু-চাইল্ড পদ্ধতিতে মানচিত্রায়নের এ কাজটি শিশুর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে একটি অন্যতম কার্যকর কৌশল। একাজে শিশুরা নিজেরাই যেসব শিশু স্কুলে যায় না তাদের চিহ্নিত করে এবং বাবা মা ও সমাজের সদস্যদের প্রভাবিত করে তাদের স্কুলে যাওয়া ত্বরান্বিত করে। উদাহরণস্বরূপ - থাইল্যান্ডের 'চাইল্ড' প্রকল্পে, ৪র্থ-৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা একত্রে স্কুলের আশেপাশের বাড়ীঘর ও সমাজের একটি মানচিত্র তৈরী করে। তারা প্রতিটি বাড়ির শিশুদের চিহ্নিত করে এবং মানচিত্রে স্কুলগামী বা বহির্ভূত শিশুদের তুলে ধরে। প্রকল্পের একজন কর্মী শিশুদের কাজের যথার্থতার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন- যখন তিনটি শিশু একমত হয়ে বলে যে অমুক বাড়িতে অমুক সংখ্যক শিশু বাস করে' তখন তা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। শিশুরা এভাবেই স্কুল- সমাজের মানচিত্র তৈরী করার মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করে। তারা মানচিত্র তৈরী করতে গিয়ে এমন কিছু মূল্যবান উপাত্ত নিয়ে আসতে পারে যা অন্য কেউ হয়তো আগে চিন্তাও করে নাই।

একাজটি শুরুর একটি কৌশল হল তাদের নিজ নিজ সমাজের মানচিত্রে তারা কি কি দেখাবে শিশুদের আগেই সে সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে। তবে শিশুদের আঁকা মানচিত্র কতটা নিখুঁত হবে তা নির্ভর করবে মানচিত্র অংকনকারী শিশুদের বয়সের ওপর। কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা ক্ষমতার সম্মিলন ঘটলে সব বয়সের শিশুরাই এ ধরনের স্কুল- সমাজের মানচিত্র তৈরীতে বিশেষ আনন্দ লাভ করতে পারে।

যদি কোন সমাজের এধরনের ম্যাপ না থাকে তবে আঁকি বুকি করেও একটি সহজ মানচিত্র তৈরী করে ফেলা যায়। তবে স্কুল- সমাজের মানচিত্র হবে বড় আকৃতির যাতে শিশু শিক্ষার্থীরা তাদের বা তাদের বন্ধুদের বাড়ি সহজেই চিহ্নিত করতে পারে। শিশুদের তৈরী এই মানচিত্রসমূহ সমাজের জন্য খুবই উপযোগী ও মূল্যবান। এখন আমরা দেখি, কিভাবে এই মানচিত্র তৈরী করা যায়।

১. সব শিক্ষার্থীকে একত্রিত করুন। এরপর এলাকার সমস্ত গুরুত্বপূর্ন জায়গা যেমন- স্কুল, উপসানালয়, বাড়ী, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, দোকান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভৌত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান যেমন- নদী, রাস্তা, পাহাড়, সেতু ইত্যাদি, সমাজের লোকজনের মিলিত হবার জায়গা যেমন- মাঠ, নদীর তীর, ইউনিয়ন পরিষদের অফিস ইত্যাদির একটি তালিকা তৈরী করুন।

২. একটি কার্ড বোর্ড ছোট ছোট করে কেটে প্রতিটি কার্ডে গুরুত্বপূর্ণ জায়গার ছবি আঁকুন। যদি কার্ড বোর্ড না পাওয়া যায় তবে পাথর, কাঠের ব্লক, তার বা লাঠি ব্যবহার করতে পারেন। আপনি এসব উপকরণ নানা স্থান বোঝাতে ব্যবহার করতে পারেন যেমন- বাড়ী বোঝাতে চৌকোনা কার্ড বা কাঠের ব্লক, নদী বোঝাতে তার বা লাঠি ব্যবহার করুন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে বলুন কোন্ প্রতীক দিয়ে কি বোঝান হচ্ছে।

৩. শিক্ষার্থীদের তাদের সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গার নাম বলতে বলুন (এক্ষেত্রে 'স্কুল' হতে পারে শিক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পরিচিত জায়গা)। এর জন্য একটি আলাদা প্রতীক-কার্ড ব্যবহার করুন যা অন্য সব কার্ড/প্রতীক থেকে আলাদা হবে। যাতে সহজেই একে একটা 'রেফারেন্স পয়েন্ট' হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যাতে অন্যান্য জায়গা চিহ্নিত করতে সবাই এটির সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারে।

৪. মেঝেতে একটি বড় সাদা কাপড় বা মোটা কাগজ বিছিয়ে নিন, এর চারপাশে শিক্ষার্থীদের গোল হয়ে বসতে বলুন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন 'রেফারেন্স পয়েন্ট' কার্ডটি (যেমন-স্কুল) এর ওপর কোথায় বসানো হবে? যাতে তার চারপাশে সবার বাড়ীকে সাজানো যায়। উদাহরণস্বরূপ স্কুলটি যদি শিক্ষার্থীদের বাড়ীর কাছাকাছি হয় বা সমাজের কেন্দ্রে অবস্থিত হয় তবে রেফারেন্স পয়েন্টটি মানচিত্রের ঠিক মাঝখানে স্থাপন করুন। যদি এটা সমাজ বা বসতি থেকে দূরে হয় তবে মানচিত্রের এক প্রান্তে এটিকে স্থাপন করুন।

৫. শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন সমাজের প্রান্ত-সীমায় অবস্থিত আর কি কি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে। এসব জায়গার প্রতীক কার্ডগুলো মানচিত্রের সীমানা হিসেবে স্থাপন করুন।

৬. দলবদ্ধভাবে, সমাজের অন্যান্য প্রধান ভৌত স্থাপনা (যেমন- রাস্তা, মাঠ, পাহাড়, নদী) চিহ্নিত করে মানচিত্রে যুক্ত করুন। তবে কোন জায়গাটি কোথায়, এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই শুধুমাত্র মানচিত্র তৈরী করবেন। ইচ্ছে করলে শিক্ষার্থীরা মানচিত্রের চারপাশে হেঁটে সর্তকতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে জায়গাসমূহের অবস্থানের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে যে, কার্ডগুলো সঠিক জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে কিনা। যদি তারা ইতোমধ্যে নিজেরাই ব্যক্তিগতভাবে মানচিত্র' এঁকে ফেলে তবে তার সঙ্গে বড় মানচিত্র মিলিয়ে দেখতে হবে।

৭. যখন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, স্থাপনা বা অন্যান্য জায়গার প্রতীক সম্বলিত কার্ডগুলো স্থাপন হয়ে যাবে এবং এগুলোর অবস্থানের ব্যাপারে সবাই একমত হবে তখন শিক্ষার্থীরা কালি, রং বা ফেল্ট পেন দিয়ে কাপড় বা কাগজের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতীকগুলো এঁকে ফেলবে এবং মানচিত্রের ওপর থেকে অস্থায়ী কার্ড বা উপরণগুলো সরিয়ে নিবে। ব্যস, মানচিত্র তৈরী হয়ে গেল।

৮. যেহেতু এই মানচিত্রটি শ্রেণীকক্ষে থাকবে সেজন্য পরবর্তীতে প্রয়োজনমত শিক্ষার্থীরা নতুন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বা স্থাপনা যুক্ত করে নেবে। তবে স্কুল বহির্ভূত শিশুদের চিহ্নিত করতে এবং মানচিত্রের বিভিন্ন ঘর পূরণ করতে নির্দিষ্ট কিছু থিম (ব্যাখ্যা) তৈরী করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ছোট ছোট কাগজের তৈরী প্রতীক মানচিত্র যথাস্থানে পিন দিয়ে গেঁথে দিতে হবে। যেসব থিম এসব প্রতীক দিয়ে বোঝা যাবে সেগুলো হচ্ছেঃ

- সমাজের সব শিশুর বাড়ী, তাদের বয়স, তারা স্কুলগামী না বহির্ভূত;
- এলাকার শিশুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বাড়ি;
- শিশুদের খেলাধুলা বা কাজের জায়গা;
- যেসব এলাকা শিশুরা এড়িয়ে চলে, যেমন বিপদজনক জায়গা;
- যেসব জায়গা শিশুরা পছন্দ বা অপছন্দ করে;
- যেসব জায়গা শিশুরা একা যায়, (বাবা মায়ের সঙ্গে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে, অন্য কোন বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে);
- শিশুদের যাওয়া-আসার রুট (বিশেষতঃ যেসব শিশুকে কোন বাহনে চেপে স্কুলে যাওয়া আসা করতে হয়) এবং যে বাহনে চেপে তারা যাওয়া আসা করে (যেমন- পায়ে হেঁটে, রিকসা, বাইসাইকেল, মটরসাইকেল, বাস, টেম্পো)।

৯. মানচিত্রটিকে নির্ভুল ভাবে তৈরী করতে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে সমাজের আশেপাশে হেঁটে পর্যবেক্ষণ করুন। হাঁটার সময় বা বিশেষ কোন সভায় সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিন, মানচিত্র তৈরীতে তাদেরও মতামত নিন। এতে সমাজের লোকজনও স্কুল বহির্ভূত শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করার কাজে সম্পৃক্ত হবে এবং বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হবে। ফলে আপনি যখন কোন কর্ম পরিকল্পনা হাতে নেবেন তখন তারা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

মানচিত্র তৈরী হয়ে যাওয়ার পর আপনার শিক্ষার্থীরা সহজেই এলাকার কোন শিশু স্কুলে যাচ্ছে না তাদের এবং তাদের পরিবারদের চিহ্নিত করতে সমর্থ হবে। তখন তারা শিক্ষক, এবং সমাজের নেতাদের সঙ্গে মিলে সেসব বাবা-মাদের বুঝিয়ে, উদ্বুদ্ধ করে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে, সেভ দি চিলড্রেন (ইউকে)-এর সহযোগিতায় বাস্তবায়িত কমিউনিটি-এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (সি-ইএমআইএস) প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীরা স্কুল বহির্ভূত শিশুদের বাড়ী বাড়ি পরিদর্শন করে শিশু কেন স্কুল যাচ্ছে না সে বিষয়ে

বাবা মায়েদের সঙ্গে কথা বলে এবং শিশুদের স্কুলে পাঠাতে করণীয় কি, সে বিষয়ে আলোচনা করে।

স্কুল-সমাজ মানচিত্র সবসময় হালনাগাদ করতে হবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার অংশ হিসেবে মানচিত্র তৈরীকে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

উপরন্তু, সমাজ যাতে এই মানচিত্র সহজেই দেখতে পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও এ মানচিত্র উপজেলা তথ্য অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ অফিসেও মতামতের জন্য পাঠানো যেতে পারে। স্কুল বহির্ভূত শিশুরা জরীপ বা মানচিত্রের মাধ্যমে চিহ্নিত হলে তাদের স্কুলে আসার সুযোগ তৈরী হতে পারে। উত্তর থাইল্যান্ডের একটি বস্তিতে, উদাহরণস্বরূপ, গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একটি জরীপ ও মানচিত্র তৈরীর মাধ্যমে স্কুল বহির্ভূত শিশুদের চিহ্নিত করেন। (কেন না সেসব শিশুর জন্ম নিবন্ধিত হয়নি)। এরপর তারা শিশুদের বাবা মায়েদের সঙ্গে কথা বলে এবং শিশুদের জন্ম নিবন্ধনের ব্যবস্থা করাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে তাদের সবাইকে স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

শিশুরা কেন স্কুলে আসতে পারে না তা চিহ্নিত করা:

আপনার শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করে আপনি ইতোমধ্যে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন এলাকার কোন্ শিশুরা এখনো স্কুলের বাইরে রয়েছে। সম্ভবতঃ আপনি এর কারণ কি হতে পারে সে সম্পর্কে ভেবেও রেখেছেন। কাজেই এখন যে মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা হচ্ছে স্কুল গমনপোযোগী শিশুদের স্কুলে না যাওয়ার পথে প্রধান বাধা কি কি হতে পারে?

আমরা আগেই জেনেছি যে কিছু কিছু কারণ দৃশ্যমান যেমন- শারিরীক, ইন্দ্রিয়গত বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতা থাকলে, শিশু স্কুলে যাবে না। অদৃশ্যমান কারণ যেমন- অপর্যাপ্ত পরিচর্যা বা অপুষ্টি; এমন কি কিছু আপাতঃ গ্রহণযোগ্য কারণ যা অনেকাংশেই এড়ানো সম্ভব হয় না তা হচ্ছে, পরিবারে বাচ্চা দেখা শোনার দায়িত্ব ঘর গেরস্থালীর কাজ, বা প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা জনিত কোন কোন কারণ।



কর্মতৎপরতা: চাইল্ড প্রোফাইল বা শিশুর জীবনালেখ্য তৈরী:

শ্রেণীকক্ষে একীভূত শিক্ষা ও সমতার উন্নয়নে **শিশুর জীবনালেখ্য** একটি অন্যতম সহায়ক টুল। আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকাসহ মধ্য, দক্ষিণ, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নানা দেশে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

একটি শিশুর প্রোফাইল বা জীবনালেখ্যঃ

- কোন্ শিশু স্কুলে আসছে না বা আসলেও যেকোন সময় ঝরে যেতে পারে তা নির্ধারণে শিক্ষক ও কমিউনিটির লোকজনকে সাহায্য করে।

- শিশুদের পরিবার এবং তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলীর যে ভিন্নতা তা প্রদর্শন করে এবং
- শিশুদের স্কুলের বাইরে থাকার পেছনের কারণগুলোকে মোকাবেলা করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিকল্পনায় সাহায্য করে।

থাইল্যান্ডে, স্কুল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (SMIS) এবং ফিলিপাইনে স্টুডেন্ট ট্র্যাকিং সিস্টেম (STS) এর অংশ হিসেবে চাইল্ড প্রোফাইল ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সীমিত ভাবে হলেও সমাজ/শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনায় চাইল্ড প্রোফাইল ব্যবহৃত হচ্ছে। এ কাজের অংশ হিসেবে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সমাজের সকল শিশুর তথ্য সংগ্রহ করেন এবং পরবর্তীতে তথ্য অনুযায়ী যেসব শিশু স্কুলে যায় না তাদের স্কুলে নিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারেন। এ পদ্ধতিসমূহ স্কুল বহির্ভুত শিশু এবং স্কুলের দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে কার্যকর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

একটি শিশুর জীবনালেখ্য তৈরীর জন্যে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন-

১. আপনার স্কুল- সমাজের মানচিত্রের ওপর ভিত্তি করে বা ইউনিয়ন পরিষদ কিংবা উপজেলা পরিসংখ্যান/তথ্য/শিক্ষা অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত থেকে স্কুল গমনপোযোগী অথচ বহির্ভূত সব শিশুর তালিকা তৈরী করুন।

২. আপনার সহকর্মীদের বা যারা মানচিত্র তৈরী করেছে তাদের সঙ্গে কথা বলে বের করুন যে, কোন্ কোন্ বাধার কারনে এসব শিশুরা স্কুলে আসছে না। এ বুকলেটের প্রথম টুলে আপনি যে তালিকাটি করেছিলেন তার সঙ্গে এটা মিলিয়ে নিন এবং স্কুল, সমাজ, পরিবার ও শিশুদের কাজে যেসব বাধা বেরিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে এই কারণসমূহ তুলনা করুন। স্কুলে না আসার পেছনে এমন কিছু কারণ বেরিয়ে আসতে পারে যা হয়ত প্রকৃত কারণ নয় তবে প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রেই সমস্ত কারণই ভালভাবে যাচাই করে দেখতে হবে।

৩. এ সমস্ত বাধাসমূহ বিবেচনা করে একটা প্রশ্নের তালিকা করুন যার মাধ্যমেই আপনি একটি শিশু কেন স্কুলে আসছে না সে সম্পর্কে প্রযোজনীয় ধারণা পেয়ে যাবেন। শিশুদের সমস্যার স্বরূপ বুঝতে থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের শিশু বান্ধব স্কুলের ব্যবহৃত প্রশ্নসমূহের

একটি তালিকা নিচে দেয়া হল। প্রশ্নগুলো ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন যেসব শিশু ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারছেনা তাদের অবস্থা বুঝতে বিশেষ ভাবে সহায়ক হবে।[৫]

আপনি নিজে আপনার সমাজের শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা/বাধার ওপর নিজস্ব প্রশ্নাবলী তৈরী করতে পারেন। এ প্রক্রিয়ায় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও সঙ্গে রাখুন। তারা সমাজের যেসব শিশু স্কুলে যায় না তাদের সবাইকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে পারেন।

বাধা: সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও স্থানীয় প্রথা বা সনাতন ঐতিহ্য

- শিশুর জাতীয়তা বা সাম্পদায়িক পরিচয় কি?
- শিশুর ধর্ম কি ?

বাধা ঃ লিঙ্গ বৈষম্য

- শিশুর লিঙ্গ কি ?
- শিশুর বয়স কত ?

বাধা : জন্ম নিবন্ধন

- শিশুর জন্ম কি নিবন্ধিত?

বাধা : স্কুল ও কাজের সময়সূচি ঃ

- কাজ করার প্রয়োজন হলে শিশু কি উপার্জনের জন্য বাড়ীতে বা বাড়ীর বাইরে কাজ করে ?

বাধা : নেতিবাচক মনোভাবঃ সহিংসতার ভয়

- শিশু যদি পূর্বে স্কুলে গিয়ে থাকে, তখন তার শিখন- অবস্থা কেমন ছিল?
- শিশু যদি পূর্বে স্কুলে গিয়ে থাকে, তবে তার উপস্থিতি কেমন ছিল ?
- শিশু পূর্বে স্কুলে গিয়ে থাকলে তার ঝরে পড়ার প্রবণতা ছিল কি?

বাধা: অসুস্থতা ও ক্ষুধা : এইচ আইভি/এইডস সংক্রমণ ইত্যাদি

- শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত অবস্থা কি ?

---

[5] Example of the child profile from other countries such as El Salvador and Uganda can be found in: Toolkit for Assessing and Promoting Equity in the Classroom, produced by Wendy Rimer et al. Edited by Marta S. Maldonado and Angela Aldave Creative Associates International Inc., USAID/EGAT/ WID< Washington DC.2003

বাধা: স্কুলের সুযোগ সুবিধা ও অবস্থান

- কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতা থাকার কারণে শিশুর কি স্কুলের সুবিধাদি গ্রহণে সমস্যা হচ্ছে ?
- স্কুল থেকে শিশুর বাড়ী কত দূরে অবস্থিত বা স্কুলে আসতে শিশুর কত সময় লাগে?

বাধা: পরিচর্যা : দ্বন্দ্ব

- শিশুর বাবা মায়ের বয়স কত ?
- শিশুর বাবা মা কি উভয়েই জীবিত ? না হলে কে মৃত ?
- বাবা মায়ের শিক্ষাগত অবস্থান কি ?
- পরিবারের অন্য কোন সদস্য কি কখনো স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে ? কেন?
- শিশুর বাড়ীতে প্রাক-স্কুল উপযোগী কতজন শিশু রয়েছে ?
- প্রাক-স্কুলের এসব শিশুদের কে দেখাশোনা করে ?
- কাজের জন্য বাবা মা কি কখনো মাইগ্রেট করেছে ?

বাধা: দারিদ্র এবং শিক্ষার প্রকৃত মূল্য: বিদ্যালয়ের খরচ

- শিশুর বাবা মায়ের প্রধান পেশা কি ?
- শিশুর বাবা মায়ের দ্বিতীয় কোন পেশা রয়েছে কি ? থাকলে কি পেশা ?
- শিশুর পরিবারের কি আয় উপযোগী জমি রয়েছে ? হ্যাঁ হলে কি পরিমাণ জমি ?
- শিশুর পরিবার কি জমি বর্গা নিয়েছে ? নিলে কতটুকু জমি ?
- পরিবারের গড় মাসিক আয় কত ?
- আয় মূলক কাজের জন্য শিশুর পরিবার কি কোন টাকা ঋণ নিয়েছে ? নিলে কত টাকা এবং কতবার এবং বছরের কোন সময়ে ?
- বাড়ীতে কতজন মানুষ বসবাস করে ?
- বাড়ীর কেউ কি কমিউনিটির কোন সংগঠন/স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ?

৪. এসব প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র তৈরী করুন অথবা এটিই একটি শিশুর জীবনালেখ্য ফরম হতে পারে (এ টুলের শেষে একটি নমুনা ফরম দেওয়া হয়েছে)। প্রশ্নপত্র তৈরী হলে (ক) শিক্ষার্থীদের বাবা মায়ের বাড়ীতে পাঠানো হবে। বাবা/মা / অভিভাবক এটি পূরণ করে স্কুলে পাঠিয়ে দিবে বা (খ) (বাবা মা নিরক্ষর হলে) একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর বাড়ি পরিদর্শনের সময় পূরণ করে নিতে পারেন বা (গ) শিক্ষার্থীর অভিভাবক যখন সন্তানকে স্কুল থেকে নিয়ে যেতে আসে বা অন্যকোন সুবিধাজনক সময়ে পূরণ করা যাবে (সাধারণতঃ শহরের স্কুলগুলোতে)।

৫. প্রশ্নপত্র পূরণ শেষে প্রশ্নপত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি শিশুর ওপর একটি বর্ণনাত্মক কেস স্টাডি তৈরী করুন। নিচে তেমন একটি কেস স্টাডির উদাহরণ দেয়া হল। শিশুর শিক্ষাকে প্রভাবিত করে এ ধরনের বিষয়কে কেস স্টাডি চিত্রিত ও বিশ্লেষণ করবে। এই কেস স্টাডিটি যদিও উত্তর থাইল্যান্ডের একটি ঘটনা, বাংলাদেশে একই ঘটনা অহরহ ঘটছে। শুনুন তবে সেই ঘটনা-

আনুমানিক নয় বছরের (কারণ তার জন্ম নিবন্ধন করা হয়নাই) আয়ি মং সম্প্রদায়ের একটি ছোট্ট মেয়ে। বাবা বেঁচে নেই, মার বয়স ৩০ কিন্তু আর বিয়ে করেননি। তিনি নিরক্ষর এবং ছোট্ট এক টুকরো জমিতে ধান চাষ করে থাকেন। নানীই আয়িকে দেখাশোনা করে। অপরদিকে তার পাঁচ বছরের ভাই স্কুলে যায় না। বলাই বাহুল্য আয়ি'র পরিবার রীতিমত হত-দরিদ্র, মাসে যার আয় ৫০০ ভাট (৭০০ টাকা)-এরও নিচে। অ-কৃষি মৌসুমে আয়ি'র মা শহরে আসে দিনমজুরের কাজ করার জন্যে। আয়ির পরিবারের সঙ্গে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কোন যোগাযোগ নেই। এমনকি সমাজের কোন সুযোগ সুবিধাও তারা পায় না।

আয়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনমতে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিল। তারপর খুব দ্রুত, ৩য় শ্রেণীতে ওঠার আগেই ঝরে পড়েছিল। স্কুলটিও ছিল আয়ির বাড়ি থেকে অনেক দূরে। ফলে তার মা তার যাতায়াত খরচ দিতে পারছিল না এমনকি স্কুলের ইউনিফর্ম-এরও ব্যবস্থা করতে পারেনি। ফলে অধিকাংশ সময়ই সে স্কুলে অনুপস্থিত থাকত। অপর দিকে শ্বাসপ্রশ্বাস ও আয়োডিনের অভাবজনিত অসুস্থতার জন্য সে অনেকসময় স্কুলে যেতে পারত না।

৬. কেস স্টাডি তৈরীর পর লক্ষ্য করুন কোন্ কোন্ বিষয় শিশুর স্কুলে আসা ও শিখনকে প্রভাবিত করছে। এগুলোর নিচে দাগ দিন। আয়ির ক্ষেত্রে তার সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা, দারিদ্র, অপর্যাপ্ত পরিচর্যা। পরিবারের বাইরে কোন সম্পদের সুযোগ সুবিধা না পাওয়া, রুগ্ন স্বাস্থ্য ও অপুষ্টি তার স্কুলে না যাওয়ার পেছনে কাজ করেছে।

৭. এরপর দেখুন সব শিশুর ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বাধা বেশী কাজ করছে। এগুলোকে বিবেচনা করে আপনি আপনার কর্মপরিকল্পনা তৈরী করুন 'যাতে শিশুরা স্কুলে আসতে পারে'। এই বুকলেটের পরবর্তী টুলে এ ধরনের পরিকল্পনা তৈরীর কৌশল বলা হয়েছে।

শিশুর জীবনালেখ্য ফরমের একটি নমুনা:

১. শিশুর নাম ---------- লিঙ্গ ----------বয়স ----------
ঠিকানা ----------
জাতীয়তা ---------- সম্প্রদায় ---------- ধর্ম ----------
জন্ম তারিখ ---------- জন্মস্থান---------- জন্ম নিবন্ধিত --------হ্যাঁ/না

২. বাবার নাম ---------- বয়স----------জীবিত/মৃত----------

৩. মায়ের নাম ---------- বয়স----------জীবিত/মৃত----------

৪. বাবা-মায়ের বিবাহ সম্পর্কিত তথ্যঃ
বাবা/মা কি দ্বিতীয় বিয়ে করেছে ? হ্যাঁ/না----------বিধবা------হ্যাঁ/না,
পরিত্যক্ত ----------হ্যাঁ/না

৫. হ্যাঁ হলে শিশু কার কাছে থাকে ?
সৎ মায়ের/বাবার সংসারে ----------দাদী/নানীর কাছে----------
অন্যান্য ----------

৬. শিশুসহ পরিবারের সব সদস্যের যারা এ পরিবারে বসবাস করে তাদের বিবরণঃ (নিচের শূণ্যস্থান পূরন করুন)

পরিবারের সদস্যের নাম	লিঙ্গ	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা (প্রত্যেকের সর্বোচ্চ শিক্ষার স্তর)						শিশুর সঙ্গে সম্পর্ক	পেশা (উল্লেখ করুন)	
	স্ত্রী/পুং		উপানুষ্ঠানিক	আনুষ্ঠানিক	প্রাক-স্কুল	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	কলেজ		প্রাথমিক	মাধ্যমিক

৭. শিশুর বাবা/মা বা পরিবার কি কখনো মাইগ্রেট করেছে ?
(হ্যাঁ/না-তে গোল দাগ দিন এবং প্রয়োজনানুযায়ী পূরণ করুন)

বাবা ঃ হ্যাঁ হলে কখন ---------- (মাস ও বছর সহ)
কোথায় ------শহর ---------- জেলা ----------
কত দিনের জন্য ---------- (মাস ও বছর সহ)
না----------

মা: হ্যাঁ হলে কখন ---------- (মাস ও বছর সহ)
কোথায় ------শহর ---------- জেলা ----------
কত দিনের জন্য ---------- (মাস ও বছর সহ)
না----------

পুরো পরিবার: হ্যাঁ হলে কখন ---------- (মাস ও বছর সহ)
কোথায় ------শহর ---------- জেলা ----------
কত দিনের জন্য ---------- (মাস ও বছর সহ)
না----------

৮. পরিবারের মাসিক আয় (গোল দাগ দিন)

৫০০ টাকার নিচে
৫০০ -১০০০ টাকার মধ্যে
১০০০ - ২৫০০ টাকার মধ্যে
২০০১ - ৫০০০ টাকার মধ্যে
৫০০১-৮০০০ টাকার মধ্যে
৮০০১-১০০০০ টাকার মধ্যে
১০০০১ টাকার উর্ধে

৯. প্রাক-স্কুল পরিচর্যা
পরিবারে প্রাক-স্কুল উপযোগী কয়টি শিশু স্কুলে যাচ্ছে না ? ----------
দিনে কে তাদের পরিচর্যা করে ? বাবা মা ---------- অন্য আত্মীয় স্বজন ----------
কমিউনিটির শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র ----------
অন্যান্য ----------

১০. জমি/বাড়ির মালিকানা ঃ

শিশুর পরিবারের কি আয়মূলক কাজের জন্য জমি রয়েছে ----------
(ভিটের জমিটুকু বাদে)
যদি হ্যাঁ হয় তবে, নিজের জায়গা ---------- ডেসিমল/একর/কাঠা/বিঘা
বর্গা---------- ডেসিমল/কাঠা/একর/বিঘা
পরিবারের----------

না ----------
অন্যান্য ----------
শিশুর পরিবারের কি নিজস্ব বাড়ী/ভিটে রয়েছে ?
হ্যাঁ ---------- না ----------
হ্যাঁ হলে নিজের ---------- ভাড়া ----------
কি ধরনের বাসা ? ছনের/টিনের/দালান/বস্তি----------

১১. বাড়ী থেকে স্কুলের দূরত্ব ও যাতায়াতের মাধ্যমঃ
বাড়ী থেকে স্কুল কত দূরে ? ---------- মাইল
বাড়ী থেকে স্কুলে পৌছাতে কত সময় লাগে ---------- মিনিট/ঘন্টা
যাতায়াতের ব্যবস্থা কি ?----------
হেঁটে -------- বাসে ----------সাইকেল---------টেম্পো/ভ্যানে----------অন্যান্য

১২. পরিবারের অন্য কোন সদস্য কি স্কুল থেকে ঝরে পড়েছিল ? হ্যাঁ--------- না----
হ্যাঁ হলে, কি কারণে ----------

১৩. শিক্ষার্থী কি আগে কখনো স্কুলে পড়েছিল ? হ্যাঁ ---------- না ------
হ্যাঁ হলে কতদিন----------

১৪. শিশু কি আগে কখনো স্কুল থেকে ঝরে পড়েছিল ? হ্যাঁ ---- না ------
হ্যাঁ হলে কত দিনের জন্য ----------
কি কারণে ----------

১৫. শিক্ষার্থীর/শিশুর পরিবারের কোনো সদস্য কি গ্রামের উন্নয়নমূলক কোন কমিটি সদস্য/স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি? হ্যাঁ হলে কি সংগঠন/সমিতি

১৬. শিশু কি স্কুলে যেতে কোন ধরনের আর্থিক সহায়তা পায় ?
হ্যাঁ ---- না ------
হ্যাঁ হলে কোন উৎস থেকে ----------

১৭. শিশু প্রায়ই স্কুলে অনুপস্থিত থাকে?
হ্যাঁ ---- না ------
হ্যাঁ হলে কেন ----------

১৮. বিভিন্ন বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার হার কেমন ?
কখনো অকৃতকার্য হয় না -----
নম্বর পায়ঃ ২৫% পর্যন্ত
২৬% - ৫০% পর্যন্ত
৫০% এর ওপর

১৯. শিশু অপুষ্টিতে ভূগছে? (বয়সের তুলনায় খুব ক্ষীণ/ছোট?)
হ্যাঁ ---- না ------

২০. শিশুর কি দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে? হ্যাঁ ---- না ------
শিশু কি নিয়মিত দুপুরে খায়? হ্যাঁ ---- না ------

২১. কোন প্রতিবন্ধিতা রয়েছে ? হ্যাঁ ---- না ------
হ্যাঁ হলে কি ধরনের প্রতিবন্ধিতা ----------

২২. শিশু কি কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে ?----------
হ্যাঁ ---- না ------
হ্যাঁ হলে কি ব্যাধি ? ---------- বা এই তথ্যটি কি গোপনীয়----------হ্যাঁ

টুল ৩.৩



সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসতে করণীয়

আমরা ইতোমধ্যে কোন কোন্ ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না এবং এর পেছনে কি কারণ তা চিহ্নিত করেছি। আমরা এখন পরিকল্পনা করব যে কিভাবে তাদের স্কুলে নিয়ে আসা যায়। এই অংশটি তাই শুরু হবে পরিকল্পনা দিয়ে (বা এটিকে একটি ছোট্ট কর্ম-পরিকল্পনাও বলা যায়)। এছাড়াও কিছু কাজের ধারণা থাকবে যেগুলো আপনি আপনার স্কুল এবং সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় অভিযোজন করে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে পারেন।

কর্ম-পরিকল্পনা করা:

আগের টুলে আমরা স্কুল- সমাজের মানচিত্রায়নের মাধ্যমে সমাজের যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছেনা তাদের চিহ্নিত করেছি। সমাজের লোকজন ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে মানচিত্র তৈরী করেছি এবং অন্যান্য সকলের সাথে তা নিয়ে মত বিনিময় করেছি। আমরা চাইল্ড প্রোফাইল ফরমের সাহায্যে প্রতিটি স্কুল বহির্ভূত শিশুর তথ্য সংগ্রহ করেছি। এবং যেসব বাধার কারণে এসব শিশু স্কুল যেতে পারছেনা তাও চিহ্নিত করেছি। এখন, এসব বাধাকে দূর করতে প্রয়োজনীয় কাজ হাতে নিতে হবে। নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা[৬] তৈরী করতে পারেন। এ প্রক্রিয়াটি অনেকটাই প্রথম বুকলেটের একীভূত ও শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর পরিকল্পনার মত। নিচের টুলটি সব শিশুকে স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করতে যে সব বাধা রয়েছে তা দূর করতে বিশেষভাবে অভিযোজন করা হয়েছে।

১. যারা স্কুল- সমাজের মানচিত্রায়নে অংশ নিয়েছে এবং চাইল্ড প্রোফাইল ফরম পূরণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ওপর সুচিন্তিত মতামত প্রদান এবং একটি উপযোগী কর্মপরিকল্পনা তৈরীতে সাহায্য করতে পারবে তাদেরকে নিয়ে একটি দল গঠন করুন। দ্বিতীয় বুকলেটে বর্ণিত একীভূত শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরীর প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে গঠিত দল বা স্কুল- সমাজের মানচিত্রায়নের কাজে নিযুক্ত শিক্ষার্থীদের দলটিই এ দলে কাজ করতে পারে। দলকে বড় করার প্রয়োজন হলে, সক্রিয় ও পরিকল্পনায় বিশেষভাবে সহায়ক এমন কাউকে নতুন দলে নিতে পারেন।

---

[৬] Adapted From: Toolkit for Assessing and Promoting Equity in the Classroom, produced by Wendy Rimer et al. Edited by Marta S. Maldonado and Angela Aldave. Creative Associates International Inc., USAID/EGAT/ WID< Washington DC.2003

২. দক্ষতা ও আগ্রহ অনুযায়ী বড় দলটিকে ছোট ছোট দলে ভাগ করুন। যেমন- শিক্ষকদের দল, সমাজের নারী সদস্যদের দল, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দল, শিক্ষার্থীদের দল, আগ্রহী অন্য কোন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত দল ইত্যাদি।

৩. এরপর প্রতিটি দল আলাদা ভাবে, নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, চিন্তা করবে যে, কিভাবে সমাজের স্কুল বহির্ভূত ছেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসা যায়। একাজে কি কি চ্যালেঞ্জ আসতে পারে তাও ভেবে রাখতে হবে। চিন্তা করুন কি ধরনের সাফল্য আসতে পারে? এ কাজ বাস্তবায়নে কি কি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হবে? কিভাবে এ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা সম্ভব? কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন যাতে ব্যর্থ না হয় এ জন্য আগে থেকেই এসব বাধা নিয়ে ভাবতে হবে।

৪. যখন কোন একটি দল স্কুল-বহির্ভূত শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে নিতে কিছু কর্ম-পরিকল্পনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে তখন অন্যান্য দলসমূহকেও একত্রিত করুন। একসঙ্গে সব দলের সদস্যরা বসে নিচের আলোচ্যবিষয় বিবেচনা করে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

ক) কর্ম পরিকল্পনার কোন অংশ অধিকাংশ শিশুর জন্য অধিক কার্যকর হবে? অথবা আপনাদের এলাকার অবস্থা অনুযায়ী কোন কাজটিকে বেশী প্রাধান্য দেয়া যায়? আপনার কাজসমূহকে প্রাধান্যের ভিত্তিতে সাজাতে পারেন।

খ) যদি কোন কাজ একাধিক দলের প্রস্তাবিত কাজের সঙ্গে মিলে যায় সে ক্ষেত্রে উভয় দলের কাজ একত্রে বাস্তবায়ন করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। এতে কাজ ত্বরান্বিত হবে এবং সময় ও সম্পদ দুটোই বাঁচবে।

গ) কোন্ কাজটি প্রথমে শুরু করা হবে? সহজ কাজ যে কাজে সাফল্য আসার সম্ভাবনা বেশী তা দিয়েই শুরু করা উচিত। তারপর ধীরে ধীরে জটিল কাজ বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে হবে। সফলতা দিয়ে শুরু করুন। উদাহরণস্বরূপ স্কুলকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শুরু করুন, এরপর শ্রেণীকক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতি ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করার মানসিকতা তৈরীর কঠিন কাজে হাত দিন।

ঘ) প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে কি কি কাজ হাতে নেয়া যেতে পারে? কোন্ কাজের জন্য বাইরের সাহায্য লাগবে ? বাইরের সাহায্য নিতে গেলে সাহায্যকারী/দাতাকে দেখাতে হবে যে আপনার নিজস্ব সম্পদ আপনি কার্যকর ভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম। অতপর বর্তমানে

যা করতে পারবেন তা দিয়ে শুরু করুন এবং পরবর্তীতে অন্যের সাহায্য নিয়ে যা করবেন তা নিয়ে কাজ করুন।

৫. এবার ওপরে যে যে কাজের কথা বলা হল তা বাস্তবায়নের জন্য একত্রে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করুন। আপনার কর্মপরিকল্পনায় নিচের বিষয়গুলো থাকবেঃ

ক) যে লক্ষ আপনি বাস্তবায়ন করতে চান তার উল্লেখ। যেমন- ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের স্কুল গম্যতা বৃদ্ধি করা।

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি বা কৌশল থাকবে। যেমন- চাহিদা নির্ধারণে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বাবা মার সঙ্গে সভা করা, স্কুলের প্রশাসক এবং শিক্ষকদের সঙ্গে বসে স্কুলের সুযোগ সুবিধা মূল্যায়ন এবং শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে কি করণীয় তা নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি।

গ) নির্দিষ্ট কাজ ও সময়ের উল্লেখ থাকবে

ঘ) অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী যাদের জন্য আপনি কাজ করতে চান (যেমন, ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়ে ও তাদের বাবা মা) এবং যারা এ কাজে জড়িত হবেন (যেমন- স্কুলের প্রশাসকবৃন্দ, শিক্ষক, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির সদস্য শিক্ষার্থী ইত্যাদি)।

ঙ) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কি সম্পদ প্রয়োজন এবং কিভাবে সেগুলো পাবেন ?

চ) আপনার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাফল্য নির্ধারণের নির্ধারক কি হবে ? (যেমন- সব ছেলেমেয়ের স্কুলে উপস্থিতি)।

৬. খেয়াল রাখবেন বিভিন্ন দল বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করলেও তারা যেন নিয়মিত একত্রে বসে একে অপরের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। এটি বিভিন্ন দলের কাজের মধ্যে কর্ম-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

৭. প্রতিটি দলকে নিজ নিজ কাজের মূল্যয়নের জন্য মাঝে মাঝে বিরতি দিতে বলবেন। এ সময় তারা যা করা হচ্ছে এবং হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করবে এবং এ পর্যন্ত তাদের অর্জিত সাফল্য পরিমাপ করবে অর্থাৎ কি কাজ করছে, কি করছে না)।

এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দলসমূহ সিদ্ধান্ত নেবে যে, কাজ যেভাবে এগোচ্ছে সেভাবে চলবে নাকি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন পরিবর্তন আনতে হবে। এ সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন এবং সে অনুযায়ী আবার কাজ শুরু করুন।

কাজের জন্য ধারণা:

একীভূত শিক্ষার পথে বাধাসমূহকে স্কুল ও কমিউনিটির অভিজ্ঞতার আলোকে দূর করার জন্য কিছু ধারণা এখানে দেওয়া হল। এ ধারণাগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যাবে। এগুলোকে কর্মপরিকল্পনার শুরু হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

শিশুর পরিবেশ:

জন্ম নিবন্ধন- শিশুর জন্ম নিবন্ধনের জন্য কি করা উচিত?

- গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা/ ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয়ের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

- স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা ইউনিয়নভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক (এগুলো এখন তেমন কার্যকর নয়) বা ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা করানোসহ টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

দুরারোগ্য /সংক্রামক ব্যধির কারণে বৈষম্য:

শিক্ষার্থীদের কেউ দুরারোগ্য বা সংক্রামক কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে সেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সুরক্ষার চাহিদা অথবা ভীতির কারণে তারা বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। (যেমন- এইচআইভি/এইডস, কুষ্ঠ, যক্ষা ইত্যাদি) এ ক্ষেত্রে কি করণীয়?

- এ ব্যাপারে প্রথমেই প্রয়োজনীয় সচেতনতা তৈরীর জন্য স্থানীয় সাহায্যকারী সংগঠনের সাহায্য নেওয়া এবং এজন্য স্কুলে সভা, কর্মশালা, লিফলেটের মাধ্যমে সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

- HIV তে আক্রান্ত নয় এমন শিশুদের বাবা মার সাথে আলোচনা করতে হবে যাতে কোন ভাবেই এসমস্ত রোগের কারণে কোন শিক্ষার্থীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ (যেমন- তাকে স্কুলে আসতে বারণ করা ইত্যাদি) করা না হয় ।

- স্কুলের স্বাস্থ্যনীতি উন্নয়ন করে HIV আক্রান্ত শিশুকে তার চাহিদা অনুযায়ী স্কুলে সাদরে গ্রহণ করতে হবে এবং সহিংসতা ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা করতে হবে। স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

সহিংসতার ভয়: শিশুরা নিপীড়ন বা সহিংসতার কারণে স্কুলে নাও আসতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?

- শিশু বা সমাজের লোকজনের সঙ্গে বসে চিহ্নিত করতে হবে সহিংসতা কোথায় হচ্ছে? স্কুলের মাঠে? স্কুলে যাওয়া আসার পথে? (এ বিষয়ে বুকলেট -৬ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)

- সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলে শিশুদের পর্যবেক্ষণের' উদ্যোগ নিতে হবে। এতে শিক্ষকরাও অংশ নিতে পারেন। যাতে শিক্ষার্থীরা স্কুলে, স্কুলের বাইরে কিংবা যাওয়া আসার পথে কোন ধরনের সহিংসতার শিকার না হয়। প্রয়োজনে কোন কোন শিক্ষার্থীদের (বিশেষতঃ মেয়েদের) নিরাপদ জায়গা পর্যন্ত পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

অসুস্থতা ও ক্ষুধা: যেসব শিশু ক্ষুধার্ত বা অসুস্থ তারা ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি? (বুকলেট ৬-এ এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।)

- স্কুলে খাবার কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে যাতে শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে স্কুল চলাকালে অন্তত: একবার পুষ্টিকর খাবার খেতে পায়। বিশেষত মেয়ে শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচি মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। বাংলাদেশে সরকারী স্কুলগুলোতে এ ধরনের কোন কর্মসূচি না থাকলেও বেসরকারীভাবে পরিচালিত বা এনজিও পরিচালিত কিছু কিছু স্কুল বা শিক্ষাকেন্দ্রে কখনো কখনো টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে সরকারী প্রাথমিক স্কুলসমূহে শিশুদের 'মিড ডে মিল' বা দুপুরে খাবার দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।

- স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে শিশুকে নিয়মিত স্বাস্থ্য, দন্ত ও অপুষ্টির জন্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার কর্মসূচি গ্রহন করা যেতে পারে।

পারিবারিক পরিবেশ ঃ

দারিদ্রঃ দারিদ্র শিক্ষার সকল সুযোগকে অবরুদ্ধ করে দেয়। যেহেতু অর্থনৈতিক কারণই দারিদ্রের মূল কারণ, সেজন্য শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীর পরিবারের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে তাদের স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ জন্য স্কুলগুলো কোন দারিদ্র নিরসন কর্মসূচী বা ব্যাংকসমূহের আয়মূলক প্রকল্পের ঋণ বা এনজিও পরিচালিত কোন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে বাবা মায়েদের উৎসাহিত করতে পারে।

বাংলাদেশে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারের শিক্ষা উপবৃত্তি এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির (পূর্বে বাস্তবায়িত) আওতায় শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের পরিবারকে গম প্রদান শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি বাড়াতে সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন এনজিও যেমন ব্র্যাক, প্রশিকা, আশাসহ কিংবা গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও পরিচালিত ক্ষুত্র ঋণ কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের পরিবারের দারিদ্র নিরসনে তথা শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এসব কর্মসূচির আওতায় দারিদ্র পীড়িত অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষ আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবারের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রতি নজর দিতে সমর্থ হয়ে উঠেছে।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষতঃ এনজিও পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমসমূহে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (যেমন- সেলাই, দর্জি বিজ্ঞান, বাশঁ বেতের কাজ, ব্লক বাটিক প্রিন্টিং, ইলেকট্রনিক্স ও মেকানিক্স, গাড়ী চালনা ইত্যাদি)-এর ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে **বেসরকারী সংস্থা ইউসেপ** উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। তারা কর্মজীবি শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে যাতে তারা এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা বাস্তব কর্মজীবনে প্রয়োগ করে জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন বা প্রতিবন্ধী শিশুদের কথাও বিশেষভাবে বিবেচনা করেছে।

শিক্ষার মূল্য - দরিদ্র বাবা মা যখন সন্তানদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যান তখন শিক্ষার পরিবর্তে তাদের সন্তানরা পরিণত হয় আয়ের উৎসে । বিশেষ করে পরিবার ও শিশুর কাছে শিক্ষাকে তাদের জীবন ও জীবিকামূখী বলে মনে না হলে তখন তাদের কাছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গৌণ হয়ে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এক্ষেত্রে শিক্ষক কি করতে পারেন?

- শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রমে সমাজ পরিদর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে কেন তাদের শিক্ষাক্রমের বিশেষ বিশেষ পাঠ তাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য আবশ্যকীয়।

- বাবা মা, অভিভাবক বা সমাজের সদস্যদের ক্লাসে শিক্ষক সহকারী হিসেবে কাজ করতে উৎসাহিত করুন এবং কোন ক্লাসে স্থানীয় শিক্ষামূলক কোন চাহিদা বা বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করুন। শিক্ষার্থীরা এতে স্থানীয় জ্ঞান ও এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অবহিত হবে।

অপর্যাপ্ত পরিচর্যা- একমাত্র বাবা মা'ই তার সন্তানকে সঠিক পরিচর্যা করতে পারেন। কিন্তু বাবা/মাকে কাজের জন্য বাইরে যেতে হলে সন্তানকে এমন কারোর দায়িত্বে রেখে যেতে পারেন যিনি সঠিকভাবে শিশুকে পরিচর্যা নাও করতে পারেন। এক্ষেত্রে কি করা যায় ?

- বিশেষ কোন দিনে, এ ধরনের পরিচর্যাকারীদের স্কুলে আমন্ত্রণ জানান। তাদেরকে শিশুর সঠিক পরিচর্যা, শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা দিন। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা বা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন।

- নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ-এর মাধ্যমে শিশুর শিখন অগ্রগতি ও উন্নত পরিচর্যা বিষয়ে শিক্ষক-পরিচর্যাকারীদের আলোচনা উৎসাহিত করতে হবে।

- সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত যেকোন সেবা বা এসংক্রান্ত তথ্য বাবা/মা কিংবা পরিচর্যাকারীদের জানানো যেতে পারে।

সমাজের পরিবেশ:

লিঙ্গ/বৈষম্য ঃ অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও ছেলে ও মেয়ের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে বাবা মা ছেলেকেই আগে স্কুলে পাঠাতে চায়। মেয়েদেরকে পরিবারের বা ঘর গেরস্থালীর কাজেই ব্যস্ত রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে মেয়েদের স্কুলে যাওয়াকে উৎসাহিত করতে আমরা কি করতে পারি ?

- স্কুলে মেয়েদের উপস্থিতি মনিটর করুন এবং স্কুল বহির্ভূত মেয়েদের তথ্য সংগ্রহ করুন (যেমন- স্কুল সমাজের মাত্রচিত্র বা চাইল্ড প্রোফাইল ফরমের মাধ্যমে)

- এলাকায় সমাজ শিক্ষা কমিটি বা শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠনের অংশ হিসেবে সমাজের ধর্মীয় নেতাদের (যেমন- মসজিদের ইমাম) নারী শিক্ষার গুরুত্ব প্রচার করতে উৎসাহিত করুন।

প্রয়োজনে তাদের প্রচারণামূলক পুস্তিকা, পোস্টার বা লিফলেট জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য দিন।

- মেয়েদের ও তাদের পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণকে সম্পর্কিত করুন যাতে বাবা মায়েরা মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হয়।

- ছেলে বা মেয়ে নির্বিশেষে যাতে সন্তানদের সমান চোখে দেখেন তা অসচেতন বাবা/মাকে বুঝিয়ে বলুন।

- বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলুন যেন তারা ঘর গেরস্থালীর কাজে মেয়েকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করেন যাতে সে স্কুলে যেতে পারে।

- স্কুলের সময়সূচীকে মেয়েদের জন্য কিছুটা উদার করা যায় কিনা তা ভেবে দেখুন।

- সমাজের মেয়ে শিশুরা মূলধারার স্কুলে আসতে না পারলে তাদের জন্য বিকল্প স্কুল বা উপানুষ্ঠানিক ধারার স্কুল বা শিক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

- মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি, ভর্তুকী বা স্কুলে খাবার সরবরাহ করাসহ ইউনিফর্ম সরবরাহের ব্যাপারেও উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও স্থানীয় ঐতিহ্যঃ

একীভূত স্কুল ব্যতিক্রম ও ভিন্নতাকে গ্রহণ করে নেয়। তাই নিচের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবেঃ

- বাবা মা এবং সমাজের লোকজনের সঙ্গে বসে (বিশেষতঃ উক্ত ভাষা ভাষি ও প্রেক্ষাপটের লোকজন বা প্রতিনিধি) তাদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও পাঠ- পরিকল্পনাসহ শিক্ষাক্রমে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও অভিযোজন করুন। এতে ভিন্ন প্রেক্ষাপটের বাবা মাযেরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হবে। (বুকলেট-৪ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

- স্থানীয়ভাবে প্রচলিত গল্প, মুখেমুখে বলা ইতিহাস, গাঁথা, গান, কবিতাকে শ্রেণীকক্ষের পাঠমালায় অন্তর্ভুক্ত করুন।

- ভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিভাষিক কোন শিক্ষক বা সংশ্লিষ্ট ভাষায় ও সংস্কৃতিতে দক্ষ কারোর সঙ্গে (সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর বাবা মা সমাজের সদস্য হতে পারেন) বসে আপনার শ্রেণীকক্ষের জন্য একটি যথাযর্থ ভাষা-প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম তৈরী করুন।

স্কুলের পরিবেশ

স্কুলের খরচ- অনেক দরিদ্র পরিবারের জন্য শিশুকে স্কুলে পাঠানোর খরচ মেটানো কষ্টকর। দরিদ্র পরিবারের এ সব শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা কি করতে পারি?

- স্কুল প্রশাসক, শিক্ষক, বাবা মা ও সমাজের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে বের করুন, কোন্ ধরণের ব্যয়ের কথা ভেবে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসছে না।

- এধরনের খরচ কমাতে (বা মওকুফ করতে) বিভিন্ন উপায় চিহ্নিত করুন ও বাস্তবায়ন করুন। যেমন- উপবৃত্তি, ভর্তুকী খাবার, স্কুলের ইউনিফর্ম ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আপনার স্কুল স্থানীয় কোন দাতা সংস্থা বা দানশীল ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারে।

স্কুলের অবস্থান - গ্রাম এলাকায়, স্কুল যদি দূরে অবস্থিত হয় তবে বাবা মায়ের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে চান না। এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ?

- স্কুল- সমাজের মানচিত্র ও শিশুর জীবনালেখ্যর সাহায্যে কোন্ কোন্ শিশুর বাড়ী স্কুল থেকে কত দূরে অবস্থিত তা চিহ্নিত করুন।

- বাবা মা ও সমাজের সদস্যদের সঙ্গে কাজ করুন যাতে এসব শিশুরা নিরাপদে ও নিয়মিতভাবে স্কুলে আসা যাওয়া করতে পারে।

স্কুলের সময়সূচী- অনেক শিশুই স্কুলে আসতে চায়, লেখাপড়া করতে চায়। কিন্তু তাদের কাজের সময়ের সঙ্গে স্কুলের সময়সূচীর হেরফেরের কারণে তারা নিয়মিত ভাবে স্কুলে বা ক্লাসে আসতে পারে না। বাড়ীতে কাজ থাকলে ছেলে বা মেয়ে উভয়কেই স্কুলে অনুপস্থিত থাকতে হয়। এতে একসময় এরা ঝরে পড়ে। এসব শিক্ষার্থী ছেলে ও মেয়েদের সাহায্য করার জন্য আমরা কি পদক্ষেপ নিতে পারি ?

- বাড়ীতে বা পরিবারে কাজ করতে হয় এমন শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলের সময়সূচীতে ছাড় দেয়া যায় কিনা তা দেখুন।

- এধরণের শিশুদের জন্য কোন বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা যায় কিনা স্থানীয় কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে কথা বলে দেখুন। কিংবা স্কুল শেষে, সপ্তাহ শেষে স্কুলের নিয়মিত শিক্ষার্থীরা তাদের অনিয়মিত শিক্ষার্থী বন্ধুদের লেখাপড়া করানোর উদ্যোগ নিতে পারে।

স্কুলের সুযোগ সুবিধা - যদি আমাদের স্কুলে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকে তবে কোন কোন শিক্ষার্থী স্কুলে আসতে নিরুৎসাহিত হতে পারে। এজন্য সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসতে স্কুলের সামাজিক ও ভৌত পরিবেশের উন্নতি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোন শারিরীকভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী দ্বিতল দালানে অবস্থিত শ্রেণীকক্ষে উঠতে না পারে তবে তার সুবিধার জন্য শ্রেণীকক্ষটিকে প্রথম তলায় স্থানান্তর করতে পারেন। এছাড়াও আমরা আর কি করতে পারি ?

- পরিবার ও কমিউনিটির সঙ্গে কথা বলে স্কুলে নিরাপদ পানির সরবরাহ ও ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক লেট্রিনের ব্যবস্থা করতে পারেন। (বুকলেট ৫ দেখুন)

- ভিন্ন ভাষা ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শারিরীক ও আবেগীয় চাহিদা চিহ্নিত করুন। এবং এ ধরনের শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা পূরণে স্কুল কি ব্যবস্থা নিতে পারে তা নির্ধারণ করুন।

প্রস্তুতি - শিক্ষকরা ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে অনভিজ্ঞ হওয়ায় অনেকসময় স্কুলগুলো এ ধরনের শিক্ষার্থীদের স্কুলে ভর্তি করতে চায় না। এক্ষেত্রে এধরনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কি করা যেতে পারে?

- খুঁজে দেখুন কোন শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসছেনা এবং কেন আসছে না ? তারা কোন ধরনের প্রেক্ষাপট থেকে আসছে? তাদের বিশেষ কোন শিখন চাহিদা আছে কি ?

- আপনি সরকারের শিক্ষা বিভাগ স্থানীয় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইস্টিটিউট/ কলেজ, স্থানীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/ফাউন্ডেশন এবং এমনকি কোন দাতা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ কোন শিক্ষক তাদের রয়েছে কিনা তা খোঁজ নিয়ে দেখুন।

- প্রয়োজনে এসব শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জিজ্ঞেস করুন যে তাদের স্কুলে/ কার্যালয়ে আপনি বা আপনার কোন সহকর্মী পরিদর্শন করে তারা কিভাবে বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেন তা দেখতে পারবেন কিনা। অথবা শিক্ষাদানে যেসব রিসোর্স যেমন- পাঠপরিকল্পনা, শিক্ষণ পদ্ধতি বা শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করেন তা আপনাকে বা আপনাদের ব্যবহারের জন্য পাঠাতে পারবেন কিনা।

যদি অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায় তবে তাদেরকে আপনার স্কুল পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান এবং তার/তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিন। সেসঙ্গে তারা আপনার স্কুলের প্রশাসক, এবং অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে তাদেরকে এ ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বোঝাতে পারেন।

- সবচেয়ে বড় কথা আপনি হতাশ হবেন না । যেসব শিক্ষক বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ ধরনের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন ও ভাল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করুন।

প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে উপস্থিতি বৃদ্ধি ও তাদের শিখন সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য একজন শিক্ষক কি করতে পারেন ?

১. মাঝেমাঝে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসা কষ্টসাধ্য হয়। তাদের জন্য সম্ভব হলে পরিবহনের ব্যবস্থা করুন, স্কুলে তাদের চলাচলে সুবিধার জন্য র‍্যাম্প স্থাপন করুন ও তাদের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য রিসোর্স-এর ব্যবস্থা করুন।

২. যখন একটি প্রতিবন্ধী শিশু প্রথম আপনার স্কুলে আসে, তখন তার পরিবারে সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন তার সমস্যা কি ধরনের এবং শিশুটি তার প্রতিবন্ধিতা সত্বেও কি কি করতে সমর্থ ? শিশুর অন্য কোন সমস্যা থাকলে তাও ভালভাবে জেনে নিন।

৩. শিশুটি স্কুলে আসা শুরু করার পর আপনি নিজে শিশুর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করুন বাবা মা শিশুটির লেখাপড়ার কি ব্যবস্থা করেছেন ? শিশুর ভবিষ্যতের ব্যাপারে তারা কি পরিকল্পনা করছে তা জিজ্ঞেস করুন। মনে মনে ভাবুন আপনি সবোর্ত্তম কি উপায়ে তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারেন।

৪. তাদের জিজ্ঞেস করুন, স্কুল অবস্থানকালীন সময়ে তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানের কোন ঔষুধের প্রয়োজন আছে কিনা।

৫. আপনি একা যদি স্কুলে বা শ্রেণীকক্ষে শিশুটিকে পর্যাপ্ত সময় না দিতে পারেন , তবে সমাজের সঙ্গে বা স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনার একজন সহকারী নিন যিনি শিশুটিকে অতিরিক্ত মনোযোগ ও সহায়তা দিবেন।

৬. আপনি যখন শ্রেণীকক্ষে কথা বলবেন তখন চেষ্টা করবেন সবাই যেন আপনাকে পুরোপুরি দেখতে এবং শুনতে পায়। সেসঙ্গে প্রতিবন্ধী শিশুটিকে/তাদেরকে শ্রেণীকক্ষের সামনের সারিতে বসিয়ে দিন যাতে সে /তারা আপনাকে ভালভাবে দেখতে পায় বা শুনতে সক্ষম হয়।

৭. খুঁজে দেখুন প্রতিবন্ধী শিশুটি ও তার বাবা মায়ের স্কুলের ব্যাপারে কোন সমস্যা হচ্ছে কি না? তাদের জিজ্ঞেস করুন তার প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রতি স্কুলের অন্যান্য সহপাঠি শিক্ষার্থীরা সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করে কিনা বা তাদের সন্তানের কাছে স্কুল ভাল লাগছে কিনা।[৭]

---

[7] *UNICEF.http:// www.unicef.org/teachers/protection/access.htm*



টুল ৩.৪
আমরা কি শিখেছি?

একীভূত শিক্ষার পথে কিছু বাধা দৃশ্যমান, কিছু বাধা অদৃশ্য। দৃশ্যমান বাধা যেমন- শারিরীক প্রতিবন্ধিতা। অদৃশ্য বাধা যেমন- অপুষ্টি ও অপর্যাপ্ত পরিচর্যা এবং শিখন প্রক্রিয়া ও স্কুলের উপস্থিতিতে এর প্রভাব, কিংবা সাধারণভাবে প্রচলিত সমস্যা যেমন- প্রতিবন্ধিতার প্রতি মনোভাব, প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা বা প্রচলিত প্রথা এবং পরিবারে শিশুর প্রতি পরিবারের মনোভাব। নানা আন্ত:সম্পর্কিত কারণে শিশু স্কুল বহির্ভূত হতে পারে। অনেকসময় এসব কারণ অপ্রত্যাশিতও হতে পারে। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা সাধারণতঃ শৈশব থেকেই স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে পরিবারে প্রয়োজনে কাজে নামে। কেন না তারা **স্কুলের খরচ** যোগাতে পারে না এবং **দারিদ্রতার কারণে** বাবা/মা শিশুর ভবিষ্যতের জন্যে শিক্ষাকে **তেমন গুরুত্বের সঙ্গে দেখে না**।

একীভূত শিক্ষার পথে নানা বাধা রয়েছে যা বিভিন্ন স্তরেই সমাধান হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ আমাদের **স্কুলগুলো** যখন একজন শিশুর বা তার **পরিবারের** জন্য প্রকৃত মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না তখন শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। (বিশেষতঃ সে যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন শিশু হয় এবং তার ব্যাপারে যদি শিক্ষক বা **সমাজের** অন্যান্য সদস্যরা তেমন মাথা না ঘামায়।)

আন্ত সম্পর্কিত কারণেও একজন শিশুর স্কুলে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়তে পারে। যেমন- মেয়ে প্রতিবন্ধী কিংবা প্রতিবন্ধীকে পরিচর্যাকারী কোন মেয়ে শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এ সমস্যা দ্বিগুন বা চর্তুগুন হয়ে উঠতে পারে যাকে আমরা বলি, 'দ্বিগুণ বৈষম্য' বা 'বহুবিধ বৈষম্য'। কোন কোন সমাজে মেয়েরা জন্ম থেকেই বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। তাদের গড় আয়ু যেমন কম তেমনি তারা অপর্যাপ্ত যত্নের শিকার হয়। বিশেষত সে যদি প্রতিবন্ধী হয় সে ক্ষেত্রে তাদেরকে সংসারে বা পরিবারে অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এ সব ক্ষেত্রে তাদের অধিকার খর্ব হয় পদে পদে। পথ শিশু, কর্মজীবি শিশু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আগত শিশু বা ব্যক্তির জন্য এ সমস্যা দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেয়।

তাই এসব ক্ষেত্রে, এধরনের শিশুদের চিহ্নিত করতে বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন এবং এসব শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসতে একাধিক পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। তাই আমাদের স্কুলকে একীভূত করতে বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন এবং এসব শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসতে একাধিক পদক্ষেপ নিতে হতে পারে।

আমাদের স্কুলগুলোকে একীভূত করতে প্রথম পদক্ষেপ হবে কোন শিশুরা স্কুলে আসছেনা তা চিহ্নিত করা। স্কুল- সমাজের মানচিত্রায়ন এ ক্ষেত্রে মূল্যবান টুল্ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। একাজটি স্কুল- সমাজের কাজ (কমিউনিটি-টু চাইল্ড) বা একটি শ্রেণীকক্ষের কাজ (চাইল্ড-টু-চাইল্ড) হিসেবে করা যেতে পারে।

শিশু কেন স্কুলে আসে না তা বুঝতে হলে আমাদের একটি শিশু কেন্দ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। আমাদের জানা প্রয়োজন ব্যক্তি (শিশু), পরিবার, সমাজ এবং স্কুল সম্পর্কিত কোন বাধার কারণে শিশু স্কুলে আসতে পারে না। তখনই বাধা দূর করতে নানা পরিবর্তন আনা ও একীভূত স্কুল তৈরীতে আমাদের ভূমিকা শুরু হয়।

এই বুকলেটের বর্ণিত টুল্সমূহ আপনাকে আপনার স্কুল ও সমাজে একটি একীভূত শিখন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরীতে সহায়তা করবে। এ প্রক্রিয়া শুরু করতে হলে তাই আপনাকে নিচের প্রশ্নসমূহ বিবেচনা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আপনাকে ও আপনার সহকর্মীদের প্রয়োজনীয় বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবেঃ

- আপনি এ টুল্সমূহ থেকে এ পর্যন্ত কি শিখেছেন?
- আপনার পরিস্থিতি থেকে আপনি মূলত কি শিখেছেন?
- আপনার পরিবেশ অনুযায়ী একীভূত শিখন ও সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসতে প্রধান বাধাসমূহ কি হতে পারে ?
- আপনি ও আপনার শিক্ষার্থী দলের কাছে মূল চ্যালেঞ্জগুলো কি কি ?
- আপনি কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন ?
- আপনার সফলতার বা কাজের নির্ধারক কি হবে ?
- আগামী শিক্ষা বছরে (স্কুল বর্ষ) আপনার কি কি কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে ?
- আপনি আপনার কাজের অগ্রগতি কখন ও কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ?
- এ পরিকল্পনা ও কাজ আপনার শ্রেণীকক্ষকে আরো বেশী একীভূত হয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। যা বুকলেট ৪ ও ৫-এ আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা আরো কোথা থেকে শিখতে পারি?

এখানে কিছু প্রকাশনার নাম ও ওয়েবসাইটের ঠিকানা উল্লেখ করা হল যার মাধ্যমে আমরা এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে পারব ঃ

প্রকাশনা:

Govinda R. (1999) Reaching the Unreached through participatory planning: School Mapping in Lok Jumbish, India. Paris: International Institute For Educational planning /UNESCO.

Hart R.(1997) children participation : the theory and practices of involving yong citizens in community Development and Environmental care. New York: UNICEF and London: Earthscan.

Mathur R. (2000) Taking Flight. Education for All Innovation Series No. 14. Bangkok: UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific.

Rimer W et al.(2003) Toolkit for Assessing and Promoting Equity in the Classroom, Edited by Marta S. Maldonado and Angela Aldave. Creative Associates International Washington DC: Creative Associates International INC., USAID/EGAT/ WID)

Staff Development Division, Bureau of Elementary Education , Department of Education ,Philippines, and UNICEF .(2002) Student Trafficking System Facilitator's Manual . (A good source for learning about how to develop child profiles.)

UNESCO (2003) Sharing a World of difference: the Earth's linguistic, Cultural and Biological Diversity. Paris.

Volpi E. (2002) street children: Promising practices and Approaches. WBI Working papers. Washington DC: the international bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.

ওয়েবসাইট:

Barriers to girl's education: Strategies and Interventions. UNICEF Teachers Talking About Learning.
http:// www.unicef.org/teachers/girls_ed/barriers_02.htm

Child protection.UNICEF.
http://www.unicef.org/protection/index_bigpicture.html

children as Community Researchers : creating a community Base map. UNICEF.http://www.unicef/teachers/researchers/index.html or http://www.unicef.org/teachers/researchers/childresearch.pdf

Equity in the classromm, A Semi-Annual Newsletter,August 2000. Creative Associate International Inc. This Newsletter gives valuable insights and case studies on the challenge of bilingual education and strategies for teaching linguistically diverse learners. It can be accessed at: http://caii.net/EIC/Resources/eicnewsJuneweb.pdf

Gender in Educaton: Promoting Gender Equality in Education.UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Bangkok,Thailand.http://www.unescobkk.org/gender

HIV/AIDS and Policies Affecting Children. http://www.hri.ca/children/aids/factsheet_detail.htm

Leslie and Jamison DT. Health and nutrition considerations in education planning. 1. Educational consequences of health problems among school-age children. http://www.unu edu/Unupress/food/8F123e/8F123E03.html

Save the Children (UK).Schools for All. www.eenet.org.uk/bibliog/scuk/schools_all.shtml

UNICEF Teachers Taking About Learning. http://www.unicef.org/teachers

বুকলেট ৪ :

একীভূত, শিখন-বান্ধব শ্রেণীকক্ষ তৈরী



Inclusive
Learning-Friendly
Environments

UNESCO
DHAKA OFFICE

বুকলেট- ৪

একীভূত, শিখন-বান্ধব শ্রেণীকক্ষ তৈরী

ইউনেস্কো-ঢাকা

টুল গাইড

এই বুকলেটটি পড়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শেখার ধারণার কত পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের শ্রেণীকক্ষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কিভাবে কাজ করতে হয় এবং কিভাবে শিখনকে সবার জন্য অর্থপূর্ণ করা যায় সে বিষয়ে এ বুকলেট আপনাকে প্রয়োজনীয় ধারণা দেবে।

টুলস

৪.১ শিখন ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে জানা.....৩
শিখন এবং শেখানো.....৩
শিশু কিভাবে শেখে.....৫

৪.২ শ্রেণীকক্ষের ভিন্নতা নিয়ে কাজ করা..... ১৭
ভিন্নতাকে মূল্য দেওয়া ও উৎসাহিত করা..... ১৭
শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন চিন্তা, শিখন ও জানা'র সমাবেশ করা..... ১৯
ভিন্নতার প্রতি চ্যালেঞ্জ.....২২
শিক্ষাক্রম ও শিখন উপকরণে পক্ষপাতিত্ব..... ৩০
জেন্ডার ও শিক্ষণ.....৩৫
ভিন্নতা ও প্রতিবন্ধিতা.....৩৭
যৌন রোগ (এইচআইভি/এইডস) ও বৈষম্য..... ৪৬

৪.৩ সবার জন্য শিখনকে অর্থপূর্ণ করা.....৪৮
জীবনের জন্য শেখা.....৪৮
অর্থপূর্ণ শিখনের জন্য একটি শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরী.....৫০
জেন্ডার-সংবেদনশীল শিখন অভিজ্ঞতা তৈরী.....৫৩
সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখন.....৭৫
গণিত, বিজ্ঞান এবং ভাষাকে সবার জন্য অর্থপূর্ণ করা.....৬১

৪.৪ আমরা কি শিখেছি.....৭৮



টুল ৪.১
শিখন ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে জানা

শিখন ও শিক্ষণ

এই টুলকিটের শুরুতে আমরা বলেছিলাম একীভূত বলতে শ্রেণীকক্ষে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী শিশুকে অন্তর্ভুক্তি বোঝায় না বরং নানা প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন সমস্ত শিশুদের বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীকক্ষে এসমস্ত শিশুদের অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে পুরো চ্যালেঞ্জের একটি অংশ মাত্র। চ্যালেঞ্জের বাকী অংশ হচ্ছে, এ সমস্ত শিশুদের তথা শ্রেণীকক্ষ থেকে বাদ পড়া শিশু বা শ্রেণীকক্ষে শিখন তৎপরতায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া ও তাদের চাহিদা মেটানো।

আমাদের শিক্ষার্থীরা যেভাবে শেখে এবং যত ধরনের শিক্ষার্থীদের আমরা শেখাই সেদিক থেকে বলা যায় আমাদের শ্রেণীকক্ষ যথেষ্ট বৈচিত্র্যমন্ডিত। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে, বংশানুক্রমে, অভিজ্ঞতা, পরিবেশ কিংবা ব্যক্তিত্বের কারণে শিশুরা **নানা ভাবে শেখে**। সে কারণে, শিশুদের পৃথক শিখন চাহিদা পূরণে আমাদের **বিভিন্ন ধরনের শিখন পদ্ধতি ও কার্যক্রম** অনুসরণ করা প্রয়োজন।

প্রথমত: এ ধারনাটি ভীতিকর হতে পারে ।
আপনাদের মধ্যে যারা বড় ক্লাস নিয়ে কাজ করেন তাদের অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন "আমার ক্লাসের ৫০ জনেরও বেশী শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে নজর দিতে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করব?" আসলে এজন্যেও আমাদের কেউ কেউ মুখস্থ বিদ্যাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমরা শিক্ষার্থীদের সামনে কোন পাঠ বার বার বলতে থাকি অপরদিকে শিক্ষার্থীরাও তা আমাদের সামনে পুনরাবৃত্তি করে যাতে পাঠ মনে থাকে। এতে হয়তো একটি বড় ক্লাস পরিচালনা করা সহজ হয় কিন্তু সত্যি বলতে কি এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের এবং আমাদের জন্য খুবই একঘেঁয়ে কাজ। মুখস্থ বিদ্যা চর্চার ফলে কোন না কোন সময় আমরা শিখন-শিক্ষণ কাজে সকল আনন্দ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি।

এ অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উচিত সব শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষণ কাজে নতুন নতুন পদ্ধতি নিয়মিতভাবে ক্লাসে ব্যবহার করা। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন লেখাপড়া করতে গিয়ে মজা পাবে তেমনি সব শিক্ষার্থীই শিখন কাজে অংশ নিতে পারবে। কিছু কিছু শিক্ষক অবশ্য শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন ধরনের শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং তাদের কাছে শিক্ষকতা অনেক বেশী ফলপ্রসূ ও আনন্দপূর্ণ।

শিখা ছন্দা ময়মনসিংহের একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এ স্কুলে ক'বছর ধরেই তিনি শিক্ষকতা করছেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাঁর ক্লাসের বাচ্চাদের পড়া লেখার ব্যাপারে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর বাচ্চারা ৬-১০ বছর বয়সী। আইডিয়াল (IDEAL) প্রজেক্টের অধীনে তিনি শিক্ষার্থীদের শিখনের ওপর নতুন নতুন ধারণা শিখছিলেন এবং সে অনুযায়ী তার ক্লাসে তা প্রয়োগও করছিলেন। এর ফলাফলে তিনি রীতিমত খুশী।

"আইডিয়াল প্রজেক্টের মাধ্যমে আমি আধুনিক শিক্ষণ-শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ জানতে পারি এবং তা আমার ক্লাশে প্রয়োগ করি। ফলে পার্থক্য খুব পরিষ্কার মনে হচ্ছে এখন। আগে, আমার বাচ্চারা একটানা কথা শুনতে শুনতে খুব দ্রুত ক্লান্ত ও নির্জীব হয়ে পড়ত। এখন তারা ক্লাসে অনেক মজা পাচ্ছে আর তাদের লাজুক ভাব টুকু একদম কেটে গেছে"।[১]



অভিব্যক্তির প্রতিফলন করুন: আপনি কিভাবে শিক্ষা পেয়েছিলেন?

মনে করে দেখুন, স্কুল জীবনে আপনি কিভাবে শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং কিভাবে আপনি শিক্ষক হিসেবে শেখানোর জন্য শিখেছেন। সেসব সময়ের শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে আপনার অনুভূতির কথা নিচে লিখুনঃ

	ব্যবহৃত শিক্ষণ পদ্ধতি	মন্তব্য- এ পদ্ধতিসমূহ কি শিক্ষক-নির্দেশিত নাকি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ছিল?
আপনি যখন স্কুলে ছিলেন		
শিক্ষক প্রশিক্ষণ চলাকালে		

[১] গবেষণাকর্মের তথ্য ও তথ্য এবং গবেষণাকর্মের ধরন সম্বন্ধে আরও জানতে দেখুন, http://www.idealbd.org/research/publications/

উপরোক্ত শিক্ষণ-পদ্ধতির কোনটি আপনার শিখনে সবচেয়ে সহায়ক হয়েছিল? আপনি কি আপনার শ্রেণীকক্ষে এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন? আপনার শিক্ষার্থীরা এসব পদ্ধতিতে কেমন সাড়া দিচ্ছে? তারা কি এতে সক্রিয়ভাবে এবং হাসিখুশী হয়ে শেখে নাকি শুধুমাত্র চুপ করে বসে আপনার কথা শোনে? তারা পরীক্ষা, কুইজ ও অন্যান্য মূল্যায়ণ পরীক্ষায় কেমন করছে ?

শিশু কিভাবে শেখে:

কোন শিশুই 'শিখন প্রতিবন্ধী' নয়। সঠিক পরিবেশ পেলে, সব শিশুই-মেয়ে ও ছেলে উভয়েই কার্যকরভাবে শিখতে পারে বিশেষত যখন তারা 'কাজের মাধ্যমে শেখে'।

আমাদের অনেকেই বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আহরণ ও বাস্তবে কাজ করার মাধ্যমে শেখে। বস্তুত যখন আমরা বলি 'সক্রিয় শিখন' 'শিখনে শিশুর অংশগ্রহণ বা অংশগ্রহণমূলক শিখন' তখন আমরা কাজের মাধ্যমে শেখার কথাই বলি। এতে শিশু বিভিন্ন তৎপরতা ও শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য জানতে পারে। এ তৎপরতা সমূহ শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। এ সম্পর্ক তাদেরকে শিখন বিষয়কে দ্রুত আয়ত্ব করতে সহায়ক হয় এবং পরবর্তীতে তারা শিখনকে দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে পারে।

এছাড়াও শিশুদের শেখার আর কি কি উপায় রয়েছে? এ আলাদা উপায়সমূহ জানা থাকলে শিশুদের তথা আমাদের জন্য কার্যকর ও অর্থপূর্ণ শিখন তৎপরতা উন্নয়নে সহায়ক হবে। এ ধরনের শিখন তৎপরতা যেসব শিখন বা স্কুল বহির্ভূত শিশুদের আমরা একীভূত শিখন-বান্ধব শ্রেণীকক্ষে নিয়ে আসি তাদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

ইন্দ্রিয়গত বা সংবেদনশীল শিখন ঃ দেখা, শোনা ও গতিশীলতা

আপনার শিক্ষার্থীরা যখন সকালে প্রথম শ্রেণীকক্ষে আসে তখন কি করে? আশা করা যায়, তারা প্রথমে আপনার দিকে তাকায় (দেখা), তারপর আপনার বক্তৃতা শোনে (শব্দ) এবং দেখে যে, আপনি ও অন্যান্যরা ক্লাসে কিভাবে চলাফেরা করছেন। এগুলো হচ্ছে সবই শিখন।

এ তিন ধরনের সংবেদন - দেখা, শব্দ ও গতিশীলতা এর সবই শিশুর শিখনের জন্য সবিশেষ জরুরী। প্রতিবন্ধী শিশুরা তাদের অ-প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের মত একইভাবে শেখে।
তবে প্রতিবন্ধী শিশুদের ইন্দ্রিয়গত যে কোন একটি সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে তারা ধীরে শেখে।

আমরা অনেকেই জানি, যে শিশু যখন কিছু শোনে তখন ৩০% শেখে, ৩৩% শিশু শেখে যখন কিছু

দেখে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ৩৭% শিশু শেখে কারোর নড়া চড়া বা শারিরীক ভঙ্গি থেকে। প্রবাদে আছে, "যখন শুনি তখন ভুলি, যখন দেখি মনে রাখি, যখন করি তখন বুঝতে পারি"। এ কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা মুখে বলে আমাদের শিক্ষার্থীদের শেখাই তখন শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী তা থেকে শিখতে পারে। একই অবস্থা হয় যখন আমরা তাদের খাতায় কোন কিছু লিখতে বলি।

ময়মনসিংহের শিখা এখন জানেন যে, বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন উপায়ে শেখে, সে জন্য তিনি তার শিক্ষণ পদ্ধতিতেও এনেছেন বৈচিত্র্য । "আমরা এখন শুধুমাত্র চক আর বোর্ড পদ্ধতিই ব্যবহার করি না। আমরা এখন বাচ্চাদের গান, নাচ, আবৃত্তি এবং অভিনয় করাই আর এতে বাচ্চারা খুব মজা পাচ্ছে আর আনন্দের সঙ্গে শিখছে সব কিছু"।

আমরা শিক্ষকরা যখন পাঠ পরিকল্পনা করি তখন এতে দৃশ্য উপকরণ (যেমন পোস্টার, ড্রয়িং ইত্যাদি) ব্যবহার করার সুযোগ রাখা উচিত। এছাড়াও আলোচনা (শোনা এবং মনোযোগ দিয়ে শোনা) এবং শারিরীক অঙ্গভঙ্গি, নড়াচড়া (যেমন প্রচলিত সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অভিনয় বা নাচ ইত্যাদিও) পাঠ পরিকল্পনায় থাকলে ভাল হয়।

মনে রাখতে হবে, কোন কোন শিক্ষার্থীর দৃষ্টি বা শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা থাকতে পারে এবং তারা স্বাভাবিক বাচ্চাদের মত শিখতে পারে না। নিজেকে প্রশ্ন করুন 'তাদের জন্য কোন ধরনের কাজ প্রাসঙ্গিক হবে এবং একজন শিক্ষক হিসেবে শিখন তৎপরতাকে সব শিক্ষার্থীর উপযোগী করে কিভাবে তৈরী করতে পারি?

শিখনের নানা উপায়:

আমরা জানি কিছু শিশু পাঠ করে ও লিখে শেখে, কেউ কেউ দৃশ্য উপকরণ দেখে শেখে আবার কোন শিশু শারিরীক অঙ্গভঙ্গি, নড়াচড়া (যেমন নাচ, খেলাধূলা) বা গান শুনে শেখে। কেউ নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পছন্দ করে, আবার কেউ অন্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সমস্যার সমাধান করতে চায়। একইভাবে, শিশুরাও নানাভাবে শেখে।

যদি আমরা শিশু কোন্ কোন্ উপায়ে ভালভাবে শেখে, তা পর্যবেক্ষণ করে আবিষ্কার করতে পারি তবে আমরা সব শিশুর জন্য ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারব। এবং শিখিয়েও তৃপ্তি লাভ করব।

ময়মনসিংহের শিখা দেখেছিলেন যে তার শিখন পদ্ধতি পরিবর্তনের আগে তার ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম ছিল। কিন্তু এখন উপস্থিতি আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে এবং অধিক সংখ্যক ছেলেমেয়ে স্কুলে এখন আগের চেয়ে বেশী নিয়মিত। "এখন তারা স্কুলে আসতে চায়, নতুন পদ্ধতির আগে, শিক্ষরা ক্লাসে এসে ছেলেমেয়েদের পড়ায় মন দিতে বলতেন আর চাইতেন শিক্ষার্থীরা শান্ত হয়ে বসে থাকুক ও শুধুমাত্র পড়াশোনায় মনোযোগী থাকুক। এখন অধিকাংশ শিক্ষণ হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক ও কর্মকেন্দ্রিক শিখনের মাধ্যমে।"

সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখনে নানা উপায় ব্যবহৃত হতে পারে যা শিক্ষার্থীকে শিখতে সাহায্য করে। শিশুদের শেখার সাতটি উপায় রয়েছে যা নিচে বলা হলঃ

- **মৌলিক বা ভাষাগত পদ্ধতি** - শিশুরা চিন্তা করতে শেখে এবং লেখা, মুখে বলা শব্দ ও কোন কিছু মনে করার মাধ্যমে শেখে।

- **যুক্তি ও গাণিতিক পদ্ধতি** - শিশুরা চিন্তা করে এবং হিসাব নিকাশ ও যৌক্তিকতা উপলব্ধি'র মাধ্যমে শেখে। তারা সহজেই সংখ্যার ব্যবহার করতে পারে। বিমূর্ত্ত প্যাটার্ণ চিহ্নিত করতে জানে, এবং নির্ভূলভাবে মাপ জোক করতে শেখে।

- **দৃশ্য বা Spatial স্পেস বা অবস্থান** -শিশুরা শিল্পকলা যেমন, ড্রয়িং, পেইন্টিং বা ভাস্কর্য পছন্দ করে শেখে। তারা মানচিত্র, চার্ট বা ডায়াগ্রাম পড়তে ও বুঝতে শেখে।

- **শারিরীক স্পর্শ বা Kinaesthetic** -শিশুরা শারিরীক অঙ্গভঙ্গি, খেলাধুলা বা অভিনয়ের মাধ্যমে শেখে।

- **সাঙ্গিতিক বা ছান্দিক পদ্ধতি** - কিছু শিশু ছন্দ বা আবৃত্তির তালে তালে শেখে।

- **আন্ত:সম্পর্ক পদ্ধতি** - কিছু শিশু দলে সবাই মিলে কাজ করার মধ্যে দিয়ে শেখে। তারা দলীয় কাজ উপভোগ করে, সামাজিক অবস্থা বুঝতে পারে এবং অন্যের সঙ্গে সহজেই সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।
- **আত্মপলব্ধি** - কিছু শিশু স্ব-স্ব মূল্যায়ন ও আত্মপলব্ধির মাধ্যমে শেখে। তারা একা একা কাজ করতে ভালবাসে এবং নিজ নিজ সবল ও দুর্বল দিক ও অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন থাকে।

যখন শিশুরা শেখে, তখন কোন কিছু বুঝতে ও মনে রাখতে সে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। এজন্য শিক্ষক হিসাবে আমাদের উচিত তাদের শেখাতে নানা ধরনের শিখন উপায়ের ব্যবহার করা।

ময়মনসিংহের শিখা শিখনের ক্ষেত্রে যত ধরনের উপায় বুঝতে পেরেছিলেন তার সবগুলোই প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেনঃ

"পাঠের বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীরা যা শিখতে চায় তা থেকে আমি শিখনের সাতটি ধরনের উপায় মাথায় রেখে বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু শিখন তৎপরতা তৈরী করার চেষ্টা করি। যেমন- সমাজ বিদ্যার একটি বিষয় ছিল 'মৌসুম ও মৌসুমী ফল'। আমি ও শিক্ষার্থীরা মিলে ফল-এর ওপর একটি কবিতা রচনা করি, কেউ কেউ ফলের মুখোশ তৈরী করে। প্রত্যেক শিশু নিজ নিজ পছন্দের একটি ফল নির্বাচন করে সেই ফলের মুখোশ মুখে দিয়ে উক্ত ফলের ভূমিকায় অভিনয় করে। শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধ হয়ে ফলের ওপর পড়া ও লেখায় অংশ নেয়।

তারা 'আমাদের গ্রামের মানুষের পেশা' বিষয়ের ওপর পাঠ ভিত্তিক কার্যক্রমে একইভাবে অংশ নেয়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পেশার নাম বলে, সেগুলোর কাজ মনে মনে চিন্তা করে এবং সে অনুযায়ী অভিনয় করে ও পেশা সমূহের কাজ কি হয়ে থাকে সে বিষয়ে দলে আলোচনা করে। এছাড়াও বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প তারা পড়ে এবং ছবি মেলানোর খেলা খেলে। নিত্য নতুন শিখন পদ্ধতির ওপর আমি সবসময়ই চিন্তা করতে থাকি এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে স্থানীয় লোকজনের বুঝতে পারা উচিত যে বাচ্চাদের শিখন শুধুমাত্র স্কুলের বা ক্লাসের গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক নয়"।

আমাদের পাঠ পরিকল্পনা এমনভাবে উন্নয়ন করা প্রয়োজন এবং শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থাপনা এমন হওয়া উচিত যাতে সব শিশুর জন্য সক্রিয় ও কার্যকর শিখন নিশ্চিত করা যায়। আমরা এ বিষয়ে পরবর্তী বুকলেটে আরো বিস্তারিতভাবে জানতে পারব। তবে শিখা জানেন পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব কতখানি।

"সন্দেহ নেই যে পাঠ পরিকল্পনা তৈরীতে আমার এখন অনেক সময় লাগে কিন্তু আমার কাছে এটি করা যেমন মজাদার তেমনি সৃজনশীলতার একটি চ্যালেঞ্জ। মাঝে মাঝে, সঠিক শিক্ষা উপকরণ বা সম্পদ পাওয়া একটু কষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমি শিখেছি কিভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠ পরিকল্পনার কাজে লাগানো যায়। তারা মাথা খাটিয়ে নানা বাস্তব উপকরণ বাড়ী থেকে নিয়ে আসে। এছাড়াও আমরা একসঙ্গে ক্লাসে বসে শিক্ষা উপকরণ যেমন মুখোশ, বিভিন্ন পেশাভিত্তিক খেলার জন্য সরঞ্জাম বা টুলস, কবিতা বা ছড়া তৈরী করি"।



অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঃ কিভাবে আপনি আপনার পাঠদানের উন্নয়ন করবেন?

- এমন একটি পাঠ বেছে নিন যা পড়াতে আপনার ভাল লাগে কিন্তু আপনার শিক্ষার্থীরা আপনি যেভাবে চান সেভাবে পাঠের প্রতি সাড়া দিতে পারে না। অথবা এমন একটি পাঠ আপনি বেছে নিন যা আপনি খুব মজা করে পড়াতে পারেন।

- কোন্ কোন্ প্রধান বিষয় (তথ্য) আপনি চান শিক্ষার্থীরা শিখুক ?

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আপনি কি পদ্ধতি ব্যবহার করবেন? কেন মনে করেন যে এ পদ্ধতি কাজ করছেনা? উদাহরণ স্বরূপ, শিক্ষার্থীরা কি শিখনের কেবল একটি উপায়ই ব্যবহার করে ?

- আপনার শিক্ষণে আপনি কি বিভিন্ন শিখন তৎপরতা ব্যবহার করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন সংবেদ (যেমন- দৃষ্টি, শ্রবন ও অঙ্গভঙ্গি) শিখনের জন্য ব্যবহার করতে পারে? এসব শিখন তৎপরতায় কি কি উপায় ব্যবহৃত হয় এ বিষয়ে ওপরে বর্ণিত ময়মনসিংহের স্কুল শিক্ষিকা শিখার ধারণা দেখুন)

- আপনি কিভাবে এসব তৎপরতা আপনার পাঠ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন?

- কিভাবে আপনার শিক্ষার্থীরা পাঠ পরিকল্পনা তৈরীতে সহায়তা করতে পারে ? (বিশেষ করে যারা সাধারণতঃ ক্লাসে অংশ নেয় না বা ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী?)

- বিভিন্ন শিখন তৎপরতা ব্যবহার করে পড়াতে থাকুন। এভাবে পড়াতে যদি আপনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন তবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা মজা পেয়েছে কিনা? তারা কোন্ শিখন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশী মজা পায়? অন্য কোন পাঠ পড়ানোর সময় কি আপনি এ শিখন তৎপরতাগুলো ব্যবহার করতে পারেন?

শিখনের পথে বাধাসমূহ

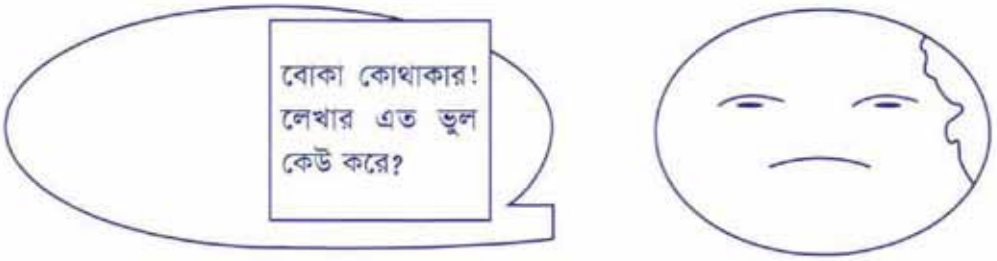
আপনি কি আপনার শ্রেণীকক্ষে একটু লাজুক ও ভীতু প্রকৃতির এমন কোন শিক্ষার্থীর কথা মনে করতে পারেন? যে সচারচর কোন কাজে অংশ নিতে চাইত না? কোন প্রশ্ন করা হলে কখনো হাত তুলত না বা তুলতে চাইত না এবং লেখাপড়ায়ও যে ভাল ছিল না?

শিক্ষার্থীর এ ধরনের ব্যবহার নানা কারণে হতে পারে। হতে পারে তার নিজের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার ঘাটতি ছিল। আত্ম বিশ্বাসের কমতি ছিল এবং সে নিজেকে কখনোই একজন মূল্যবান অংশগ্রহণকারী মনে করত না। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এ ধরনের শিক্ষার্থীরা নিজেকে যেভাবে দেখে এবং তারা যা শেখে তার মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্কে রয়েছে। আরো দেখা গেছে যেসব শিক্ষার্থীর মধ্যে নেতিবাচক ফিডব্যাক (সমালোচনা)-এর কারণে আত্ম বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা কম তারা ভাবে যে কোন কিছু চেষ্টা না করাই ভাল। এভাবে তারা শিখন কাজে ব্যর্থ হওয়ার পরিবর্তে শিখন কাজকে এড়িয়ে যেতে থাকে।



কর্মতৎপরতা: আত্ম-মর্যাদা বোধের গুরুত্ব

একটি সাদা কাগজ নিন এবং তাতে একটি মানুষের মুখ আঁকুন। মনে করুন এটি আপনার কোন একজন শিক্ষার্থীর মুখ। ভাবুন, একে বড়রা এমন কিছু বলেছে যে সে নিজেদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে বসে আছে । এ ধরনের যে কটি উদাহরণ আপনি ভাবলেন বা নিজের চোখে দেখেছেন তার প্রতিটির জন্য এভাবে আলাদা আলাদা কাগজ নিন।



মনে রাখবেন, তিন চারটি নেতিবাচক মন্তব্যই একটি শিশুর আত্ম-মর্যাদা বোধকে বিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট।

দৃষ্টি আকর্ষণ- আপনি শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্ম মর্যাদা বোধকে জাগ্রত করার কাজটি এমনভাবে করতে পারেন যাতে তারা অন্যদের অনুভূতি বুঝতে পারে এবং তাদের আচরণ কিভাবে অন্যদের অনুভূতিকে প্রভাবিত বা আক্রান্ত করতে পারে তা বুঝতে পারে।

আমরা ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে যখন কোন নেতিবাচক মন্তব্য শুনি তখন আমাদের উচিত সেগুলোকে ইতিবাচক মন্তব্যে পরিণত করা। উদাহরণ স্বরূপ, একটি নেতিবাচক মন্তব্য হল 'দ্যাখো, তুমি কতগুলো ভুল উত্তর দিয়েছো'। এ কথাটি ইতিবাচক ভাবে বলা যায়। যেমন- 'দেখেছো তুমি কতগুলো সঠিক উত্তর দিয়েছ'? চল একটা উপায় বের করি যাতে পরবর্তিতে আরো বেশী সঠিক উত্তর দেওয়া যায়। তুমি কিভাবে সঠিক উত্তর মনে রেখেছিলে?'

শিশুদের কোন শিখন কাজে পুরোপুরিভাবে অংশ নেয়ার আগেই তাদেরকে বিশ্বাস করাতে হবে যে তারাও শিখতে পারে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে আত্ম-মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি পায় এবং এ বৃদ্ধিতে বড়দের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তাকে।

শিশুদের ক্ষমতা, সম্প্রদায়গত প্রেক্ষাপট ও লিঙ্গ-বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা না দিলে তাদের মানসিকতা ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা তাদের মধ্যে হীনমন্যতা তৈরী হয়।

আমরা হয়ত সবসময় শিশুদের মধ্যে ইতিবাচক আত্ম-মর্যাদাবোধ তৈরীতে সহায়তা করতে পারিনা কিন্তু আমরা অন্ততঃ এর জন্য তাদেরকে সঠিক পরিবেশ ও অবস্থা নিশ্চিত করতে পারি। যাতে সব শিশুরা:

- অনুভব করে যে তাদেরকে ও তাদের অবদানকে বড়রা মূল্য দিচ্ছে
- নিজ নিজ শিখন পরিবেশে শারিরীক ও মানসিক ভাবে নিরাপদ বোধ করে
- এবং ভাবে যে তারা অনন্য এবং তাদের ধারণাগুলো মূল্যবান।

অন্য কথায় বলা যায় যে, শিশুদের প্রাপ্য সম্মান দেয়া উচিত। যাতে তারা নিরাপদ বোধ করে। তাদের মতামত নি:সঙ্কোচে প্রকাশ করতে পারে এবং শিখনে সফল হয়। এতে শিশুরা শিখন কাজকে উপভোগ করে। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে একটি আনন্দময় পরিবেশে তৈরী করে তাদের শিখনকে আরো উদ্দীপ্ত করতে পারে। প্রশংসার মাধ্যমে, শিশুদের আত্ম-মর্যাদাবোধকে সম্মান জানিয়ে শ্রেণীকক্ষে এরকম একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরী করা যায়। যেখানে বন্ধুত্বপূর্ণ দল গঠন ও পরস্পরকে সহযোগিতা করার মানসিকতাকে উৎসাহিত করা হবে, যে রকম পরিবেশে শিশুরা নিজেকে সফল ভাববে এবং মজা করতে করতে নতুন জিনিষ শিখবে।



কর্মতৎপরতা: আত্ম-মর্যাদাবোধের উন্নয়ন

এ কাজটি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বাবা মা বা অন্যান্যদের নিয়ে করা যেতে পারে।

- একটি পোস্টার পেপার অথবা বড় কাগজ লম্বালম্বীভাবে ভাগ করুন ।
- বাম কলামে আপনার শ্রেণীকক্ষ বা স্কুলের প্রতিকূল পরিবেশ বা অবস্থার কথা লিখুন যে অবস্থায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের মূল্যায়িত, নিরাপদ ও স্বীকৃত ভাবছে না;
- মাঝের কলামে প্রতিটি প্রতিকূল পরিবেশের বিপরীতে লিখুন, কেন বাইরের পরিবেশ বা মানুষজন শিশুদের এভাবে ভাবতে বাধ্য করছে?
- ডান দিকের কলামে লিখুন কিভাবে শিশু নিজেকে মূল্যায়িত, নিরাপদ ও স্বীকৃত ভাববেন এবং কিভাবে এ পরিবর্তন আনা যেতে পারে?

এ কাজকে শিশুদের আত্ম-মর্যাদাবোধ উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনার তথা সমাজ, স্কুল ও শ্রেণীকক্ষে তার শিখনের শুরু হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

শিশুরা কাজের মাধ্যমে নিজস্ব জ্ঞান ও উপলব্ধি তৈরী করে :

শিশুরা যা জানে এর সঙ্গে নতুন তথ্যের যোগসূত্র তৈরী করে। একে বলে মানসিক পূর্নগঠন। একসঙ্গে কথা বলা, প্রশ্ন করার মাধ্যমে (সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া) শিখন ত্বরান্বিত হয়। এজন্য, জুটিতে বা ছোট দলে কাজ করা এত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক হিসেবে আমাদের কাজ, শিশু শিক্ষার্থীর মাথায় জ্ঞান ঢেলে দেওয়া নয়; আবার শিশুদের হাতেই তাদের শেখার ভার পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়াটাও ঠিক নয়। আমাদের উচিত, শিশু শিক্ষার্থীর পূর্ব জ্ঞানের সঙ্গে বর্তমান শিখনের সম্পর্ক তৈরীতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

একটি শিশু শিক্ষার্থী স্কুলে ধীর শিক্ষার্থী হতে পারে এবং আপনি যখন প্রশ্ন করেন তখন কিভাবে উত্তর দিতে হয় তা সে নাও জানতে পারে। সেক্ষেত্রে, শিক্ষক হিসেবে আপনার উচিত তার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে তাকে কিভাবে শেখানো যাবে। উদাহরণ স্বরূপ, শিশুটি কি করতে পারে? তার নামের যেকোন একটি অক্ষর কি সে জানে এবং পরিষ্কারভাবে তা লিখতে পারে? কোন সংখ্যাটি সে জানে এবং ঘরের কোন জিনিষকে সে সংখ্যা দিয়ে বোঝাতে পারবে? তার পছন্দের কোন বিষয় আছে কি যা সে শিক্ষককে বলতে পারে বা তার বন্ধুদের বা ঘরের ছোট্ট কোন পুতুলকে সে শোনাতে চাইবে? এ শিশুটি কি গান গাইতে পারে বা কোন খেলাধুলা করতে পারে?

আমরা কিভাবে স্কুলকে তার বাড়ী ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারি?



কর্মতৎপরতা: বাড়ীর সাথে শ্রেণীকক্ষের সংযোগ

নিচের নমুনা ছক অনুযায়ী আপনার শিশুটি বাড়ীতে যা শেখে তা কিভাবে স্কুলে ব্যবহার করতে পারে লিখুন।

আপনি কিভাবে এ তথ্য আপনার পাঠ পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত করবেন? আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের কিভাবে এই পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে কাজে লাগাতে পারেন?

শিশুর নাম	শিশু বাড়ীতে কি শিখেছে ?	বাড়ীর শিখন শিশু কিভাবে স্কুলে ব্যবহার করতে পারে?

সব শিশুই বাড়ীতে বা সমাজে কিছু না কিছু শিখে স্কুলে আসে। শিশু স্কুলে থাকুক বা স্কুলের বাইরে থাকুক সে নানা ভাবে নতুন পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দেয়। সাড়া দেওয়ার এ পদ্ধতি স্কুলে কখনো কার্যকর হয় কখনো হয় না। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শিশু কি জানে, কি দক্ষতা তার রয়েছে তা জেনে নেয়া। আমরা তখন তার জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে তাকে শেখাতে পারব। কিন্তু এটি করতে গেলে আমাদের অবশ্যই শিশুদের খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দেখতে হবে, যে তারা কিভাবে শেখে এবং দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করে। অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের অভিজ্ঞতা ছেলেদের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে।

স্কুলে আমাদের শিশু শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত কাজ করে থাকে, তারা খেলাধূলা করার সময় যেভাবে সমস্যার সমাধান করে তা থেকে ভিন্ন। কোন শিশু হয়তো পেন্সিল কিভাবে ধরতে হয় তা জানে না। কোন শিশু জীবনে হয়তো বই কি জিনিষ তা দেখেনি। এমনকি, আপনি বা তার বন্ধুরা যে ভাষায় বা যেভাবে কথা বলেন সে ভাবে তাদের কেউ কেউ হয়তো কথা বলতে পারে না। বা আমাদের ভাষা সে নাও জানতে পারে। ফলে, শিশু আগে যা জানে বা যে কাজ ভাল করতে পারে তার সঙ্গে আপনার শ্রেণীকক্ষ ও পাঠ - এর করণীয় কাজের একটি সংযোগ তৈরী করতে হবে। এটি কিভাবে করা যেতে পারে?



কর্মতৎপরতা: শিক্ষার্থীদের জন্য সংযোগ তৈরী

প্রাথমিক পর্যায়ে, একটি স্কুল শিক্ষার্থীদের শেখায় কিভাবে পড়তে হয় এবং সংখ্যার ব্যবহার করতে হয়। শিশুরা যখন প্রথম স্কুলে আসে, তখন তাদের সবচেয়ে সহজ কাজটি দিন যাতে

তারা সফলতার সঙ্গে তা করতে পারে বা পড়তে ও সংখ্যার ব্যবহার করতে পারে। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল। এছাড়াও আপনি কি আরো কিছু চিন্তা করতে পারেন?

- শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভেতর যা কিছু আছে সেগুলোর গায়ে নাম লেখা কাগজ সেঁটে দিন। (অবশ্যই সব শিক্ষার্থীরা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষায়) উদাহরণ স্বরূপ, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, চকবোর্ড ইত্যাদি। এরপর দেখুন তারা জিনিষের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে বলতে পারছে কিনা।

- আপনি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বলবেন যে সে লেখাপড়ায় ভাল করবে। এতে শিক্ষার্থী আত্ম-বিশ্বাস ফিরে পাবে।

- শিক্ষার্থীরা সবাই যে গানটি জানে সে গানটি লিখে ফেলুন। তারপর পরীক্ষা করুন তারা গানের কোন্ শব্দটি কোন্‌টি তা বলতে পারছে কিনা। শিক্ষার্থীরা জানে এমন কোন নতুন শব্দও গানে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। শিখনে গান খুবই সহায়ক। এতে শিক্ষার্থীদের শ্বাসপ্রশ্বাসে উন্নতি ঘটে, তারা নতুন শব্দ শেখে, ছন্দ জ্ঞান বাড়ে এবং ক্লাস জুড়ে একটি ঐক্যতানের সৃষ্টি হয়।

- শ্রেণীকক্ষে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দিন। প্রয়োজনে আপনি বড় বা দ্রুত শিক্ষার্থীদের অল্প বয়স্ক বা ধীর শিক্ষার্থীদের আপনার নির্দেশনা বুঝিয়ে বলার কাজে লাগাতে পারেন।

- আপনার শ্রেণীতে এমন কোন শিক্ষার্থী আসতে পারে যে শ্রেণীকক্ষে সবার ব্যবহৃত ভাষা নাও বুঝতে পারে। (যেমন ঃ কোন আদিবাসী শিশু)। তাই দেখতে হবে, শিশুটি কি কাজ জানে বা তার জ্ঞানের পরিধি কতটুকু। ভাল হবে যদি আপনি তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলেন। তার ভাষায় তার নাম ধরে ডাকেন। আপনি না পারলে, শ্রেণীকক্ষের অন্য কেউ বা কমিউনিটির কাউকে বলুন আপনাকে সাহায্য করতে। যাতে শ্রেণীকক্ষের কাজে অন্যসব শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভিন্ন ভাষী শিক্ষার্থীরাও সমান ভাবে অংশ নিতে পারে। আমরা আগেই জেনেছি শিশুর পরিচিত আঞ্চলিক ভাষায় কোন গান গেয়ে তাকে নতুন শব্দ শেখানো যায়। আঞ্চলিক ভাষায় গাওয়া শব্দের সঙ্গে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত বিশুদ্ধ ও প্রমিত ভাষার সংযোগ ঘটিয়ে ধীরে ধীরে শিশুকে সঠিক শব্দ শেখানো যেতে পারে। একই ভাবে গানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষা বোধ জাগ্রত করা সম্ভব হয়।

শুরুতেই, বিশেষ করে স্কুল জীবনের শুরুতেই শিশু শিক্ষার্থীদের সহজ শিখন কাজের মাধ্যমে তাদের আত্ম বিশ্বাস তৈরী করা যায়। যাতে সবচেয়ে লাজুক ধরনের শিশুটিও জড়তা ও ভয় ঝেড়ে ফেলে শিখন কাজে অংশ নিতে পারে। তাদের মধ্যে যেন এ বিশ্বাস জন্মে যে স্কুল একটি

সুন্দর ও নিরাপদ জায়গা যেখানে তারা 'নি:শঙ্ক চিত্তে' লেখাপড়া ও খেলাধুলা করতে পারবে। এধরনের পরিবেশকেই শিখন-বান্ধব পরিবেশ বলে যা শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ জরুরী।

শেখানো ও শেখার জন্য কিছু পরামর্শ:

- পাঠমালা পরিকল্পনা করতে হবে 'বড় ধারণা'-র ওপর, কোন ছোটখাট অসম্পূর্ণ বিষয়ের ওপর নয়। যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের জানা কোন বিষয়ের ওপর নতুন নতুন তথ্য জানতে পারে। বড় ধারণা-র ব্যাপারটি হচ্ছে ধরুন 'পানির অপর নাম জীবন' এবং 'আজ আমরা কিভাবে পানি পরিষ্কার রাখতে হয় সে বিষয়ে শিখব' ইত্যাদি বিষয় হবে।

- শিশু শিক্ষার্থীর বিকাশের চাহিদা বুঝতে হবে কেননা কিছু শিক্ষার্থীর অন্যান্যদের তুলনায় শিখতে বেশী সময় লাগে।

- আমাদেরকে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী শিখনে সহায়তা করতে হবে। পরিবেশটা রাখতে হবে শিখন উপযোগী।

- একক এবং দলীয় কাজের সময় শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সঙ্গে একত্রে এবং একে অপরের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে শিখনের সময় কথা বলতে হবে।

- সব শিশু যাতে একসঙ্গে কাজ করতে পারে সে ভাবে পাঠ পরিকল্পনা সাজাতে হবে। যেমন শিক্ষার্থীরা জুটিতে বা ছোট দলে কাজ করতে পারে।

- শিক্ষার্থীরা যেন শিক্ষাক্রমকে কাজে লাগাতে পারে। তাদেরকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং তারা যেন পঠিত বিষয় বস্তু সম্পর্কে ভাল ধারণা লাভ করে।

- শিক্ষার্থীদের গুছিয়ে প্রশ্ন করতে হবে যাতে তারাও গুছিয়ে তাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারে। শুধুমাত্র 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর হয় এ জাতীয় প্রশ্ন না করে তাদের মুক্ত প্রশ্ন করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত, ধারণা খোলাখুলিভাবে বলতে পারে। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে 'তুমি কি মনে কর'? এ জাতীয় প্রশ্ন জুড়ে দিলে শিক্ষার্থীরা বিস্তারিত ভাবে উত্তর দেবে।

- শিক্ষকের সুচিন্তিত প্রশ্নের উত্তর এবং সক্রিয় আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করবে। অপরের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া, নতুন তথ্য সংগ্রহ এবং কোন ধারণার ওপর অভিব্যক্ত করতে গিয়েও শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন জিনিষ জানতে পারে।

মনে রাখবেন : একটি নতুন বিষয় শেখানো শুরু করার আগে আপনার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করতে হবে যে, তারা এ বিষয় সম্পর্কে কি জানে। এতে যদি বিষয় সম্পর্কে তাদের পূর্ব ধারণা থেকে থাকে, শিক্ষার্থীরা বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের নৈকট্য অনুভব করবে। খুব দ্রুত বিষয়টি শিখবে। অনেক ধারণাই শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়ী বা সমাজ থেকে অর্জন করে। তাদের পূর্ব ধারণাকে আমরা নতুন যা শেখাতে চাই তার সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারলে আমাদের শেখানো কার্যকর হবে। উপরন্তু কোন শিক্ষার্থীর কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা ও দক্ষতা থাকলে (যেমন-মাছ ধরা, শাক সবজীর চাষ ইত্যাদি) তাকে শ্রেণী কক্ষের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সামনে এ সম্পর্কে বলার সুযোগ দিতে হবে। এতে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বেশী উপকৃত হবে।

এছাড়াও দেখা গেছে, শিশুরা সবাই মিলে শিখলে যে কোন শিখন কাজ ভালভাবে শেখে। "আমি তোমার চেয়ে ভাল পারি কেননা তুমি---------" এ ধারণার চেয়ে "আমরা সবাই একত্রে এ কাজটি করতে পারি" ধরনের মানসিকতা কাজে সহায়ক। সঠিকভাবে সংগঠিত করে, ছোট ছোট দলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাজ করা ও শেখায় উৎসাহিত করতে হবে। এ প্রক্রিয়াটি বিশেষতঃ যে সব ক্লাসে ছেলে ও মেয়ে একত্রে লেখাপড়া করে এবং যেখানে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়ে রয়েছে সেখানে বিশেষভাবে কার্যকর হবে। উপরন্তু সবাই মিলে শেখা'র ব্যাপারটি শ্রেণীকক্ষের শৃংঙ্খলা বজায়ে বিশেষ সহায়ক হবে। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তি শিক্ষার্থীর বা ছোট দলের চাহিদা বুঝে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য শিক্ষক উদ্বুদ্ধ হবে।



টুল ৪.২
শ্রেণীকক্ষের ভিন্নতা নিয়ে কাজ করা

ভিন্নতাকে মূল্য দেওয়া ও উৎসাহিত করা :

প্রতিটি শ্রেণীকক্ষই ভিন্ন কেননা প্রতিটি শিক্ষার্থীই আলাদা। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভিন্নতা থাকলে সব শিক্ষার্থীই উপকৃত হতে পারে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রবণতার সমাবেশ ঘটে একটি শ্রেণীকক্ষে। তাই সব শিশুই শিখন কর্মকান্ডে অবদান রাখতে পারে। সব শিক্ষার্থীই যাতে সক্রিয়ভাবে শিখতে পারে শিক্ষক একজন সহায়ক হিসেবে সে ধরনের পরিবেশ ও সুযোগ তৈরী করতে পারে।

শিশুদের (কখনো কখনো বয়স্কদের) জানা উচিত যে শ্রেণীকক্ষের ভিন্নতা হচ্ছে একটি মূল্যবান সম্পদ। বুকলেট-২ এর ২.২ টুলে ;পছন্দের খেলা' অংশের মাধ্যমে বাবা মা এমনকি শিশুরাও বুঝতে পারবে বহির্ভূত থাকা ও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ কি। নিচে বর্ণিত প্রায় একই ধরনের কাজের মাধ্যমে শিশু ও তাদের বাবা মায়েরা ভিন্নতার গুরুত্ব কতখানি তা উপলব্ধি করতে পারবে।



কর্মতৎপরতা: উপহার দেয়া -একে অপরকে জানা

গুচ্ছ গুচ্ছ কয়েকটি দলে শিক্ষকরা এ তৎপরতাটি ব্যবহার করতে পারেন, যখন স্কুলে বা অভিভাবক সভায় সবাই প্রথমে একে অপরকে জানবে। এ তৎপরতার জন্য সব অংশগ্রহণকারীদের জুটিবদ্ধ হতে হবে। জুটির একজন সঙ্গী অপর সঙ্গীর বিশেষ গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য জানতে মুক্ত প্রশ্ন করবে। সব শেষে তারা একটি ছোট্ট 'কার্ডের' ওপর নিচে বর্ণিত কথাগুলোর মত সঙ্গী সম্পর্কে মতামত প্রদান করবে।

যেমন -"আমার বন্ধুর নাম সাবিহা। সে আমার জন্য নিয়ে এসেছে ধৈর্য্যশীল হওয়ার উপহার"

"আমার বন্ধুর নাম বাবুল। সে আমার জন্য এনেছে মজা/কৌতুক করার উপহার"

বড় দলে এরপর জুটিবদ্ধ সঙ্গীরা একে অপরের গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা জানাবেন। সঙ্গীর এ বৈশিষ্ট্য কিভাবে পুরো দলকে উপকৃত করবে তা আলোচনা হবে। শিক্ষক বা সহায়ক পরিশেষে

একটি বাক্সে সঙ্গীদের 'বৈশিষ্ট্য লেখা উপহার কার্ড' জমা নিবেন এবং ভবিষ্যতের জন্য তা সংরক্ষণ করবেন।

এ তৎপরতাটি শিক্ষককে সব শিক্ষার্থীকে মূল্য দেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাবে এবং শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীদের এমন সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবে যা একজন সাধারণ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। আমাদের দায়িত্ব হল প্রতিটি শিশু শিক্ষার্থীর আলাদা বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা। পরবর্তীতে আমরা তাদের এসব বৈশিষ্ট্য আরো উন্নয়ন করে তা শিখন কাজে ব্যবহার করতে পারি।



কর্মতৎপরতা: হলুদ পাতা তৈরী -একে অপরকে জানা এবং একে অপরের কাছ থেকে শেখা

এ তৎপরতায়, অংশগ্রহণকারীদের জুটিবদ্ধ করা হয় এবং তাদেরকে একে অপরের প্রতিভা, আগ্রহ, শখ সম্পর্কে চিন্তা করতে বলা হয়। এরপর তারা নিজ নিজ সঙ্গীকে তার আগ্রহ সম্পর্কে বলে এবং সঙ্গীর যেটির অভাব রয়েছে এবং তার যে বিষয়ে দখল আছে তা তাকে শেখায়। সম্ভব হলে, প্রতিটি সঙ্গী লেখার জন্য ১টি হলুদ রঙের কাগজ সাথে রাখবে। সঙ্গীর প্রতিভা ও দক্ষতা সম্পর্কে জেনে নিয়ে হলুদ কাগজের ওপরে তা লিখবে। সেসঙ্গে সঙ্গীর নাম ও সঙ্গী থেকে সে কি বিষয় শিখল তাও লিখবে হলুদ কাগজটিতে। যেমন-

দক্ষতা ঃ মাছ ধরা

আমার সঙ্গীর নাম ঃ রাবেয়া

আমি শিখেছি:
-রাতে মাছ ধরা সবচেয়ে উপযোগী
-শান্ত পানিতে মাছ ধরতে সুবিধা
-এ সময় চাঁদের আলো থাকলে বেশ ভাল হয়।
-বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরতে বিভিন্ন আধার দিতে হয়।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঙ্গীরা তাদের কথাবার্তা ও লেখা শেষ করলে সহায়ক শিক্ষক কোন একজন সঙ্গীকে ডেকে ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। তারপর শ্রেণীকক্ষের সবাই তাকে তার সঙ্গীর অন্ততঃ ৫টি গুণের কথা জানতে চাইবে। অথবা সে তার সঙ্গীর গুণের কথা মূকাভিনয়ের মাধ্যমেও সবাইকে দেখাতে পারে। সবাই অনুমান করে নিবে যে সে কি বলছে। এটি খুব আনন্দদায়ক একটি কাজ হতে পারে।

এরপর সবার হাতের হলুদ কাগজটি সবার গুণ বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সারিবদ্ধ ভাবে বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেয়া হবে। যেমন- বাগান করার দক্ষতা এক পাশে, ছবি আঁকার দক্ষতা আরেক পাশে, খেলাধুলায় দক্ষতা অন্য পাশে। এভাবে সব দক্ষতা বা গুণসমূহকে হলুদ কাগজটিতে আলাদা আলাদা ভাবে এক সঙ্গে সাজাতে হবে। এটিই 'হলুদ পাতা ' খেলা।

আমরা এ খেলা বা কাজ থেকে কি শিখি-

- আমরা একে অপরের কথা শুনতে শিখি
- আমরা একে অপরকে ভালভাবে জানতে শিখি
- আমরা মৌখিক বা অমৌখিক উপায়ে ভালভাবে যোগাযোগ করতে শিখি
- আমরা বহু প্রতিভার সমন্বয়ে একটি ভাল দল-তা জানতে পারি
- আমরা কিভাবে মুক্ত প্রশ্ন করতে হয় যে সম্পর্কে শিখতে পারি
- সর্বোপরি, আমরা একে অপরের কাছ থেকে শিখি।

সহায়ক শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের সবাইকে বলতে পারেন যে, আজ আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল আমাদের সবারই কোন না কোন প্রতিভা রয়েছে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা এ প্রতিভাগুলোকে শিখন কাজে লাগাতে পারি।

শিক্ষকদের বুঝতে হবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সে শিখন কাজে লাগাতে পারে। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের এ বৈশিষ্ট্যসমূহ আবিষ্কার করতে হবে। শিক্ষার্থীরাও জুটি-শিক্ষক হিসেবে একে অপরের কাছ থেকে নানা জিনিষ শিখতে পারে।

শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন চিন্তা, শিখন ও জানা'র সন্নিবেশ ঘটানো

এর আগের টুলে আমরা জেনেছি যে শিক্ষার্থীরা নানা উপায়ে এবং পর্যায়ে শেখে। এর অর্থ হচ্ছে তাদের শিখনে ভিন্নতা রয়েছে। তাই শিক্ষক হিসেবে আমাদেরও বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে শিখনে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে হবে। যাতে সব শিক্ষার্থীই বিশেষত ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা আমরা যা পড়াই তা যেন বুঝতে পারে এবং কার্যকরভাবে শিখতে পারে।

একটি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ ও শিখনের আওতা হচ্ছে পড়া মুখস্ত করা ও পুনরাবৃত্তি থেকে সমস্যা সমাধান ও সৃষ্টিশীলভাবে চিন্তা করা পর্যন্ত। অর্থাৎ



আমাদের শ্রেণীকক্ষে এই পুরো আওতার কথা বিবেচনা করতে হবে। যেমন- আমরা নিচের কাজগুলো করতে পারিঃ

- ব্লক, মডেল এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে গণিত শেখাতে পারি যার মাধ্যমে শিশুদের সূক্ষ্ম গতি সঞ্চালনমূলক দক্ষতা (motor skills) এবং তাদের দৃশ্য-উপলব্ধির ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়।

- শিক্ষার্থীদের অংকের প্রক্রিয়া ও ধারণা সম্পর্কে কথা বলতে বলুন যা তাদের গণিতের ধারণা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে সহায়তা করবে।

- আমরা যে সব গল্প পড়ে শোনাই তার ওপর শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকতে বলুন। একাজ গল্পে বর্ণিত শব্দ ও ঘটনার সঙ্গে তাদের দৃশ্য-চিন্তার সংযোগ ঘটাবে।

- শিক্ষার্থীদের স্কুলের চারপাশের একটি ম্যাপ আঁকতে বলুন যা তাদের খোলা জায়গায় চলাচলের অভিজ্ঞতার সঙ্গে দৃশ্যগত ও গাণিতিক ধারণার সংযোগ তৈরী করবে। ম্যাপ তৈরী করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যখন সমাজের জরিপ করবে তখন এর সমস্যা চিহ্নিত করে তা সবাই মিলে সমাধানের সময় স্কুলে শেখা শিখন কাজে লাগাবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ ও স্কুলের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবে এবং এতে উৎসাহিত হয়ে তারা শিক্ষকদের কাজে সহায়তা করবে (বুকলেট ৩ এবং ৬ দেখুন)।

শ্রেণীকক্ষকে পুরোপুরি একীভূত করতে হলে, আপনার শিক্ষাক্রম যেন সব শিক্ষার্থীর কাছে অধিগম্য ও প্রাসঙ্গিক হয় বিশেষতঃ আপনি কি পড়াবেন (বিষয়), কিভাবে পড়াবেন (পদ্ধতি), শিক্ষার্থী কিভাবে সবচেয়ে ভাল শিখবে (প্রক্রিয়া) এবং শিক্ষার্থী যেখানে থাকে এবং শেখে সে পরিবেশের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত হবে এ বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে।

এছাড়াও আমাদের যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যা ও প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তাদের কথাও বিবেচনা করতে হবে। যেসব শিক্ষার্থীর যেমন- দৃষ্টি, শারিরীক, ইন্দ্রিয়গত বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা রয়েছে সে সব শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা ভাবে পরিকল্পনা তৈরী করেছি কি? শিক্ষাক্রমটি কি এখনো এসব প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বা অন্যান্যদের কাছে বোধগম্য? আমরা কিভাবে এ পাঠক্রম বাস্তবায়িত করতে পারি?



কর্মতৎপরতা: ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ

১. আপনার ক্লাসে যেসব শিক্ষার্থীর কিছু বিষয় যেমন-গণিত, লেখা, আলোচনা ইত্যাদিতে বিশেষ দক্ষতা রয়েছে তাদের নাম ও দক্ষতার বিষয় লিখে ফেলুন। কিভাবে তাদের এ দক্ষতা বোঝা গেল তার বর্ণনা দিন।

২. যেসব শিক্ষার্থীর এসব প্রচলিত দক্ষতার বাইরে শ্রেণীকক্ষের শিখনের সঙ্গে পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকলে তাদের নাম ও গুণাবলী লিখে ফেলুন। এদের মধ্যে কেউ কি মডেল তৈরীতে দক্ষ? কেউ কেউ কি ক্রীড়া বা কোন খেলার মধ্যে সুন্দর সমন্বয় করতে পারে? কারো কি সামাজিক দক্ষতা বেশী? উদাহরণ স্বরূপ যেসব শিশুর ডাউন্স-সিনড্রোম প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তাদের মধ্যে সামাজিক দক্ষতা বেশী থাকে।

৩. এখন একটি কাগজে আপনার সেসব শিক্ষার্থী যাদের বিশেষ কোন দক্ষতা বা প্রতিভা পরিলক্ষিত হয় নাই তাদের নাম লিখুন। পরবর্তী সপ্তাহে এসব শিক্ষার্থীকে খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। যদি দেখেন, তাদের মধ্যে কেউ বিশেষ কোন শিখন তৎপরতা পছন্দ করছে তা লিখে ফেলুন। শিক্ষার্থীটি কিভাবে কাজটি করছে এবং সে অনুযায়ী শিখনে তার নিজস্ব পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করছে? তার এ নিজস্ব পদ্ধতি কিভাবে আপনি আপনার পাঠমালায় সন্নিবেশ করবেন?

ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ ও এটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমাদের উচিত শিখনের বিভিন্ন সুযোগ চিহ্নিত করা। বিশেষতঃ শিখন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করতে হবে। ভাবতে হবে কিসে তাদের উপকার হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সহপাঠী শিক্ষার্থীকে বলতে পারি শিখন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে লেখাপড়ায় সাহায্য করতে । যে তাকে পড়ে শোনাতে পারে, কিছু লিখে দিতে পারে। একই সঙ্গে একজন শিখন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর এমন কোন সুপ্ত দক্ষতা থাকতে পারে যা আমরা জানি না। এ দক্ষতাকে চিহ্নিত করে তাকে কাজে লাগানো সম্ভব। এমন কি তার এ দক্ষতা অ-প্রতিবন্ধী কোন শিক্ষার্থীও শিখতে পারে। অন্য কথায় বলা যায় সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক তৈরী করতে হবে যাতে একে অপরের শিখনে সুন্দরভাবে অবদান রাখতে পারে।

ভিন্নতার প্রতি চ্যালেঞ্জ

একটি একীভূত শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়ের উপস্থিতির কতগুলো চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রতিটি ছেলেমেয়ের কি শেখার প্রয়োজন এবং কিভাবে সে সবচেয়ে উত্তম উপায়ে শিখতে পারবে তা আমাদের শিক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেজন্য আমাদের দেখতে হবে কিভাবে সব শিক্ষার্থী একত্রে আনন্দের সঙ্গে লেখাপড়া করতে পারে। শিশুদের শিখনের পথে বাধাসৃষ্টিকারী তিন ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে -ভয়-ভীতি প্রদর্শন, কুসংস্কার, এবং বৈষম্য। এ ধরনের চ্যালেঞ্জকে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় তা একজন শিক্ষককে অবশ্যই জানতে হবে।

ভয়ভীতি প্রদর্শন ও নিপীড়ন করা ঃ (Bullying)

ভয়-ভীতি প্রদর্শন একধরনের সহিংসতা। ইংরেজীতে যাকে বলে 'বুলিং'। বুকলেট-৬ এ আমরা একটি স্কুলে কি ধরনের 'বুলিং' থাকতে পারে, কিভাবে তা চিহ্নিত করা যাবে এবং এর বিরুদ্ধে স্কুলের কি ধরনের নীতিমালা ও ব্যবস্থা থাকা উচিত সে সম্পর্কে জানব। এ বুকলেটে আমরা সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করব। আমরা জানি, যে কোন ধরনের হুমকি ও ভয় শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসা থেকে বিরত রাখতে পারে।

'বুলিং' বলতে আমরা এটাই বুঝি যে, কোন একজন শিক্ষার্থী ছেলে বা মেয়ে বা একদল শিক্ষার্থী অপর কোন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের হুমকী বা ভয়ভীতি প্রদর্শন বা নিপীড়ন করছে। এর পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে। হয়তো যাকে ভয় দেখানো হচ্ছে সে ভয়ভীতি প্রদর্শনকারী থেকে আলাদা, কিংবা সে তার থেকে লেখাপড়ায় ভাল (যেহেতু সে পরীক্ষায় ভাল গ্রেড পাচ্ছে) অথবা সে ভিন্ন ধর্ম বা ভিন্ন সংস্কৃতি বা সম্প্রদায়ের। কিংবা সে একান্তই দরিদ্র ঘরের সন্তান। এমনকি একজন বয়স্ক ব্যক্তি কিংবা শিক্ষকও তার শিক্ষার্থীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন। কাজেই 'বুলিং' নানা ধরনের হতে পারে। যেমন -

- শারিরীক প্রহার বা নিপীড়ন (সহপাঠী, শিক্ষক বা অভিভাবক কর্তৃক)
- মানসিক আঘাত দেয়া (মতামতকে অবজ্ঞা করা)
- আবেগীয় আঘাত যেমন আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন করা, নানাভাবে হয়রানি করা, পুরস্কারের বদলে শাস্তি দেয়া, ইত্যাদি।

- আজে বাজে কথা বলা যেমন - অবজ্ঞা করে ডাকা, টিজ্ করা, অপমান জনক ভাষায় কথা বলা, গালাগালি করা, বর্ণবাদী কথা বলা ইত্যাদি।

- পরোক্ষ ভাবে আঘাত দেয়া যেমন -(অশ্লীল) গুজব ছড়ানো, কোন সুবিধে থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি।

- সামাজিক বা সংস্কৃতিগত ভাবে বঞ্চনা করা যেমন -সামাজিক মর্যাদা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গত পরিচয়, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ ভেদে বৈষম্য করা এবং কুসংস্কারের শিকার করা।

'বুলিং' হচ্ছে এক ধরনের আগ্রাসী ব্যবহার যা অনেক সময় পরিকল্পনা মাফিকও করা হয়ে থাকে। এ অবস্থা কখনো কখনো দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর পর সপ্তাহ বা বছর ধরে চলতে থাকে। বাইরের কোন সাহায্য ছাড়া নিপীড়নের শিকার কারো পক্ষে সামাল দেয়া মুশকিল।

অনেক সমাজে যারা একটু আলাদা সংস্কৃতি, ধর্ম বা সংস্কার মেনে চলে তারা এ ধরনের ভয় ভীতির শিকার হয়ে থাকে। এমনকি পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েরা বা কোন প্রতিবন্ধী অথবা কোন স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কেউ কেউ নিগৃহীত হয়ে থাকে। যদিও, সাধারনত ছেলেরা শারিরীক ভাবে হুমকী প্রদর্শন বা মারধর করার ক্ষেত্রে পটু তবে মেয়েরাও অনেকসময়, খুব সূক্ষ্ম ভাবে অপর কাউকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে পারে।

ভয়ভীতি বা নিপীড়নের শিকার শিশুটি অনেকসময় তা চেপে রাখে এই ভেবে পাছে তার ওপর অত্যাচার সাধারণত প্রকাশ করতে চায় না। কারণ শিশুরা বড়দের ভয় পায়।

শিক্ষকের জন্য এ সমস্যা সমাধান একটু জটিল কেননা এটি সাধারণত শ্রেণীকক্ষের বাইরে ঘটে। যেমন- স্কুলে আসা যাওয়ার পথে বা খেলার মাঠে। ভয়ভীতি শিশুর মনে মারাত্মক চাপের সৃষ্টি করে যা তার লেখাপড়াকে বিঘ্নিত করতে পারে। এ জন্যে এ বিষয়টি শিক্ষক হিসেবে আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে এবং হতে হবে সতর্ক। যাতে শ্রেণীকক্ষের ভেতর বা বাইরে কোথাও এ ধরনের ঘটনা না ঘটতে পারে। এজন্য আমাদের শিক্ষার্থীদের তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখতে হবে। যেসব শিক্ষার্থী সাধারণত একা থাকে বা যাদের খুব অল্প সংখ্যক বন্ধু রয়েছে বা যারা আচার আচরণে একটু বেশী নম্র বা আলাদা তারাই এর শিকার হয়ে থাকে। কোন শিক্ষার্থী কোন ভয়ভীতির মধ্যে আছে কিনা তার লক্ষণ হল-

- হঠাৎ কোন শিক্ষার্থী তার আত্ম বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে,
- কোন শিক্ষার্থী শিক্ষকের চোখের সংযোগ (eye - contact) এড়িয়ে চললে বা নিরব হয়ে গেলে,

- কারোর লেখা পড়ার মান আগের চেয়ে হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলে ইত্যাদি।
- স্কুলে কেউ অনিয়মিত হয়ে পড়লে অথবা ঘনঘন মাথা বা পেটে ব্যথার অজুহাতে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতে চাইলে।

এসব ক্ষেত্রে নিপীড়নের শিকার শিক্ষার্থীর বাবা মা ও তার পরিচর্যাকারীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তবে সবার আগে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে, কোন শিক্ষার্থীর আচরণে কোন হঠাৎ পরিবর্তন এসেছে কিনা। প্রয়োজনে আমরা তার আচরণগত পরিবর্তনের বিষয়টি লিখে রাখব।

এ ছাড়াও আমরা স্কুলে বা শ্রেণীকক্ষে সবার মধ্যে সম্পর্ক কেমন তা নিরুপনে কোন জরীপ পরিচালনা করতে পারি। এতেও আমরা নিপীড়ন হচ্ছে কিনা তার একটা প্রাথমিক ধারণা পেতে পারি। নিচে দুধরনের প্রশ্নপত্র দেয়া হল। প্রথমটি হচ্ছে ভয়ভীতি প্রদর্শনমূলক ব্যবহারের একটি দ্রুত চেকলিস্ট। অপরটি শিক্ষার্থীদের স্কুল ও শ্রেণীকক্ষের ভেতর ও বাইরের সম্পর্ক বিশ্লেষণের একটি বিশদ প্রশ্নমালা।[২] আপনি শিক্ষার্থীদের এ প্রশ্নমালাটি তাদের নাম উল্লেখ না করে পূরণ করার জন্য সরবরাহ করতে পারেন।

১. ভীতি প্রদর্শনের / নিপীড়নের ঘটনা

বিবরন	ঘটেনি	একবার ঘটেছে	একাধিক বার ঘটেছে
আমাকে ধাক্কা দেয়া হয়েছিল, লাথি মারা হয়েছিল, বা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে আঘাত দেয়া হয়েছিল।			
অন্যান্য ছেলে মেয়েরা আমার সম্পর্কে বাজে রটনা করেছিল			
আমার জিনিষপত্র কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল			
আমাকে নোংরা নামে ডাকা হয়েছিল কেননা আমি কোন কোন ক্ষেত্রে সবার মত নই			
অন্য কারণে ওরা আমাকে নোংরা নামে ডেকেছিল			
কোন কারণ ছাড়াই তারা আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল এবং আমাকে অপমান করেছিল।			

[২] This checklist have been Adapted form Checklists originally designed by Tiny Arora and published in "Tackling Bullying in Your School: A Practical Handbook for Teachers,: A Sharp and PK Smith, editors.Routledge.1994

আমাকে উদ্দেশ্য মূলক খেলা থেকে বাদ দিয়েছিল।			
কোন একজন আমার সঙ্গে অন্যভাবে খারাপ আচরণ করেছিল			

২. সম্পর্ক বিশ্লেষণের প্রশ্নপত্র

আমি একজন ছেলে আমি একজন মেয়ে

বয়স ---------- গ্রেড ----------

বিবরন	ঘটেনি	একবার ঘটেছে	একাধিক বার ঘটেছে
আমার অপছন্দের একটি নামে আমাকে ডেকেছে			
আমার সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলেছে			
আমাকে লাথি মারতে চেয়েছে			
আমাকে একটি উপহার দিয়েছে			
যেহেতু আমি আলাদা এজন্য আমার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেছে।			
বলেছে যে আমাকে মারবে			
আমার কাছ থেকে জোর করে টাকা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে			
আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছে			
আমাকে খেলায় অংশ নিতে বারণ করেছে			

এ সপ্তাহে স্কুলে কোন একজন ঃ	ঘটেনি	একবার ঘটেছে	একাধিক বার ঘটেছে
আমাকে খারাপ জোক শুনিয়েছে তারপর বিচ্ছিরিভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছে।			
আমাকে দিয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের আঘাত করতে চেয়েছে			
আমাকে মিথ্যা বলে বিপদে ফেলেছে			
আমাকে কোন কিছু বহন করতে সাহায্য করেছে			
আমার ক্লাসের কাজে আমাকে সাহায্য করেছে			
আমার হাঁটা নকল করে আমাকে ব্যঙ্গ করেছে			
আমার গায়ের রঙ নিয়ে আমাকে বিদ্রুপ করেছে			
আমার কোন জিনিষ ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছে			
আমার সঙ্গে খেলেছে			

এটি একটি নমুনা প্রশ্নপত্র। স্থান কাল পাত্র ভেদে ভীতি বা নিপীড়নের বিবরণ ভিন্নতর হতে পারে। যাহোক, পূরণকৃত প্রশ্নপত্রটি আপনার হাতে আসার পর বিশ্লেষণ করে দেখুন কেউ নিপীড়িত হচ্ছে কিনা। সতর্ক থাকুন, কোন কোন শিক্ষার্থী নিপীড়িত হওয়া সত্বেও সঠিক তথ্য নাও দিতে পারে। যেহেতু এ প্রশ্নপত্রে কেউ নাম লিখবেনা সেহেতু এর মাধ্যমে নিপীড়িত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে আপনি একটি প্রাথমিক ধারণা পাবেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে আপনি পরিকল্পনা করুন কিভাবে অন্যান্য শিক্ষক, বাবা মা, পরিচর্যাকারী এবং শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় ভয়ভীতি প্রদর্শন বা নিপীড়ন মোকাবেলা করবেন বা সম্ভাব্য নিপীড়ন প্রতিরোধ করবেন।

ভয় ভীতি প্রদর্শন বা নিপীড়ন মোকাবেলা:

ভয়ভীতি প্রদর্শন বা নিপীড়ন রোধ করতে শিক্ষকদের বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। যেমন-

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ কমাতে এবং শরীর মন শিথিল করতে শারিরীক অনুশীলন করানো।

- শ্রেণীকক্ষে সবাই মিলে লেখাপড়ার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে (যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একে অপরকে শিখনে সহায়তা করবে।)

- কর্তৃত্বপরায়নতা বাড়াতে সব শিক্ষার্থীদের অধিক ক্ষমতা দিন, যেমন- শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষের নিয়ম নীতি তৈরী করতে দিন এবং বিভিন্ন কমিটিতে তাদের দায়িত্ব দিন।

- শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন কমিটি প্রতিষ্ঠা করে তাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি করুন এবং অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজের সাথে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে তাদের কাজ করতে দিন।

- দ্বন্দ্ব নিরসনে চাইল্ড-টু-চাইল্ড পদ্ধতি অনুসরণ করুন

- সর্বোপরি ভয়ভীতি প্রদর্শনকারীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় তা নির্ধারণে শিক্ষার্থীদেরও মতামত নিন।

শিক্ষকরা নাটিকা বা রোল অভিনয়ের মাধ্যমে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে পারেন। পাশাপাশি এ ধরনের অবস্থার শিকার শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষকরা আগাম কিছু কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে রাখতে পারেন।

কুসংস্কার ও বৈষম্য :

অনেক সময় ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা নিপীড়নের পেছনে মানুষের কুসংস্কার (অর্থাৎ কারো সম্পর্কে অযৌক্তিক ধারণা পোষণ) এবং বৈষম্য (অর্থাৎ কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী বা মানুষের সঙ্গে অন্যান্য মানুষদের মধ্যে নেতিবাচক পার্থক্য তৈরী করা) কাজ করতে পারে।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শ্রেণীকক্ষে কোন কুসংস্কার বা বৈষম্য রয়েছে কিনা তা বুঝতে হবে। তার আগে শিক্ষক হিসেবে নিজেকে কুসংস্কারমুক্ত এবং বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর প্রতি কোন বিদ্বেষ বা ঘৃণা থাকলে তা দূর করতে হবে।



কর্মতৎপরতা: বৈষম্য বুঝতে পারা

এ কর্মতৎপরতাটি শিক্ষক, অভিভাবক ও একটু বড় শিক্ষার্থীদের নিয়ে করা যেতে পারে। এর উদ্দেশ্য হল, একটি স্কুলে কত ধরনের কুসংস্কার বা বৈষম্য থাকতে পারে সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন করা। এছাড়াও কুসংস্কার বা বৈষম্য কিভাবে ব্যক্তি বিশেষকে প্রভাবিত করে থাকে সে

বিষয়েও আলোকপাত করে থাকে। এ তৎপরতা থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমরা পাবো, যেমন-

- যে কেউ নিপীড়নকারীর নিপীড়নের শিকার হতে পারে
- যে কোন ব্যক্তি এমন কি শিশুও কুসংস্কার ও বৈষম্য হলে তা বুঝতে পারে।

নির্দেশনা ঃ এ কর্মতৎপরতাটির সময়সীমা অংশগ্রহণকারীর সংখ্যার ওপর নির্ভর করবে। এ কাজে প্রতিটি ছোট দলে অংশগ্রহণকারীর মাথাপিছু দশ মিনিট সময় লাগতে পারে।

অংশগ্রহণকারীদের পাঁচ বা ছয়টি দলে ভাগ করুন। তাদেরকে বলুন স্কুলে কোন কুসংস্কার বা বৈষম্য তারা দেখে থাকলে তা নিয়ে তাদের কথা বলতে। এ ক্ষেত্রে নিচের পরামর্শসমূহ কাজে লাগাতে পারেন।

১. কুসংস্কারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণ অনুশীলন করে দেখানো উদ্দেশ্যমূলক হবে না।

২. অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্কুলের প্রশাসক বৃন্দ বা স্কুলের সাধারণ পরিবেশ-সম্পর্কে তাদের পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করতে পারে।

৩. তারা স্কুলের পাঠক্রম, শিক্ষন-পদ্ধতি, শিক্ষা-উপকরণ, পারস্পারিক সম্পর্ক এবং স্কুলের পরিবেশের অন্যান্য দিক নিয়ে চিন্তা করতে পারে।

৪. সাধারণত অংশগ্রহণকারীরা প্রথমেই জাতিগত, ধর্মীয় বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিচয়ে কোন কুসংস্কার বা বৈষম্য আছে কিনা তা চিন্তা করে দেখবে। কিন্তু এগুলো ছাড়াও অন্য কোন দিক দিয়ে কুসংস্কার বা বৈষম্য রয়েছে কিনা তা তাদেরকে খতিয়ে দেখতে হবে। যেমন- সাধারণতঃ বলা হয় মেয়েরা বিজ্ঞানে ভাল করতে পারে না কিংবা প্রতিবন্ধীরা খেলাধুলো করতে পারে না ইত্যাদি।

৫. সবশেষে, তাদের বলুন যে একজন নিপীড়িত বা নিপীড়নকারী হিসেবেও তারা তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারেন হতে পারে। মজার ব্যাপার হল যে খুব কমসংখ্যক অংশগ্রহণকারী স্বীকার করে যে তার ভূমিকা একজন নিপীড়নকারীর । এক্ষেত্রে কেউ যদি এটা স্বীকার করেও তবে এটির ওপর অভিব্যক্ত করার বিশেষ সুযোগ তৈরী হবে।

প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে তার কথা বলার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দিন এবং প্রয়োজনে, তার অভিজ্ঞতা বর্ণনার জন্য আরো পাঁচ মিনিট বাড়িয়ে দিন। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা জানা বিশেষ জরুরী এ কারণে যে, এর মাধ্যমে জানা যাবে যে, ভয়ভীতি প্রর্দশনের সময় আক্রান্ত ব্যক্তির কেমন অনুভূতি হয়েছিল। আপনি অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, নিপীড়নের ঘটনা তাদের মানসে ও আচরণে কি প্রভাব ফেলেছিল এবং এ ধরনের ঘটনা কি করলে এড়ানো যেত বলে তারা মনে করে।

সবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা শেষে, আপনি স্কুলে বা শ্রেণীকক্ষে বিরাজমান (যদি থাকে) কুসংস্কার ও বৈষম্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করার উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারীদের কিছু প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন-

১. কুসংস্কার ও বৈষম্যের ওপর আপনার অভিজ্ঞতা সবার কাছে বর্ণনা করে কেমন অনুভব করলেন?

২. আপনি/আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বা অন্যের অভিজ্ঞতা বর্ণনা থেকে কি শিখলেন যা আপনি আপনার শিক্ষণে (শিক্ষক হলে) এবং দৈনন্দিন জীবনে আলাদা ভাবে একে মোকাবেলা করতে পারবেন?

৩. প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কি কোন যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছেন? এর মধ্যে এমন কিছু কি রয়েছে যা বেশ আগ্রহোদ্দীপক?

৪. আপনাদের মধ্যে কি কেউ স্কুলে কোন কুসংস্কার বা বৈষম্যজনিত ঘটনার কথা মনে করতে পারেন? হ্যাঁ হলে তা কেন ঘটেছিল?

৫. অন্যদের বলা কোন অভিজ্ঞতা থেকে আপনার নিজের আরও কোন অভিজ্ঞতা কি মনে পড়ে যাচ্ছে?

শিক্ষাক্রম ও শিখন উপকরণে পক্ষপাতিত্ব

আমাদের শিক্ষাক্রমে বা শিখন উপকরণে অনিচ্ছাকৃতভাবে কুসংস্কার বা বৈষম্য চিহ্নিত হতে পারে । বিশেষ করে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ নেতিবাচক ভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পথ শিশুরা চোর বা পকেটমার হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত হতে পারে, তাদেরকে দরিদ্র বলা হতে পারে কিংবা মেয়েরা শুধুমাত্র ঘরের কাজ করছে আর ছেলেরা বাইরের কাজ করছে এমনভাবে দেখানো হতে পারে ইত্যাদি।

অথচ পথ শিশুরা দরিদ্র হলেও তাদের মধ্যে কেউ কেউ কর্মজীবি। কারোর মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের প্রতিভা ও সামাজিক দক্ষতা। আবার এটা সর্বজন বিদিত যে মেয়েরা তাদের প্রতিভা একটি ছেলের মতই সমান ভাবে কাজে লাগাতে পারে। কাজেই আমাদের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণ যত বেশী বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন বা ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার কথা সমান ভাবে তুলে ধরবে ততই তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং সব শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হবে।

বিশেষত ঃ আমাদের সমাজে মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। বুকলেট -৩ এ আমরা জেনেছি একটি সমাজে নারী ও পুরুষের সামাজিক ভূমিকা (জেন্ডার রোল) নানা ধরনের হতে পারে। প্রচলিত ধারণার কারণে মেয়েদের স্কুলে যাওয়াকে নিরুৎসাহিত করে তাদের ঘরের কাজে বেশী লাগানো হয়। মেয়েদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ আমাদের শিক্ষা শিখন উপকরণেও অনেক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। যখন মেয়েরা দেখবে যে পাঠ্য পুস্তকে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কম সক্রিয় দেখানো হয়েছে তখন তা তাদের অবচেতন মনে প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে তুলনামূলক ভাবে কঠিন বিষয় যেমন গণিত বা বিজ্ঞানে মেয়েরা খারাপ ফল করতে পারে। মেয়েদের ধারণা হতে পারে এসব বিষয় তাদের জন্য নয় বরং এগুলো ছেলেদের বিষয়। এজন্য শ্রেণীকক্ষে একীভূত পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে লিঙ্গ সমতা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। আমাদের শিক্ষণ উপকরণ তখনই একীভূত হবে যখন -

- আমরা সব ধরনের ছেলেমেয়ে - ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারব।
- ছেলেমেয়েদের শিখন চাহিদা ও ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত হবে।
- সবার সংস্কৃতি উপযোগী হবে।
- সামাজিক ভিন্নতাকে মূল্য দেবে (যেমন - আর্থসামাজিক ভিন্নতা ; দরিদ্র পরিবারের শিশুদের সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখানো)।
- ভবিষ্যত জীবনের জন্য কার্যকর হবে।
- নারী ও পুরুষকে নানা ভূমিকায় দেখানো হবে।
- সাম্য অবস্থা বোঝাতে সঠিক ভাষা প্রয়োগ করা হবে।

আপনি কিভাবে যাচাই করবেন যে আপনার ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণে জেন্ডার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাম্য প্রতিফলিত হয়েছে কিনা?

১. **বইয়ের অঙ্গসজ্জা ও ছবি যাচাই করুন** - দেখুন বইয়ের চরিত্রগুলো বাঁধাধরা (Stereo-typed) কিনা। যেমন পুরুষকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম এবং নারীকে সন্তান পরিচর্যাকারী হিসেবে দেখানো)। অঙ্গসজ্জাঃ কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর বা সংস্কৃতির মানুষজনকে প্রধান চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে কি? এদের মধ্যে কে কি করছে? প্রতিবন্ধী শিশুদের কি নিষ্ক্রিয় নাকি সক্রিয় হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেমন তারা খেলাধূলো করছে; সবার সঙ্গে নানা কাজ করছে -এভাবে দেখানো হয়েছে কিনা? তাদেরকে কি ইতিবাচক হিসেবে দেখানো হয়েছে?

২. **গল্প বা ঘটনা পরীক্ষা করে দেখুন** -পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত গল্প বা ঘটনা কিভাবে উপস্থাপিত ও সমাপ্তি টানা হয়েছে? গল্প বা ঘটনাসমূহে ক্ষুদ্র চরিত্রসমূহ (যেমন -আদিবাসী, প্রতিবন্ধী) কি ইতিবাচক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে? গল্পে বর্ণিত নারী ও পুরুষের সাফল্য কি তাদের উদ্যোগ ও বুদ্ধিমত্তার কারণে এসেছে নাকি তাদের শারিরীক সৌন্দর্যের কারণে সম্ভব হয়েছে? একই ঘটনা বা গল্পে নারী ও পুরুষকে যে ভূমিকা পালন বা কাজ করতে হয়েছে তা উল্টো করে দিলে ঘটনাটি কি একই রকম থাকবে?

৩. **চরিত্রসমূহের জীবন যাপন খতিয়ে দেখুন** - গল্পের ঘটনা ও বর্ণনায় কোন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি চিত্রিত করতে গিয়ে তা'কি খুব সাদামাটা ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে নাকি গভীর অর্ন্তদৃষ্টির সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে?

৪. **চরিত্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক খেয়াল করুন** -ঘটনায় ক্ষমতা কার কাছে দেখানো হয়েছে? কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? নারী কি একজন সক্রিয় সমর্থনকারী হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে নাকি তাকে অধীনস্থ দেখান হয়েছে?

৫. **মূল চরিত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন** -মূল চরিত্রসমূহ কি বিশেষ কোন সংস্কৃতির জন গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করছে? কোন প্রতিবন্ধীকে কি মূল চরিত্র দেখানো হয়েছে? কোন নারীকে কি মূল চরিত্র হিসেবে দেখান হয়েছে?

6. **শিশুর স্ব-স্ব ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এমন কিছু রয়েছে কিনা দেখুন** - শিশুর আশা আকাঙ্খাকে অবদমিত করতে পারে এমন কোন ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে কি? এ ধরনের যে কোন কিছু শিশুর দৃষ্টিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। বর্ণিত ঘটনা বা গল্পে যদি ছেলেদের সাহসী এবং সব কাজে পারঙ্গম অপরদিকে মেয়েদের ভীতু ও শুধুমাত্র কিছু কাজে সীমিত ভাবে দক্ষ হিসেবে দেখান হয়এতে মেয়েদের নিজস্ব ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে।

তাই সাম্য ও একীভূত মূল্যবোধের বিচারে আমাদের শিক্ষা উপকরণ গুলো যথাযথ কিনা তা যাচাইয়ের জন্য নিচের চেকলিস্টটি পূরণ করুন।[৩]

শিখন উপকরণে সাম্য যাচাইয়ের চেকলিস্ট:

পরিমাপক	বিষয়বস্তু		অঙ্গ সজ্জা	
	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
ছেলে ও মেয়ের ভূমিকা কি সমান? (যেমনঃ ডাক্তার, শিক্ষক, মাঠকর্মী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হিসেবে)				
ছেলে ও মেয়ের কাজ কি সমান? (যেমনঃ খেলাধূলা করা, পড়া, কথা বলা, কাজ করা ইত্যাদি)				
ছেলে ও মেয়ে উভয়ের আচরণ কি সমান? (যেমনঃ সক্রিয়, সাহায্যকারী হাসিখুশী, সবল, উৎপাদনশীল ইত্যাদি)				
মেয়েরা কি কখনো কখনো নেতা?				
মেয়েরা কি আত্ম-বিশ্বাসী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী?				
মেয়েরা কি ছেলেদের মত বুদ্ধিমান?				
মেয়েরা কি ছেলেদের মতই বাইরের কাজ করে?				
মেয়েরা ও ছেলেরা কি একই ভাবে সমস্যা সমাধান করছে?				
মেয়েরা ও ছেলেরা কি একত্রে কাজ করে?				
উপকরণের বিষয় কি মেয়েদের কাছে আগ্রহোদ্দীপক?				
বিষয় বস্তু কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের				

[৩] ঈড়ঁহপরষ ড়হ ওহঃরবহঃধরড়হধষ ইড়ড়ঃং ভড়ৎ ঈযরষফবহ, (১৯৮০) এঁরফবষরহবং ভড়ৎ ঝবষবপঃরহম ইরধং-ঋৎবব এক্রীঃনেড়ড়ঃং ধহফ ঝড়ঢ়ুনেড়ড়ঃং, ঘবা ণড়ঃশ

শিশুদের কাছে ভাল লাগছে?				
পশুপাখীর গল্পে কি লিঙ্গ ভারসাম্য করা হয়েছে?				
ইতিহাসে কি মেয়েদের কথা বলা হয়েছে?				
মেয়েদের কি সাহিত্য ও শিল্পকলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?				
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনকে সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পকলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?				
ব্যবহৃত ভাষা কি স্থানীয় সমাজের উপযোগী? (যেমন -জিনিস পত্রের নাম, কাজকর্মের নাম ইত্যাদি)				
ব্যবহৃত ভাষায় কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলে ও মেয়েরা আকৃষ্ট হতে পারে?				
ব্যবহৃত শব্দ ও ভাষা প্রয়োগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ও তাদের মেয়েদের প্রতি কি কোন বৈষম্য দেখানো হয়েছে?				

শিখন উপকরণ অবশ্যই লিঙ্গ, জাতিগত, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ভিন্নতা তুলে ধরার পাশাপাশি ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলে মেয়েদের শিখন চাহিদা এবং নানা ধরনের পেশা, বয়স এবং পরিবারের উদাহরণ সমানভাবে উপস্থাপিত করবে।

প্রয়োজনে স্কুলে ও শ্রেণীকক্ষের চাহিদা অনুযায়ী শিখন উপকরণে যথাযথ বিষয় সংযোজন ও বিয়োজন করা সম্ভব। আপনি, আপনার সহকর্মী এমনকি আপনার শিক্ষার্থীরাও মেয়েদের ভূমিকা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষদের উপকরণে সমানভাবে উপস্থাপিত করতে নতুন কোন পাঠ বা ছবি সংযোজন করতে পারেন।



কর্মতৎপরতা: শিক্ষণীয় উপকরণে সাম্য যাচাই:

আমরা জেনেছি শিক্ষা উপকরণে পক্ষপাতিত্ব চিহ্নিত করতে কি কি বিষয় দেখতে হবে। এখন আমরা যেকোন একটি পাঠ্য বই বা রেফারেন্স বই নিয়ে তা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হলে, একটু বড় শিক্ষার্থীরাও উপকরণ বিশ্লেষণ করে তাতে প্রয়োজনীয় অভিযোজন বা পরিমার্জন করতে পারবে। অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরা শিক্ষার্থীদের এ কাজে কার্যকরভাবে সাহায্য করতে পারবেন।

নিচের ছকটিকে এ ধরনের বিশ্লেষণের কাজে লাগানঃ

বিশ্লেষণের ক্ষেত্র	পক্ষপাতিত্ব রয়েছে? কোন্ পাতায়?	উপকরণ উন্নয়নে কি পদক্ষেপ নেয়া যায়?	কোন সাহায্য প্রয়োজন?
পাঠ-উপকরণের অঙ্গসজ্জা পরীক্ষা করুন			
গল্পের লাইন; পরীক্ষা করুন			
চরিত্রসমূহের জীবন-যাপন কেমন?			
চরিত্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক কেমন?			

মূল চরিত্রটি কেমন?			
শিশুর ব্যক্তি সত্ত্বার কোন প্রভাব পড়ছে কি?			
চরিত্রের বিভিন্নতা রয়েছে?			
ভাষা কেমন?			

লিঙ্গ ও শিক্ষণ:

শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছাকৃত ভাবেই লিঙ্গ সংশ্লিষ্ট কিছু গৎবাঁধা কাজ করতে পারেন। যেমন-

- প্রশ্ন উত্তরের ক্ষেত্রে মেয়েদের চাইতে ছেলেদের প্রাধান্য দেওয়া
- মেয়েদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজ এবং ছেলেদের যন্ত্রপাতির কাজ দেওয়া
- ভুল উত্তর দেওয়ার জন্য মেয়েদের সমালোচনা করা
- সঠিক উত্তর বা কাজের জন্য ছেলেদের পুরস্কৃত করা কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তা সবসময় না করা।
- ছেলেদের মেয়েদের তুলনায় বেশী দায়িত্ব দেওয়া (যেমন- ছেলেদের ক্লাসের নেতা বা দলের নেতা বানানো ইত্যাদি)। বা,
- পক্ষপাতদুষ্ট পাঠ্য বই ও অন্যান্য শিখন উপকরণ ব্যবহার করা।

উপরন্তু, অনেক শিক্ষকই অবচেতন মনে শ্রেণীকক্ষে ছেলে ও মেয়েদের আলাদাভাবে বিবেচনা করেন। কিন্তু শিক্ষক হিসেবে আমাদের ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী সমানভাবে শিখনের সুযোগ দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, কোন আইডিয়া বা ধারণা যা স্থানীয় সংস্কৃতি বা সমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তার বিরুদ্ধাচারণ করার প্রয়োজন নেই। তবে দেখতে হবে এ ধরনের ধারণা আমাদের শিক্ষণকে এবং সবার জন্য শিক্ষার সুযোগকে কতটুকু প্রভাবিত করছে।



কর্মতৎপরতা ঃ জেন্ডার -সাম্য ঃ

আপনি আপনার শ্রেণীকক্ষের কাজের অংশ হিসেবে আপনার স্কুলের এবং সমাজের ধারণা পেতে একটি ছোট্ট জরিপ চালাতে পারেন। নিচের ছকে, ছেলে ও মেয়েরা বাড়ীতে বা সমাজে কি ধরনের কাজ করে (যেমন- পানি আনা, রান্না করা, বাচ্চা দেখা শোনা, গরু-ছাগল চড়ানো ইত্যাদি) এবং শিক্ষক হিসেবে আমরা ক্লাসে বা স্কুলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পড়ালেখা ছাড়া অন্য কি ধরনের কাজ আশা করি (যেমন - শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কারকরা, বেঞ্চ, টেবিল সাজানো ইত্যাদি) তা লিখে রাখতে পারেন। আমরা স্কুলে ছেলে ও মেয়েদের যে ধরনের কাজ করতে দেই তা কি তারা বাড়ীতে বা সমাজে করে থাকে? এ কাজগুলো সমাজে কি প্রচলিত নারী ও পুরুষের কাজের অনুরূপ? মেয়েরা যে কাজ করতে পারে তাদের কে কি সেসব কাজ করতে নিষেধ করা হয়?

ছেলে	মেয়ে	মন্তব্য	
বাড়ী বা সমাজ			
স্কুল			

জরিপের ওপর ভিত্তি করে, আপনি ও আপনার শিক্ষার্থীরা কি কাজ করবেন যাতে সবাই বুঝতে পারে যে নির্দিষ্ট কিছু কাজ কিভাবে করা যায় এবং কিভাবে দায়িত্ব নেয়া যায়?

আপনি ও আপনার শিক্ষার্থীরা স্কুলে ও কমিউনিটিতে কি উদ্যোগ নিবেন যাতে স্কুলের কর্মীরা ও সমাজের সদস্যবৃন্দ সব কাজে সব ছেলেমেয়েকে সমান ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেবে, যাতে তাদের নিজেদের স্কুলের তথা সমাজের উন্নয়ন হয়?

ভিন্নতা ও প্রতিবন্ধিতা

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য কৌশল[৪]

আমরা যখন একীভূত শ্রেণীকক্ষ তৈরী করছি এবং চেষ্টা করছি সব ধরনের সামর্থ্যের শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করতে, আমাদের উচিত তাদের সুবিধার্থে কিছু কৌশল প্রণয়ন করা। যেমন-

- **অনুক্রম বজায় রাখা** ঃ শ্রেণীকক্ষের বড় কাজসমূহকে ছোট ছোট কাজে বিভক্ত করুন এবং সেগুলো ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা দিন।
- **পুনরাবৃত্তি করা ও ফিডব্যাক প্রদানঃ** প্রতিদিন দক্ষতা পরীক্ষা করুন, পুনরানুশীলন করতে বলুন এবং প্রতিদিনই কাজের ওপর ফিডব্যাক প্রদান করুন।
- **ছোট্ট করে শুরু করুনঃ** অভীষ্ঠ দক্ষতাকে ছোট ছোট্ট ইউনিট বা কর্মকুশলতায় বিভক্ত করুন, সবগুলো মিলিয়ে পুরো কাজটি বাস্তবায়ন করুন।
- **জটিলতা কমানঃ** কাজগুলোকে সহজ থেকে জটিলে আনুক্রমিকভাবে সাজান এবং কাজ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত প্রদান করুন।
- **প্রশ্ন করাঃ** প্রক্রিয়া সম্পর্কিত প্রশ্ন (কিভাবে) জিজ্ঞেস করুন বা বিষয়বস্তু সম্পর্কিত প্রশ্ন (কি) জিজ্ঞেস করুন।
- **গ্রাফিক্স দিনঃ** ছবি বা চিত্রের মাধ্যমে সব কিছু উপস্থাপিত করুন।
- **দলীয় নির্দেশনাঃ** শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা সহযোগিতা দিন।

---

[4] Excerpted from: Swanson HL. (1999) . Instructional components that predict treatment outcomes for students with learning disabilities: support for a combined strategy and direct instruction model. Learning Disabilities Research and Practice, 14(3), 129-140

- অন্য শিক্ষক বা শিক্ষার্থীকে কাজে লাগানঃ শিখন কাজে বাড়ীর কাজ ব্যবহার করুন এবং প্রয়োজনে অভিভাবক, শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাজে লাগান।

এছাড়া সহপাঠী অ-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে প্রতিবন্ধী সহপাঠীর সাথে জুটি তৈরী করে দিয়ে তার দায়িত্ব নিতে সহযোগিতায় উৎসাহিত করুন। যেমন-তাকে লেট্রিন, খেলার মাঠ বা লাইব্রেরীতে নিয়ে যাওয়া কিংবা বাইরে ফিল্ড ট্রিপে সঙ্গ দেয়া বা তাকে কিছু পড়ে শোনানো ইত্যাদি। অ-প্রতিবন্ধী সহপাঠী শিক্ষার্থীকে এ কাজে উৎসাহিত করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করুন এবং জানান তারা কিভাবে এবং কত ভালভাবে তাদের প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের সহযোগিতা করতে পারে।

আপনার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে কথা বলুন বিশেষতঃ যে ধরনের প্রতিবন্ধিতা স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বা সমাজের লোকজনের মধ্যে দেখা যায়। এ ছাড়াও একজন বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আপনার শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে আলাপ করতে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের বলুন প্রতিবন্ধিতা ছোঁয়াচে নয়, বা কোন রোগ নয়, দুর্ঘটনা বা জিনগত কারনে হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, চোখে বা কানে কোন সংক্রমণের কারনে দেখা বা শোনায় সমস্যা হতে পারে। অ-প্রতিবন্ধী সহপাঠী যাতে তার প্রতিবন্ধী সহপাঠীকে সাহায্য করে সেজন্য তাদের প্রতিবন্ধীদের সাফল্যের নানা কাহিনী শোনান।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু

দৃষ্টি-সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের চিহ্নিত করা:

অনেক শিশু অন্য সব শিশুদেও মত ভালভাবে দেখতে পায়না। যদি সমস্যটি আগেই চিহ্নিত করা যায় তবে সমাধান সম্ভব। ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের এ সমস্যা হলে নাজুক আর্থ সামাজিক অবস্থার কারণে তাদের ভোগান্তি আরো বেড়ে যায়। এ ছাড়াও এ ধরনের শিশুরা সহজেই অন্যান্যদের হয়রানি, টিজিং এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের শিকার হয়ে থাকে। কাজেই অল্প বয়সে দৃষ্টি জনিত সমস্যা হলে তা চিহ্নিত করা খুব জরুরী। সমস্যা চিহ্নিত করার নানা পথ রয়েছে। একটি হল অন্যান্য ছেলেমেয়ে বা সহপাঠী তার সমস্যা আগে ধরতে পারে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষককে তারা জানাতে পারে।

শিশু ভাল দেখতে পাচ্ছে না কখন বুঝবেন?[৫]

- কোনকিছুর সাথে ধাক্কা খাওয়া;
- দূরের বা কাছের যেকোন পাঠ যোগ্য জিনিষ পড়তে অসুবিধা হলে;
- সোজা লাইনে লিখতে অসুবিধা হলে;
- সুঁইয়ে সুতো পরাতে অসুবিধা হলে;
- বই চোখের খুব কাছে নিয়ে পড়লে এবং পড়তে পড়তে চোখ থেকে পানি পড়লে;
- প্রায়ই মাথা ব্যথা বা চোখ চুলকানির কথা বললে;
- খেলার সময় ছুড়ে দেওয়া বল ধরতে না পারলে;
- কাপড় পড়ার সময় উল্টা সোজা ঠিকমত বুঝতে না পারা;
- কোন কিছু এলোমেলোভাবে সাজালে; বা
- কিছু আনতে বললে অন্য কিছু নিয়ে এলে।

শিশুর দৃষ্টি শক্তি পরীক্ষা করা:

যে সব শিশু ঠিকমত চোখে দেখতে না পায় তাদের শিখন ও স্কুলে থাকার স্বার্থেই দ্রুত সমস্যা চিহ্নিত করা জরুরী। দেখার সমস্যা চিহ্নিত করতে নিচের উদাহরণের সাহায্য নেয়া যেতে পারেঃ

[5] This section on "Children Who Have Difficulty seeing" was adapted from: Bailey D, Hawes H and Bonati B. (1994) Child to Child: A Resource Book. Part 2: The Child –to- Child Activity Sheets. London: The Child- to- Child Trust

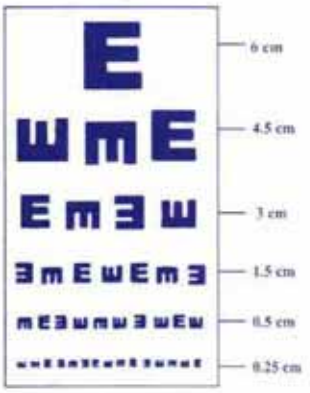
একটি সাধারণ আই-চার্ট (eye-chart) তৈরী:

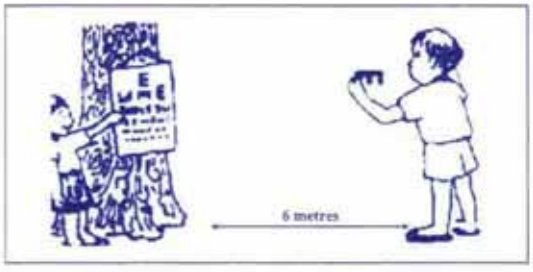
ধাপ - ১ঃ একটি স্টেনসিলে ছয় ধরনের আকৃতির 'E' তৈরী করুন। একটির উচ্চতা হবে ৬ সে.মি.। অপরগুলোর যথাক্রমে ৪.৫ সে.মি, ৩ সে.মি., ১.৫ সে.মি., ০.৫ সে.মি. এবং ০.২৫ সে.মি. (নিচের নমুনা অনুযায়ী)। লক্ষ রাখতে হবে যাতে প্রতিটি অক্ষর যেন সঠিক আকারের হয় এবং প্রতিটি অক্ষরের মাঝখানে ফাঁকা থাকে।

ধাপ -২ঃ প্রতিটি শিক্ষার্থীকে স্টেনসিল ব্যবহার করে সঠিক আকারের একটি 'E' তৈরী করতে বলুন এবং সেসঙ্গে অক্ষরটিকে কালো রং করতে বলুন।

ধাপ -৩ঃ আপনার বানানো প্রতিটি 'E' কে একটি সাদা আর্ট পেপার বা বোর্ডে আঠা দিয়ে লাগান। চার্টটি দেখতে নিচের নমুনার মত হবে।

ধাপ -৪ এবার চোখ পরীক্ষা। ভালো আলো আছে এমন একটি জায়গায় চার্টটি টাঙ্গিয়ে দিন। চার্ট থেকে ৬মি. দূরত্ব পর্যন্ত একটা লাইন টেনে দিন। একে একে প্রতিটি শিক্ষার্থী লাইনের এ প্রান্তে দাঁড়াবে এবং হাতে ধরে রাখবে তাদের বানানো 'E' অক্ষরটি। চার্টের কাছে একজন শিক্ষার্থী আঙ্গুল বা কোন কাঠি দিয়ে প্রতিটি অক্ষর নির্দেশ করবে এবং অপর প্রান্তে দাঁড়ানো শিক্ষার্থী তার হাতের 'E' টি চার্টের 'E' এর অবস্থান অনুযায়ী দেখাবে। অর্থাৎ চার্টের 'উ' টি সোজা অবস্থানে থাকলে তার হাতের 'E' টিও সোজা করে দেখাবে। উল্টো হলে উল্টো করে ধরবে। এভাবে বড় অক্ষর থেকে ক্রমান্বয়ে ছোট থেকে ক্ষুদ্রতম অক্ষর-এ যেতে হবে।





ধাপ -৫ঃ এ পরীক্ষাটি যারা দিয়েছে তারা অন্যান্যদেরও চোখ পরীক্ষা করতে পারবে। ওপরের ক্লাসের শিক্ষার্থীরা নিচের ক্লাসের শিশু শিক্ষার্থীদের এ পরীক্ষা করে দিতে পারে। (বিশেষত যারা সদ্য স্কুলে যাবে।)। এছাড়াও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মী বা চক্ষু বিশেজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থানীয় বর্ণমালার সাহায্য বা একই ধরনের চোখ পরীক্ষার উপায় উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন শিশুদের সাহায্য করা ঃ

ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন কোন শিশু যখন প্রথম স্কুলে আসে তখন তার ও তার সঙ্গে আসা অভিভাবকদের সঙ্গে একা কথা বলুন। শিশুটির সঙ্গে আপনি কথা বলে তাকে বুঝিয়ে বলুন আপনি কে। তাকে স্পর্শ করতে বলুন আপনাকে ।

এরপর তাকে তার সহপাঠীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। সবাইকে বলুন যে সে তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যেমন স্পর্শ, শোনা এবং গন্ধ নেয়ার অনুভূতি ব্যবহার করে অন্য সবার মত সব কিছু করতে পারবে। নির্দিষ্ট কোন কাজের জন্য তার সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাকে সাহায্য করা যাবে এবং সাহায্য করার মাধ্যমে একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে।

যদি শিশুটি তার সহপাঠীদের একদমই দেখতে না পায় তবে তার কয়েকজন সহপাঠীর নাম তাকে বলুন। শিশুটিকে তাদের নাম ও গলার স্বর না চেনা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কথা বলতে দিন, তাদেরকে স্পর্শ করতে বলুন। এরপর ক্লাসের অন্য সহপাঠীদের নাম তাকে বলুন যাতে শিশুটি তার সব সহপাঠীকে চিনতে পারে।

দৃষ্টিহীন কোন শিশুর কারো কাছে নিঃশব্দে কেউ এলে সে বুঝতে পারে না। সেজন্য এ ধরনের শিক্ষার্থীর সামনে এলে আপনি কথা বলবেন, যাতে সে বুঝতে পারে আপনি সেখানে আছেন। ক্লাসের অন্যান্য ছেলেমেয়েদেরও তাই করতে বলে দিন।

ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু লেখার সময় বড় বড় করে অক্ষরে লিখবেন এবং অন্যান্যদেরও তাই করতে বলবেন। যে কোন নির্দেশনা মুখে বলে দিন। কখনো ভাববেন না সবাই ব্ল্যাকবোর্ড থেকে পড়তে পারবে। দৃশ্য-উপকরণে কি আছে তা সুনির্দিষ্ট করে বলে দিন (যেমন- 'বাম দিকে'----------লেখা হয়েছে' ইত্যাদি) ক্ষীণ দৃষ্টির শিক্ষার্থীকে শিখণ উপকরণ হাতে ধরতে দিন। যেমন- কোন মানচিত্র বোঝানোর জন্য চারিদিকের সীমানা মোটা সূতো দিয়ে চিহ্নিত করে দেবেন। ক্ষীণ দৃষ্টির বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনে একজন পাঠকারী'র ব্যবস্থা করে দিন, যে বা যিনি ক্ষীণ দৃষ্টির শিক্ষার্থীদের কোন বই বা লেখা পড়ে শোনাবেন এবং তাকে শিখনে সহায়তা করবে। কোন সহপাঠী বা বড় ক্লাসের শিক্ষার্থী বা একজন স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষককে পাঠকারীর কাজে লাগাতে পারেন।

আংশিক দৃষ্টি শক্তি রয়েছে এমন শিক্ষার্থী কিছুটা হলেও অন্যদের মত পড়তে ও লিখতে পারে। এ ধরনের শিক্ষার্থীকে বর্ণমালা ও সংখ্যা লিখতে শেখান। চকের সাহায্যে একটি শ্লেটে তাকে শেখানো শুরু করতে পারেন। লেখার সুবিধার্থে প্রয়োজনে শ্লেটের ওপর আড়াআড়িভাবে হালকা তার লাগিয়ে দিন। শিক্ষার্থী যখন কাগজে লেখা শিখবে তখন এক টুকরা কাঠের ওপরও তার স্থাপন করে দিন এবং শিক্ষার্থীকে তারের ফ্রেমের নিচে কিভাবে কাগজ স্থাপন করে লিখতে হয় তা শিখিয়ে দিন।

শ্রবণ ও বাক সমস্যাগ্রস্থ শিশু :

যেসব শিশুর শ্রবণে ও কথা বলায় সমস্যা রয়েছে তারা প্রায়ই যোগাযোগে ব্যর্থ হয়ে থাকে। আমরা যদিও অপরের সঙ্গে যোগাযোগের নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি। তারপরও শুনে ও কথা বলে আমরা মূলত অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকি তাই যোগাযোগের ক্ষেত্রে শোনা ও ভাষার ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রবণ সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের চিহ্নিত করা :

কম শুনতে পায় বা শোনায় সমস্যা রয়েছে এধরনের শিশুদের চিহ্নিত করতে নিচের বিষয়গুলো লক্ষ করুনঃ[৬]

[6] adapted from: Bailey D, Hawes H and Bonati B. (1994) Child to Child: A Resource Book. Part 2: The Child –to- Child Activity Sheets. London: The Child- to- Child Trust

- শব্দের উৎস কোথায় তা দেখতে না পেলে যদি শিশু কোন শব্দ বা স্বর না বুঝতে পারে;
- শিশু অবাধ্য হলে বা কোন অনুরোধ না শুনলে;
- শিশুর কানে কোন সংক্রমণ ঘটলে বা কান থেকে তরল পদার্থ বা পুঁজ বের হলে;
- শিশু কোন কথা বুঝতে বক্তার ঠোঁটের নড়াচড়ার দিকে খেয়াল করলে;
- শিশু কোন কিছু শুনতে শব্দের সম্ভাব্য উৎসের দিকে মাথা ঝুঁকে পড়লে;
- শিশু খুব জোরে বা অস্পষ্ট ভাবে কথা বললে;
- শিশু হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলে বা উগ্র মেজাজী হয়ে উঠলে বা একা একা থাকতে চাইলে;
- লেখাপড়ায় শিশুর যতটা ভাল করা উচিত ততটা ভাল না করলে;

শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর সঙ্গে যোগাযোগের উপায়:

যেসব শিশু জন্ম থেকে বধির তারা হয়তো কথা বলতে পারে না। তাই অনুভূতি, চাহিদা বা ভাবনা প্রকাশ করতে তাদের শারিরীক অঙ্গভঙ্গি বা অন্য কোন প্রকাশ ভঙ্গি শেখাতে হবে। অপরদিকে, শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য হাত, মুখ বা শরীর নেড়ে চেড়ে কথা বলার পদ্ধতি বা লিখন ব্যবহার করুন। অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরও তার সঙ্গে যোগাযোগের বিভিন্ন কৌশল শিখিয়ে দিন।

শিশুটির সঙ্গে কথা বলার আগে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যাতে সে বুঝতে পারে আপনি কথা বলছেন। সে যাতে আপনাকে ভালভাবে দেখতে পায় তা নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে আলোর কাছাকাছি দাঁড়ান যাতে আপনার মুখ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিশুদের আচরণ মাঝে মাঝে খুবই বিরক্তিকর হয়ে থাকে। কি বলা হচ্ছে তার দিকে তাদের প্রায়শই নজর তাকে না। তাদেরকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। যদি তাদের মনোযোগ অন্যত্র থাকে তবে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বা আপনার কথায় আগ্রহী করতে চেষ্টা করুন। যেমন- ক্লাসে আপনি ও অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বৃত্তাকারে বসুন যাতে সবাই সবাইকে দেখতে পায় ও সবাই সবার কথা শুনতে পায়। পাঠের শুরুতে কোন ছবি, বস্তু বা মূল শব্দের ছবি (ভিজ্যুয়াল ক্লু) ব্যবহার করুন। শ্রবণ সমস্যাগ্রস্থ শিশুর কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথা বললে সে পরিষ্কার ভাবে শুনতে পারে। যদি তাই হয় তার সঙ্গে কথা বলার সময় আপনি তাই করুন। অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকেও তাই করতে বলুন।

এক্ষেত্রে আপনি যখন তার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তখন তাকে আপনার কথা শুনতে ও বুঝতে সময় দিন। উত্তরে শিশু শিক্ষার্থীটি যে শব্দ উচ্চারণ করবে বা করতে চাইবে তা সঠিক না হলে আপনি পরিষ্কার ভাবে এবং ধীরে ধীরে সঠিক শব্দটি উচ্চারণ করে বলে দিন (যা সে বলতে চেয়েছিল।) আপনি যখন সঠিক শব্দটি উচ্চারণ করতে থাকবেন তখন যেন শিশুটি আপনার মুখ ভালভাবে দেখতে পায়।

শ্রবণ সমস্যাগ্রস্ত শিশুর সঙ্গে যোগাযোগে তাই শারিরীক ও মুখের অভিব্যক্তি ব্যবহার করুন। একইভাবে তার সহপাঠীরাও শারিরীক অঙ্গ ভঙ্গি ও মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে শ্রবণ সমস্যাগ্রস্থ সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলতে পারে। এ ধরনের শিশু নিজেকে কিভাবে প্রকাশ করে তা বুঝতে চেষ্টা করুন। তার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সম্ভাব্য সবধরনের কৌশল ব্যবহার করুন।

যদি শিশুটি আংশিক শ্রবণ ক্ষমতা সম্পন্ন হয় তবে তাকে কথা বলানো শেখান। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ কথা বলা শিখে ফেলে আবার কেউ কেউ কিছু কিছু শব্দ বলার চেষ্টা করে যা অনেক সময় বোঝা যায়। শিক্ষক হিসেবে আপনি বিশেষ কোন এনজিও, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান থেকে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ (Sign Language) শিখে নিয়ে আপনার শ্রেণীকক্ষে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সহায়তায় এগিয়ে আসুন।

শিশু যদি হিয়ারিং এইড ব্যবহার করে, তবে খেয়াল করুন সে সব ধরনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কিনা। একই সঙ্গে অনেকে কথা বললে তার পক্ষে সবার গলার স্বর আলাদা ভাবে চিনতে অসুবিধা হতে পারে। আপনি যখন বক্তৃতা দেবেন তখন আপনার বক্তৃতার নোট নিতে পারে এমন একজন সহপাঠীর পাশে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুটিকে বসতে উৎসাহিত করুন যাতে তখন সে আপনার ঠোঁটের নড়াচড়া মনোযোগ দিয়ে দেখতে পারে।



কর্মতৎপরতা: খেলা ও অনুশীলন :

একীভূত শ্রেণীকক্ষে পরিবেশ তৈরীতে খেলা ও শারিরীক অনুশীলন একটি কার্যকর উপায়। নিচে বর্ণিত কয়েকটি খেলা আপনি শ্রেণীকক্ষে অনুশীলন করাতে পারেন যা সবাই উপভোগ করবে।

শারিরীক অনুশীলন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সহায়তা করে। আপনি যখন এ ধরনের অনুশীলন করাবেন খেয়াল রাখবেন যাতে ক্লাসের সব ধরনের শিক্ষার্থী তা উপভোগ করতে পারে। যেমন- যেসব শিক্ষার্থী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, তারা যদি বল দিয়ে খেলা করে তবে বলের ভেতর ছোট কোন ঘন্টা বা ঝুমুর ঢুকিয়ে দিন যাতে তা নড়াচড়ার সাথে সাথে ঘন্টা বা ঝুমুরের আওয়াজ শুনতে পারে।

কিছু ছেলেমেয়ে আবার দৌড় ঝাঁপের খেলা খেলতে পারে না। তাদের কথা বিবেচনা করে এমন কোন খেলা খেলুন যা খেলতে কম দৌড় ঝাঁপ করতে হয় বা বসে বসে খেলা যায়। যেমন- ক্যারম বোর্ড, লুডু বা দাবা ইত্যাদি। প্রতিবন্ধী শিশুরা অনেকক্ষেত্রে গান পছন্দ করে থাকে, এমনকি যেসব শিশুর শিখন প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তারাও গান খুব পছন্দ করে। এমন কি যেসব শিশুদের শ্রবণ ক্ষমতা নেই তারাও এর ছন্দ বা তালের কারণে গান বিশেষতঃ নাচ ও যন্ত্র সঙ্গীত খুব পছন্দ করে।

কিছু খেলা



খেলা -১ : দেখে দেখে শেখা:

দলের মধ্যে একজন শিক্ষার্থী আঙ্গুল দিয়ে তার দু'কান বন্ধ করে রাখবে এবং অন্য আরেকজন শিক্ষার্থী দলের সবাইকে একটি মজার গল্প শোনাবে।

এরপর আরেকজন শিক্ষাথী একজন শিক্ষক-এর ভূমিকায় অভিনয় করবে। 'শিক্ষক' যারা গল্পটি শুনেছে তার ওপর বিভিন্ন প্রশ্ন করবে। সবাইকে প্রশ্ন করা শেষে এবার 'শিক্ষক' যে শিক্ষার্থী কান বন্ধ করেছিল তাকে জিজ্ঞেস করবে কান বন্ধ করে রাখায় সে গল্পটি শুনতে না পাওয়ায় সে কেমন অনুভব করছিল এবং যে গল্প বলছিল তার অঙ্গভঙ্গি আর মুখের অভিব্যক্তি থেকে সে কিছু বুঝতে পেরেছে কিনা।

যে শিক্ষার্থী শুধুমাত্র যে গল্প বলেছে তার শরীরের নড়াচড়া ও মুখের অভিব্যক্তি দেখে গল্পটির বেশীর ভাগ অংশ সঠিকভাবে অনুমান করে বলতে পারবে, সেই এ খেলায় বিজয়ী হবে। এভাবে দলের প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজ নিজ কান বন্ধ করে গল্প বলা দেখবে এবং দেখা থেকে অনুমান করে পরে গল্পটি সবাইকে বলার চেষ্টা করবে। এ খেলার মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীরা শ্রবণ প্রতিবন্ধী সহপাঠীর সমস্যা উপলব্ধি করতে পারবে এবং তাকে সাহায্য করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে।

খেলা-২: স্পর্শ করে শেখা:

একজন সহপাঠীকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তার চারধারে গোল হয়ে দাঁড়াবে। মাঝখানে দাড়ানো সহপাঠীর চোখ বাঁধা থাকবে। যাতে সে কিছু না দেখতে পায়। এবার একে একে সবাই চোখ বাঁধা সহপাঠীর কাছে যাবে এবং চোখ বাঁধা সহপাঠী তাদের মুখ স্পর্শ করে বলবে যে সে কে। তার নাম অনুমান করার জন্য সে মাত্র এক মিনিট সময় পাবে। এভাবে সবাই চোখ বেঁধে মাঝখানে দাঁড়াবে আর সহপাঠীদের মুখ স্পর্শ করে বলবে, সে কে। যে শিক্ষার্থী সবচেয়ে বেশীজনকে স্পর্শ করে সঠিকভাবে নাম বলতে পারবে সে এ খেলায় বিজয়ী হবে। এ খেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সহপাঠীর সমস্যা উপলব্ধি করতে পারবে এবং তাকে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ হবে।



যৌন রোগ (এইচআইভি/এইডস) ও বৈষম্য

বর্তমান বিশ্বে শিশুরা নানাভাবে যৌন রোগের শিকার হচ্ছে এবং দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কেউ কেউ জন্ম থেকেই যৌন রোগ বহন করে আসছে (যেমন এইআইভি এইডস)। যৌন রোগে আক্রান্ত বা রোগ বহনকারী শিশু খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশে সামাজিক ভাবে একঘরে হয়ে যায় এবং তার স্বাভাবিক জীবন যাত্রা অচল হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশের স্কুল সমূহে যৌন রোগ প্রতিরোধ দূরের কথা যৌন রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বা যৌন বা প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার সুযোগ তেমন নেই বললেই চলে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে। স্কুলের শিক্ষাক্রমে যৌন রোগ তথা প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ করা জরুরী। বিশেষতঃ কিশোর কিশোরী শিক্ষার্থীদের জন্য এ শিক্ষা তাদের এ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিতে যেমন সহায়ক হবে তেমনি এ সচেতনতা তাদেরকে যেকোন যৌন সংক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।

এক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আপনাকে যৌন রোগ ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্যভিজ্ঞ হতে হবে যাতে আপনি শিক্ষার্থীদের যেকোন 'বিব্রতকর' প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন। যেমন - কিভাবে এইডস হয় বা কনডম কি ইত্যাদি) এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বা স্বাস্থ্য সেবার জন্য আপনি স্থানীয় সংশ্লিষ্ট যেকোন স্বাস্থ্য কর্মী, সরকারী হাসপাতাল বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে পারেন।

কোন শিক্ষার্থী অনভিপ্রেত পরিস্থিতির কারনে যৌন রোগের বা নিপীড়নের শিকার হলে তার প্রতি বিরূপ না হয়ে বা তার প্রতি কোন কঠোর আচরণ না করে তার সমস্যাকে বাবা মা বা অভিভাবক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে সমাধান করতে চেষ্টা করুন। খেয়াল রাখুন সে যেন কোন সামাজিক বৈষম্য ও বিদ্বেষমূলক আচরণের শিকার না হয়।

যখন (এসব বিষয়ে) একজন শিক্ষার্থী আপনাকে প্রশ্ন করবে তখন চেষ্টা করুনঃ

- তার কথা **মনোযোগের** সঙ্গে শুনতে;
- সে যা বলছে তা **গুরুত্ব দিতে**;
- তারা **যাতে বুঝতে পারে** সেভাবে উত্তর দিতে;
- উত্তর দিতে গিয়ে **আন্তরিক** থাকতে।

আপনি যদি প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জানেন তবে তার কাছ থেকে সঠিক উত্তর দেয়ার জন্য সময় চেয়ে নিন। আপনি যদি ঘটনাক্রমে আপনার স্কুলে কোন এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত কোন শিক্ষার্থীর খবর জানতে পারেন তবে বুকলেট -৬ ভাল করে পড়ুন। সেখানে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে এবং এ রোগ প্রতিরোধে তথ্য ও প্রাসঙ্গিক দক্ষতার কথা বলা হয়েছে যা আপনার কাজে আসতে পারে।



টুল ৪.৩
সবার জন্য শিখনকে অর্থবহ করা

জীবনের জন্য শিক্ষা

এই টুলকিটের শুরুতে আমরা জেনেছি যে একীভূত শিক্ষা ও সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হলো পেছনে কাজ করে থাকে 'শিক্ষার গুরুত্ব বা মূল্য' সম্পর্কে শিক্ষার্থী, বাবা মা বা অভিভাবক কিংবা সমাজের ধারণা বা বিশ্বাস । বাবা মা বা অভিভাবক কিংবা শিক্ষার্থীরা ভাবতে পারে যে স্কুলে প্রাপ্ত শিক্ষা তাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য কতটুকু উপযোগী। বিশেষত বাবা মা ভাবতে পারেন, স্কুলের শিক্ষা তার সন্তানদের আয় উপার্জনে সহায়ক হচ্ছে কিনা। এমনকি শিক্ষার্থীদের কারো কারো কাছে স্কুলে বসে থাকার চেয়ে কাজ শেখা অনেক বেশী প্রয়োজনীয় হতে পারে।

আয় উপার্জন করে পরিবারকে সহায়তা করতে হয়না এমন শিক্ষার্থীরাও যদি দেখে যে তারা স্কুলে যা শিখছে তার সঙ্গে তারা ভবিষ্যতে যা হতে চায় বা হবে তার সঙ্গে খুব অল্পই সম্পর্ক আছে তবে তারা স্কুলে আসতে নিরুৎসাহিত হতে পারে। ফলে তারা স্কুলকে গুরুত্ব নাও দিতে পারে এবং স্কুলে তাদের উপস্থিতি অনিয়মিত হয়ে যেতে পারে।

এজন্য আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে স্কুলে এমন একটি শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরী করা যা শিক্ষার্থীকে তাদের শিখনের সঙ্গে আগ্রহ ও দৈনন্দিন জীবনকে সম্পর্কিত করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এটি এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে যখনই আপনি তাদের শিক্ষা প্রদান করবে। তখন সে তার বর্তমান শিখনকে তার পূর্বের শিখন (যা সে নিজ পরিবার, কমিউনিটি বা স্কুলে ইতোমধ্যে শিখেছে) -এর সঙ্গে যুক্ত করতে চাইবে। কাজেই ভাবুন কিভাবে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়?

শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন, স্থানীয় বিষয়বস্তু, উদাহরণ সন্নিবেশিত করতে হবে। এমনকি শিক্ষার্থীরা তাদের বাবা মাকেও স্কুলে নিয়ে আসতে পারে। বাবা মায়েরা স্কুলে শিক্ষার্থীদের সামনে কিভাবে মাছ ধরতে হয়, চাষাবাদ করতে হয়, হাঁসমুরগী পালন করা যায়, সবজী বাগান করা যায় তা বর্ণনা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা বাড়ীতে পুকুরে যে ধরনের মাছ ধরা হয় তার ছবি এঁকে ক্লাসের দেয়ালে বা বেড়ার গায়ে টাঙ্গিয়ে দিতে পারে। তারা এসব মাছের আকার ও ওজন মেপে সে অনুযায়ী মাছের একটি গ্রাফ-চিত্রও আঁকতে পারে।

এধরনের সক্রিয় ও জীবন ঘনিষ্ঠ শিখন তৎপরতার ফলে শিশু শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসার আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং সর্বোপরি তাদের ও তাদের বাবা মায়ের কাছে স্কুলে লেখাপড়া অর্থবহ মনে হবে।



কর্মতৎপরতা: সামাজিক জীবনের সঙ্গে শিখনকে সম্পর্কিত করা

জাতীয় শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করুন এবং আপনার শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে যা জানে এবং দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী যা জানা উচিত তার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রমভুক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর একটি তালিকা করুন। চেষ্টা করুন এলাকার কৃষি মৌসুম বা মাছ ধরার পঞ্জিকা কিংবা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মত বিষয়বস্তু যাতে শিক্ষাক্রমে থাকে।

আপনার ক্লাসে যেসব শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের পারিবারিক প্রেক্ষাপটের কথা ভাবুন। কোন প্রেক্ষাপটের ছেলেমেয়ে ক্লাসে বেশী? কৃষক পরিবার, জেলে পরিবার, ভূমিহীন, বা শ্রমিক পরিবার? তারা মূলত কোন এলাকা/গ্রামে বাস করে? বেশীরভাগ শিক্ষার্থী কি অনুপস্থিত থাকে? কোন্ সময় তারা অনুপস্থিত থাকে? কেন অনুপস্থিত থাকে? এ ধরনের তথ্য সম্বলিত শিক্ষার্থীদের কোন জীবনালেখ্য কি আপনার স্কুলে সংরক্ষণ করা হয়? (বুকলেট - ৩ দেখুন)

আপনি এই পর্বে যেসব বিষয় শিক্ষার্থীদের শেখাবেন সেগুলো পর্যালোচনা করুন এবং তারপর নিচের মত একটি ছক তৈরী করুন। বিষয়বস্তু সমূহেরও একটি তালিকা করুন এবং দেখুন এগুলো শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য কতটা উপযোগী এবং কিভাবে এগুলোকে আরো বেশী তাদের জন্য অর্থপূর্ণ ও কার্যকর করা যায়ঃ

বিষয়	শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক	বিষয়কে অভিযোজন করার কৌশল
উদাহরণ ঃ বৃষ্টি প্রধান অঞ্চলের বনে জঙ্গলের গাছপালা	যে এলাকা/অঞ্চলে শিক্ষার্থীরা বাস করে সেখানে প্রচুর গাছপালা থাকলেও আশে পাশে কোন বৃষ্টি প্রভাবিত বন জঙ্গল বা	প্রথমে এলাকায় কোন ছোট খাট বন-জঙ্গল থাকলে তা পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করুন এবং এ সংক্রান্ত

	rain forest নেই।	ব্যবহারিক পরীক্ষা করুন (বিজ্ঞান, গণিত, ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত করে।) সে অঞ্চলের বিভিন্ন বন-জঙ্গলের সঙ্গে বিষয়কে সম্পর্কিত করুন এবং পরিশেষে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টি প্রভাবিত বন-জঙ্গলের পরিচয় দিন।
আপনার উদাহরণঃ		

অর্থপূর্ণ শিখনের জন্য একটি শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরী

অর্থপূর্ণ শিখনের জন্য প্রস্তুতি:

অর্থপূর্ণ শিখন বলতে বোঝায় আমরা যা শিখছি (বিষয় বস্তু) এবং শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী করে তা' যেভাবে শেখানো হয় তার মধ্যে সম্পর্ক। আমরা সবাই জানি, শেখানোর বা শিক্ষণের কাজ সবসময়ই কঠিন। শিক্ষক হিসেবে তাই শিক্ষার্থীদের শিখনকে অর্থবহ করে তুলতে সবধরনের প্রচেষ্টা নিতে হবে। উপরন্তু কেউই কাউকে নিজ থেকে শিখিয়ে দিতে পারে না যতক্ষণ না তাকে শেখার কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। যখনই শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর ভাবে শেখার পরিবেশ তৈরী করে দেয়া যাবে এবং যখন তারা জানবে যে তাদের শিখন দক্ষতা ভবিষ্যত জীবনে কাজে লাগবে তখন তারা শিখতে চাইবে। সেসঙ্গে যখন তারা তাদের সমাজ, বাবা মা অভিভাবক, বন্ধু ও শিক্ষকদের কাছ থেকে ইতিবাচক ও গঠনমূলক ফিডব্যাক পাবে যে তারা ভাল শিখছে তখন তারা শেখায় আগ্রহী হবে। কাজেই, কিভাবে আমরা অর্থপূর্ণ শিখনের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি? পাঠ পরিকল্পনার সময় নিচের প্রশ্নগুলো বিবেচনা করুন।

- **উদ্বুদ্ধকরণ** - আপনি যে বিষয়বস্তু পড়াবেন তা কি শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক? যা শেখানো হবে তা শিখতে কি তারা আগ্রহী?
- **সুযোগ** - বিষয়বস্তু কি কোন শিক্ষার্থীর জন্য খুব কঠিন ও কারোর জন্য খুব সহজ? শিখন তৎপরতা কি ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য উপযোগী? ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন সব ছেলে মেয়ের জন্য কি যথাযথ?

- **দক্ষতা**- শিখন ফলাফল অর্জনের জন্য কি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা রয়েছে?

- **ফিডব্যাক** - শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদান যাতে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে সহায়ক হয় সেভাবে কি পরিকল্পিত হচ্ছে?



কর্মতৎপরতা: শিশুর জীবনের সঙ্গে শিখনকে সম্পর্কিত করা

শিশুর জীবনের সঙ্গে শিখনকে সম্পর্কিত করে আপনি যে বিষয় শেখাবেন তা নিয়ে চিন্তা করুন। ওপরে ছকে এটি যুক্ত করুন। কোন শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কোন কাজের সঙ্গে কি আপনি শিখনকে সম্পর্কিত করতে পারেন? যেমন-

- ঘরের কাজ (রান্না করা, ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি);
- গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী দেখাশোনা;
- মাছ ধরে, সবজী বাগান ইত্যাদি করে খাবার সংগ্রহ;
- শস্য খেতে কাজ করে ফসল ফলানো।

অর্থপূর্ণ শিখনের জন্য একটি শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরী:

অর্থপূর্ণ একটি শিখন পরিবেশ তৈরীর জন্য শ্রেণীকক্ষকে শিখন উপযোগী হতে হবে, একটি শিখন-বান্ধব পরিবেশ শিক্ষার্থীকে একজন শিক্ষককে খোলা মনে প্রশ্ন করতে, সমস্যা চিহ্নিত করতে, কথা বলতে এবং শিক্ষক, বন্ধু, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ আলোচনা করে কোন সমস্যা সমাধান করতে উৎসাহিত করে। শিক্ষার্থী সে ছেলে বা মেয়ে বা ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন যেই হোক না কেন এ ধরনের পরিবেশে শিখন কাজে আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে, সহজভাবে অংশগ্রহণ করে। কাজেই, শিখন বান্ধব পরিবেশে, আপনাকে শিক্ষক হিসেবে নানা ভূমিকা পালন করতে হবে। অতীতে আমাদের অর্থাৎ শিক্ষকের ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র তথ্য প্রদানকারীর কিন্তু বর্তমানে একজন শিক্ষক শুধুমাত্র তথ্য প্রদানকারী-ই নন, তিনি সহায়ক, ব্যবস্থাপক, পর্যবেক্ষক এবং শিক্ষার্থীও। শিক্ষকের এ ভূমিকাগুলো নিচে ব্যাখ্যা হলঃ

- **সহায়ক** - আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার যথাযথ সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে এবং গঠনমূলকভাবে সবাই যাতে নিজ নিজ ধারণা ও বিভিন্ন জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা বা কথা বলতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

- **ব্যবস্থাপক** - একজন সফল ব্যবস্থাপক হতে হলে, আমাদের সব কিছু ভালভাবে পরিকল্পনা করতে হবে এবং শ্রেণীকক্ষে এমনভাবে আলোচনা পরিচালনা করতে হবে যাতে সব শিক্ষার্থী সমান ভাবে, নি:সঙ্কোচে, মুক্ত মনে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করতে পারে।
- **পর্যবেক্ষক** - শিক্ষার্থীরা যখন দলে বা জুটিতে কাজ করবে তখন তাদের গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এর ফলে আপনি সঠিকভাবে তাদের চাহিদা ও প্রবণতা অনুযায়ী আরো কার্যকর ভাবে শিখন তৎপরতা পরিকল্পনা করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, পর্যবেক্ষণের ফলে আপনি বুঝতে পারবেন যে জুটিতে শিক্ষার্থীরা যে কাজ করছে তা দলীয় ভাবে করা উচিত কিনা ? ইত্যাদি।

- **শিক্ষার্থী** - আমরা যখন আমাদের পাঠমালার ওপর অভিব্যক্ত করি তখন আমরা নিজেরাই শিক্ষার্থী হয়ে যাই। অভিব্যক্ত করে যে ফলাফল পাই সে অনুযায়ী আমাদের শিক্ষণ-শিখনের কাজকে আরো অর্থপূর্ণ ও কার্যকর হিসেবে তৈরী করতে সচেষ্ট হই। উদাহরণস্বরূপ- আমরা বুঝতে পারি যে, শুধুমাত্র একটি নাকি অধিক শিখন তৎপরতার প্রয়োজন? একই শিখন তৎপরতা কি অন্য বিষয় বা ধারণায়নে কার্যকর হতে পারে? ইত্যাদি।

জেন্ডার সংবেদনশীল শিখন অভিজ্ঞতা তৈরী

আমরা এই টুলকিটে জেন্ডার বলতে জেনেছি যে, জেন্ডার হচ্ছে একটি নিদির্ষ্ট সমাজে ও সাংস্কৃতিক আবহে নারী পুরুষের সামাজিক ভূমিকা (যেমন - পুরুষ উপার্জনকারী ও মেয়েরা
সন্তান পরিচর্যাকারী'।) সমাজই জেন্ডার ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয় এবং এ ভূমিকা সমাজের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বংশ পরম্পরায় মানুষের মধ্যে চলতে থাকে। সাংস্কৃতিক অন্যান্য উপাদান ও ধারণায়নের মত জেন্ডার ভূমিকাও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। দুর্ভাগ্যজনক হল, এ ধরনের জেন্ডার ভূমিকা শিশু মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং শিশু মন সহজেই কিছু নির্দিষ্ট ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রভাবিত হয় (যে, ছেলে ও মেয়ের কেমন ব্যবহার হওয়া উচিত বা ছেলে হিসেবে কি শেখা উচিত বা মেয়েদের কি জানা উচিত)। এ ভাবে সমাজ সৃষ্ট ছেলে ও মেয়ের ভূমিকা কেমন হতে পারে তা নিচের কেস স্টাডি থেকে কিছুটা বুঝতে পারি।

প্রীতি রানীর গল্প

মনে করি, মেয়েটির নাম প্রীতি রানী। তার বয়স দশ, বাবা মায়ের সঙ্গে সে থাকে চাঁদপুরের মতলব উপজেলায়। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী সে। তার স্কুল পড়ুয়া আরো দু'ভাই আছে যাদের সঙ্গে সে পায়ে হেঁটে স্কুলে আসে। সে ভাল ছাত্রী এবং স্কুলে ভালভাবে লেখাপড়া করার চেষ্টাও করে। কিন্তু বাড়ীতে তাকে নানা কাজ করতে হয় এবং স্কুলে রওয়ানা

হওয়ার আগেই তাকে অধিকাংশ কাজ করে আসতে হয়। তার একটি ছোট্ট বোন আছে, যেহেতু মা অসুস্থ, রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠলে তাকেই বাচ্চা ছোট বোনটিকে সামলাতে হয়। প্রীতি ভোরবেলা সবাই ঘুম থেকে ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠে ভাত চড়ায়। নিজে হাত মুখ ধুয়ে ছোট্ট বোনটাকে ধুয়ে মুছে খাবার দেয়। বাবা গরম ভাত খেয়ে মাছ ধরতে যাবে তাই তাকেও খাবার দেয়। তারপর অসুস্থ মাকে সেবা শুশ্রুষা করে সে যখন দুই ভাইসহ স্কুলে পৌছে তখন অনেকটাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দুঃখজনক হল, তার দুভাই বা বাবা কিন্তু তাকে ঘর গেরস্থালীতে তেমন কোন সাহায্য করে না।

ফলে তার ভাইয়েরা নিয়মিত ভাবে পড়ালেখা করতে পারলেও প্রীতি রানী ঘর গেরস্থালীর কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বাড়ীতে পড়াশোনা করার সময় পায় না। স্কুলে ক্লান্ত অবস্থায় সে তারপক্ষে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করে শিক্ষকের বক্তৃতা শুনতে। কিন্তু তার কাছে মনে হয় শিক্ষক যা পড়াচ্ছে তার জীবনে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা খুবই সীমিত একদিন সে ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়ে। শিক্ষকরা এভাবে তার প্রতি ধীরে ধীরে বিরক্ত হয়ে পড়ে।

একদিন শিক্ষক তাকে গালমন্দ করার কারনে প্রীতি রানী ভাবে যে সে আর স্কুলে আসবেনা। বরং বাড়ীতে থাকলে সে সংসারের কাজকর্ম করতে পারবে। এতে বাবা মায়ের সাহায্য হবে। একদিন সে স্কুল যাওয়া পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দিল। এখন সে বাড়ীতেই থাকে। মাকে সাহায্য করে। অপর দিকে তার দু'ভাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

চিত্রটি বাংলাদেশের বহু গ্রামে বা এলাকার সাধারণ চিত্র হতে পারে। মেয়েরা তাদের ওপর আরোপিত নানা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিভাবে উন্নয়নের মূলধারা থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে এ গল্পটি তা প্রতিফলিত করছে। শুধুমাত্র একজন নারী বা মেয়ে নয়, ছেলেরাও একইভাবে স্কুলকে তাদের জন্য অনুপযোগী ভাবতে পারে এবং স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে টেম্পো'র হেলপার বা বাবার সঙ্গে কৃষি কাজে সহায়তা করাকে তারা অধিক প্রয়োজনীয় ভাবতে পারে। উপরন্তু ছেলে ও মেয়েদের সামাজিকীকরণ এমন ভাবে হতে পারে যে সমাজ বা সমাজের অধিকাংশ মানুষ যেভাবে চিন্তা করে সেভাবেই তাদের ধ্যান ধারণা প্রভাবিত হতে পারে। যেমন -"ছেলেদের কাঁদা ঠিক নয়," মেয়েদের জন্য ফুটবল খেলা অনুপযোগী" ইত্যাদি। একইভাবে মেয়েদের মনে এ মানসিকতা তৈরী হতে পারে যে অংক বা বিজ্ঞান ছেলেদের 'উপযোগী' মেয়েদের নয়। কিন্তু আমরা জানি, সুযোগ পেলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই সমান ভাবে বিকশিত হতে পারে।

যদি সব শিক্ষার্থীকে একীভূত ও শিখন মূলক পরিবেশে অর্ন্তভুক্ত করতে হয় তবে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে যে, সব শিক্ষার্থীর কি শিখন কাজ সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত সময় এবং

সামর্থ্য রয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আপনি ক্লাসে একটি ছোট্ট কাজ সব শিক্ষার্থীদের করতে দিন। তাদেরকে বলুন 'আমি বাড়ীতে যে যে কাজ করি' এর ওপর একটি ছোট লেখা, তৈরী করতে। আপনার শিক্ষার্থীরা বিশেষতঃ মেয়েরা তাদের পরিবারের জন্য কত কাজ করে তা দেখে আপনি অবাক হবেন। আপনি এভাবে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম সম্পর্কে জেনে তাদের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আপনার পাঠ পরিকল্পনা করতে পারবেন।



কর্মতৎপরতা : জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি :

জেন্ডার সচেতনতা বাড়াতে শ্রেণীকক্ষের জন্য এখানে দুধরনের তৎপরতা উল্লেখ করা হল :

১. শিক্ষার্থীদের মধ্যে (ছেলে, মেয়ে ও মিশ্র দলে) আলোচনা করতে বলুন যে ছেলে বা মেয়ে হিসেবে তাদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করা হয়? ছেলেরা মেয়েদের কাছ থেকে বা মেয়েরা ছেলেদের কাছ থেকে কি ভূমিকা প্রত্যাশা করে? তারা কি প্রত্যাশার মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ করে?

২. ছেলে ও মেয়েদের আলাদা আলাদা ভাবে তাদের বৈশিষ্ট্য সমূহকে চিহ্নিত করতে বলুন। ছেলেদের বৈশিষ্ট্য একদিকে এবং মেয়েদের বৈশিষ্ট্য আরেক দিকে সারিবদ্ধ ভাবে লেখা হবে। তালিকা তৈরী শেষে এবার রদবদল করে ছেলেদের শিরোনামে মেয়ে এবং মেয়েদের শিরোনামে ছেলে লিখুন। এবার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, ছেলেদের কাজ মেয়েরা এবং মেয়েদের কাজ কি ছেলেরা করতে পারবে? (শুধুমাত্র প্রজনন সংক্রান্ত কাজ ছাড়া) আশা করা যায়, সব শিক্ষার্থীই বলবে যে প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকায় অদল বদল সম্ভব অর্থাৎ ছেলেরা মেয়েদের ও মেয়েরা ছেলেদের কাজ করতে সক্ষম।



অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঃ শিখনে জেন্ডার সচেতনতা

নিচের বিবরণ সমূহ বিবেচনা করুন। টেবিলে ফাঁকা জায়গাটি পূরণ করুন এবং ভাবুন আপনার শ্রেণীকক্ষে জেন্ডার অবস্থার পরিবর্তনে কি করা যেতে পারেঃ

বিবরণ	প্রায় করি	মাঝে মাঝে করি	কখনোই করি না	করণীয় কাজ
আমি শিক্ষা উপকরণসমূহ পরীক্ষা করে দেখি যে, ছেলে ও মেয়েদের ভূমিকা ইতিবাচক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা?				

আমি মেয়েদের গণিত ও বিজ্ঞানে ভাল করতে উৎসাহিত করি।				
আমি সহযোগিতামূলক শিখন পদ্ধতিতে বিশ্বাস করি, তাই কঠোর ও বাঁধাধরা শৃংঙ্খলার কোন প্রয়োজন নেই।				
মেয়েদের মধ্যে যেসব শিক্ষার্থী বড় এবং লেখাপড়ায় ভাল করছে তাদেরকে জুনিয়র মেয়েদের অংক ও বিজ্ঞান শেখানোর কাজে লাগিয়ে দেই।				
আমি ক্লাসের সব শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ মত প্রকাশের সুযোগ দেই এবং মূল পঠিতব্য বিষয়ে সফল হতে সাহায্য করি				

স্কুলে সাবলম্বি হতে মেয়েদের ছেলেদের মত সুযোগ দিন। এবং এজন্যে আপনার সহকর্মী এবং স্কুলের প্রশাসকদের নিচের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে বলুনঃ

- শিখন উপকরণে কোন ধরনের জেন্ডার-পক্ষপাতিত্ব (Bias) থাকলে তা দূর করুন (দেখুন টুল ৪.২) যেমন - পাঠ্য পুস্তকে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন বা সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েদের উল্লেখ না থাকা অথবা দরিদ্র, পথ শিশু বা কর্মজীবি শিশুদের গতানুগতিক ভাবে চিহ্নিত করা। স্কুলের সবার জন্য জেন্ডার-পক্ষপাত দূর করা আবশ্যক। তবে, এক্ষেত্রে ব্যক্তি শিক্ষককে বিশেষভাবে সচেতন হতে ও উদ্যোগ নিতে হবে। আপনি পক্ষপাতদুষ্ট বই চিহ্নিত করে তা কেন পক্ষপাতদুষ্ট এ নিয়ে শ্রেণীকক্ষে একটি গঠনমূলক আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন। (দেখুন বুকলেট -১)

- মেয়েরা বাড়ীতে ঘর গেরস্থালীর কাজের জন্য বা ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা করার জন্য সময়াভাবে ক্লাসে নিয়মিতভাবে উপস্থিত নাও থাকতে পারে। সেজন্য একটি শিথিল শিক্ষাক্রম ও স্ব-নির্দেশিত শিখন উপকরণ চালু করুন। যেহেতু বেঁচে থাকার তাগিদে পরিবারের সবাইকে সবার সাহায্য করতে হয়, সেজন্য দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলের কাজে সময় কম দিতে পারে। তাই স্কুলের সময়সীমার মধ্যে শিখন কাজ শেষ করতে চেষ্টা করুন ও হোম ওয়ার্ক করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দিন।

- বেশী ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, শিক্ষকরা সাধারণতঃ মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সঙ্গে বেশী কথা বলে। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষার্থীদের সময় (উত্তর পেতে যতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় সে সময়) দিন। শ্রেণীকক্ষে আপনার শিক্ষণ পর্যবেক্ষনের জন্য কোন সহকর্মীকে পাওয়া না গেলে নিজেই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিষয়টি যাচাই করুন যে, আপনি ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের পৃথক দৃষ্টিতে দেখেন কিনা। যেমন- প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কিছু পাথর বা ইটের টুকরো সংগ্রহ করতে বলুন। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বলুন আপনি বক্তৃতারত অবস্থায় বা শ্রেণীকক্ষে অবস্থানকালে যখনই তার সঙ্গে কথা বলবেন বা প্রশ্ন করবেন সে যেন একটি পাথর বা ইটের টুকরো তার বসার জায়গার এক পাশে জমিয়ে রাখে। ক্লাস শেষে প্রত্যেকের কাছে জমানো পাথরের টুকরো গুণে যাচাই করতে পারবেন যে আপনি কার সঙ্গে বেশী কথা বলেছেন, কার সঙ্গে কম এবং কার সঙ্গে কোন কথা বা তাকে কোন প্রশ্নই করেনি। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আপনার মিথষ্ক্রিয়ার প্যাটার্ণ যাচাই ও বিশ্লেষণ করে দেখুন কেন এমন হচ্ছে? ভেবে দেখুন সব শিক্ষার্থী'র প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে আপনি কি কৌশল ব্যবহার করবেন? শিক্ষার্থীরা সবাই যাতে শিখন কাজে সমান ভাবে অংশ নিতে পারে এ ধরনের কি কি দক্ষতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকা উচিত?

উপর্যুক্ত বিষয় সমূহ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য একটি বাস্তবমুখী শিখন পরিবেশ তৈরীতে বিশেষ সহায়ক হবে। যেকোন শিখন তৎপরতায় মেয়েদের জন্য পৃথক দল করা হলে মেয়েরা তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে পারে এবং এতে মেয়েদের ওপর ছেলেদের কর্তৃত্ব থাকবে না। পরবর্তীতে মিশ্র দলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই সমান ভাবে শিখনে অংশ নেবে।

এ সমস্ত প্রচেষ্টায় বাবা মা ও অভিভাবক বা পরিচর্যাকারীদের সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে। একারণে সহযোগিতার এ বিষয়সমূহ স্কুল কমিটির সভায় আলোচনা হওয়া উচিত এবং এ সংক্রান্ত বাস্তবসম্মত একটি কর্মপরিকল্পনা থাকা উচিত। শৃঙ্খলাবোধ বা জেন্ডার পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি স্কুল নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হলে স্কুলের সমস্ত শিক্ষক ও অভিভাবক তা অনুমোদন করলে স্কুলে একটি শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে সহায়ক হবে।

সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখন

শ্রেণী কক্ষের বাইরে ও ভেতরে উভয়স্থানেই শিশুরা শিখতে পারে। শিখন অনুশীলনে এবং অভীষ্ট যোগ্যতা অর্জনে তাদেরকে শিখনে সক্রিয় হতে হয়। তাই তাদেরকে শ্রেণীকক্ষে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীসহ অন্য সবার সঙ্গে শিখন তৎপরতায় অংশ নিতে উৎসাহিত করা উচিত। মনে রাখতে হবে যে সহযোগিতা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়।

জুটিতে বা ছোট ছোট দলে কাজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণ ও মিথষ্ক্রিয়া বাড়ায় যা পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা ও গঠনমূলক কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শিখনে অংশগ্রহণের ভাল সুযোগ হচ্ছে শিক্ষা পরিদর্শন ও সবাইকে নিয়ে শিখন খেলা।



কর্মতৎপরতা : শিক্ষা পরিদর্শন

ফিল্ড ভিজিট হচ্ছে শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষা পরিদর্শন যেমন- বাগান পরিদর্শন, সমবায়মূলক কোন কৃষি প্লট বা বাঁধ বা সেতু ইত্যাদি পরিদর্শন। শিক্ষা ভ্রমণে তারা কোন প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক বা ভৌগলিক নিদর্শন দেখতে পারে। এ ধরনের পরিদর্শনের সময় শিক্ষক ছাড়াও বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে থাকতে পারে যাতে শিক্ষার্থীদের শিখন ভাল হয় (শিক্ষা ভ্রমণ কিভাবে উন্নততর স্বাস্থ্য ও পরিষ্কারপরিছন্নতা নিশ্চিত করতে পারে তা জানতে বুকলেট -৬ দেখুন)।

দলীয় কাজে সহায়তা করতে শিক্ষা পরিদর্শন :

ধরা যাক স্থানীয়ভাবে নির্মিত কোন বাঁধ পরিদর্শনে শিক্ষার্থীরা গেলে তাদেরকে কিছু কাজ দেয়া যেতে পারে। বাঁধ পরিদর্শনের আগে শিক্ষার্থীরা জেনে নিবে কিভাবে পানি মানবজীবন ও কৃষির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পরিদর্শনস্থলে পৌছাঁনোর পর প্রতিটি শিক্ষার্থী দলকে বলা হবে বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রশস্থতা মেপে নিতে। বাঁধ কতটুকু এলাকা জুড়ে কাজ করবে তা জেনে নিতে। বাঁধের চারপাশের গাছপালার ছবি এঁকে নিতে। সরকারী প্রকৌশলী যখন তাদের বিভিন্ন তথ্য দেবে তখন তাকে প্রশ্ন করতে।

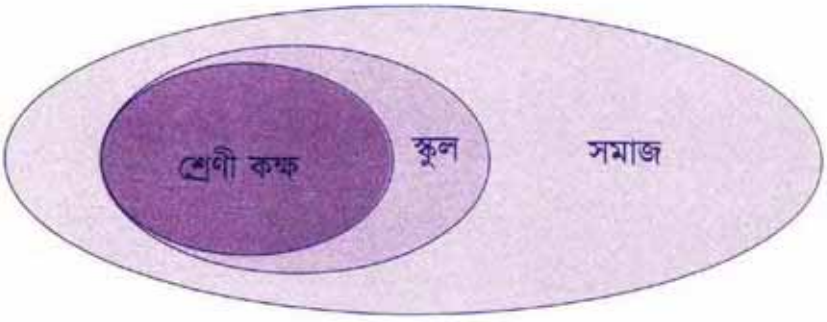
বাঁধ পরিদর্শন শেষে ফেরার পর, শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দল বসে তাদের প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রেজেন্টেশন বা রিপোর্ট তৈরী করে তা উপস্থাপন করবে। তারা নিজ নিজ পরিবারে গিয়েও বাঁধ নিয়ে আলোচনা করবে। স্কুলের বাগানে পরিদর্শনের সময়, প্রতিটি দল একটি করে কাজ করবে। যেমন- একটি দল গাছের প্রজাতিসমূহ ক্যাটালগিং করবে, কেউ পোকামাকড় ও তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করবে। গাছের ধরন ক্যাটালগিং করবে। স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে এ ধরনের নিদর্শন চিহ্নিত করবে যেমন- গর্তে, প্রাণীর কামড়ের দাগ রয়েছে এমন গাছের শেকড় বাকর ইত্যাদি; বাগানের আয়তন মাপবে বা একটি ম্যাপ তৈরী করবে। শ্রেণীকক্ষে, শিক্ষার্থীরা তাদের বাগান পরিদর্শনের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরী করে তা 'বাগান তথ্য কেন্দ্রে' রাখতে পারে বা শ্রেণীকক্ষের এক কোনে বাগান-এর ওপর বিভিন্ন তথ্য, ফুল, পোকামাকড় ইত্যাদি প্রদর্শন করতে পারে। কাজেই শিক্ষা পরিদর্শনের ধরনের ওপর নির্ভর করে আপনি শিক্ষার্থীদের আগেই কি পরিদর্শন করতে হবে তা বলে দিবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সচেতনভাবে পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয় শিখতে পারে। **পরিদর্শনের আগে** আপনি যা যা করতে পারেন তা হলঃ

- একটি পরিদর্শন প্রস্তুতিমূলক গবেষণা পরিচালনা অর্থাৎ পুরো ক্লাসে আলোচনা বা পরিদর্শনে শিক্ষার্থীরা কি দেখতে বা শিখতে চায় তা চিহ্নিত করা
- পরিদর্শন আয়োজনে শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের বা অন্য কারো সহায়তা নেয়া এবং তাদের অংশগ্রহণ করা
- বিষয় বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে বিশদ জানা ও তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তৈরী করা,
- শিক্ষার্থী দলকে, জুটিকে বা এককভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিন। সে অনুযায়ী তারা পরিদর্শন করবে এবং বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

শিক্ষা পরিদর্শন অর্থপূর্ণ শিখন নিশ্চিত করে। এছাড়াও এটি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন গণিত, বিজ্ঞান, ভাষা, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির সুন্দর সমন্বয় করে যেমন- বাঁধ পরিদর্শন বা বাগান পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের নানা বিষয় জানতে পারে।

শিখন বৃত্ত তৈরী :

আপনার শ্রেণীকক্ষের কাছাকাছি শিক্ষা পরিদর্শনের সম্ভাব্য সব সুযোগ বা জায়গা চিহ্নিত করে ফেলুন। একটি কাগজের মাঝখানে একটি ডিম্বাকৃতির বৃত্ত আঁকুন যা আপনার শ্রেণীকক্ষকে বোঝাবে। এর চারপাশে আরেকটি বৃত্ত আঁকুন যা আপনার স্কুল বোঝাবে। তার চারপাশে আরেকটি বড় ডিম্বাকৃতির বৃত্ত আঁকুন যা আপনার সমাজ, শহর বা জেলাকে বোঝাবে। আপনার স্কুলে কি গরু বা ছাগলের বা অন্য কোন প্রাণীর কোন খামার আছে? বা বাগানের কোন প্লট? বিশেষ কোন গাছপালা বা মাঠ? কিংবা পাখীর বাসা অথবা পিঁপড়ের ঢিবি? শ্রেণীকক্ষের বাইরে স্কুল প্রাঙ্গণে দেখার ও শেখার যেসব জায়গা রয়েছে তার নাম স্কুল নামাঙ্কিত বৃত্তে লিখুন। আপনি কি স্কুলে নতুন কোন শিখন সুযোগ তৈরী করতে পারেন। যেমন- বাগান পরিদর্শন? (যা হয়তো আগে আপনি কখনোই করেন নি)।



এরপর আপনার সমাজ, গ্রাম শহর বা জেলার নাম লেখা বৃত্তে অগ্রসর হন। যেসব দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকতে পারে,সেগুলোর কথা বিবেচনা করুন। এ সমস্ত স্থানে বিশেষ কোন কৃষি খামার, বোটানিক্যাল গার্ডেন বা প্রাণীর নিদর্শন রয়েছে কি? রয়েছে কি কোন যাদুঘর, বন, পার্ক বা মাঠ? থাকলে বৃত্তের মধ্যে এগুলোর নাম লিখুন।

স্কুল প্রাঙ্গণে পরিদর্শনযোগ্য বিভিন্ন জায়গা এমন ভাবে পরিদর্শন করুন যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে শ্রেণীকক্ষের বাইরে যথাযথ ব্যবহার ও আচরণ কেমন হওয়া উচিত এবং কিভাবে দলের মধ্যে কাজ করতে হয়।

শিক্ষা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের শারিরীক ক্ষমতার কথা বিবেচনা করবেন বিশেষত যাদের হাঁটায় সমস্যা বা কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে। এজন্য দূরের পরিদর্শনস্থলের রুট আগেই দেখে নিতে হবে এবং এক্ষেত্রে আপনি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সাহায্য নিতে পারেন।



কর্মতৎপরতা ঃ শিখন -খেলা

শিশুরা খেলতে ভালবাসে এবং সুযোগ দেয়া হলে, তারা নিজেরাই খেলার নতুন নিয়ম কানুন তৈরী করতে পারে। এ ধরনের খেলায় তারা বল, বোতলের ঢাকনা, পাথর, তার, গাছের পাতা বা অন্য কোন উপকরণ ব্যবহার করতে পারে। খেলায় অভিনয়, সমস্যা সমাধান, বা বিশেষ তথ্য বা দক্ষতা ব্যবহারের সুযোগ থাকলে তা শিক্ষার্থীদের শিখনে বিশেষ কার্যকর ও সহায়ক হতে পারে। শিক্ষামূলক সক্রিয় খেলা শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ায় এবং তাদের বিশ্লেষণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এধরনের খেলার মধ্যে রয়েছে ডমিনো, বিংগো, পাঁচ প্রশ্নে সমাধান খেলা (মোট পাঁচটি প্রশ্ন করে কোন বিষয় বা জিনিষ অনুমান করে বলা)। আপনি ও আপনার শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলার জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরী করতে পারেন এবং একই খেলা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই খেলা এবং খেলার উপকরণ শিক্ষাক্রমের উপযোগী করে তৈরী করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ- আপনি ডমিনো কার্ড বিভিন্ন জ্যামেতিক আকার অনুযায়ী তৈরী করতে পারেন। যা একে অপরের সঙ্গে মিলে যাবে। যেমন- একটি চর্তুভূজ আকৃতির ডমিনো কার্ডকে চর্তুভূজ লেখা একটি ডমিনোর সঙ্গে জুড়ে দেয়া ইত্যাদি।

শিখন-খেলা: আপনি ও আপনার শিক্ষার্থীরা কি কোন সাধারণ খেলার মাধ্যমে কোন শিখন তৎপরতা তৈরী করতে পারবেন? দেখুন কিভাবে করা যায়।

- আপনার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখুন শ্রেণীকক্ষের বাইরে কি ধরনের খেলা করা যায়। খেলার স্কোর তারা কিভাবে রেকর্ড করবে? তারা কি খেলার সময় গান গাইবে বা ছড়া বলবে? ছেলে ও মেয়েদের জন্য কি আলাদা খেলা হবে? হলে কেন?

- আপনার শিক্ষার্থীদের হাতে লিখে একটি গেম্‌স বই তৈরী করতে বলুন যাতে অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও তা পড়ে গেম্‌স শিখতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের বাবা মা ও পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা তাদের স্কুল জীবনে কি কি খেলা খেলেছে তা জেনে নিতে পারে কিংবা স্থানীয় ভাবে আরো কি কি ধরনের খেলা রয়েছে তা খুঁজে দেখতে পারে।

- আপনি যা শেখান তার সঙ্গে কোন খেলা সম্পর্কিত করুন। যেমন- অংক।

শিক্ষা পরিদর্শন এবং খেলা উভয়ই শিক্ষার্থীদের শিখনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে কিছু উপায়ের কথা এখানে বলা হল

- স্থানীয় এলাকায় প্রচলিত কোন উদাহরণ বা ঘটনা যা শিখনে অর্থবহ হতে পারে তা শিক্ষার্থীদের (ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীসহ) বলুন।

- শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে যা করে থাকে যেমন- মাছ ধরা, ধান বোনা বা পানি সংগ্রহ করা ইত্যাদি তৎপরতাসমূহ শিখন কাজে ব্যবহারের সুযোগ তৈরী করে দিন।

- শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহী করতে এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে নানা ধরনের শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

গণিত, বিজ্ঞান এবং ভাষাকে সবার কাছে অর্থপূর্ণ করে তোলা:

আমাদের বেশীরভাগ স্কুলেই অংক, বিজ্ঞান ও ভাষা (পঠন ও লিখন) মূল বিষয়। শিক্ষার্থীদের জন্য এগুলো বেশ চ্যালেঞ্জিং বিষয়। এসব বিষয় পড়তে গিয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের এমন কিছু বিমূর্ত্ত তত্ত্ব শিখতে হয় যা তাদের কাছে জটিল মনে হতে পারে। যখনই তারা এসব বিষয় সমূহের বিমূর্ত্ত ধারণার সঙ্গে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে সম্পর্কিত করতে পারে তখন তারা এক বা একাধিক দক্ষতার মাধ্যমে এ শিখনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে। নিচের অংশে আলোকপাত করা হয়েছে যে কিভাবে আপনি এ আপাত: জটিল বিষয়সমূহকে শিখন বান্ধব বিষয় হিসেবে রূপান্তর করতে পারবেন এবং কিভাবে এগুলোকে আপনি আরো আনন্দদায়ক ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে পারবেন।

শিখন-বান্ধব গণিত:

অংক এমন একটি বিষয় যে এটিকে আমরা সবখানেই ব্যবহার করি। বাড়ীতে পৌঁছাতে কত সময় নিবে, একটি পাত্রে কতটুকু পানি ধরবে, তিন কেজি পেঁয়াজ-এর দাম বাজারে কত হবে? ইত্যাদির সমাধানে অংকের সাহায্য নিয়ে থাকি। যখন বাজারে মাছ, ধান, চাল শাকসবজী বিক্রি করি বা কিনি তখন অংকের প্রয়োজন হয়; যখন নাচি (কতবার পা ফেলতে হবে), যখন গাই, যন্ত্র বাজাই (ছন্দ ও সময়ের হিসেব) তখনও অংকের প্রয়োজন হয়।

স্কুলে, সাধারণত, যে গণিত আমরা শিখি তা কদাচিৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে। চেষ্টা করলে আমরা গণিত বা অংককে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারি। পারি শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা, গাণিতিক ধারণা ও দৈনন্দিন জীবনের জন্য অপরিহার্য অংকের সঙ্গে একটি সম্পর্ক তৈরী করতে। উদাহরণ স্বরূপ- শিক্ষার্থীদের খেলাচ্ছলে বাজারে পাঠানোর ভূমিকায় অভিনয় করিয়ে তাদের অংক শেখানো যায়। এ ধরনের খেলা শিক্ষার্থীকে পুরো ক্লাসের সামনে কথা বলার প্রয়োজনীয় সাহস ও আত্মবিশ্বাস দিয়ে থাকে।

বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে মৌলিক দক্ষতার উন্নয়ন:

শিশু শিক্ষার্থীরা যোগ, গুণ, ভাগ, বিয়োগ ইত্যাদির সময় পাথর কুচি, শুকনো সীমের বিচি, শামুকের খোল, সরু কাঠি বা ফলের বিচি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। এ ধরনের বস্তু শিক্ষার্থীকে বিশেষত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে সংখ্যা বিষয়ে স্পর্শযোগ্য ধারণা বা অনুভূতি দিতে পারে। যখন শিক্ষার্থীরা এসব বস্তু নাড়াচাড়া করে তখন তারা অংকের সমস্যাসমূহ ধাপে ধাপে শারিরীক ও মানসিক উভয় ভাবেই সমাধান করে। এ ধরনের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে, দেখে ও স্পর্শ করে যারা শেখে তাদের শেখা সহজতর হয়।

মনে রাখবেন যদিও মেয়েদের ছেলেদের তুলনায় ভারী উপকরণ ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা কম, তবে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই হালকা বা নরম এবং শক্ত ও ভারী উপকরণ শিখনের জন্য ব্যবহার করতে বলবেন। ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীকেই সকল শিখন তৎপরতায় সমান ভাবে অংশগ্রহণ করতে দিবেন যাতে তারা উভয়েই জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। এমনকি ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করেও তারা তাদের ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন আকৃতির বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করুন :

বিভিন্ন আকৃতির বস্তু শিশুদের আয়তন, মাত্রা ও জ্যামিতি সম্পর্কে ধারণায়নে সহায়তা করে থাকে। কাঠ বা মোটা কাগজ কেটে বানানো বস্তুর মধ্যে থাকতে পারে, কিউব, পিরামিড, আয়ত ক্ষেত্রের ব্লক, সিলিন্ডার এবং অন্যান্য আকৃতি। শিশুদের স্কুল ও আশেপাশে থেকে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন আকারের বাস্তব উপকরণ যেমন- কোক-ফান্টার ক্যান/সিলিন্ডার/ইট সংগ্রহ করে তা শিখন কাজে অর্থাৎ জ্যামেতিক আকার আয়তন বোঝাতে ব্যবহৃত হতে পারে।

পূর্ব তিমুরের শিক্ষকরা একটি কর্মশালায় কি কি জিনিষ জ্যামিতি সম্পর্কে ধারণায়নে বাস্তব শিখন উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তা চিহ্নিত করেছিল। এসব জিনিষের মধ্যে রয়েছে-বাক্স, টুপি, ক্যান, বল ইত্যাদি যা স্কুলের আশেপাশেই পাওয়া সম্ভব। দলীয়ভাবে তারা একটি করে উদাহরণ নিয়ে তার দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্র ও আয়তনের সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। তারা একটি ফরমুলা বের করে যা অন্য আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় । আর একটি দল একটি কোনে (Cone) পানি ভর্তি করে তা একটি সিলিন্ডারে ভর্তি পানির আয়তনের সাথে তুলনা করে। একথা সত্য যে শিখনের ক্ষেত্রে যুক্তি ও তত্ত্ব যথেষ্ট নয়। শিক্ষাকে অর্থবোধক করার জন্য শিক্ষককে যুক্তি ও তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে ।

বিভিন্ন শিখন-পদ্ধতি ব্যবহার : করা, কথা বলা এবং লিপিবদ্ধ করা (লেখা)

শিশুদের গাণিতিক দক্ষতা বাড়াতে তাদের নানা ধরনের ব্যবহারিক কাজে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। গণিত সম্পর্কে কিভাবে ব্যাখ্যা দিতে হবে তা জানতে হবে, এবং তারা কিভাবে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে তা লিখে বোঝাতে হবে।

- **'করা'** - এটি হচ্ছে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম একটি প্রক্রিয়া। যেমন- সীমের বীচি গণনা করে তা যোগ-বিয়োগ করা ইত্যাদি।

- **কথা বলা-** এটি হচ্ছে সহপাঠীর সঙ্গে বা ছোট দলে গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা। যেমন- এভাবে আলোচনা শুরু হতে পারে- "আমি মনে করি এটি ৫ এর পরিবর্তে ৬ হওয়া উচিত কেননা".....ইত্যাদি, ইত্যাদি।

- **লেখা-** (লিপিবদ্ধ করা) গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াটি লিখে ফেলা যাতে শিক্ষক সমস্যা সমাধানের ভিন্ন কোন উপায় নিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

যেমন, শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছুর আকার পরিমাপ করার জন্য বলা যেতে পারে। তখন তারা এর পরিধি, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা বা আয়তন পরিমাপ করবে। এই কাজটি হচ্ছে 'করা' এরপর পরিমাপ নিয়ে প্রতিটি দলে আলোচনা হতে পারে। এটি হচ্ছে 'কথা বলা'। প্রতিটি দলের আলোচনা শেষে পরিমাপের ফলাফল লিখে ফেলে সবাইকে দেখান হবে। এটি হচ্ছে 'লিপিবদ্ধ করা' । সব শেষে আলোচনা শুরু হতে পারে। কোন মৌসুমী ফল বা সবজী খন্ড খন্ড করে কেটে শিক্ষার্থীদের অর্ধাংশ বা এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি বোঝাতে দেখানো যেতে পারে (করা)। তারা অর্ধাংশ কি এক-চতুর্থাংশ হতে বড় না ছোট তা নিয়ে আলোচনা করতে পারে (কথা বলা) এবং তারা অর্ধাংশ বা এক চতুর্থাংশ বা দুই-তৃতীয়াংশ কিভাবে লিখতে হয় তা শিখবে (লেখা বা 'লিপিবদ্ধ করা')। কাজেই ফল বা সবজীর মত বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন গাণিতিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে তেমনি দৈনন্দিন জীবনের কাজের সঙ্গে গণিতকে সম্পর্কিত করতে পারে।

গণিতকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিতকরণ:

গণিতকে ব্যবহারিক ভাবে প্রয়োগ করে আপনি শিক্ষার্থীদের সাধারণ থেকে জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধানে দক্ষ করতে পারেন। গণিতকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ভাবে কাজে লাগান, যেমন- বাড়ী থেকে স্কুল ও স্কুল থেকে বাড়ীতে যাওয়া আসার সময়ের হিসেব, একটি খেলার মাঠের জন্য কতটুকু জায়গা লাগতে পারে তার হিসেব, বাজার থেকে কেনা সবজীর দাম কত ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা হিসেব কষে বের করতে পারে। যেহেতু এ বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের জীবনভিত্তিক তাই বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা এ সংক্রান্ত হিসেব নিকেশের মাধ্যমে গণিতের প্রয়োজনীয় মৌলিক দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হবে।

সে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা লিখে এসব গাণিতিক সমাধানের মাধ্যমে গণিত এর ধারণা অর্জনে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারবে। কাজেই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াকে মৌখিক বা লিখিত ভাবে ধাপ অনুযায়ী বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করতে বলুন। একইভাবে, অন্যান্য বিষয়েও, যখন শিক্ষার্থীরা কাজ করবে তখন তাদের পর্যবেক্ষণ করুন এবং তারা কিভাবে বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর পেল তা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কোন সমস্যা হলে ধৈর্য্য ধরুন এবং সমস্যাগ্রস্থ শিক্ষার্থী বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ভিন্নতর শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

যেসব শিক্ষার্থীদের প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিখতে অসুবিধা হয়, তাদের বিভিন্ন ধরনের তৎপরতার মাধ্যমে গাণিতিক ধারণা দিতে পারেন। যাদের শিখন চাহিদা আলাদা এ ধরনের শিক্ষার্থীদের আপনি বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে, মুখে বলে, ছবি দেখিয়ে এবং স্পর্শ করে শেখাতে পারেন। যাতে শ্রেণীকক্ষের সব শিক্ষার্থী সমানভাবে গণিত শিখতে পারে।



কর্মতৎপরতা: গণিত ও সমাজ

আপনার সমাজের লোকজন কিভাবে গণিতের ব্যবহার করে তার একটি তালিকা তৈরী করুন। যেমন- আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের তাদের বাড়ীতে কতভাবে এবং কিভাবে গণিতের ব্যবহার হয়ে থাকে তার একটি বিবরণ তৈরী করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের চিন্তার খোরাক যোগাতে এ পদ্ধতিটি বেশ সহায়ক হবে। আপনি আপনার নিজের রুটিন দেখুন এবং গত এক সপ্তাহে আপনি যত ভাবে গণিতের ব্যবহার করেছেন তার একটি তালিকা তৈরী করুন।

আপনার সমাজের সদস্যদের ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন যে সময় ও দূরত্বের হিসেব নিকেশের ওপর স্থানীয় কোন গল্প বা গাঁথা আছে কিনা। অথবা ছন্দমূলক সময় জ্ঞাপক কোন গান বা ছড়া নৃত্য থাকলে এগুলো আপনার গণিত বিষয়ক পাঠ পরিকল্পনায় রাখুন।

অঙ্কে স্থানীয় নাম ও স্থান উল্লেখ করুন যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে অংকের চরিত্র বেখাপ্পা মনে না হয়। যেমন- আদিবাসী এলাকার স্কুল সমূহে তাদের ভাষায় প্রচলিত নাম ও স্থান ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ- সন্ধ্যা মালো তার গ্রাম থেকে কলসী কাঁধে আধমাইল দূরের টিউবওয়েল থেকে পানি সংগ্রহ করে। তার কলসীতে ৫ লিটার পানি ধরে। প্রতিদিন তার তিন কলসী পানির দরকার হয়। তবে সর্বমোট সন্ধ্যামালোকে প্রতিদিন কত মাইল হেঁটে কত লিটার পানি সংগ্রহ করতে হয় (এ জাতীয় উদাহরণ ব্যবহার করে আপনি অঙ্ককে শিক্ষার্থীদের জীবন ঘনিষ্ঠ করাসহ একটি ছেলে/ মেয়ে তার পরিবারে ও সমাজের জন্য কি কি কাজ করে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনার আয়োজন করতে পারেন।)



কর্মতৎপরতা: গণিত ও স্বাস্থ্য

অংকের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীরা তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সচেতনতা লাভ করতে পারে।

- শিক্ষার্থীরা তাদের উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করতে পারে। এই পরিমাপ তারা গ্রাফ আকারে সংরক্ষণ করতে ও এটাকে হাল নাগাদ করে রাখতে পারে। তাদের শারিরীক গঠন সম্পর্কিত এ তথ্য ও উপাত্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীরা স্কুলের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোন পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে পারে।[৭] এমন কি শিক্ষার্থীরা কে, কখন, কি টিকা নিয়েছে তারও একটি চার্ট শিক্ষার্থীরা সংরক্ষণ করতে পারে।

[7] for more information , see http://www.inmu.mahidol.ac.th/(CHILD)

- শ্রেণীকক্ষের বা স্কুলের শিক্ষার্থীদের অসুস্থতার ওপর একটি জরীপ পরিচালনা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীরা তাদের কোন সহপাঠীর কখন, কি রোগ বা অসুস্থতা যেমন-হাম, ম্যালেরিয়া, কৃমি বা অন্য কি শারিরীক সমস্যা হয়েছে তা রেকর্ড করে রাখতে পারে। সবার রোগ বা অসুস্থতাকে অনুপাত বা শতকরা হিসেবে দেখান যেতে পারে। এ রেকর্ড বা ফলাফল দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীদের সহায়তায় স্কুলে রোগ প্রতিরোধক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারবে।



অভিব্যক্তির প্রতিফলন: আমি কিভাবে অঙ্ক শেখাতে পারি?

নিচের ছকটির শূন্য স্থান পূরণ করে আপনি দেখতে পারেন যে কতটুকু কার্যকর ভাবে আপনি শিক্ষার্থীদের অঙ্ক শেখানঃ

পদ্ধতি/কাজ	আমি প্রায়ই করি	সব সময় করি না	আমার কি করা দরকার
শিক্ষার্থীদের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করি			
গণিতের সমস্যাকে/প্রশ্নকে স্বাস্থ্য বা সমাজ সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত করি			
শ্রেণীকক্ষে অঙ্ক শেখার কর্ণার চালু করে তা ব্যবহার করি			
জেন্ডার পক্ষপাত আছে কিনা তা দেখতে অঙ্কের ভাষা পরীক্ষা করি			

শিখন-বান্ধব বিজ্ঞান :

আমরা যখন বিজ্ঞান পড়ি, তখন বস্তু ও জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনু-পরমাণু নিয়ে ভাবি, চিন্তা করি দূর মহাশূন্যের কথা। কিন্তু সমস্যা হল, আমরা জানি যে এই অনু-পরমাণু, মহাশূন্য বাস্তব কিন্তু আমরা বা শিক্ষার্থীরা তা নিয়ে খুব কমই মাথা ঘামাই। সেজন্য বিজ্ঞানকে আরো বেশী আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসতে যা কিছু বাস্তব (অর্থাৎ যা আমরা নিয়মিত চোখের সামনে দেখি, স্পর্শ করি বা গন্ধ পাই) এবং বিমূর্ত (যেমন- অনু-পরমাণু গ্যালাক্সি) তার মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিজ্ঞানের বাস্তব উদাহরণের সঙ্গে শিশুরা যা প্রতিদিন দেখছে, করছে তার সঙ্গে একটি যোগসূত্র তৈরী করে দিতে হবে।

তবেই তারা আরো ভাল যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করবে এবং সহজেই বিজ্ঞান এবং 'বাস্তব জীবন' নিয়ে কথা বলতে পারবে। সেসঙ্গে বিজ্ঞানের বিমূর্ত্ত ধারণা ও তত্ত্ব নিয়ে তাদের মধ্যে বোঝাপড়া ও আলাপ আলোচনা বৃদ্ধি পাবে।

গণিতের মতই, মূর্ত্ত উদাহরণ ও তৎপরতার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিখনকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। যেমন- গাছপালা ও প্রাণী, মানব দেহ, পানি ও ভূমি, প্রকৃতি ও মানবসৃষ্ট পরিবেশ, শব্দ ও সঙ্গীত, সৌর জগৎ ইত্যাদি। উপরন্তু শিশু শিক্ষার্থীদের গাছের ছবি এঁকে এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখার মাধ্যমে উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তাদের ভাষা ও অংকন দক্ষতা বৃদ্ধির একটি সুন্দর উপায় হতে পারে। এছাড়াও তারা মানব দেহ বা মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিংবা গ্রহ উপগ্রহের ছবি এঁকে এদের বিভিন্ন অংশের নাম লিখে চিহ্নিত করতে পারে।

এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা কিভাবে তাদের অভিজ্ঞতাকে এসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন করা। উদাহরণস্বরূপ, শব্দ ও সঙ্গীত বিষয়ে জানতে গিয়ে তারা বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করে শব্দের ওঠা নামা ও কম্পন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করবে। সৌর জগৎ জানতে গিয়ে তারা চাঁদের বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে পারে অথবা রোদের আলোয় একটি লাঠির সাহায্যে ছায়া মেপে দিনের সময় নির্ধারণ করতে পারে।

তবে এসব মূর্ত্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও ধারণায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের বিজ্ঞান সম্পর্কে নানা কৌতুহলের উত্তর পেতে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার আয়োজন করতে পারে।

আমাদের সমাজে বিজ্ঞানের কি ভূমিকা তা শিক্ষার্থীদের জানাতে হবে। যেমন-শিক্ষার্থীরা যখন কম্পোস্ট সার তৈরী করতে শেখে তখন তারা বিজ্ঞান জানার পাশাপাশি সমাজের এ সংক্রান্ত চাহিদা বা সমস্যাও সমাধান করে থাকে।

কাজেই শিক্ষক হিসেবে আমাদের বিজ্ঞানের নানা ধারণা ও তত্ত্ব জানতে হবে যাতে আমরা এগুলোকে সহজেই শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারি। যেমন- বিজ্ঞানে শ্রেণীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি জৈব ও অজৈব বস্তু সমূহের শ্রেণীকরণ দিয়ে শুরু করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে বাস্তব ধারণা দিতে পাথরের টুকরো এবং সবজী বেছে নিন।

অল্প-বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকরণ বোঝাতে নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করতে পারেন:

ধাপ-১ ঃ আমি কী শ্রেণীকরণ করতে চাই?

ধাপ- ২ ঃ একই রকম কোন বস্তুকে আমি একটি নির্দিষ্ট গ্রুপে ফেলব?

ধাপ-৩ ঃ কিভাবে বা কোন দিক দিয়ে এ বস্তুসমূহ একই রকম হল?

ধাপ-৪ ঃ অন্য আর কি গ্রুপ আমি তৈরী করতে পারি?

ধাপ-৫ ঃ এখন কি সব কিছুই একটি গ্রুপে ফেলা যাবে?

ধাপ-৬ ঃ কোন গ্রুপকে বিভাজন কি ঠিক হবে? অথবা কিছু গ্রুপকে কি একটি গ্রুপে নিয়ে আসা যেতে পারে?

ধাপ-৭ ঃ আমি যেভাবে শ্রেণীকরণ করেছি তা'কি একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখাতে পারি?

ভাববার এবং জানার অন্যান্য উপায়:

অনেক সমাজেই বা সংস্কৃতিতে, মানুষ প্রকৃতি এবং চারপাশের পৃথিবীকে জানতে নানা উপায় অবলম্বন করছে। বিজ্ঞান ভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষা বাদেও তারা সামাজিক অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারছে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা বিষয়। খেয়াল রাখতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা বাড়ীতে যা শোনে বা শেখে তা থেকে স্কুলে শোনা যে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা বা শিখন আলাদা হতে পারে। যেমন- পৃথিবীর জন্ম রহস্য নিয়ে তারা বাড়ীর বড়দের কাছে যেভাবে শুনেছে তার সঙ্গে ক্লাশে শিক্ষক যা বলেছেন তার হয়তো কোনই মিল নেই। কিংবা সমাজে রোগ নিরাময়ে বিশেষ কোন লতা গুল্মের কার্যকারিতা নিয়ে যে ধারণা প্রচলিত আছে তার সঙ্গে পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া তথ্যের কোন মিল নাও থাকতে পারে। তারপরও সমাজের প্রচলিত ধারণা বা শিক্ষা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে যেতে পারে।

একীভূত শিখনের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন ধারণা ও নানা ধরনের শিক্ষার্থী ও তাদের শিখনের ধরনকে একসঙ্গ ধারণ করা। শিক্ষার্থীরা যেকোন বিষয় বা ঘটনা তাদের মত করে ব্যাখ্যা করতে পারবে,আর তা প্রশ্ন বিদ্ধ না করে সহজভাবে গ্রহণ করার মত মানসিকতা শিক্ষক হিসেবে আমাদের অর্জন করতে হবে। শিশু শিক্ষার্থীরা নানা গল্প, প্রবচন ইত্যাদি জেনে থাকতে পারে। আমরা শিক্ষক হিসেবে তাদের চিন্তাধারাকে শ্রদ্ধা করব, পাশাপাশি, বিজ্ঞান যে জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা তা শিক্ষার্থীদের বোঝাতে সচেষ্ট হব।



কর্মতৎপরতা: বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবন

বিজ্ঞান আমাদের বেঁচে থাকতে কিভাবে সহায়তা করে তার কিছু উদাহরণ চিহ্নিত করুন। যেমন- পানির অপর নাম জীবন, মানুষ ও প্রাণীর জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। পানিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ধারণা অর্জন এবং পানির সাথে গণিত, ভাষা, সমাজজীবনের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি। যখন পানিকে ফোটানো হয় তখন এর মধ্যে থাকা অদৃশ্য অনু-জীবগুলো মরে যায়। এসমস্ত অনুজীবের কথা বিজ্ঞানীরা আবিস্কারের আগে মানুষ জানতই না। আমরা কূপ থেকে পানি তুলতে হাত-পাম্প ব্যবহার করি। যা খুব সহজেই চালানো যায়। যখন মেঘ জমে, বিদ্যুৎ চমকায় এবং বৃষ্টি পড়ে তখন আমরা প্রকৃতির শক্তি অনুভব করি।

দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে এমন একটি নতুন পাঠ প্রণয়ন করুন।

- আপনার শিক্ষার্থীদের শেখাতে আপনি কি সম্পদ ব্যবহার করবেন?
- শিক্ষার্থীদের কি নিজ থেকেই প্রশ্ন তৈরী করতে বলবেন? যেমন-তারা নিজেরাই প্রশ্ন তৈরী করে বলতে পারে, সকাল ৯টায় লাঠির ছায়া যে জায়গায় থাকবে তা দিনের মধ্যভাগে কতটুকু হবে?
- প্রশ্নের উত্তর পেতে তারা কি ধরনের পরীক্ষা চালাতে পারে?
- কি ধরনের তথ্য রিসোর্স যেমন-পাঠ্যপুস্তক তারা ব্যবহার করবে?
- আপনি তাদের কোন বিষয়/কাজ সম্পর্কে ধারণায়ন কিভাবে যাচাই করবেন?

বিষয়	ব্যবহারিক পরীক্ষা	ব্যবহৃত স্থানীয় উপকরণ	দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক	যাচাই পদ্ধতি

পাঠ পরিকল্পনা তৈরী ও শেখানো:

ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষণ এমন ভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে সব শিক্ষার্থী নিরাপদে শিখনে অংশ নিতে পারে। এছাড়াও আপনার বিজ্ঞান পাঠক্রমে শেখানোর জন্য এমন কিছু বিষয় নির্বাচন করুন যা শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারে।

পাঠ পরিকল্পনার সময় শিক্ষার্থীরা কিভাবে শিখনে অংশ নেবে তা মাথায় রাখতে হবে। সাধারণতঃ এটি নির্ভর করে কি শিখন পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করি তার ওপর। কার্যকর শিখন পদ্ধতির একটি উদাহরণ হল-Think, Ink, Pair, Share । শিক্ষণের এ পদ্ধতি সব ধরনের শিক্ষার্থী বিশেষতঃ যারা ভীতু বা লাজুক প্রকৃতির এবং যারা নিজেদেরকে পিছিয়ে পড়া ভাবে তাদের জন্য বিশেষ উপযোগী।

- কোন বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা জানাতে শিক্ষার্থীদের মুক্ত প্রশ্ন করুন।
- উত্তরের জন্য তাদের চিন্তা করতে (Think) বলুন।
- তাদের উত্তরটি লিখে ফেলতে (Ink) বলুন (নিজ নিজ স্লেটের ওপর)
- তাদের ধারণাটি সঙ্গীর (pair) সঙ্গে বিনিময় করতে বলুন।
- তাদের আলোচনার ফলাফল ক্লাসের সবার সামনে উপস্থাপনের জন্য (Share) শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ভলান্টিয়ার (মেয়ে ও ছেলে) নির্বাচন করুন।

এ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্লাসের সব শিক্ষার্থী তাদের উত্তর তৈরী করার সুন্দর সুযোগ পাবে এবং তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারবে। যা খুব জরুরী। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আমার ক্লাসে এমন কোন শিক্ষার্থী রয়েছে যে আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে।

সবার আগে হাত তোলে? এক্ষেত্রে সমস্যা হল, যখন কেউ উত্তর দেয়ার জন্য হাত তোলে তখন অন্যান্যদের উত্তর নিয়ে চিন্তা করার প্রক্রিয়া থেমে যায়। তাই উত্তরের জন্য তাদের বেশী সময় দিতে হবে। কেউ কেউ ভাবতে পারে অন্যরাই তাদের উত্তর দিয়ে দিবে তাদের নিজেদের উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। উপরন্ত কোন কোন শিক্ষার্থী বিশেষতঃ যাদের মাতৃভাষা ভিন্ন তারা উত্তর দিতে লজ্জাবোধ করতে পারে। আবার হতে পারে, শিক্ষকের মধ্যে শুধুমাত্র ছেলেদেরকেই প্রশ্ন করার প্রবণতার কারণে মেয়েরা উপেক্ষিত হচ্ছে। (কোন কোন শিক্ষক হয়তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছেলেদেরকেই বিজ্ঞান বা গণিত বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন।) কিন্তু বাস্তবতা হল, মেয়ে ও ছেলে উভয়কেই প্রশ্নের উত্তর দিতে সমান সুযোগ দিতে হবে যাতে উভয়েই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। ওপরে বর্ণিত জুটির কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সঠিক বাচনিক পদ্ধতির প্রয়োগ অনুশীলন করতে পারে এবং নিজ নিজ মতামত তার সঙ্গীর সঙ্গে বিনিময় করতে পারে। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং আপনার বা সহপাঠীদের যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে তাকে উৎসাহিত করে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনকে সম্পর্কিতকরণ:

এ সম্পর্ক শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি আমাদের পাঠ পরিকল্পনায় এবং শ্রেণীকক্ষকে সংগঠিত করতে সহায়তা করে। সম্পর্কিত করার কাজটি শুরু করার একটি ভাল উপায় হল শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যেই যা যা জানে তা 'KWLH' পদ্ধতির সাহায্যে জেনে নেওয়া।

K	W	L	H

K- অর্থাৎ শিক্ষার্থী বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে যা জানে Know তা মনে করতে তাদের সাহায্য করা

W- অর্থাৎ শিক্ষার্থী যা জানতে চায় (Want)তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করা।

L- অর্থাৎ শিক্ষার্থী কোন কিছু পড়ে বা কোন কাজ করতে গিয়ে কি শিখেছে (Learned) তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করা।

H- অর্থাৎ শিক্ষার্থী আরো কিভাবে(How)বেশী জানবে তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করা। (শিক্ষার্থীকে বেশী প্রশ্ন করে বা তাকে কোন বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যের উৎস জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে)

শিখন বান্ধব ভাষা দক্ষতা ঃ

সকল বিষয় সম্পর্কে ভাল ধারণা পেতে শিক্ষার্থীর ভাষার ওপর দখল থাকা চাই। অর্থপূর্ণ শিখন তখনই সম্ভব যখন শিখনের মাধ্যম অর্থপূর্ণ হয়। মাঝে মাঝে ক্লাসে বাড়ীর ভাষা (আঞ্চলিক) ব্যবহার করতে হতে পারে যাতে শিক্ষার্থী তার মনের ভাব সহজে প্রকাশ করতে পারে, সব তথ্য আহরণ করতে পারে, সবার সঙ্গে সাবলীল ভাবে যোগাযোগ করতে পারে এবং সর্বোপরি অর্থপূর্ণ উপায়ে বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পেতে পারে। শিশু শিক্ষার্থী যাতে ভাষার ওপর পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেজন্যে কথা বলা, শোনা, পড়া এবং তাদের লেখার দক্ষতাকে একসঙ্গে সমানভাবে কাজে লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে আপনি দুটি কাজ করতে পারেন।

- শিক্ষার্থীদের জন্য শোনা এবং পড়া এই উভয় সুযোগই তৈরী করে দিতে হবে কেননা এই উভয় মাধ্যমেই শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারে।

- জুটি বা ছোট দলে শিক্ষার্থীকে কাজ করতে দিতে হবে কেননা এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী শোনা ও নিজেকে প্রকাশ করার দক্ষতা অর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীদের বলুন ছোট ছোট নাটিকা তৈরী করতে। নাটিকায় অভিনয় করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশে যেমন দক্ষতা অর্জন করবে তেমনি কোন ঘটনার ক্রম অর্থাৎ কোন ঘটনার পর কোন ঘটনা হতে পারে সে সংক্রান্ত কারিগরি দিক জানতে পারবে।

আপনি শিক্ষার্থীদের জন্য গল্প পাঠের আসরের আয়োজন করতে পারেন। অথবা শ্রেণীকক্ষে সমাজের কোন অভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তিকে তার জীবনের অভিজ্ঞতা বা এলাকার ইতিহাস বর্ণনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তার কথা শুনবে। তবে ক্লাসে ডেকে নিয়ে এলে তাকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য বলতে ভুলবেন না। নানা ভাবে ক্লাসের মেয়ে ও ছেলেদের সামাজিক দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করুন। আমন্ত্রিত অতিথিকে কে স্বাগত জানাবে? কিভাবে স্বাগত জানানো হবে (যাকে কেউ চেনে না)? একজন বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়? তিনি কোথায় বসবেন? আমন্ত্রিত অতিথিকে আমরা কিভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারি? শিক্ষার্থীদের এসব বিষয়ে আগে থেকে ধারণা দিবেন। এভাবে আমরা তাদের যোগাযোগ ও সামাজিক দক্ষতা বাড়াতে পারি।

শেখানোর পদ্ধতি:

বাবা মায়েরা অনেক সময় অভিযোগ করেন যে তাদের সন্তান পড়তে চায় না। বাবা মা'র এই ধারণা অনেক সময় সন্তানদেরও প্রভাবিত করে। ফলে পড়ার কাজটি আনন্দের বদলে শিক্ষার্থীর জন্য শাস্তি হয়ে দাঁড়ায়। এটা সত্যি যে পঠন পাঠন বিষয়টি খুব সহজ নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার বেশ কিছু উপায় রয়েছে। এর মধ্যে দুটি পদ্ধতি বেশী কার্যকরঃ

- ধ্বনি (phonics) পদ্ধতি
- সার্বিক ভাষা (Whole language) পদ্ধতি

ধ্বনি- পদ্ধতি, একটি লিখিত শব্দকে শব্দাংশে ভেঙ্গে ফেলা হয়। এই লিখিত অক্ষরকে তার উচ্চারণগত ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে শব্দ বানানো হয়।

সার্বিক ভাষা পদ্ধতি, পুরো শব্দ এবং সাধারণতঃ শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয় ও বলা হয়ে থাকে তার মাঝামাঝি একটি অর্থ করা হয় যাকে একটি ছোট বাক্যাংশের এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন- "একটি নীল বল----------" ।

যেহেতু বিভিন্ন শিখন পটভূমি ও চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উপায়ে পড়তে শেখে সেজন্য উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা যেতে পারে। তারা কে কিভাবে পড়বে তা শেখাতে হলেঃ

- নানা ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করুন।
- শব্দের অর্থ করার দক্ষতা অর্জন করতে দিন।
- মনে রাখবেন পাঠক কিভাবে পড়তে হয় তা পাঠক জানতে চায় কেননা সে যোগাযোগ করতে চায়।
- সবসময়ই পঠন পাঠন নির্ভর করে একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশের ওপর। এ পরিবেশে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রতি তথা যে ভাষায় তারা পড়ছে তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।
- প্রতিদিন ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের কোন কিছু পড়ে শোনান। এমনভাবে পাঠ করুন যাতে তারা পড়া থেকে আনন্দ ও জ্ঞান দুটোই লাভ করতে পারে এবং আপনি তাদের জন্য পড়ে আনন্দ পাচ্ছেন সেটাও তাদেরকে বুঝতে দিন।

পড়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করার আরো উপায়:

শিশুদের পড়ার উপযোগী পর্যাপ্ত বই পুস্তক থাকা প্রয়োজন। যদি তেমন কোন বই পুস্তক হাতের কাছে না পাওয়া যায় তবে আপনি নিজেই তাদের জন্য বই তৈরী করুন যাতে মজার মজার স্থানীয় গল্প বা লোকগাঁথা থাকবে। আপনি শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য ' বিগ-বুক' তৈরী করে তা তাদেরকে পড়ে শোনাতে পারেন (বুকলেট-৫)। এছাড়াও অন্যান্য উপায়গুলো হচ্ছে:

- ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাদের চারপাশের নানা ঘটনার কথা, তাদের দেখা পরিবেশ বা তাদের পারিবারিক কোন মজার ঘটনা বর্ণনা করতে বলুন। এর মাধ্যমে তারা ঘটনা কিভাবে একের পর এক সাজাতে হয়, সময় ও শ্রোতাদের সাড়া বুঝে কিভাবে ভাষা প্রয়োগ করতে হয় সে বিষয়ে বুঝতে পারে। তার যদি লিখতে অসুবিধা হয় তবে তার বাবা মা কিংবা বড় কোন শিক্ষার্থী সে যখন গল্প বা ঘটনা বলতে থাকবে তখন সেটা লিখে ফেলবে। পরে শিক্ষার্থী নিজের বর্ণিত ঘটনাকে ছবি এঁকে চিত্রায়িত করতে পারে।

- ক্লাসে একটি পড়ালেখা'র পরিবেশ সৃষ্টি করুন। যেমন- দেয়ালে বা বেড়ার গায়ে বর্ণমালা, ছবি, শব্দ তালিকা বা নানা তথ্য ঝুলিয়ে রাখুন। এগুলো পঠিত গল্প, বর্ণিত ঘটনা, আপনার পাঠ বা নানা বই পুস্তক থেকে সংগৃহীত হতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক জিনিষ ঘরের চারদিকে ঝুলিয়ে দিন এবং এগুলোর ওপর নাম লিখে দিন। ভাষার ব্যবহার শৈলী ও প্রকাশ ভঙ্গি বোঝাতে খবরের কাগজের আকর্ষণীয় শিরোনাম, ছবি ইত্যাদি দেয়ালে প্রদর্শন করুন।

- শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ভাষা অনুশীলন করতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়ে গাছপালা বা পানির উৎস বিষয়ে তারা বর্ণনামূলক রচনা লিখতে পারে। এ ছাড়াও তাদেরকে বলুন গাণিতিক সমস্যা তৈরী করে তা লিখে ফেলতে কিংবা বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হল সে সম্পর্কে কোন লেখা তৈরী করতে।

- বড় শিক্ষার্থীদের ছোট দলে আলোচনা করতে উৎসাহিত ও গাইড করুন। অথবা তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় (আঞ্চলিক) গল্প সমূহকে বা নিজেদের কোন অভিজ্ঞতাকে নাটকে রূপান্তর করে অভিনয় করতে পারে। হতে পারে কোন শিক্ষার্থী ভয় ভীতি প্রদর্শনের শিকার হয়েছে। তার অবস্থা ও এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীরা অভিনয় করতে পারে।

- ক্লাসের সব শিক্ষার্থীকে লেখার সমান সুযোগ দিন। যাতে তারা তাদের লেখা অন্য সবাইকে জোরে জোরে পড়ে শোনায় এবং লেখা নিয়ে আলোচনা করে। যেকোন লেখকই তার লেখা অন্যকে শুনিয়ে উপকৃত হতে পারে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জুটিতে বসে লেখালেখি করার কাজ দিন। এর ফলে তারা আলোচনা করে লেখায় ভাল ও সঠিক শব্দ প্রয়োগ করা শিখবে। সেসঙ্গে, জুটি সম্পাদক'দের দলে লেখাটি পড়ে তারা তাদের কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা শুনে সে অনুযায়ী উপস্থাপিত লেখায় প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা শিখবে।

লেখা শেখানোর কিছু পরামর্শ:

শিক্ষার্থীদের লেখা শেখানো বেশ জরুরী। কিঞ্চিৎ কঠিনও বটে। তাই তাদেরকে প্রায়ই লেখা এবং সেসঙ্গে পরিমার্জন করার সুযোগ দিলে তারা সফলভাবে লেখায় সক্ষম হয়ে উঠবে। তাদের লেখা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। তরুন শিক্ষার্থী মেয়ে ও ছেলেরা যেসব বিষয় তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এমন বিষয় নিয়ে লিখতে পারে। হতে পারে তাদের পারিবারিক কোন ঘটনা, কমিউনিটির বিশেষ কোন দিন, সমাজ বা তাদের গ্রামের বিবরণ- এরকম নানা বিষয়।

তবে শিক্ষার্থীদের লেখার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার জন্য লেখা সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা সাধারণত, শিক্ষকের জন্য লিখে। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা অনেকের জন্য লিখি। লেখার উদ্দেশ্য এবং কার জন্য লেখা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে আমাদেরকে লেখার কৌশল ও ধরণ পরিবর্তন করতে হয়। যেমন- একটি চিঠি, একটি নোট, পোস্টার, ছোটদের জন্য গল্প ইত্যাদি বিভিন্ন লেখা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রচিত হয়। এখানে লেখার কিছু পরামর্শ দেয়া হলঃ

- শিক্ষার্থীদের ভুল হলো কিনা তা মাথায় না রেখে তাদের ইচ্ছে মত লিখতে উৎসাহিত করুন। যেসব শিশু শিক্ষার্থী সবে মাত্র ভাষা শিখছে তারা কাল্পনিক শব্দ বা যতি চিহ্ন ব্যবহার করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দ প্রয়োগে লিখতে পারে। এতে কোন সমস্যা নেই। সবে যারা লিখতে শিখেছে তারা ভুল করবেই। শিশুটি কোন কিছু শুধুমাত্র 'শুনে' বা শব্দটি যেমন হবে তা ভেবে লিখতে পারে। তাদেরকে স্ব-স্ব কৌশলে নিয়ে প্রথম অবস্থায় লিখতে দিন। একই সঙ্গে তাদের দেখিয়ে দিন যে কিভাবে মনে রাখতে হবে এবং একটু বড় হয়ে যখন কিছুটা লেখালেখি করা শিখবে তখন শিখিয়ে দিন কিভাবে সঠিক শব্দ নির্বাচন করতে ডিকশনারী ব্যবহার করতে হয়।

- শব্দ ও ছবি থেকে (যেমন-'বাড়ী বা বল'-এর ছবি) অথবা কোন বাক্য থেকে (যেমন হলুদ বাড়ী, লাল বল) শিক্ষার্থী শব্দ শিখতে পারে।

- আপনি শিশু শিক্ষার্থীদের নানা ভাবে শুদ্ধ ভাবে বানান করা শেখাতে পারেন। যেমন- উঁচু স্বরে বানান করে পড়া। বানান করে খেলা, বা শব্দ ধাঁধাঁ পাঠ করা। যখন শিশু শিক্ষার্থীরা শুদ্ধ বানান ও যতিচিহ্ন নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় তখন তাদের ভাষা চর্চার গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। তাদেরকে বানান শুদ্ধ করে দেয়ার চেয়ে আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং তাদের লিখতে গিয়ে কি সমস্যা হচ্ছে তা চিহ্নিত করুন।

সে অনুযায়ী আপনি তাদের কোন দুর্বল দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকে সহায়তা করতে পারেন। যেমন- তাকে দেখিয়ে দিতে পারেন কিভাবে সঠিক ও কার্যকর ভাবে বিশেষণ প্রয়োগ করা যায়। দুটো বিষয়ের মধ্যে তুলনা (ধহধষড়মু) করা যায় ইত্যাদি। কোন লেখার লক্ষ হচ্ছে কোন বিষয় বা ধারণা অপরকে জানানো যা সে সহজভাবে বুঝতে পারবে। সেজন্য অর্থপূর্ণ যোগাযোগের জন্য শিক্ষককে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে-

- শিশু শিক্ষার্থী মুখে মুখে তার গল্প বলতে থাকবে এবং কোন একজন (হতে পারেন আপনি, অন্য কোন শিক্ষক, বড় কোন শিক্ষার্থী) ঝটপট তার বর্ণিত গল্প বা ঘটনাটি লিখে নিবে। (শিক্ষার্থীকে আগেই বলে দিতে হবে সে যেন খুব ধীরে ধীরে গল্পটি বলে)। এরপর সে তার গল্পটিকে কেন্দ্র করে ছবি আঁকবে। এ অনুশীলন শিক্ষার্থীর বলা ও লেখার মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরী করে দিবে। সেসঙ্গে যারা দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী তাদের সমস্যা বুঝতে সহায়তা করবে।

- শিশু শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন জীবন ও অভিজ্ঞতা যেমন- নানীর বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া অথবা নৌকা ভ্রমণ ইত্যাদি নিয়ে লিখতে পারে। যেসব বিষয়ে তাদের ভাল ধারণা রয়েছে শুধুমাত্র সেসব বিষয়ে তারা ভাল লিখতে পারে।

- লেখার জন্য সংক্ষিপ্ত সময় দিন। বিশেষতঃ যেসব শিশু শিক্ষার্থীর বয়স ৮ বা ৯-এর নিচে তারা দীর্ঘক্ষণ পেন্সিল বা চক আঁকড়ে ধরে বা বিষয়ের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। কাজেই দীর্ঘক্ষণ ধরে লেখার চেয়ে স্বল্প সময়ের জন্য লেখার অনুশীলন বেশী কার্যকর।

- শিশু শিক্ষার্থীদের ডায়েরী বা খাতায় তাদের ছোট ছোট অভিজ্ঞতাগুলো টুকে রাখতে উৎসাহিত করুন। ডায়েরী লেখার ফলে তারা তাদের চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে প্রকাশ করা শিখবে।

- শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব লেখা পরিমার্জনের সুযোগ দিন। পেশাদার লেখকরা তাদের ৮৫ ভাগ সময়ই তাদের লেখার প্রথম খসড়াটি পরিমার্জনের জন্য ব্যয় করে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা যাতে মুক্ত মনে ও নিজস্ব শব্দ ও ভাষা প্রয়োগ করে লিখে সে বিষয়ে নজর দিন। লেখার সময় তাদেরকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে বলবেন। বিশেষত ৮ বা ৯ বছরের ওপরের শিক্ষার্থী যারা ইতোমধ্যে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করার কিঞ্চিৎ ক্ষমতা অর্জন করেছে তাদের ধারণা ও লেখার ক্রম বা সিকোয়েন্স-এর ওপর আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন। তাদেরকে ডিকশনারী ব্যবহার শিখিয়ে দিন যাতে শুদ্ধ বানান শিখতে ও প্রয়োগ করতে পারে।

- লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সব ধরনের সৃষ্টিশীলতা ও কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করুন। যখন বড় শিক্ষার্থীরা একটি গাণিতিক বা বিজ্ঞানের কোন সমস্যা সমাধান নিয়ে কিংবা আবহাওয়া কিভাবে তার পরিবারের জীবনকে প্রভাবিত করছে তা নিয়ে লিখে তখন সে লেখাকে তার মনের ভাব প্রকাশের সবচেয়ে কার্যকর টুল্ হিসেবে বিবেচনা করেই লিখে।

- নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখতে সবাই ভালবাসে। তাই সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের লেখা নিয়ে কোন 'পুস্তিকা' প্রকাশ করুন বা তাদের লেখা স্কুল বার্ষিকীতে অন্তর্ভুক্ত করুন কিংবা দেয়াল পত্রিকায় লিখে তা সবার পড়ার জন্য টাঙ্গিয়ে দিন। শিক্ষার্থীর লেখা যাতে তার বাবা মা অভিভাবক, সমাজের লোকজন, বন্ধু বান্ধব পড়তে পারে সে ব্যবস্থা করে দিন। শিক্ষার্থীরা যখন সমাজের কোন নেতা বা কোন পরিদর্শকের উদ্দেশ্যে কোন চিঠি বা আবেদন পত্র লিখে তখন সে জরুরী, কিছু উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করে তার মতামত ব্যক্ত করে অথবা শুধুমাত্র তার পরিদর্শনকে স্বাগত জানিয়ে লিখে। এর মাধ্যমেও তারা লেখা শিখতে পারে।



অভিব্যক্তির প্রতিফলন: ভাষাকে অর্থপূর্ণ উপায়ে শেখানো:

আপনি বর্তমানে যেভাবে শেখাবেন তা নিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে চিন্তা করুন।

- আপনার ভাষা প্রয়োগের কোন পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীদের কাছে কম আকর্ষণীয়? এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কি?
- আপনি কি আপনার শিক্ষার্থীদের জুটিতে এবং অন্ততঃ চারটি দলে একত্রে বসে কথা বলার সুযোগ দেন?
- আপনি কিভাবে শিখনকে এবং ভাষার ব্যবহারকে আরো বেশী চিত্তাকর্ষক, প্রাসঙ্গিক ও অর্থপূর্ণ করবেন?

'ওয়ার্কিং ফর বেটার লাইফ (ডইখ)' নামের দেশীয় একটি এনজিও শিক্ষার্থীদের কাছে যে বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ তার ওপর বিতর্কের আয়োজন করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গঠনমূলক উপায়ে বিতর্ক করতে শেখে; বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়; বিষয় ভিত্তিক লেখা লেখে, আঁকে ও পোস্টার তৈরী করে। এমনকি শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিষয় ভিত্তিক আলোচনার আয়োজন করে। মাঝে মাঝে অভিভাবক বাবা মা বিতর্কে অংশগ্রহণ করে। কখনো শিক্ষকবৃন্দ বা স্কুল কর্তৃপক্ষ ও তাদের মধ্যে বিতর্কের আয়োজন করে। এভাবে, একদল শিক্ষার্থী স্কুলে এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের ধুমপান বন্ধ করতেও সমর্থ হয়েছিল।[৮]

---

[8] Based on article in http://www.workingforbetterlife.org/index.htm



টুল ৪.৪
আমরা কি শিখেছি ?

শিখন এবং শিক্ষার্থী সম্পর্কে জানা

- সব শিশুই শিখতে পারে তবে তারা বিভিন্ন উপায়ে ও গতিতে শেখে।
- শিক্ষক হিসেবে, আমাদের শিক্ষার্থীদের শিখনের বৈচিত্র্যপূর্ণ সুযোগ ও অভিজ্ঞতা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- শিশু তার জানা বিষয়ের সঙ্গে আহরিত নতুন তথ্যের সংযোগ ঘটিয়ে শেখে। একে বলে মানসিক নির্মাণ।
- আমাদের শিক্ষার্থীদের বাবা-মা-অভিভাবক ও পরিচর্যাকারীদের যথাযথভাবে সহায়তা করা উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের স্কুলের শিখনকে বাড়ীতে এবং আবার বাড়ীর শিখনকে স্কুলে বা ক্লাসের কাজে লাগাতে পারে।
- একত্রে বসে কথা বলা ও প্রশ্ন করা (সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া) শিখনকে সুসংহত করে। যে কারণে, সঠিক ভাবে সংগঠিত করা গেলে, জুটিতে ও ছোট দলে কাজ শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিশুরা কিভাবে ভাল শিখতে পারে তা জানা ছাড়াও আমরা শিখনের ক্ষেত্রে তাদের নানা প্রতিবন্ধকতার কথা জেনেছি। এদের মধ্যে একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো শিক্ষার্থীর স্বল্প আত্ম-মর্যাদা বোধ। এই বোধের ঘাটতি শিক্ষার্থীর শিখন ইচ্ছাকে কমিয়ে দেয় এবং তার পরিজ্ঞান ও সামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে। একটি ভাল শিখন পরিবেশই শিক্ষার্থীর আত্ম-মর্যাদার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এটি এমন একটি পরিবেশ যেখানে শিশুর সফলতাকে প্রশংসা করা হয়। তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক ও বন্ধুসুলভ কাজকে উৎসাহিত করা হয়। যেখানে শিশু নির্ভয়ে সবার সমর্থন ও সহানুভূতি নিয়ে শিখন কাজে অংশ নিতে পারে।

শ্রেণীকক্ষে ভিন্নতা নিয়ে কাজ করা

এই বুকলেটে আপনি যা শেখান (বিষয় বস্তু) যেভাবে শেখান এবং যেভাবে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে ভালভাবে শেখে (প্রক্রিয়া) এবং যে পরিবেশে তারা থাকে তার নিরিখে কিভাবে পাঠক্রমকে সবার জন্য প্রাসঙ্গিক ও অভিগম্য করে তোলা যায় সে কৌশলের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সে সঙ্গে আমরা শিক্ষার্থীদের শিখনের পথে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা এবং শিক্ষার্থীকে নিপীড়ণ গ্রহ বা 'বুলিং' করার মত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। পাঠ পরিকল্পনার সময় এজন্য তিনটি দিকের প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। **বিষয় বস্তু, প্রক্রিয়া** (যেমন- শিখন পদ্ধতি) এবং **পরিবেশ**।
আমাদের মনে রাখতে হবে যে:

- যেকোন ধরনের **ভয়ভীতি** (শিক্ষক, বাবা মা, বা অন্য কোন শিক্ষার্থী কর্তৃক) শিশুর শিখনকে বাধাগ্রস্থ করে।

- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ধর্মীয়, সামাজিক, শ্রেণীগত যেকোন বৈষম্য ভয়ভীতি প্রদর্শনকে উসকিয়ে দিতে পারে।
- পর্যবেক্ষণ করতে পারা একজন শিক্ষকের বিশেষ গুণ; তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজের সময় বা খেলার সময় পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন যে শিক্ষার্থীর সামাজিক সম্পর্কায়নে কোন ঘাটতি রয়েছে কিনা যা তার শিখনকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে।

- লঞ্চনা বা নিপীড়ণমূলক কোন ঘটনার পর শিক্ষক **স্ব-প্রণোদিত** হয়ে এ ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি রোধ করার উদ্যোগ নেবেন। তবে কোন অবস্থাতেই নিজে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যাবেন না।

কুসংস্কার ও বৈষম্য- শিশুর শিখনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। আমাদের পাঠক্রম ও শিখন উপকরণে অনিচ্ছকৃতভাবে এ দুটো বিষয় প্রতিফলিত হতে পারে। বিশেষতঃ মেয়ে ও ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এটি ঘটতে পারে।

পাঠ্য পুস্তকে এ ধরনের কোন পক্ষপাতিত্ব আছে কিনা তা পর্যালোচনার জন্য একটি চেকলিস্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। আপনি আপনার পাঠ্যপুস্তক বা শিখন উপকরণে এ ধরনের কোন বৈষম্য বা পক্ষপাত রয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করেছেন? এ ধরনের কিছু পাওয়া গেলে আপনি কি করবেন? যেসব শিক্ষার্থীর শিখন-প্রতিবন্ধতা রয়েছে তাদের জন্য একটি উপযোগী পরিবেশ তৈরী করতে হবে যেখানে তারা শিখবে কিভাবে নিজেদের সাহায্য করতে হয়। আপনি কি এ ধরনের শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে সচেতন? আপনি তাদের সাহায্য করার জন্য কি পদক্ষেপ নিতে পারেন? এ ধরনের শিক্ষার্থীদের কারো কারোর অন্যদের কাছ থেকে সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে। তবে একীভূত, শিখন বান্ধব পরিবেশের লক্ষই হচ্ছে এমন একটি শিখন পরিবেশ তৈরী করা যেখানে কারোর সাহায্য ছাড়াই শিখন কাজে সব ধরনের শিক্ষার্থী সমান ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। পৃথিবীর অনেক দেশে বিভিন্ন যৌন রোগ বিশেষতঃ এখন এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত রোগী রয়েছে যার ফলে তারা সমাজে নানা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশেও এ রোগের সংক্রমণের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি এ বিপদজনক রোগটির ব্যাপারে কতটুকু জানেন? এ রকম একটি সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আপনি কি আপনার সহকর্মী শিক্ষকদের সঙ্গে কখনো আলাপ আলোচনা করেছেন?

সবার জন্য শিখনকে অর্থপূর্ণ করা

এই বুকলেটের প্রধান লক্ষ্য ছিল কিভাবে সব শিক্ষার্থীর জন্য শিখনকে অর্থপূর্ণ করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা। বিষয়টি এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, শিখন অর্থপূর্ণ, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে শিশু স্কুলে আসতে চাইবে। শেখার আগ্রহ বাড়বে।
এজন্য পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রমে এবং আপনি যা শেখাচ্ছেন তাতে স্থানীয় বিষয়, সমস্যা ও সম্ভাবনা এর সবকিছুর প্রতিফলন থাকতে হবে। শিশু ও তার বাবা মা যেসব বিষয় ইতোমধ্যে জানে তা শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করতে হবে।

শ্রেণীকক্ষের বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীরা জুটিতে বা দলে মিলে তার চারপাশের পরিবেশটাকে দেখবে এবং সেখান থেকে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে। এটিও অর্থপূর্ণ শিখন বা কাজ।

শিখনকে অধিকতর অর্থপূর্ণ করতে জাতীয় শিক্ষাক্রমকে প্রয়োজনে স্থানীয় সমাজের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, চাহিদার সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত করতে হবে। স্থানীয় সব শিক্ষক মিলে এ কাজটি করা সম্ভব। আপনি কি পাঠ্য পুস্তকে দেয়া উদাহরণ বা ঘটনাকে স্থানীয় সমাজের চাহিদা অনুযায়ী অভিযোজন করতে সক্ষম? একটি স্কুলের মূল বিষয় হচ্ছে গণিত, বিজ্ঞান এবং ভাষা। আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের খেলাচ্ছলে এ বিষয়গুলো শেখাতে পারেন। যাতে তারা উদ্বুদ্ধ হয়। গণিত ও ভাষার খেলা যেমনই মজার তেমনি অর্থপূর্ণ। আপনি অন্যান্য শিক্ষক ও বাবা মা অভিভাবকদের সঙ্গে বসে শ্রেণীকক্ষের জন্য কিছু খেলা তৈরী করতে পারেন।

ব্যবহারিক উপকরণ ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে **গণিত শেখাকে** অর্থপূর্ণ করে তোলা সম্ভব। যেমন-স্কুলে, বাড়ীতে বাজারে যেকোন হিসেব নিকেশ বা কোন কিছু পরিমাপ সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা সমাধান।

বিজ্ঞানে, মূর্ত উদাহরণ বা অভিজ্ঞতা শিশুদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা বুঝতে সাহায্য করে। এজন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ দক্ষতা বাড়াতে অনুশীলন করতে হবে। তাদের নানা কৌতুহল মেটাতে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এবং প্রশ্ন করা শিখবে। বিজ্ঞান তাদের সমাজে কি ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে। বিজ্ঞান সম্পর্কে নানা ধারণা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে পারে।

আপনি কি শিক্ষার্থীদের পাঠ্য পুস্তক থেকে যে কোন প্রশ্নের উত্তর জেনে নেয়ার চেয়ে বাস্তব জীবনে সমস্যা সমাধান করে কোন কিছু শেখাকে উৎসাহিত করেন?

আমরা শিখনের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে এই বুকলেটে আলোচনা করেছি। যেমন- করা, কথা বলা, এবং রেকর্ড রাখা এবং 'চিন্তা করা' (think), 'লেখা' (ink), 'জুটিতে কাজ করা' (pair) এবং 'বিনিময় করা' (Share)-পদ্ধতি। এ পদ্ধতিসমূহ শিক্ষার্থীকে একত্রে তাদের ধারণা বাস্তবায়নে, বোঝাপড়া বাড়াতে এবং শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আপনি কি বিজ্ঞান ও গণিত ক্লাসে বিভিন্ন শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন? শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও গাণিতিক ধারণা অর্জনে আপনার শ্রেণীকক্ষে কি ব্যবহারিক উপকরণ রয়েছে?

ভাষা শুধুমাত্র একটি বিষয়ই নয়; এটি শিক্ষার্থীদের এক ধরনের দক্ষতা যার মাধ্যমে তারা শিক্ষাক্রমে প্রবেশ করতে পারে এবং গঠনমূলক উপায়ে চিন্তা করতে ও শিখতে সক্ষম হয়। যে কোন পরিস্থিতিতে তাদের কথা বলা, শোনা, পড়া ও লেখার দক্ষতা ব্যবহার করা জানতে হয়। সব বিষয়েই এ ধরনের দক্ষতা থাকা অত্যাবশ্যক।

আপনি বিজ্ঞান বা গণিতের মত বিষয়ে ভাষা ব্যবহারের সুযোগ তৈরী করে ভাষা শিখনকে আরো বেশী অর্থপূর্ণ করতে সক্ষম?

আপনি কোথা থেকে আরো বেশী জানতে পারবেন:

একীভূত শ্রেণীকক্ষ তৈরীতে নিচের ওয়েবসাইট ও প্রকাশনাসমূহ বিশেষ সহায়ক হবে।

প্রকাশনা

Bailey D, Haws H and Bonati B, (1994) Child to child : A Resoure book, Part – 2: the Child to Child to Child Activity Sheets, London; The Child –to-child trust, (এটি শিশুর বৃদ্ধি, পুষ্টি, ব্যক্তিগত ও কমিউনিটির পরিস্কার-পরিছন্নতা, নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধিতা, রোগ প্রতিরোধ, নিরাপদ জীবন যাপন ও সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের সমস্যা বোঝাতে শিশুদের জন্য নানা ধরনের তৎপরতার একটি চমৎকার রিসোর্স বই)।

Council on International Books for children. (1980) guidelines for Selecting Bias-free Textbooks and Storybooks. New York.

O'Gara, C and Kendall N. (1996) Beyond Enrollment: A Handbook for Improving Girls' Experiences in Primary Classrooms. Washington, DC: Creative Associates International, Inc. for the ABEL 2 Project,US Agency for International Development.

Seel A and Power L. (2003) Active Learning: A self-Training Module. Save the Children UK, London.

Sharp S and Smith PK (eds.) (1994) Tackling Bullying in Your School: A Practical Handbook for Teachers. Routledge.

Swanson HL. (1999) Instructional components that predict treatment outcomes for students with learning disabilities: Support for a combined strategy and direct instruction model. Learning Disabilities Research and Practice, 14(3), 129-140.

UNESCO. Guides for Special Education .Paris.

UNESCO (1993) Teacher Education Resource Pack: Special Needs in the Classroom. Paris.

UNESCO (2001) Understanding and Responding to Children's Needs in Inclusive Classrooms: A guide for Teachers. Paris.

UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education (2003) Gender in Education Network in Asia (GENIA) A Toolkit for Promoting Gender Equality in Education. Bangkok.

ওয়েবসাইট

Bullying. No Way!
http://www.bullyingnoway.com.au

BULLYING-the no-blame approach.
http://www.luckyduck.co.uk/approach/NoBlame-How ItWorks.pdf

Bullying and gender.
http://www.bullyingnoway.com.au/issues/gender.html

Countering discrimination.
http://www.esrnational .org/sp/we/end/
stereotypes.htm#prejudicesituations

Diversity and disability. Inclusive Education Training
inCambodia.http://www.eenet.org.uk/key_issues/teached/Cambodia_
contents.shtml

Gender in Education Network in Asia (GENIA) A Toolkit for Promoting Gender Equality in Education
http://www.unescobkk k.org/gender/gender/genianetwork.htm#toolkit

Meaningful, engaged learning.
http://www.ncrel.org/sdrs/engaged.htm

Multiple intelligences. Pathways to learning.
http://www.thomaşarmstrong.com/multiple_intelligence.htm.
http://www.educationalvoyage.com/multiintell.html

Partnership on Sustainable Strategies for Girls' Education.
http://www.girlseducation.org

UNICEF Teachers Talking about Learning.
http://www.unicef.org/teachers

Working for Better Life.
http://www.workingforbetterlife.org/index.htm

বুকলেট ৫ :

একীভূত, শিখন-বান্ধব শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা



Inclusive
Learning-Friendly
Environments

UNESCO
DHAKA OFFICE

বুকলেট- ৫

একীভূত, শিখন-বান্ধব শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা

ইউনেস্কো-ঢাকা

টুল গাইড

এই বুকলেটটি ভিন্নতাপূর্ণ শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারিক নির্দেশনা দেবে। কিভাবে কার্যকর শিক্ষণ ও শিখন এর পরিকল্পনা করা যায়, কিভাবে কার্যকর উপায়ে সম্পদ ব্যবহার করা যায়, ভিন্নতাপূর্ণ শ্রেণীকক্ষে কিভাবে দলীয় কাজের ব্যবস্থা করা যায় এবং কিভাবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অগ্রগতি মূল্যায়ণ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এই বুকলেটে দেয়া হয়েছে।

টুলস্

৫.১ শিখন ও শিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা ৩
শ্রেণীকক্ষের রুটিন.....৩
শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব.....৪
পাঠ পরিকল্পনা.....৫

৫.২ প্রাপ্ত সম্পদ বাড়ানো.....১৩
অবকাঠামোগত স্থান.....১৪
শিখন কর্ণার ১৫
প্রদর্শনী এলাকা ১৬
শ্রেণীকক্ষে লাইব্রেরী.....১৭

৫.৩ দলীয় কাজ ও সহযোগিতামূলক শিখনের ব্যবস্থা ১৮
দলীয় কাজের পদ্ধতি.....১৮
একই ক্লাসে বিভিন্ন দল.....১৯
সহযোগিতামূলক শিখন.....২০
শিখনে আন্ত:সম্পর্কীয় দক্ষতা.....২২
দলীয় কাজে কিছু মৌলিক নীতিমালা.....২৩
জুটিতে পড়ানো.....২৪
নিজে নিজে শেখা.....২৬
পৃথকীকরণের জন্য পরিকল্পনা.....২৭
একীভূত শ্রেণীকক্ষে আচরণ নিয়ন্ত্রণ.....৩০

একটি সক্রিয় ও একীভূত শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা.....৩৬

৫.৪ সক্রিয় ও নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ণ.....৪০
মূল্যায়ণ কি? ৪০
শিখনের মধ্যমেয়াদী ফলাফল.....৪১
নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ণের কৌশল.....৪৩
ফিডব্যাক ও মূল্যায়ণ.....৫০
দক্ষতা ও মনোভাব মূল্যায়ণ.....৫১
মূল্যায়ণ করতে গিয়ে আমরা কি ভুল করি.....৫৩

৫.৫ আমরা কি শিখেছি ৫৬



টুল ৫.১
শিখন ও শেখানোর জন্য পরিকল্পনা

দূরবর্তী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে শিক্ষকরা সাধারণত যেতে চান না সেখানে কেউ কেউ কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই স্বেচ্ছায় শিক্ষকতা করে থাকেন। শিশুদের ভালবেসে তারা শিক্ষকতা করলেও শিক্ষকতার কাজটা সব সময়েই বেশ চ্যালেঞ্জিং। তাকে চিন্তা করতে হয় : কি শেখানো হবে, কি শিখন উপকরণ হবে, বা কোথা থেকে পাওয়া যাবে, কেমন করে বিভিন্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে পড়ানো যাবে, কিভাবে তাদের জন্য পাঠ পরিকল্পনা করা যাবে, একজন শিক্ষক কিভাবে সবগুলো কাজ করবে ইত্যাদি। প্রশ্ন হল, একজন শিক্ষক কিভাবে এত কিছু করবেন?

বাংলাদেশে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকতার কাজটিও অনুরুপ, বেশ চ্যালেঞ্জিং। শিক্ষকতার জন্য অনেক কিছু বিবেচনা করতে হয়। শিক্ষক হিসেবে আমাদের সব শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও চাহিদার প্রতি সাড়া দিতে হয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি তা পারি? এজন্যে আমাদের অনেক বেশী সুব্যবস্থিত হতে হয়। শিক্ষার্থীদের সুন্দর ও পরিকল্পিত ভাবে শেখানো ও শেখার নানা বিষয়ের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। তাই প্রাপ্ত সকল ধরনের সম্পদ সর্বাধিক ব্যবহার করে এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীসহ সব শিক্ষার্থীর জন্য একটি শিখন বান্ধব একীভূত শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থাপনা করে কিভাবে শিক্ষণ ও শিখনের পরিকল্পনা করা যায় সে বিষয়ে এ টুলে আলোকপাত করা হয়েছে।

শ্রেণীকক্ষের রুটিন ঃ

স্কুল কার্যক্রমের শুরুতে, শ্রেণীকক্ষের নিয়মিত কাজ শিশু শিক্ষার্থীদের যেকোন শিখন কাজ দ্রুত ও অর্থপূর্ণভাবে শুরু করতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীদের স্কুলে নিয়ম নীতি মেনে চলা দরকার এবং খুব ভালো হয় যদি তারা নিজেরাই এগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকে। যেমন- এক দল শিক্ষার্থী বা কোন শিক্ষার্থী এককভাবে শ্রেণীকক্ষে হাজিরা খাতা পূরণের দায়িত্বে থাকতে পারে এবং সে অনুযায়ী তারা শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি রিপোর্ট করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে শ্রেণীকক্ষের রুটিন তৈরী করার সময় কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। ক) কি করা হবে, খ) কে করবে, গ) কখন করা হবে, ঘ) নিয়মিত ভাবে রুটিনভূক্ত কাজসমূহ করা কেন জরুরী। শিক্ষার্থীদের নিয়ে রুটিন তৈরীর সময় যে যে বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হল:

- অনেক দূর থেকে আসা শিক্ষার্থী ও ক্লাস শুরু হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য কি কাজ দিতে হবে?

- কিভাবে বই ও অন্যান্য শিখন উপকরণ বিতরণ, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে হবে, এবং এ কাজের জন্য কে দায়িত্ব নেবে? (যেমন- কোন শিক্ষার্থী, বা শিক্ষার্থীদের দল পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব নিতে পারে।)

- যখন শিক্ষক থাকবে না এবং যখন প্রয়োজন হবে তখন শিক্ষার্থীরা কিভাবে একে অপরের সাহায্য নিবে?

- একটা শিখন কাজ শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা কি করবে?

- মার্জিত/ ভদ্রভাব শিক্ষকের মনোযোগ কিভাবে আকর্ষিত হয়ে থাকে?

- শ্রেণীকক্ষে কতটুকু হৈচৈ করা যাবে (গ্রহণযোগ্য মাত্রায়)?

- কারো অসুবিধা না করে কিভাবে শ্রেণীকক্ষে হাঁটাচলা করা যাবে? এবং

- শ্রেণীকক্ষ থেকে কিভাবে বের হতে হবে? ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীরা নিজেরা শ্রেণীকক্ষের আইনকানুন তৈরী করলে তারা তা মেনে চলতে সচেষ্ট হবে। আবার কিছু কিছু নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে হতে পারে বিশেষত: যেসব নিয়মের সাথে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত। যেমন- বিশেষতঃ বাবা মা বা বৈধ অভিভাবক ছাড়া যদি অন্য কেউ শিক্ষার্থীকে স্কুল থেকে নিতে আসলে শ্রেণীকক্ষ থেকে বের হওয়ার পূর্বে শিক্ষককে বা ক্লাসে মনিটরকে বলে যাওয়া।

শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব:

শ্রেণীকক্ষের **সব** ধরনের দায়দায়িত্ব পালনে ও কাজে সব শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করা উচিত। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন দায়িত্ব পালন করা শিখবে তেমনি আপনাকে শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করতে পারবে। আপনি শিক্ষার্থীদের কি ধরনের দায়িত্ব দিতে পারবেন তার কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হলঃ

- ছোট ছোট শিক্ষার্থী বা শিখন প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের শিখন কাজে সহায়তা করা।

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করুন যে শ্রেণীকক্ষে সহপাঠীদের শিখন কাজ তদারকী করবে এবং যে সুন্দরভাবে আপনাকে শিক্ষার্থীরা কি কি শিখেছে বা শিখন কাজটি কিভাবে সম্পন্ন হল সে বিষয়ে রিপোর্ট করবে।

- শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একটি স্বাস্থ্য কমিটি করুন যারা পানি পানের জন্য ক্লাসে বিশুদ্ধ পানি এবং হাত ধোয়ার জন্য সাবান বা ছাই রাখা নিশ্চিত করবে।

- একজন সদস্য শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি খাতা সংরক্ষণ করবে এবং তাদের উপস্থিতি রেকর্ড করবে।

- শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার ওপর একটি মতামত বাক্স চালু করুন এবং একজনকে মতামত সংগ্রহ ও কাজ শেষে মতামত বাক্স পরিস্কার করার দায়িত্ব দিন।

শিক্ষার্থীদের বয়স ও পরিপক্কতার ওপর নির্ভর করে দায়িত্ব দিন। তবে খেয়াল রাখবেন, শুধুমাত্র সবচেয়ে চটপটে ও 'যোগ্য' শিক্ষার্থীকে দায়িত্ব দিলে অন্যরা দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হয় তা শেখা থেকে বঞ্চিত হবে। শ্রেণীকক্ষের সবাইকেই তাই ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ দিন; এ ক্ষেত্রে তাদের লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, সাংস্কৃতিক পটভূমি যাই হোক না কেন। এছাড়াও ছেলে ও মেয়েদের কোন গতানুগতিক কাজ দেওয়া চলবে না। যেমন- মেয়েরা শুধু গাছে পানি দেবে কিন্তু ছেলেরা ভারী আসবাব সরানোর দায়িত্বে থাকবে ইত্যাদি। সব শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ দিলে সবাই সমানভাবে শিখন কাজ থেকে উপকৃত হবে।

পাঠ পরিকল্পনা:

শ্রেণীকক্ষে কার্যকর শিখনের জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হলে সুশৃঙ্খল ভাবে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে। সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পাঠ পরিকল্পনা করতে প্রথমে বেশী সময় লাগবে কিন্তু এটি বারংবার করার ফলে শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবে এবং পরবর্তীতে সময়েরও সাশ্রয় হবে। পরিকল্পনার জন্য আপনি একটি শিক্ষাক্রম ত্রিভূজ ব্যবহার করতে পারেন।



শিক্ষাক্রম ত্রিভুজের এই ফ্রেমওয়ার্কে **বিষয়** বলতে বোঝান হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীদের পঠিতব্য নির্ধারিত বিষয়সমূহ। লক্ষ রাখতে হবে যে, এই বিষয়সমূহ যেন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী এবং যে সমাজে শিক্ষার্থীরা বসবাস সে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী হয়।

প্রক্রিয়া হচ্ছে বিষয়সমূহ যেভাবে শেখানো হবে। শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা জনিত চাহিদার কারণে কিংবা শিখন ও শিখনের জন্য পর্যাপ্ত সময় নিশ্চিত করতে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। (নিচে জুটি শিক্ষণ দেখুন।)

পরিবেশ বলতে বোঝান হচ্ছে অবকাঠামোগত পরিবেশ। অর্থাৎ পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় শিখন সম্পদ বা এই পরিবেশ বলতে শিক্ষার্থীর মনো-সামাজিক পরিবেশও বোঝান যেতে পারে। যেমন- পারস্পরিক সহযোগিতামূলক দলীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদা বোধ তৈরীর প্রতি জোর দেওয়া।

কর্মতৎপরতা: বছরের শুরুতে নতুন শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'নাম মনে রাখার খেলা' খেলুন। এ খেলা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় করবে। আরেকটি কাজ হল 'উপহার দেওয়া'। শিক্ষার্থীরা জুটিতে কাজ করবে, একে অপরের সঙ্গে কথা বলবে এবং প্রশ্ন করবে। কয়েক মিনিট পর তারা তাদের নিজ নিজ সঙ্গী সম্পর্কে কি জানতে পারল তা লিখবে এবং এরপরে তারা তাদের সঙ্গীর ব্যক্তিগত কি কি গুণাবলী আবিস্কার করল তা শ্রেণীকক্ষে সবাইকে বলবে। যেমন- আমার বন্ধুর নাম সাবিনা, সে খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারে। একইভাবে বলতে পারেন যে আমার সঙ্গী নাম আনোয়ার। সে একজন ভাল, মনোযোগী শ্রোতা। এভাবে প্রত্যেকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যাবে এবং সবার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে ইতিবাচক ভাবে মূল্যায়িত করা যাবে।

শিশুরা যখন সক্রিয় থাকে, চিন্তা করে তখনই তারা শিখতে পারে। তাদের শিখন কাজ জীবন ঘনিষ্ঠ হলে তা থেকে তারা শিখতে পারে। এবং তারা তাদের জ্ঞানকে আরো কার্যকরভাবে পালন করতে পারে।

পাঠ পরিকল্পনার সময় শিক্ষক (যিনি তার শিক্ষার্থী ও সমাজকে ভাল ভাবে জানেন) সহজেই স্থানীয় এলাকার উদাহরণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে পারে।

দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনার সময় কোন বাড়তি সহযোগিতা কারো কাছ থেকে পাননা। এজন্য পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্ভরশীলতা তাদের বৃদ্ধি পায়। এবং
পাঠ্যপুস্তকই একমাত্র শিক্ষণ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

যাই হোক না কেন, শিক্ষক হিসেবে আমাদের পাঠ্য পুস্তকে দেওয়া বিভিন্ন তথ্য শিক্ষার্থীদেরকে এমন ভাবে জানাতে হবে যে, তারা যেন তা বুঝতে পারে। একটি একীভূত শ্রেণীকক্ষের জন্য পাঠ পরিকল্পনা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা আমাদের ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কথাও বিবেচনা করতে হবে। তাই পাঠ পরিকল্পনার সময় আমাদের অন্তত: নিচের বিষয়গুলো জানা উচিত:

- আমরা কি শেখাচ্ছি (বিষয়, বিষয়সূচি)?
- আমরা কেন এটি শেখাচ্ছি (লক্ষ/উদ্দেশ্য)?
- আমরা কিভাবে এটি শেখাচ্ছি (পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া)?
- শিক্ষার্থীরা আগে থেকে কি জানে (পূর্ব-শিখন, পূর্ব-পরীক্ষা)?
- শিক্ষার্থীরা কি কাজ করবে (কাজ/তৎপরতা)?
- আমরা কিভাবে পাঠ ব্যবস্থাপনা করব (কাঠামোগত এবং সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ)?
- সব শিক্ষার্থীর জন্যই কি পরিকল্পিত শিখন তৎপরতা উপযোগী?
- শিক্ষার্থীদের জন্যে কি জুটিতে বা ছোট দলে কাজ করার সুযোগ রাখা হয়েছে?
- শিক্ষার্থীরা যা করছে তা তারা কিভাবে রেকর্ড করে রাখবে (যেমন- ড্রয়িং ইত্যাদি)?
- শিক্ষার্থীরা শিখছে কিনা তা 'আমরা কিভাবে জানব (ফিডব্যাক এবং মূল্যায়ণ)?
- আমরা পরবর্তীতে কি করব (অভিব্যক্ত করা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা)?

শিক্ষক হিসেবে আমাদের নিজেদের কাজকে সুশৃংখল ভাবে করতে বা পাঠ পরিকল্পনাকে সুন্দর ভাবে তৈরী করতে আমরা একটি সাধারণ পাঠ পরিকল্পনা মেট্রিক্স, পাঠ-পরিকল্পনার রূপরেখা বা একটি দৈনিক পাঠ-পরিকল্পনার ফরম্যাট ব্যবহার করতে পারি। এখানে এগুলোর নমুনা দেওয়া হল।) চেষ্টা করতে হবে এগুলোর অন্তত: যে কোন একটি ব্যবহার করা। যে কোন একটি বিষয় দিয়েও শুরু করা যেতে পারে। ফলে আমরা ভালভাবে শেখানোর কাজটি শুরু করতে পারব।

এটি এমন একটি পদ্ধতি যার ফলে আমরা যা শেখাচ্ছি তা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা এবং সে অনুযায়ী পরবর্তীতে কি ব্যবস্থা নেয়া যাবে এবং শেখানোর পদ্ধতি আরো কিভাবে উন্নত করা যাবে ইত্যাদি মনিটর করা সম্ভব হবে।

পাঠ পরিকল্পনা মেট্রিক্স:

বিষয়	উদ্দেশ্য	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	পূর্ব পরীক্ষা	শ্রেণী কক্ষ ব্যবস্থাপনা	শিক্ষাথীদের কাজ	শিখন কাজের প্রোডাক্ট	ফিড ব্যাক	মন্তব্য অভিব্যক্ত-করণ

পাঠ-পরিকল্পনার রূপরেখা:

বিষয়----------

শ্রেণী বা শিখন দল----------

শিক্ষার্থীর সংখ্যা----------

সময় ----------

শিখন উদ্দেশ্য :

আপনি এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা কি শিখবে বলে প্রত্যাশা করেন?

শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাব অর্জন করবে তা নিয়ে ভাবুন এবং কোন সুনির্দিষ্ট পাঠে এদের (দুটি বা তিনটি) তুলে ধরুন।

সম্পদ:

পাঠ বাস্তবায়নে আপনার কি সম্পদ শিক্ষার্থীরা কিভাবে সাহায্য করতে পারে? শিক্ষার্থীদের কি উপকরণ প্রয়োজন হতে পারে? এ সম্পদ সংগ্রহে শিক্ষার্থীরা কিভাবে সাহায্য করতে পারে?

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু/শিক্ষার্থী:

দলে কি এমন কোন শিক্ষার্থী রয়েছে যার জন্যে বাড়তি/অতিরিক্ত সাহায্যের প্রয়োজন?
এ ধরনের শিক্ষার্থীদের আপনার কি ধরনের সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন?

আপনাকে কি প্রত্যেককে আলাদাভাবে এ সহায়তা দিতে হবে?

এ ধরনের শিক্ষার্থীরা যাতে শ্রেণীকক্ষে সঠিক অবস্থানে বসতে পারে তা কি খেয়াল করবেন? (যেমন- আপনার শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশী হলে এ ধরনের শিক্ষার্থীদের সামনের সারিতে বসতে দিতে হতে পারে, যাতে আপনি তাদের সহজেই সাহায্য করতে পারেন।)

ক্লাসের সূচনা:

শিক্ষার্থীদের বলুন যে তারা এ পাঠ থেকে কি শিখবে। পাঠের শুরুতেই কোন কোন শিক্ষক পাঠ্য বিষয়ের নাম বোর্ডে লিখে থাকেন। ক্লাস কিভাবে শুরু করবেন মনে মনে তা চিন্তা করে রাখুন। আগের ক্লাসে শিক্ষার্থীরা কি শিখেছে তা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের কোন একটি সমস্যা সমাধান করার কাজ দিয়ে শুরু করুন। কোন ছবি দেখিয়ে বা মুক্ত প্রশ্ন করে তা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে মূল শিখন তৎপরতায় প্রবেশ করুন।

মূল কাজ:

পাঠের মূল অংশে শিক্ষার্থীদের কাজ কি হবে? আপনার শিখন তৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে শিখন উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করুন।

বিভিন্ন শিখন কাজের সমাবেশ করুনঃ যেমন-শিক্ষার্থীদের জুটিতে/ছোট দলে কাজ করতে বলুন।

আপনি আপনার কাজ শিক্ষার্থীদের সামনে কিভাবে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করবেন তা ভেবে রাখুন।

শিক্ষার্থীরা যখন কাজ করবে তখন আপনি কি করবেন? সেসময়টায় বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আপনি বাড়তি সাহায্য করতে পারেন।

উপসংহার:

এমন কোন বিশেষ কাজ বা আলোচনার মাধ্যমে ক্লাস শেষ করুন যার ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন উদ্দেশ্য সুচারু ভাবে অর্জিত হয়। শিক্ষার্থীরা কি শিখেছে তা জিজ্ঞেস করুন।

পাঠ শেষে নিজে নিজে অভিব্যক্ত করা:

নিচের চার্টের শূন্য জায়গায় আপনার শিক্ষণ কেমন হল ও কিভাবে আরো ভাল করা যেত সে সম্পর্কে ছোট ছোট নোট লিখে রাখুন। শিক্ষার্থীরা কি তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করেছে? সব শিক্ষার্থী কি শিখন কাজে অংশগ্রহণ করেছিল? পরবর্তী সময়ে আপনি অন্য কি উপায়ে ক্লাস নিতে পারতেন?

শিক্ষকের দৈনিক পাঠ পরিকল্পনার ছক		
তারিখ		
১.	শিখন উদ্দেশ্য:	সম্পদ
	শিখন কাঠামো:	
২.	শিখন উদ্দেশ্য:	সম্পদ
	শিখন কাঠামো:	
৩.	শিখন উদ্দেশ্য:	সম্পদ
	শিখন কাঠামো:	
৪.	শিখন উদ্দেশ্য:	সম্পদ
	শিখন কাঠামো:	
৫.	শিখন উদ্দেশ্য:	সম্পদ
	শিখন কাঠামো:	



টুল- ৫.২
প্রাপ্ত সম্পদ বাড়ানো

একজন সফল শিক্ষক শিক্ষার্থীর বয়স, লিঙ্গ, ক্ষমতা বা প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সবার জন্য একটি সুন্দর শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করেন। তাদের শ্রেণীকক্ষগুলো হয় আনন্দদায়ক ও উদ্দীপনাময়। যেখানে সব শিক্ষার্থীই শিখতে চায়। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা উপকরণের কমতি হলে বা এর (যেমন- বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি) আসবাব যদি পুরনো, জরাজীর্ণও হয়, নতুন নতুন চিন্তা ও ধারণা দিয়ে শিক্ষক একটি ক্লাসে শেখার পরিবেশ তৈরী করতে পারে। এখানে তেমন কিছু ধারণা দেওয়া হলঃ

সম্ভব হলে, শ্রেণীকক্ষের ডেস্ক বা বেঞ্চ এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে সহজেই কোন দলীয় কাজ করা যায়। একাধিক চকবোর্ড বা লেখার বোর্ড থাকলে ভাল হয়। সে সঙ্গে শিশুদের আঁকা ছবি বা কোন কাজ সবাইকে দেখানোর জন্য (যাতে শিশু উৎসাহিত হয়) দেয়ালের বা বেড়ার এক পাশকে ডিসপ্লে কর্ণার করুন। শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন কোনে বিষয়ভিত্তিক 'কর্নার' (যেমন-বিজ্ঞান কর্নার, অংক কর্ণার ইত্যাদি) কিংবা ছোট্ট একটি লাইব্রেরী থাকতে পারে।

তবে এটি সত্য আমাদের দেশের অধিকাংশ স্কুলগুলোতে সব কিছু সুন্দরভাবে, সুশৃংখল ভাবে গুছিয়ে রাখা, সাজিয়ে রাখা বেশ শক্ত। ধরা যাক, যে স্কুলের চারপাশে কোন বেষ্টনী নেই, খুব সহজেই সে স্কুলের আসবাব, জিনিষপত্র চুরি হয়ে যেতে পারে, গরু ছাগল শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ঢুকে বই খাতাপত্র, ডিসপ্লে বোর্ড ইত্যাদি নষ্ট করে ফেলতে পারে। এসব ক্ষেত্রে স্কুলের শিক্ষকরা ছাড়াও শিক্ষার্থীরা স্কুলের বা তাদের ক্লাসের বিভিন্ন সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারে।

কোন কোন স্কুলে শিশু শিক্ষার্থীদের নাগালের মধ্যে দেয়াল বা বেড়ার চারপাশে চক বা ব্ল্যাক বোর্ড লাগানো থাকে। যাতে শিক্ষার্থীরা একত্রে বসে তাদের বিষয়ভিত্তিক আলাপ আলোচনা ও পরিকল্পনার কাজে চক বোর্ড ব্যবহার করতে পারে। যেসব শ্রেণীকক্ষ বেঞ্চি বা আসবাব পত্র কম বা একদমই নেই। সেসব শ্রেণীকক্ষে খোলা জায়গায় চট বা মাদুর বিছিয়ে তার ওপর বসে বা দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের শিখন তৎপরতায় (যেমন- বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন পরীক্ষা বা অভিনয় করা ইত্যাদি) দলগত বা একক ভাবে অংশ নিতে পারে। মনে রাখবেন, খোলা জায়গা শিখন উদ্দেশ্য অর্জনে বিশেষ সহায়ক।

ভারতের কোন কোন রাজ্যে স্কুলগুলোতে দেয়ালের নিচের অংশটুকু কালো রং করে দেওয়া হয় যাতে শিশুরা তার ওপর লিখতে পারে। এ স্কুলগুলো জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি'র অধীন শিক্ষার্থীদের বসতির ১ কিলোমিটারের মধ্যে (এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও) স্থাপিত হয়েছে। আর প্রতিটি স্কুলই তৈরী হয় শিক্ষার্থীদের শিখন উপযোগী করে ।

অবকাঠামোগত স্থান:

শ্রেণীকক্ষ :

শিক্ষার্থীদের নড়াচড়া ও সহজে চলাচলের জন্য বিশেষত: বেঞ্চসমূহের মাঝে ও পাশে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা উচিত। প্রয়োজনে বসার অবস্থান এমন ভাবে করুন যাতে ছোট দলে কাজ করতে বা যেকোন শিখন তৎপরতা তাৎক্ষণিকভাবে আয়োজনে কোন অসুবিধা না হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষককে অধিক শিক্ষার্থী ও জায়গার সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করতে হবে যে কিভাবে কার্যকরভাবে বসার ব্যবস্থা এবং শ্রেণীকক্ষে সবার সহজ চলাচল নিশ্চিত করা যায়।

মনে রাখুন: আপনার ক্লাসে কি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা ঢুকতে বা বের হতে কিংবা ক্লাসে সঠিকভাবে চলাচল করতে পারে? ক্লাসের প্রতিবন্ধী, অ-প্রতিবন্ধী ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা আলাদা না হয়ে একত্রে পাশাপাশি বসতে পারে? ছেলে মেয়ে কি একত্রে না আলাদা ভাবে বসে?

আলো, তাপ ও বায়ূ-নিষ্কাশন:

শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত আলো এবং তাপ রোধক ও বায়ূ চলাচলে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। বেঞ্চগুলোকে এমন ভাবে সাজানো যাবেনা যাতে সূর্যের আলো সরাসরি মুখে পড়ে । এমনভাবে ডেস্কগুলো সাজাতে হবে যেন আলো শিক্ষার্থীদের পাশ থেকে আসে।

মস্তিষ্কের জন্য অক্সিজেন জরুরী। শ্রেণীকক্ষের কোনায় জিনিষপত্রে ঠাসা থাকলে এগুলো বায়ু চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই এগুলো অপসারণ করুন। অথবা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের কিছু কিছু শিখন কাজ শ্রেণীকক্ষের বাইরে আয়োজন করুন। শিক্ষার্থীদের বসার স্থান মাঝে মাঝে পরিবর্তন করুন যাতে পেছনে বা কোনের দিকে যেখানে কম আলো ও বাতাস রয়েছে সেখানে তাদের সবসময় বসতে না হয়।

যেসব শিক্ষার্থীর দৃষ্টি বা শ্রবণ সমস্যা রয়েছে তাদেরকে শ্রেণীকক্ষে সুবিধাজনক জায়গায় বসতে দিন।

শিখন-কর্ণার:

শিশুরা তাদের চারপাশের প্রকৃতির ব্যাপারে দারুণ কৌতুহলী। শ্রেণীকক্ষের 'বিজ্ঞান ও অংকের কর্ণার' তাদের এ কৌতুহলকে আরো বাড়িয়ে দিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে । শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দমত নানা জিনিষ সংগ্রহ করে তা এসব কর্ণারে সংরক্ষণ করতে পারে। এগুলো সকল শিক্ষার্থীরা সম্পদ হিসেবে কাজে লাগাবে। শিক্ষার্থীরা এই কর্ণারে বীজ উৎপাদন করতে পারে, নানা ধরনের সংগৃহীত জিনিষ যেমন-শামুকের খোল, সুন্দর কোন পাথর ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে পারে। এ ধরনের কর্ণার স্থাপন করার জন্য শ্রেণীকক্ষের কোন্ জায়গাটি সবার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে তা ভেবে দেখুন।

- 'বিজ্ঞান ও প্রকৃতি কর্ণারের' জন্য জীবন্ত কোন প্রাণী যেমন-মাছ, খরগোশ, পাখী ইত্যাদি খুবই উপযোগী। শিক্ষার্থীরা জানবে কিভাবে পশু পাখী বা যেকোন প্রাণীর যত্ন করতে হয়, কিভাবে তাদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ বন্ধ করা উচিত ইত্যাদি। আলোচনা পর্যালোচনা শেষে সম্ভব হলে, জীবন্ত প্রাণী যেখান থেকে সংগৃহীত হয়েছে (যেমন-বনজঙ্গল বা নদী) সেখানে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

- 'অংকের কর্ণারে' খালি ক্যান, প্লাস্টিকের বোতল, মাটির ঢেলা খালি প্যাকেট ইত্যাদি রাখা যেতে পারে। বাস্তব উপকরণ হিসেবে এগুলো শিখনে কাজে লাগবে। কিছু 'নকল টাকা' বা মুদ্রা রাখা যেতে পারে (কার্ড বোর্ড বা আর্ট পেপার কেটে বানানো, এগুলো বিভিন্ন অভিনয় যেমন- বাজারে গিয়ে জিনিষ কেনা ইত্যাদি কাজে লাগতে পারে। বাতিল কোন উপকরণ যেমন কার্ড বোর্ড, তার, ফিতা, কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি অঙ্কের কর্ণারে রাখা যেতে পারে।

সংগৃহীত জিনিষের গায়ে লেবেল লাগিয়ে তা প্রদর্শন করা হলে শিশুরা যেমন জিনিষটি সম্পর্কে জানতে পারবে তেমনি শিখনের সঙ্গে স্কুল, দৈনন্দিন জীবন এবং স্থানীয় সমাজের একটি সম্পর্ক করতে পারবে। স্থানীয় কোন কারু শিল্পী স্কুলে এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন এবং তাদের কারু শিল্পের বিভিন্ন জিনিষ তৈরীর কলাকৌশল শিখিয়ে দিতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা ও শিখন উপকরণ সংগ্রহে পুরোপুরিভাবে অংশ নিতে হবে। শিখন কর্ণার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে কোন কমিটি, টিম বা ছোট দল গঠন করে দিতে হবে। এ কাজ তাদের মধ্যে দায়িত্ব বোধ বাড়াতে ও নাগরিক দক্ষতা তৈরীতে বিশেষ সহায়ক হবে। কমিটির বা দলের সমন্বয়কারী এবং সম্পাদক তাদের কাজ যেন গুরুত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করে সে ব্যাপারে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীরা খেয়াল রাখবে।

তবে অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে এ ধরনের কর্ণার স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বেতের বা বাঁশের ঝুড়ি মেঝেতে, এক কর্ণারে তাক করে সাজিয়ে রাখা যায়। এসব ঝুড়িতে থাকতে পারে নানা জিনিস যেমন- শামুকের খোল, পাথর, বীজ এবং যেকোন জিনিষ যা বিজ্ঞান বা অংকের ক্লাসে কাজে লাগে। এ সমস্ত জিনিষ শিশুরা সাধারণত: খেলার জন্যেও ব্যবহার করে থাকে।

প্রদর্শনী এলাকা:

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-শিখন উপকরণ এবং শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদর্শন করা হলে শিক্ষার্থীরা শিখন কাজে আগ্রহ দেখাবে এবং নিজের ক্লাসের ওপর তাদের এক ধরনের অধিকার বোধ জন্মাবে। এমন কি বাবা মা বা অভিভাবকরাও শ্রেণীকক্ষে এসব জিনিষ দেখে শ্রেণীকক্ষে কি ধরনের শিখন তৎপরতা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন এবং তারা সন্তানদের লেখাপড়া ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। সব শিক্ষার্থীর ভাল কাজের নমুনা (যেমন- ড্রয়িং, কারু শিল্প, কোন লেখা ইত্যাদি) যথাযথ ভাবে প্রদর্শন করতে হবে যাতে সবাই তাদের প্রতিভা সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে ।

শিশুরা তাদের কাজের পাশে নিজেদের নাম দেখতে চায়, এটি তাদের গর্বিত করে। তাই প্রদর্শন নিয়মিত ভাবে বদল করুন যাতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বজায় থাকে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই প্রতি টার্মে তার সবচেয়ে ভাল কাজকে প্রদর্শন করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের প্রদর্শিত কাজগুলোকে শিক্ষার্থীদের ফোল্ডারে রেখে দিন পরবর্তীতে যা তার শিখন অর্জন যাচাইয়ের সময় কাজে লাগবে (টুল ৫.৪-এ শিক্ষার্থীদের পোর্টফোলিও মূল্যায়ন অংশ দেখুন)

একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে, তাই প্রদর্শন বোর্ড একটি শিক্ষা উপকরণও বটে। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত উপকরণ যেমনঃ শুকনো তাল পাতা, চট ইত্যাদি দিয়ে প্রদর্শনী বোর্ড তৈরী করা যায়। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকজন আপনাকে সাহায্যে করতে পারে। শিশুদের শিখনে প্রদর্শনী বোর্ড খুব দরকারী, কেননা এটি

- শিক্ষার্থীদের নানা তথ্য দেয়,
- শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদর্শন করে ও এতে তাদের আত্ম মর্যাদাবোধ বাড়ে,
- আপনি যা শেখান তাকে আরো সমৃদ্ধ করে,
- যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে বাড়তি তথ্য বা ফিডব্যাক প্রদান করে ,
- শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা বা প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন তাদের একত্রে কাজ করতে ও একে অপরকে সাহায্য করতে উৎসাহিত করে।
- শিক্ষার্থীরা একে অপরের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে।

যদি আপনার শ্রেণীকক্ষে কোন দেয়াল না থাকে বা শিখন পরিবেশ উন্মুক্ত হয় তবে শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনী সমূহ কোন কিছুর সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখুন। এটিকে 'ঝুলন্ত শিখন প্রদর্শনী' হিসেবেও অভিহিত করতে পারেন।

শ্রেণীকক্ষে লাইব্রেরী:

গ্রামাঞ্চলে সাধারণত পাঠাগার থাকে না। ফলে গ্রামীণ শিশুদের পক্ষে নানা ধরনের বই পাঠের সুযোগ কম। কাঠের বাক্স দিয়ে শ্রেণীকক্ষে একটি বক্স-লাইব্রেরী চালু করা যায়। শিক্ষার্থীরা তাদের লেখা গল্প কবিতা দিয়ে বানানো 'হাতে লেখা' বই নিয়ে গর্ববোধ করবে। এছাড়াও তারা কিভাবে বই তৈরী করতে হয় তা জানতে পারবে। শিক্ষার্থীরা 'জিগ্-জ্যাগ্' ধরনের বই তৈরী করতে পারে। এই বই অনেকটা দুই, তিন বা চার ভাঁজের ফোল্ডারের মত হবে। প্রতিটি ভাঁজের পৃষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি ও লেখা থাকবে। নিজেদের লেখা দিয়ে হাতে বানানো এই 'জিগ্-জ্যাগ্' বইও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমান আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

শিক্ষার্থীদের তৈরী এই বই কার্যকর শিক্ষণ-শিখন উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই বইয়ে লেখা বিভিন্ন তথ্য ও আঁকা ছবি থেকে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা নানা বিষয় জানতে পারবে। শিশুরা যেকোন সমস্যা তাদের দৃষ্টিতে দেখে। তাদের ভাষা বুঝতে সহজ। তারা শিক্ষকদের চাইতে সহজভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিনিময় করতে পারে। তাই তাদের বানানো বই-কে গুরুত্ব দিন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে শিশুদের উপযোগী ছাপানো বই পাওয়া যায় না সেখানে তাদেরকে নিজের হাতে বই তৈরী করে তাদের নিজস্ব 'বক্স লাইব্রেরী' তে সবার পড়ার জন্য রাখতে বলুন।

এ ছাড়াও যে সব শিক্ষার্থীর প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তাদের জন্য বিশেষ ভাবে বই তৈরী করা যায়। হাতে স্পর্শ করা যায় এ ধরনের জিনিষ আঠা দিয়ে বইয়ের পৃষ্ঠায় লাগিয়ে দিন। ক্ষীণ দৃষ্টি বা দৃষ্টিহীন যে কোন শিক্ষার্থী তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে জিনিষটি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবে। যেমন- একটি ত্রিভূজ বা চতুর্ভূজ বইয়ের পৃষ্ঠায় আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যায়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী তা আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করে বুঝতে পারবে একটি ত্রিভূজের আকৃতি কেমন হতে পারে। এমন কি যেসব শিক্ষার্থী দেখতে পায় তারাও এ ধরনের 'অনুভব করার বই' তৈরী করে আনন্দ পাবে এবং পাশাপাশি তা থেকে শিখবে। এবং তারা চোখ বন্ধ করে স্পর্শ করে বিষয়টি অনুশীলন করে দেখতে পারে। একই ভাবে, 'অনুভব করার পোস্টার' -ও তৈরী করা যেতে পারে।

কোন কোন দেশে শ্রেণীকক্ষের প্রদর্শনী' ও পাঠাগার সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ন সম্পদ । বিশেষতঃ যখন শিক্ষার্থীরা আবহাওয়া, ভূমি, সামাজিক অবস্থা, কৃষি পঞ্জিকা, বাড়ী বা স্থান, রাস্তা ঘাট সেতু ইত্যাদি সম্পর্কিত সমাজের বিভিন্ন তথ্য (যেমন- বুকলেট ৩ এর স্কুল সমাজের মানচিত্রায়ন) প্রদর্শনী-তে প্রদর্শন করে বা পাঠাগারে সংরক্ষিত করে তখন তা কোন সংস্থা সমাজের কর্মীদের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষ কাজে লাগতে পারে।



কর্মতৎপরতাঃ সম্পদের পরিমাপ

আপনার শ্রেণীকক্ষের চারপাশে দেখুন কি সম্পদ রয়েছে এবং দেখুন আপনি ও আপনার শিক্ষার্থীরা সারা বছরে বা প্রতি টার্মে কি সম্পদ শ্রেণীকক্ষের জন্য সংগ্রহ করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন যে কি ধরনের সম্পদ তারা শ্রেণীকক্ষে দেখতে চায় এবং নিচের ছক অনুযায়ী তা লিখুনঃ

শ্রেণীকক্ষের সম্পদ	কখন এই সম্পদ সংগ্রহ/প্রকল্প শুরু করতে হবে?	কি সম্পদ প্রয়োজন ও কোথা থেকে তা পাওয়া যাবে	আমরা কি ধরনের সাহায্য পেতে পারি?	শিক্ষার্থীরা এ' সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করবে ও কি শিখবে?
শিশুদের কাজ প্রদর্শনের জন্য প্রদর্শনী' বোর্ড				
বিজ্ঞান ও অঙ্কের জন্য শিখন কর্ণার বা ঝুড়ি				

শ্রেণীকক্ষের সম্পদ	কখন এই সম্পদ সংগ্রহ/প্রকল্প শুরু করতে হবে?	কি সম্পদ প্রয়োজন ও কোথা থেকে তা পাওয়া যাবে	আমরা কি ধরনের সাহায্য পেতে পারি?	শিক্ষার্থীরা এ' সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করবে ও কি শিখবে?
গল্প বলা বা পাঠাগারের জন্য একটি ভাষা কর্ণার				
একাধিক চক বোর্ড				
শ্রেণীকক্ষের শিখন উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি তৈরী				
শিক্ষার্থীদের হাতে তৈরী বই ও অন্যান্য উপকরণের ছোট পাঠাগার				



টুল ৫.৩
দলীয় কাজ ও সহযোগিতামূলক শিখনের ব্যবস্থাপনা

দলীয় কাজের পদ্ধতি:

কার্যকর শিক্ষণ বিভিন্ন শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণে এবং শ্রেণীকক্ষকে সক্রিয়, চ্যালেঞ্জিং এবং বন্ধু সুলভ পরিবেশে রূপান্তর করতে কার্যকর শিক্ষণ অপরিহার্য। এর জন্যে আপনি চার ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

(১) **পুরো ক্লাসকে সরাসরি শেখানো:** এই শিক্ষণ পদ্ধতিটি কোন বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদানে অধিক কার্যকর। তবে এ জন্য আপনাকে আগেই শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী কিছু প্রশ্ন তৈরী করতে হবে। গল্প বলার ক্লাসে বা শিক্ষার্থীদের সবাইকে নিয়ে কোন গল্প তৈরী করতে, কোন একটি কবিতা বা গল্প লিখনে, বা সমস্যা সমাধানমূলক কোন খেলা খেলতে বা কোন বিষয়ের ওপর জরিপ করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। যেহেতু প্রতিটি ক্লাসেই শিক্ষার্থীদের বিকাশমূলক স্তরে মেধা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে সেজন্য আপনাকে শিক্ষণের বিষয়কে সব শিক্ষার্থীর বিকাশের স্তর ও ক্ষমতা উপযোগী করে নিতে হবে।

ক্লাসের সব শিখন তৎপরতায় **সব** শিক্ষার্থীকে সমানভাবে অংশগ্রহণ করাতে, বিভিন্ন শিক্ষার্থী - দলকে বিভিন্ন কাজ দিতে হবে। যেমন- কোন একটি দলকে আপনি গল্প লেখার কাজ দিতে পারেন। বাক্য পূরণের কাজ আরেকটি দলকে, বা আরেকটি দলকে মডেল তৈরীর কাজ। তবে সব শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট কাজ করতে দেয়া হলে ধরে নিন ফলাফল হবে বিভিন্ন রকমের। মনে রাখুনঃ দুজন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের সব দল কখনোই একরকম হবে না। সব শ্রেণীকক্ষেই ভিন্নতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী রয়েছে, উদাহরন স্বরুপ, একই ধরনের কাজ করতে গিয়ে এক দল শিক্ষার্থী হয়ত একটি গল্প তৈরী করে ফেলল, অপর একটি দল কিছু শুদ্ধ বাক্য রচনা করে নিয়ে এল, অন্য আরেকটি দল তৈরী করল কোন কিছুর মডেল বা পোস্টার।

(২) **কোন একটি নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী দলকে সরাসরি শেখানো:** এ পদ্ধতিতে, আপনি যখন কোন একটি দলকে শেখাবেন তখন শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য শিক্ষার্থী দল নিজ নিজ কাজ করতে থাকবে। শিক্ষার্থীরা আত্ম-বিশ্বাসী হলে জুটি শিক্ষণও এক্ষেত্রে কার্যকর। কোন কাজের

প্রথম দিকে দলগুলোর বাইরের সাহায্য ছাড়া সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার দক্ষতা থাকে না। পরবর্তীতে অনুশীলনের মাধ্যমে তারা সবাই কাজ করতে শেখে।

(৩) **ব্যক্তিগত ভাবে শেখানো:** এ পদ্ধতি অনুযায়ী আপনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করতে পারেন। অনুপস্থিতি বা দেরীতে স্কুলে আসার কারণে কোন শিক্ষার্থী অন্যান্যদের তুলনায় যদি পিছিয়ে যায়, যার শিখন প্রতিবন্ধিতা রয়েছে বা স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছে, তাদের জন্য এ শিক্ষণ পদ্ধতি বেশী কার্যকর। সেসঙ্গে যেসব শিক্ষার্থী অতি মেধাবী বা মরভঃবফ তাদের চ্যালেঞ্জিং কাজ করার জন্য উৎসাহী করতে ব্যক্তিগত শিখন সহায়ক হতে পারে। তবে ক্লাস চলাকালে ব্যক্তিগত শিক্ষণ সংক্ষিপ্ত করতে হবে নচেৎ অধিকাংশ শিক্ষার্থী আপনার শিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

(৪) **ছোট দলে শিখন:** ক্লাসের শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে শেখানোকে ছোট দলে শিখন পদ্ধতি বলে। এটি খুবই কার্যকর শিক্ষণ-পদ্ধতি, তবে এর জন্য আপনাকে যথেষ্ট প্রস্তুতি নিতে হবে। এ প্রস্তুতি নিতে সময় লাগে এবং শিক্ষার্থীদেরও দলে একত্রে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। এ পদ্ধতিটি ভিন্নতাসম্পন্ন ক্লাসের জন্য বেশ কার্যকর।

একই ক্লাসে বিভিন্ন দল:

আপনি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন দলে ভাগ করতে পারেন যেমন- শুধুমাত্র ছেলে বা মেয়েদের নিয়ে পৃথক দল কিংবা ছেলে ও মেয়ে উভয়কে নিয়ে মিশ্র দল, একই ক্ষমতা সম্পন্নদের দল বা বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্নদের মিশ্র দল, একই সামাজিক প্রেক্ষাপট বা বন্ধুত্বের দল, সম-আগ্রহ সম্পন্ন দল, জুটি, তিনজন বা চারজনের একেকটি দল ইত্যাদি।

গমনীয়তা প্রদর্শন করুন: দলের মধ্যে শিক্ষার্থীদের অদল বদল করুন। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের যতটুকু সম্ভব নিজ নিজ সহপাঠীদের সঙ্গে একত্রে বসে কাজ করার সুযোগ দিন। ছোট, বড় বা ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন যাই হোক না কেন এটি তাদেরকে ধৈর্য্যশীল হতে শেখায় এবং ক্লাসের সব শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থীদের কাউকে ধীর শিক্ষার্থী বলার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন: ধরা যাক্ গণিতে কোন শিক্ষার্থী হয়তো কাঁচা কিন্তু সে হয়ত বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষা নিরীক্ষা কিংবা ভাষায় কিংবা বই তৈরীতে বেশ দক্ষ। এজন্যে, শিক্ষক নিজেই যদি শিক্ষার্থীকে ধীর শিক্ষার্থী বলে তখন শিক্ষার্থী নিজেকে ব্যর্থ ভেবে স্কুলের প্রতি আগ্রহ হারাবে। তখন তাদের ধারণা হতে পারে যে ভাল করার ক্ষমতা তাদের নেই। এ ধারণা থেকে এক সময় তারা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে এবং পরিবারের উপার্জনের দিকে আগ্রহী হয়।

দলীয় কাজের সুবিধার্থে উপকরণ তৈরী: মনে রাখবেন, বিভিন্ন খেলা, ওয়ার্ক-কার্ড বা অন্যান্য উপকরণ তৈরী সময় সাপেক্ষ হলেও এগুলো প্রায়শই শিখন কাজে প্রয়োজন হতে পারে। আপনার শিক্ষার্থীদের এ সব উপকরণ তৈরীর কাজে লাগাতে ভুলবেন না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে একদিকে যেমন আপনার কাজের ভার লাঘব হবে অপর দিকে শিক্ষার্থীরা এসব উপকরণ তৈরী করতে গিয়ে নানা জিনিষ শিখবে ও সে সঙ্গে তাদের আত্ম মর্যাদা বোধ উন্নত হবে।

আপনার শ্রেণীকক্ষের বিন্যাস নিয়ে ভাবুন: দলীয় কাজের সুবিধার্থে কিভাবে আপনার শ্রেণীকক্ষের আসবাবকে সাজানো যায়? আপনার শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষ সংগঠনে বা পুনসংগঠনে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে জানতে হবে। তাদের সঙ্গে মিলে শ্রেণীকক্ষকে কিভাবে সাজালে সবার জন্য সুবিধাজনক হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন।

রুটিন অনুযায়ী কাজ নিশ্চিত করুন: শিক্ষার্থীদের রুটিন যেমন-কিভাবে দলে ঢুকতে হবে, কিভাবে শুরু করতে হবে, কাজ শেষে কি করতে হবে ইত্যাদি। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজের রুটিন তৈরী করুন।

সব শিক্ষার্থীকেই দলকে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব নিতে হবে :কেননা দল নেতার ভূমিকা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। তাকে শিক্ষককে সাহায্য করতে হয়, যেমন- শিক্ষকের নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের জানানো, উপকরণ বিতরণ, কাজের মাধ্যমে দলকে নেতৃত্ব প্রদান, শিক্ষককে রিপোর্ট দেয়া ইত্যাদি।

সহযোগিতামূলক শিখন

শিক্ষার্থীরা যখন দায়িত্ব ও সম্পদ ভাগাভাগি করতে শেখে, কোন একটি শিখন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এক সঙ্গে কাজ করে তখন তাকে সহযোগিতামূলক শিখন বলে। দলীয় দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজন সময়, অনুশীলন এবং দলের সদস্যদের যথাযথ ব্যবহার। এক্ষেত্রে শিক্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষতঃ একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরীতে, যেখানে শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে কাজে অংশ নেবে, যেখানে তাদের মতামত মূল্যায়িত হবে। সহযোগিতামূলক শিখনের ফলে শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায়, তাদের মধ্যে আনন্দ ও কাজের প্রতি ইতিবাচক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

সব শিক্ষার্থী যাতে সহযোগিতামূলক শিখনের ফলে উপকৃত হয় সেজন্য তাদের মধ্যে বিভিন্ন দক্ষতার সুষম উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ- মেয়েরা উপস্থাপক হওয়ার দক্ষতা অপরদিকে ছেলেরা 'স্ক্রাইবার' অর্থাৎ নোট লেখকের ভূমিকা পালন করতে পারে। **সব** শিক্ষার্থীর ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কথা বলা এবং সক্রিয় শ্রোতা হওয়া বিশেষ জরুরী।

কোন কোন শিক্ষার্থী কিভাবে অপরের ধারণাকে বা মতামতকে মূল্য দিতে হয় তা শেখে নাই। বিশেষতঃ শিক্ষার্থীরা যখন মিশ্র দলে কাজ করে তখন এটি প্রায়ই দেখা যায়। মেয়েরা দ্বন্দ্ব এড়াতে ছেলেদের মতামত মেনে নেয় আবার ছেলেরা মেয়েদের মতামতকে প্রায়ই উড়িয়ে দেয় বা অবজ্ঞা করে থাকে। একই ঘটনা ঘটতে পারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আসা শিক্ষার্থীর বেলায়। যেহেতু সে মূলধারার জনগোষ্ঠীর ভাষায় দক্ষ নয় সেজন্য দলের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই তার ওপর তাদের মতামত চাপিয়ে দিতে পারে।

যদি কিছু শিক্ষার্থী আলোচনার সময় অন্য শিক্ষার্থীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায় তবে তাদের মত প্রকাশ বা কোন বিষয়ের ওপর তাদের ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। কিভাবে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা তাদের মত প্রকাশ বা ধারণা বিনিময়ে বেশী আত্ম বিশ্বাসী হতে সক্ষম হবে? কোন কোন ক্ষেত্রে, ফল তৈরীর সময় প্রথমেই সম-লিঙ্গের বা সমজাতীয় দল তৈরী করা উচিত যাতে তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও আত্ম-বিশ্বাস তৈরী হতে পারে। যখন তাদের মধ্যে এ দক্ষতা তৈরী হয়ে যাবে তখন তাদেরকে মিশ্র দলে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

কোথাও কোথাও এরকম ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে একমাত্র শিক্ষকের কাছ থেকেই সবকিছু শেখা যায়। যেখানে এরকম ধারণা রয়েছে সেখানে কেউ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক শিখনকে মূল্য দিতে চায়না, স্বীকার করতে চায় না এর প্রয়োজনীয়তাকে। অথচ সহযোগিতামূলক শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন হোক না কেন তারা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে। তাই শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন আনা হলে সে সম্পর্কে মা বাবা বা অভিভাবককে অবহিত করতে হবে। যাতে প্রয়োজনে তারাও শিখন উপকরণ যেমন-ভিজুয়াল এইড (দৃশ্য সহায়ক) বা গেমস তৈরীতে শিক্ষক বা শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন।

যথাযথ পরিবেশে সহযোগিতামূলক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে। যেসব শিখন তৎপরতায় বিশেষ চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন পড়ে (যেমন- কোন সমস্যা সমাধানমূলক কাজ) সেসব কাজ বা তৎপরতা দলের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক দক্ষতা বিকাশে উপযোগী।

শিখনে আন্ত:সম্পর্কীয় দক্ষতা

একটি চাঙ্গা ও সজীব দল পুরো ক্লাসকে সফল করে তুলতে পারে। দ্বন্দ্বের কারণে, মেয়ে ও ছেলের মধ্যে বিভাজন, ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আলাদা করে রাখা, কোন শিক্ষার্থীকে অধিক প্রশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি ক্লাসের শিখন পরিবেশকে নষ্ট করে। শিক্ষক হিসেবে আপনি **সব** শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন ধারণা দেবেন যে, একজন শিক্ষার্থীর সফলতা দেখে অন্য শিক্ষার্থীরাও সফলতার জন্য অনুপ্রাণিত হবে। তার সফলতা থেকে শিক্ষা নেবে। শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের একটি **শিখন টিম** বা দল হিসেবে কিংবা **শিখন সমাজ** হিসেবে নিজেদের বিবেচনা করে, একজনের সফলতা দেখে অন্যজন অনুপ্রাণিত হয়। শিক্ষক হিসেবে আপনাকে সে ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে ।

যে কোন সফল ও কার্যকর যোগাযোগের ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে শোনা, কথা বলা এবং পরিস্থিতি বোঝা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সহযোগিতামূলক দলীয় কাজে এবং সামাজিক যোগাযোগের জন্য এ দক্ষতা থাকা জরুরী। একজন ভাল শিক্ষক হিসেবে দেখতে হবে যে আন্ত:সর্ম্পকীয় যোগাযোগের সময় কোন শিক্ষার্থী বা কোন শিক্ষার্থী দল যেন সবসময়ই অন্যদের সুযোগ না দিয়ে নিজেরাই সব প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারে বা আলোচনায় আধিপত্য বিস্তার না করে।

যে কোন শিখন পরিবেশে অপরজন কি বলছে তা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও বুঝে সাড়া দেওয়া একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একই সঙ্গে পরিষ্কার ভাবে কথা বলা বা অপরকে বিরক্ত না করে কোন বিষয়ে নিজের মতামতকে গুছিয়ে প্রকাশ করাও যে কোন যোগাযোগে সমান জরুরী। বলে নেয়া ভাল যে, শ্রেণীকক্ষে স্থানীয়/আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা বা কেউ তা বলতে চাইলে তাকে উৎসাহিত করা হলে শিখনে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাড়বে।

সার-সংক্ষেপ:

- যে কোন সহযোগিতা শিক্ষার্থীদের একত্রে কাজ করতে সক্ষম করে। সে সঙ্গে পারস্পরিক দায়িত্ব, উপকরণ, কাজ এবং শেখার সুযোগ বিনিময় করতে উৎসাহিত করে তোলে।

- শিক্ষার্থীদের ছোট দলসমূহ তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা ভাগাভাগি করে নিতে পারে। বিজ্ঞান ক্লাসে, শিক্ষার্থীদের কোন একটি দল হয়তো কোন কিছু ওজন পরিমাপ করতে পারে, আবার আরেকটি দল এর রেকর্ড রাখতে পারে। এমনকি, কাজের মাঝামাঝি সময়েও শিক্ষার্থীরা তাদের দায়িত্ব রদবদল করে নিতে পারে। যদি শিক্ষার্থী দলগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হয় তবে তাদেরকে পারস্পরিক সহযোগিতারও অনুশীলন করতে হবে।

- সমস্যা সমাধান ও আলাপ-আলোচনা শিক্ষার্থীদের যেকোন দ্বন্দ্ব নিরসনে ও সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। ভাল যোগাযোগ দক্ষতা ও ধৈর্য্যশীল আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দ্বন্দ্ব নিরসন দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
- শিক্ষার্থী যাতে কোন কাজের লক্ষ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, বিকল্প যাচাই করে, সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেগুলোকে সমর্থন করে এবং তাদের এসব সিদ্ধান্তের ফলে কি ফলাফল হল তা খেয়াল রাখে, সেজন্য তাদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তবে এর সফলতা নির্ভর করে দলের গতিশীলতা, দলের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহযোগিতার ওপর।

দলীয় কাজের কিছু মৌলিক নীতিমালা

আলোচনায় শিক্ষার্থীরা কিভাবে অংশ নেবে সে সম্পর্কে কোন 'মৌলিক নীতিমালা' বা নির্দেশাবলী আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে। এই নির্দেশাবলী একটি খোলামেলা সংলাপ বা আলাপ আলোচনা চালাতে সব শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবে। এ ধরনের একটি নির্দেশাবলীর জন্য শিক্ষার্থীরা একটি তালিকা তৈরী করতে পারে:

১. সক্রিয়ভাবে শুনতে হবে, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলতে হবে। এবং শিখন কাজে পুরোপুরি অংশ নিতে হবে;

২. নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলতে হবে (তারা নয়, 'আমি বা 'আমরা')।

৩. কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা যাবেনা; ব্যক্তি নয় , শুধুমাত্র বক্তব্যের ওপর জোর দিতে হবে।

কিভাবে শিখন কাজের অংশগ্রহণ ব্যবস্থাপনা করা যাবে সে সম্পর্কেও কিছু নীতিমালা থাকা প্রয়োজন যাতে কার্যকর ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সব শিক্ষার্থীর কথা বলার সুযোগ হয়। বিষয়টি বোঝাতে এখন এখানে একটি খেলার কথা বলা হচ্ছে। খেলার নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা একটি 'যাদুর মাইক্রোফোন' ব্যবহার করতে পারে। একটি পাথর বা শামুকের খোল একে একে সবার কাছে যাবে, যখন এটি যার কাছে যাবে তখন সে কথা বলার সুযোগ পাবে। কথা বলে সে খোল বা পাথরটি পরবর্তী জনের কাছে দিয়ে দেবে। তখন সে কথা বলবে। এভাবে সবার কথা বলার সুযোগ হবে এবং এতে দুয়েকজন যারা ভাল কথা বলতে পারে তারা নিজেরাই বেশীক্ষণ কথা না বলে অপরকে কথা বলার সুযোগ দিতে বাধ্য হবে।

মাঝে মাঝে এই নীতিমালা পর্যালোচনা করুন এবং শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন যে তারা নতুন কোন নিয়ম সংযোজন এবং পুরনো কোন নিয়ম বাতিল বা পরিমার্জন করতে চায় কিনা।



কর্মতৎপরতা: আন্ত:সম্পর্কীয় যোগাযোগ দক্ষতা মূল্যায়ণ

এই মূল্যায়নে পর্যবেক্ষণ জরুরী। কাজেই যখন কোন নির্দিষ্ট দল কাজ করতে থাকে তখন তাদের পর্যবেক্ষণ করুন।

দক্ষতা	শিশু 'ক'	শিশু 'খ'	শিশু 'গ'
অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে			
পরিষ্কার ভাবে মত প্রকাশ করতে পারে			
নেতৃত্ব নেয়			
অন্যদের সহযোগিতা করে			

আপনার পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে কিছু শিক্ষার্থীকে বাড়তি কাজ দিতে পারেন যা দলীয় কাজের জন্যে বিশেষ জরুরী; এবং যাতে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

জুটিতে শিখন ব্যবস্থাপনা

জুটিতে শেখানো

যখন একজন শিক্ষার্থী আরেকজন শিক্ষার্থীকে শেখায় তখন সেটি হচ্ছে জুটিতে শিখন। একজন বড় শিক্ষার্থী বা দক্ষ বা সক্ষম শিক্ষার্থী তার কাজ শেষে আরেকজন কম বয়স্ক বা ধীর শিক্ষার্থীকে কোন বিষয় শিখতে সাহায্য করতে পারে। আবার, ক্লাসে একটি নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীরা একে অপরকে অথবা ছোট ছোট দলে গণিত, বিজ্ঞান বা ভাষা যেকোন বিষয়ে শেখাতে বা শিখতে পারে।

জুটিতে শেখানোর ধারণাটি একটি অন্যতম কার্যকর শিখন-পদ্ধতি। কেননা এতে ব্যক্তি শিক্ষার্থীর পাঠ কেন্দ্রিক চাহিদা সহজেই পূরণ হতে পারে। এ পদ্ধতি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের চেয়ে একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরী করে শিখনকে ত্বরান্বিত করে। সে সঙ্গে যেসব শিক্ষার্থীরা জুটিতে বা ছোট দলে কাজ করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মনোভাব তৈরী হয়। এতে এক দিকে যেমন একজন শিশু শিক্ষার্থী নিজেকে শিক্ষকের ভূমিকায় দেখে গর্ববোধ করে তেমনি সে শেখানোর অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারে অনেক কিছু। এ অভিজ্ঞতার ফলে শিশুর শিখন

সমৃদ্ধ হয়, অপর দিকে তার সহপাঠী শিক্ষার্থীর শোনা, মনোযোগ দেয়া ও যা শেখানো হচ্ছে তা অর্থপূর্ণ উপায়ে বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক যেখানে ব্যর্থ হবে সেখানে শিক্ষার্থীরা সফল হতে পারে। কেননা শিশুরা বড়দের তুলনায় যেকোন সমস্যা সহজভাবে দেখে, এবং সহজ উপায়েই তা সমাধানের চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য এই শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় তারা যে ভাষা ব্যবহার করবে তা অত্যন্ত শিখন-বান্ধব।

পড়ার দক্ষতা অর্জনে জুটিতে শিক্ষণ

পড়ার দক্ষতা অর্জনে জুটিতে শিক্ষণ একজন ধীর পড়ুয়াকে অথবা ক্লাসের অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারে।

- শিক্ষাগত ও সামাজিক উভয় দিকেই শিশু - শিক্ষক ও শিশু শিক্ষার্থীর ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
- এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর ভাবে শিক্ষার্থীকে পড়ায় ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করতে পারে।
- বিস্ময়কর ব্যাপার হল, শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে শিশু-শিক্ষকের নিজেরও পড়ার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- এ পদ্ধতির ফলে অল্প বয়স্ক বা ধীর পড়ুয়া শিক্ষার্থী পড়া অনুশীলনে অধিক সময় ব্যয় করে। অপরদিকে ক্লাসের মূল শিক্ষক যেখানে সব শিক্ষার্থীকে সমান সময় দিতে পারে না সেখানে এ পদ্ধতির ফলে শিশু -শিক্ষক তার সহপাঠী শিক্ষার্থীকে শেখানোয় অধিক সময় দেওয়ায় সে বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়।

তবে এটা ঠিক মূল শিক্ষক হিসেবে আপনি শিশু -শিক্ষককে তার ভূমিকা স্পষ্ট করে বলবেন। যাতে সে বুঝতে পারে তার কাছ থেকে আপনার প্রত্যাশা কি। শিশু -শিক্ষককে অবশ্যই শান্ত, স্থির ভাবে তার সহপাঠী শিক্ষার্থীকে পড়াতে হবে। পড়াতে গিয়ে কোন ভাবেই অধৈর্য্য হওয়া বা হৈচৈ করা চলবে না, মূল শিক্ষক হিসেবে আপনি এগুলো খেয়াল রাখবেন। পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্যে জুটিতে শেখানোর একটি উদাহরণ এখানে দেয়া হল-

জুটিতে পড়ানো:

(ক) শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও সহপাঠী শিক্ষার্থী দুজনেই একসঙ্গে সশব্দে জোরে জোরে পড়বেন, আবার শুধুমাত্র শিক্ষার্থী একা একইভাবে পড়বে। এবং

(খ) পড়ুয়ার শুদ্ধ ও স্বাধীন ভাবে পড়ার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করতে ইতিবাচক মন্তব্য ও গঠনমূলক ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে।

শিক্ষার্থী শিক্ষক যে যে কাজে দক্ষ হবে:

- সুন্দরভাবে বইয়ের পরিচিতি দিতে পারবে;
- সহপাঠী শিক্ষার্থীকে নিজের ভুল নিজে সংশোধন করতে দিবে।
- কোন একটি অংশ পড়া শেষে তার ওপর একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবে।
- রিপোর্ট কার্ড ও চেকলিস্ট পূরণ করার মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে নিজের ভুলত্রুটি চিহ্নিত ও শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে পারবে।

এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে ' একসঙ্গে বই পড়া' (shared reading) পদ্ধতিটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এ পদ্ধতিটি বাস্তবায়নে মূলত: প্রয়োজন বড় বড় অক্ষরের/ ছবি সম্পন্ন বড় আকৃতির ' বিগ-বুক' যাতে ক্লাশে শিক্ষক ও সমস্ত শিশু শিক্ষার্থীরা সহজেই বই (মূলত: গল্পের বই) দেখে এক সঙ্গে পাঠ করতে পারে, বা শিক্ষক যখন পড়বে তার সঙ্গে শিশুরাও গলা মেলাতে পারে ।
এ ধরনের ' বিগ-বুক' শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা খুব সহজে নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে । বাংলাদেশে বিভিন্ন বেসরকারী স্কুল ও এনজিও পরিচালিত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্রে ' বিগ-বুক' এর ব্যবহার দেখা যায়।

আত্মনির্দেশনামূলক শিখন:

এ পদ্ধতি এজন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই কখনো কখনো শিখতে হয়। এ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই তাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারবেন। শ্রেণীকক্ষে স্ব-নির্দেশিত বা নিজে নিজে শেখাকে উৎসাহিত করতে আপনি নিচের কয়েকটি কাজ করতে পারেনঃ

- আপনি শিক্ষার্থীদের পাঠের কোন অংশ নিজে নিজে শিখতে বলুন বা নতুন কোন পড়া তৈরী করতে দিন;

- তারা নিজেরাই কোন জরীপ করতে পারে এবং জরীপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত তারা কোন একটি পাঠে কাজে লাগাতে পারে।

- ভাল গ্রেড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের আপনি নতুন কোন ধারণা উন্নয়নে বা বিষয়বস্তুর ধারণায়নে ব্যবহারিক অনুশীলন দিতে পারেন।

- স্বাস্থ্যগত অবস্থা বা অন্য কোন ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য শিক্ষার্থীদের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও

বাস্তবায়নে সাহায্য করতে আপনি 'চাইল্ড-টু-চাইল্ড' পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। পরবর্তীতে আপনি তাদের কাজ মূল্যায়ন করে দেখতে পারেন।

এভাবে 'জুটিতে শেখানো' বা 'নিজে নিজে শেখা' ধরনের বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও দলকরণ (Groupings) করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষণ-শিখনকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক করা। এর ফলে শিক্ষার্থী স্বাধীন ভাবে স্ব-নির্দেশিত উপায়ে যেমন শিক্ষা লাভ করবে অপরদিকে শিক্ষকের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বা দলকে আলাদাভাবে সময় ও মনোযোগ দেওয়ার চাপ কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

পৃথকীকরণের (Differentiation) জন্য পরিকল্পনা:

পৃথকীকরণ হচ্ছে প্রচলিত ধারায় শ্রেণীকক্ষের সব শিক্ষার্থীকে একই রকম বিবেচনা করে গতানুগতিক কায়দায় শিক্ষণের বদলে নির্দিষ্ট কোন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদাকে পৃথকভাবে পূরণ করার ব্যবস্থা নেয়া। পৃথকীকরণের কিছু নীতিমালা এখানে দেওয়া হলঃ

- **পৃথকীকরণে বিশ্বাসী শ্রেণীকক্ষ নমনীয় হয়:** এ ধরনের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই বোঝে যে ব্যক্তিগত ও পুরো ক্লাসের সফলতার জন্যে শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধ করা সহ শিখন মূল্যায়ণের কৌশল এবং শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন উপাদানকে টুলস্ হিসেবে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যায়।

- **শিক্ষার্থীদের চাহিদার কার্যকর ও অব্যাহত মূল্যায়ণের ওপর পৃথকীকৃত শিক্ষণ নির্দেশনা নির্ভর করে:** আমরা জানি, শিক্ষার্থীদের প্রেক্ষাপট, ক্ষমতা ও চাহিদার মধ্যে পার্থক্য থাকে। পাঠ-পরিকল্পনার সুবিধার্থে এই পার্থক্য বিবেচনায় রাখতে হবে। পৃথকীকরণের এই নীতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ ও শিখন মূল্যায়ণের মধ্যে সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়। শিক্ষক হিসেবে আমরা যদি শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা ও আগ্রহ সম্পর্কে সচেতন হই তবে আমরা অধিক কার্যকরভাবে শেখাতে পারব। একটি পৃথকীকৃত শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর প্রতিটি কথা ও কাজকে উপযোগী তথ্য হিসেবেই দেখে যার ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর চাহিদা বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা করে।

- **সব শিক্ষার্থীর জন্য যথাযথ কাজ থাকে:** একটি পৃথকীকৃত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক বেশীরভাগ সময়ই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেবে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী তার কাজে আগ্রহ প্রকাশ করবে।

- **শিখনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সহযোগী:** একটি পৃথকীকৃত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা যাচাই করে, শিখন সহায়তা প্রদান করে এবং একটি কার্যকর শিক্ষাক্রমের

পরিকল্পনা করে। শিক্ষক নিয়মিত ভাবে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করে এবং শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনায় তাদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করে। ফলে শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে স্বাধীন শিক্ষার্থী হিসেবে রূপান্তরিত হয়।

কি পৃথকীকরণ করা যেতে পারে?

বিষয়বস্তুঃ বিষয়বস্তু (Content) হচ্ছে আলোচিতব্য ঘটনা, তত্ত্ব, নীতি, অপরিহার্য প্রবণতা বা দক্ষতা। শিক্ষক যা শেখাতে চান তা যেমন বিষয়বস্তুতে থাকে তেমনি শিক্ষার্থী তার কাঙ্খিত জ্ঞান, উপলব্ধি ও দক্ষতা কিভাবে অর্জন করবে তা অন্তর্ভুক্ত থাকে। একটি পৃথকীকৃত শ্রেণীকক্ষে কি কি শিখন কাজ ও শিখন উপকরণের প্রয়োজন তা শিক্ষককে বুঝতে হয় এবং সব শিক্ষার্থীদেরই সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করতে হয়। একটি পৃথকীকৃত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে মূল শিখন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে শিক্ষক যে ধরনের পৃথকীকৃত কৌশল অবলম্বন করতে পারেন সেগুলো হলঃ

- অঙ্কের বা বিজ্ঞানের নতুন কোন তত্ত্ব বা ধারণা বুঝতে সহায়তা করতে কিছু শিক্ষার্থীকে বাস্তব উপকরণ দিয়ে বোঝানো;
- একাধিক পর্যায়ের পাঠ উপকরণ ব্যবহার করা;
- যে সব শিক্ষার্থী পাঠ উপকরণ নিয়ে কাজ করছে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠ সহযোগীর ব্যবস্থা করা;
- যে সব শিক্ষার্থীকে একাধিকবার বোঝাতে হয় তাদের জন্য পুন:শিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে মূল ধারণা ভালভাবে বোঝাতে টেক্সট, টেপরেকর্ডার, পোস্টার এবং ভিডিও (যদি থাকে) ব্যবহার করুন।

কর্মতৎপরতা: কোন বিষয়ের ওপর মূল ধারণা পেতে একটি কার্যকর শিখন তৎপরতা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের সর্বোচ্চ দক্ষতা ব্যবহার করতে শেখায়। এ ধরনের শিখন তৎপরতার একটি নিদির্ষ্ট শিখন উদ্দেশ্য থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আপনি কোন একটি কাজকে সম্পন্ন করার জন্য দুতিনটি অপশন দিয়ে পৃথক করতে পারেন (যেমন-অপশন- ১ হচ্ছে সহজ, অপশন-২ হচ্ছে কিছুটা কঠিন, অপশন - ৩ খুবই কঠিন)। শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনুযায়ীও আপনি কোন কাজকে বিভিন্ন অপশন দিয়ে পৃথক করতে পারেন। প্রতিটি কাজে সহায়তার জন্য আপনি সহযোগী বিভিন্ন সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নাম প্রস্তাব করতে পারেন।

শিখন প্রকৃতি (product): আপনি শিখন প্রকৃতিকেও পৃথক করতে পারেন। শিখন প্রকৃতি হচ্ছে সে সব তৈরী জিনিষ যা একজন শিক্ষার্থী শিখেছে, বুঝেছে ও করেছে। হতে পারে এটি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ যেমন-ড্রয়িং, অংক, বিজ্ঞানের কোন পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদিতে ভর্তি একটি পোর্ট ফোলিও বা কোন সমস্যা সমাধানের দলিল, সমাপ্ত কোন প্রকল্পের কাজ (an end of Unit Project) ইত্যাদি। একটি ভাল শিখন-প্রকৃতি শিক্ষার্থীকে সে যা শিখেছে তা পুন:শিখনে সাহায্য করে, সে যা করতে পারে তা প্রয়োগ করায়, এবং তাদের বিষয় ভিত্তিক বোঝাপড়া ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

শিখন- প্রকৃতি পৃথকীকরণের কিছু উপায় এখানে দেওয়া হল

- শিখন লক্ষকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিখন প্রকৃতি তৈরী করতে বলুন;

- শিক্ষার্থীদের তারা যা শিখেছে তা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করুন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভাবে কাজ করতে দিন (যেমন-একা কাজ করা, বা কোন শিখন প্রকৃতি তৈরী সম্পন্ন করতে দলের সঙ্গে কাজ করা ইত্যাদি)
- শিখন প্রকৃতির জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করুন বা তা সরবরাহ করুন।
- বিভিন্ন ধরনের শিখন মূল্যায়ণ পদ্ধতি ব্যবহার করুন।



অভিব্যক্তর প্রতিফলন: পাঠ পরিকল্পনা:

পাঠ পরিকল্পনার সময় কি আপনি শিখন সূচি ও শিখন তৎপরতাকে পৃথক করতে পারেন?

সব শিক্ষার্থীর কি তথ্য-আহরণ ও পৃথকীকৃত কাজ করার সুযোগ রয়েছে যাতে তারা তাদের বিকাশের স্তর, সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী নিজ নিজ শিখন শৈলীর মাধ্যমে শিখতে পারে?

আপনি কি আপনার শিক্ষার্থী কি শিখেছে তা দেখাতে তার নানা ধরনের 'ভাল শিখন প্রকৃতি ' ব্যবহার করেন?

বুকলেট ৬ :

একটি সুস্থ ও সুরক্ষামূলক একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরী করা



Inclusive
Learning-Friendly
Environments

UNESCO
DHAKA OFFICE

Translated and edited by **Dr. Shirin Zaman Munir** and **Mr. G F Hamim**
with the financial support of UNESCO Dhaka

Published (Original English Verson) by UNESCO Bangkok
920 Sukhumvit Rd., Prakanong
Bangkok 10110, Thailand

UNESCO Dhaka
House 68 (3rd Floor)
Road 1, Block 1,
Banani, Dhaka 1213,
Bangladesh
Phone : 880-2-986 2073
: 880-2-987 3210
Fax : 880-2-987-1150
E-mail : dhaka@unesco.org

Printing of this toolkit was supported with Japanese Funds in Trust (JFIT)

The designations employed and the presentation of material throughout the publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning its frontiers or boundaries.

Printed at
Rieko Printing & Packaging (Pvt.) Ltd.
88/A, Kadamtola, East Bashaboo
Dhaka-1214, Bangladesh
Phone: 7205254 E-mail: riekobd@hotmail.com

বুকলেট- ৬

একটি সুস্থ ও সুরক্ষামূলক একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরী করা

ইউনেস্কো-ঢাকা

টুল গাইড

এই বুকলেটটি আপনার স্কুলে একটি কার্যকর সুস্থ ও সুরক্ষামূলক কার্যক্রম উন্নয়ন শুরু করতে আপনাকে ও আপনার সহকর্মীদের সাহায্য করবে। বুকলেট-৩ এ আমরা সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসার ওপর জোর দিয়েছি। যদি আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয় তবে আরো বেশী সংখ্যক ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপটের শিশু একীভূত, শিখন বান্ধব শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাবে। এসব শিক্ষার্থীরা এ ধরনের সুস্থ্য ও নিরাপদ পরিবেশে কাজ করে উপকৃত হবে সবচেয়ে বেশী ।

টুলস

৬.১ সব শিক্ষার্থীর জন্য স্বাস্থ্যকর ও সুরক্ষামূলক নীতিমালা তৈরী.....৩

স্কুলে স্বাস্থ্য- নীতিমালার জন্য সপক্ষতা বা এ্যাডভোকেসী ৫

ঐকমত্য সৃষ্টি ৭

আমাদের স্কুলে স্বাস্থ্য নীতিমালা পরিস্থিতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন ১০

সহিংসতা সামলানো: নীতিমালাকে বাস্তবে রূপান্তর করা ১৫

৬.২ শিশুদের জীবন দক্ষতা শেখানো ২৫

দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা.....২৫

কি দক্ষতা প্রয়োজন.....২৮

কিভাবে এ দক্ষতা শেখানো যায়.....৩৪

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা.....৩৬

৬.৩ স্কুলে পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও সুবিধাদির ব্যবস্থা করা.....৪৮

আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ণ.....৪৯

স্কুল খাদ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম: দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা.....৫২

একটি পরিচ্ছন্ন স্কুল পরিবেশ তৈরীর ধারণা.....৫৪

৬.৪ আমরা কি শিখেছি.....৬২



টুল ৬.১
সব শিক্ষার্থীর জন্য একটি সুস্থ ও সুরক্ষামূলক নীতিমালা তৈরী

একটি একীভূত, শিখন বান্ধব পরিবেশের অপরিহার্য অংশ হচ্ছে, সব শিক্ষার্থী সুস্থ হবে, নিরাপদে থাকবে এবং শিখন কাজে সমর্থ হবে তা নিশ্চিত করা। এই টুলে যে সব কর্ম তৎপরতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আপনার স্কুলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতিমালা চালুর স্ব-পক্ষতা করা, সবার ঐকমত্য তৈরী এবং কোন ধরনের নীতিমালা আপনার স্কুলে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করতে পারেন।

স্কুল স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার বিষয়টি নতুন ধারণা নয়। গ্রাম বা শহরের যেকোন স্কুলেই স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি সাধারণ সচেতনতা থাকে যে একজন শিক্ষার্থীর (তার সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে) শিখন লক্ষ্যে পৌঁছানো নির্ভর করে তার ভাল স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং একটি নিরাপদ শিখন পরিবেশের ওপর। শিক্ষার্থী যখন নিজেকে নিরাপদ ভাবে তখন সে সবচেয়ে ভাল শেখে।

স্কুলের স্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিমালায় কিভাবে বিশেষতঃ ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিক্ষার্থীদের সার্বিক স্বাস্থ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি এবং নিরাপত্তার অবস্থা উন্নত করা যায় তার দিকনির্দেশনা থাকে। স্কুলে এ ধরনের নীতিমালা আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি নিরাপদ, নিশ্চিত এবং ইতিবাচক আবেগিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটায়।

কাজেই, স্কুল স্বাস্থ্য নীতিমালা তৈরীতে নানা সহযোগী যেমন- শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বাবা মা অভিভাবক, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের এবং সমাজ সেবা কর্মী যারা প্রয়োজনীয় চিন্তা করবেন, কথা বলবেন, অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন এবং এ সংক্রান্ত উদ্যোগ নিতে ঐকমত্যে পৌঁছাবেন সবাইকেই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

একটি স্কুল স্বাস্থ্য নীতিমালায় কি থাকবে? এটি দেখতে কেমন? নিচের ছকে একটি স্কুল সাধারণত যেসব প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে কাজ করতে পারে তার একটি তালিকা দেয়া হল। যাতে আমাদের স্কুলে সবার জন্য একীভূত, সুস্থ এবং নিরাপত্তামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

স্কুল-স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষামূলক নীতিমালা

নীতিমালার ইস্যু	স্কুল-নীতিমালার উদাহরণ
অপ্রত্যাশিতভাবে গর্ভবতী হওয়া ও স্কুল থেকে বহিষ্কার	◆ কোন কারণে অপ্রত্যাশিতভাবে কোন শিক্ষার্থী গর্ভবতী হয়ে পড়লে বা সন্তান জন্ম দেওয়ার পর সে স্কুলে ফিরে আসতে চাইলে তাকে গ্রহণ করা ও শিক্ষা গ্রহণ চালিয়ে নিতে দেয়া; ◆ স্কুলের পাঠক্রমে পারিবারিক জীবন শিক্ষার বিষয় অর্ন্তভুক্ত থাকা; ◆ লিঙ্গ ভিত্তিক যে কোন বৈষম্য বিলোপ করা।
ধুমপান ও মাদক মুক্ত পরিবেশ	◆ স্কুলে শিক্ষক বা শিক্ষার্থীদের ধুমপান না করা; ◆ স্কুলের আশেপাশে কোন সিগারেট-এর দোকান বসতে না দেওয়া ◆ ধুমপান বা তামাকের এর কোন বিজ্ঞাপন প্রচার না করা; ◆ মাদকজাত কোন দ্রব্য স্কুলে ব্যবহার না করতে দেওয়া।
সেনিটেশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	◆ সম্ভব হলে স্কুলে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা লেট্রিনের ব্যবস্থা করা; ◆ নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা; ◆ স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি বা শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি কর্তৃক স্কুলে নিরাপদ পানি ও পয়:সুবিধাদি নিশ্চিত করা।
যৌন রোগ বিশেষতঃ এইচআইভি/এইডস এবং স্কুল থেকে বহিষ্কার	◆ যৌন রোগ বিশেষতঃ এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ সম্পর্কে দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ◆ স্কুলে সহপাঠীদের মধ্যে সহমর্মিতা বৃদ্ধি এবং এইডস সম্পকিত পরামর্শ। ◆ যৌন রোগ আক্রান্ত শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ না করা (বিশেষতঃ এইচআইভি/ এইডস পজিটিভ হলে); ◆ রোগ প্রতিরোধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া।
যৌন নিপীড়ণ	◆ স্কুলে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কর্তৃক কাউকে যৌন নিপীড়ণ বা নির্যাতন করা আইনসম্মতভাবে নিরোধ করা ◆ এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও আইন সবার মধ্যে প্রচার এবং সবার তা মেনে নেয়া, তরুন শিক্ষার্থীদের এ সংক্রান্ত রিপোর্ট করার ক্ষমতা প্রদান এবং নিপীড়ণকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা তৈরী বা সেবা প্রদান	◆ স্থানীয় সমাজ ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরী ও সেবা প্রদানে তাদের সম্পৃক্ত করা এবং শিক্ষকদেরকেও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে এ কাজে সম্পৃক্ত করা; ◆ স্কুলে খাদ্য কর্মসূচি থাকলে, খাদ্য সরবরাহকারীদের জন্য কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা এবং খাদ্যের গুণাগুণ, পরিচ্ছন্নতা ও মান বজায় রাখতে উদ্যোগ নেয়া।

উৎস: Focusing Resources on Effective School Health. Core Intervention 1: Health Related School Policies. http://www.freshschools.org/schoolpolicies-0.htm

স্কুলে স্বাস্থ্য নীতিমালার জন্য সপক্ষতা বা এ্যাডভোকেসি

একটি স্বাস্থ্যকর, সুরক্ষামূলক এবং একীভূত শিখন পরিবেশের জন্য নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রয়োজন সবার সহযোগিতা। এ সহযোগিতা প্রাপ্তির কাজটি এ্যাডভোকেসি দিয়ে শুরু করতে হবে, অর্থাৎ, স্কুল কর্তৃপক্ষ বা নীতি নির্ধারকদের এ ধরনের নীতিমালার প্রযোজনীয়তা বোঝাতে অর্থপূর্ণ ও উদ্বুদ্ধমূলক কিছু বার্তা তৈরী ও কাজ নির্ধারণ করতে হবে।



কর্মতৎপরতা: একটি সুস্থ, সুরক্ষামূলক এবং একীভূত নীতিমালার জন্য তথ্য/বার্তা নির্ধারণ

◆ আপনার সহকর্মীবৃন্দ যাদের স্কুল-স্বাস্থ্য ও শিক্ষার্থীদের শিখন উন্নয়নে আগ্রহ রয়েছে তাদের একটি ছোট দলে একত্রিত করুন। এরা হবেন সেসব শিক্ষক যারা সব শিশুকে স্কুলে আসতে উদ্বুদ্ধ করেন, যারা স্কুলের একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে সমন্বয়ক দলে (বুকলেট ১) কাজ করেছেন, বা যারা স্কুল-সমাজের ম্যাপিং বা শিশু শিক্ষার্থীদের জীবনালেখ্য (প্রোফাইল) তৈরীতে সম্পৃক্ত ছিলেন (এই টুলকিটের বুকলেট ৩-এ যেভাবে বলা হয়েছে। এ তৎপরতায় বুকলেট-৩ এর প্রাসঙ্গিক তথ্য কাজে লাগাতে পারেন)।

◆ আপনি নিজে দুটো বা তিনটে দল সংগঠিত করুন এবং প্রত্যেককে বলুন মনে মনে চিন্তা করতে যে কিভাবে তাদের ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি স্কুলের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। তারা ভাল ও মন্দ উভয় দিক নিয়েই ভাবতে পারে। প্রয়োজনে, প্রত্যেকে তাদের চিন্তাগুলো লিখে ফেলতে পারে। এ কাজের জন্য ৫-১০ মিনিট সময় দিন।

- প্রতিটি দলকে একটি বড় পোস্টার পেপার দিন। তাদেরকে কাগজে শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কিভাবে স্কুল কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে তা লিখতে বলুন।

- সবার কাজ শেষ হলে, আপনার এ সংক্রান্ত ধারণা সবাইকে বলুন। এরপর দলসমূহ যে বিষয়গুলোকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে তার কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করুন।

- পরিশেষে, সবাই মিলে এমন কিছু কার্যকর বার্তা তৈরী করুন যা আপনি স্কুলের জন্য স্বাস্থ্য- নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও নিচের বর্ণিত বিষয়সমূহও কিছু বার্তার মাধ্যমে প্রতিফলিত করা যেতে পারে। তাই নিচে এ ধরনের কিছু নমুনা বার্তা'র উদাহরণ দেওয়া হল যা স্বাস্থ্য-নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে, সবার মাঝে ঐকমত্য তৈরীতে আপনার কাজে লাগবে

একটি সুস্থ, সুরক্ষামূলক এবং একীভূত স্কুল- নীতিমালা তৈরীর কারণ

বিষয়: শিক্ষার্থীদের জীবনের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান ও দক্ষতা দিতে আমরা শিক্ষকরা কঠোর পরিশ্রম করি। কিন্তু শিক্ষার্থী নিজে বা তার পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সে আর স্কুলে আসতে পারে না। একইভাবে, স্কুল পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন না হলে, প্রয়োজনীয় পয়ঃসুবিধাদি না থাকলে বা শিক্ষার্থী স্কুলে, কিংবা যাওয়া আসার পথে কোন ধরনের ভয়ভীতির অথবা 'বুলিং'-এর শিকার হলে তার স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যায়।

বার্তা : স্কুলে আমরা সমস্ত সময়, অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করছি শিক্ষার্থীদের জন্য। যদি শিক্ষার্থীরা স্কুলেই না আসতে পারে তবে শিক্ষার পেছনে এত বিশাল বিনিয়োগ অর্থহীন।

বিষয়: শিশুরা বিশেষত মেয়েরা নানা রোগ-শোক ও ঘর-গেরস্থালীর কাজকর্ম করার ফলে প্রায়শ অসুস্থ, ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত এবং দুর্বল থাকে। ফলে তারা ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারে না। সুবিধা বঞ্চিত ও সমস্যা পীড়িত শিশু শিক্ষার্থীদের পেছনে তাই তুলনামূলকভাবে বেশী সময় ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে হয়। কিন্তু যেকোন শারিরীক বা আবেগীয় স্বাস্থ্য সমস্যা তাদের
শিখনকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে।

বার্তা: আমাদের কাজ তখনই সার্থক হবে যখন স্কুলে মেয়ে ও ছেলে উভয়েই সফলতার সঙ্গে লেখাপড়া করতে পারবে।

বিষয়: যখন স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যুনতম স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে না তখন স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যেতে পারে। বাবা মা সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে অনিচ্ছুক হবে।

বার্তা: যেহেতু আমাদের স্কুলসমূহে সম্পদের ঘাটতি রয়েছে সেজন্য সমাজের ও শিক্ষার্থীদের পরিবারের সঙ্গে কাজ করে এ ঘাটতি পূরণে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। কিন্তু স্কুল যদি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মত কোন নীতিমালা বা ব্যবস্থা না নেয় তবে তাদের কাছ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা অসম্ভব হবে।

ঐকমত্য সৃষ্টি

স্ব-পক্ষতা বা এ্যাডভোকেসী বার্তাগুলো তৈরী হয়ে গেলে, এগুলোর ব্যাপক প্রচারের জন্য কাজ করতে হবে। যাতে স্কুলের স্বাস্থ্য নীতিমালা তৈরীর জন্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সমর্থন সবার কাছ থেকে পাওয়া যায়। সমর্থন পাওয়ার একটি উপায় হল একীভূত সুস্থ ও সুরক্ষামূলক স্কুল পরিবেশ বলতে কি বোঝায় এবং কিভাবে এ ধরনের পরিবেশ শিক্ষার্থী পরিবার, শিক্ষক এবং সর্বোপরি সমাজকে উপকৃত করবে তা পরিষ্কার ভাবে সবার কাছে তুলে ধরা। অপরদিকে এ প্রচারণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে স্কুলসমূহ এলাকার স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে সমাজ কি ভাবছে তা জানতে পারবে এবং স্বাস্থ্য-বিষয় নিয়ে সমাজের সঙ্গে কিভাবে কাজ করা যায় তা বুঝতে পারবে।



কর্ম তৎপরতা: নীতিমালা উন্নয়নে ঐকমত্য সৃষ্টি

যেসব লোকজনের স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে কাজ করা এবং শিশুদের শিখন উন্নয়নে আগ্রহ রয়েছে তাদের কয়েকজনকে ছোট একটি দলে একত্রিত করুন। হতে পারে এদলটি আপনার একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরীর সমন্বয়কারী দল বা অন্য কোন দল। এ দলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও প্রশাসক, স্কুল বোর্ড বা শিক্ষক অভিভাবক সমিতির প্রতিনিধি, আগ্রহী কোন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বাবা মা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যেমন- ধর্মীয় নেতা (মসজিদের ইমাম, পুরোহিত ইত্যাদি) স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি বা এমন কেউ যিনি স্কুল বহির্ভূত শিশু ও যুবাদের উন্নয়নে কোন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এমন যে কেউ থাকতে পারেন। এছাড়াও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মী বা সমাজকর্মীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করুন। এরা আপনার স্কুলে স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে তথা শিক্ষার্থীদের শিখনে নানা উপায় ও সুযোগ তৈরী করতে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। সম্ভব হলে কোন ডাক্তার বা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে স্কুলের স্বাস্থ্য সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ নিতে পারেন। যে দল আপনি গঠন করেছেন তাদেরকে 'স্কুল স্বাস্থ্য টিম' নাম দিয়ে তাদের স্কুলের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়নে এবং এ সম্পর্কিত নিয়মিত তদারকির কাজেও লাগাতে পারেন।

ভিন্ন ক্ষমতা ও প্রেক্ষাপট সম্পন্ন **দলের প্রত্যেককে আপনার স্কুল নীতিমালায় বর্ণিত বা সমাজের নেয়া কয়েকটি স্বাস্থ্য উদ্যোগের উদাহরণ দিতে বলুন** যা শিশুদের বিশেষতঃ ভিন্ন পটভূমি ও সামর্থ্যের শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও শিখন উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। সবার উদাহরণগুলোকে একটি বড় পোস্টার পেপারে বা লেখার কাগজে তালিকাবদ্ধ করুন। (একাজটি ছোট দলে সম্পন্ন করুন।)

আবারো প্রত্যেককে আপনার স্কুলের স্বাস্থ্য নীতিমালায় (যদি থাকে) বর্ণিত দুয়েকটি নীতির কথা বলতে বলুন যা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও শিখন উন্নয়নে তেমন সহায়ক হচ্ছে না এবং সেজন্যে তা পরিমার্জন বা সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। (উদাহরণগুলোকে একটি বড় পোস্টার পেপারে বাম দিকের কলামে লিখুন।)

ছোট কোন দলের সঙ্গে কাজ করে, কেন এ ধরনের নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে বা নীতিমালা পরিবর্তন করা প্রয়োজন তার কারণসমূহ নির্ধারণ করুন। (একই পোস্টার পেপারের ডান দিকের কলামে কারণসমূহ লিখে দেখুন)

নীতিমালা উন্নয়নে বা পরিবর্তনের জন্য সবাই মিলে একটি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করুন (বুকলেট ২ ও ৩ দেখুন)



কর্মতৎপরতা: অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে ঐকমত্য তৈরী

স্কুলের স্বাস্থ্য তৎপরতার উদাহরণ ও ধারণা অপরের সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে এ কাজে সবার সহযোগিতা পাওয়ার ভিত্তি তৈরী করুন। এজন্যে এলাকার নেতৃস্থানীয় লোকজন, নারী, পুরুষ ও সচেতন শিক্ষার্থীদের একত্রিত করুন। নিচের কাজগুলো[১] এক্ষেত্রে আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে। মনে রাখতে হবে, এ কাজে সদিচ্ছা, আন্তরিকতা ও আগ্রহ না থাকলে সফল হওয়া কঠিন হবে।

- শিক্ষার্থীদের শিখনকে বাধাগ্রস্থ করে এমন প্রতিবন্ধকতা এবং স্কুলের নীতিমালা ও তৎপরতা কিভাবে এ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে শিক্ষার্থী, স্কুলকর্মী ও সমাজকে উপকৃত করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করুন। এ সংক্রান্ত ধারণা বিনিময়ের জন্য সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

- শিক্ষার্থী ও বাবা-মা/অভিভাবকদের সঙ্গে এ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কথা বলুন ও তাদের ধারণা জানুন।

[1] Adapted from: World Health Organization (2000) Local Action: Creating Health Promoting Schools. Geneva

- কোন এক অনানুষ্ঠানিক সভায় যেখানে সবাই উপস্থিত হতে পারবে সেখানে এ সংক্রান্ত আলোচনার জন্য আগ্রহী ব্যক্তি, বাবা মা/অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানান।

- গণশিক্ষা কর্মসূচী বা মিডিয়া প্রচারণার মাধ্যমে যেমন-রেডিওতে প্রচার, ব্রোশিওর-লিফলেট, পোস্টার তৈরী ও বিতরণ (এসব শিক্ষার্থীরাও তৈরী করতে পারে) স্কুল স্বাস্থ্য কার্যক্রম গ্রহণে সচেতনতা তৈরী করা যায়।

- স্থানীয়ভাবে স্কুল স্বাস্থ্য কার্যক্রম গ্রহণের ওপর কোন থিম বা শ্লোগান রচনার জন্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যায়।

- জনসমাগম হয় এমন কোন স্থানে কোন প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায় যা স্কুলে চারু ও কারুকলা ক্লাসে শিক্ষার্থীরা তৈরী করতে পারে। প্রদর্শনীতে স্কুলের স্বাস্থ্য পরিবেশ উন্নয়নে করণীয় কাজের কথা উল্লেখ থাকবে।

স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষতঃ ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন, প্রেক্ষাপট ও চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে আপনি যখন স্কুলের স্বাস্থ্য নীতিমালা উন্নয়ন বা কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কাজ করবেন তখন কমিউনিটির সমর্থনের কথাও বিবেচনা করবেন। কেননা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যেকোন সংবেদনশীল বিষয়ে কোন ধরনের মতদ্বৈততা বা ভুল বুঝাবুঝি হলে সমাজ আপনাকে বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারে। এজন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে নিয়ে একটি 'কমিউনিটি স্বাস্থ্য পরামর্শক কমিটি' গঠন করতে পারেন যা আপনাকে ও আপনার স্কুলকে স্কুলের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে নানাভাবে সাহায্য করতে পারবে।

মনে রাখুন

স্কুলের স্বাস্থ্য নীতিমালা শুধুমাত্র ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, এটা **সব** শিক্ষার্থীর জন্য তৈরী হবে। তবেই এ নীতিমালা সবার, সর্বস্তরের সমর্থন লাভ করবে এবং সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা যাবে। শুধুমাত্র বিশেষ ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি প্রণীত হলে এটি সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে।

আমাদের স্কুলে স্বাস্থ্য নীতিমালা পরিস্থিতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন

যখন একটি কার্যকর স্কুল স্বাস্থ্য ও সুরক্ষামূলক নীতি উন্নয়নে আপনি প্রয়োজনীয় সমর্থন পেয়ে যাবেন তখন যে প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়াবে তা হল, **আমরা এখন কি করব?** এ প্রশ্নের উত্তরের

সবচেয়ে আগে যেটা করা উচিত তা হচ্ছে, আপনার বর্তমান নীতিমালার কার্যকারিতা **যাচাই** এবং **মনিটরিং** করে দেখা এবং সেসঙ্গে সমাজের বর্তমান স্বাস্থ্য সমস্যা যাচাই করা। এজন্য নিচের চেকলিস্টটি ব্যবহার করতে পারেনঃ



কর্মতৎপরতা: স্কুল নীতিমালা মনিটরিং এবং মূল্যায়ণ

নিচের চেকলিস্টটি তৈরী করা হয়েছে নিরূপন করতে যে, (ক) স্কুলে স্বাস্থ্য নীতিমালা চালু রয়েছে কিনা; না হলে চালু করা (খ) যদি চালু থাকে সেক্ষেত্রে নীতিমালা বাস্তবায়নে কার্যকর কর্মসূচী আছে কিনা; যদি না থাকে তবে নতুন কর্মসূচী তৈরী করতে হবে। এই চেকলিস্টটিই চূড়ান্ত নয়; আপনি আপনার স্কুলের অবস্থা অনুযায়ী চেকলিস্টটি-তে যেকোন সংযোজন করে নিতে পারেন। ওপরে যে সমস্ত এ্যাডভোকেসি ও ঐকমত্য সৃষ্টির কথা বলা হল তা ফলোআপ করতে এটি একটি ভাল পদক্ষেপ। এটি আপনাকে ও আপনার সহযোগীদের কর্মপরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কি করা উচিত তা ভাবার সুযোগ করে দেবে।[২]

আমাদের স্কুলের নীতিমালা কি নিচের বৈষম্য বিরোধী বিষয়গুলো বিবেচনা করে?

— জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, শারিরীক, বৃদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগীয়, ভাষাগত বা অন্য কোন অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে মানবাধিকার ও সমান সুযোগ-কে মূল্য দেয়।

— শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মী কর্তৃক যেকোন ধরনের যৌন নিপীড়ন হতে সুরক্ষা ও নিপীড়নকারীর বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

— একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে যাতে একজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য যতটুকু সম্ভব সুযোগসুবিধা প্রদান করে।

— কোন অল্প বয়সের বিবাহিত, নির্যাতিতা বা গর্ভবতী অবিবাহিত মেয়ে শিক্ষার্থী যাতে স্কুল থেকে বহিস্কৃত না হয় তা নিশ্চিত করে এবং এ ব্যাপারে মেয়েটির ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে।

---

[2] Adapted from: UNESCO (2002) FRESH: A Comprehensive School Health Approach to Achieve EFA. Paris.(ED- 2002/WS/8 Rev.)

— ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপটের যেমন- আদিবাসী, এতিম, দারিদ্রপীড়িত ছেলেমেয়ে যাতে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করে।

— শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ/প্রস্তুতি, সহযোগিতা ও সর্বোপরি নিয়মিতভাবে বেতনাদি পান।

আমাদের স্কুল নীতিমালা কি সব ধরনের নিপীড়ন গ্রহ ও মাদক বিরোধী? ফলে আমাদের স্কুল-

— শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর, নিরাপত্তামূলক, কাঠামোগত ও সমাজ-মনোগত পরিবেশ নিশ্চিত করে, যা শিক্ষার্থীদের শিখনকে উৎসাহিত করে।

— যে কোন সহিংসতা বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে 'শূন্য' সহিষ্ণুতা (zero tolerance) প্রদর্শন করে এবং স্কুল প্রাঙ্গণে কোন ঝগড়া কোন্দল বা অস্ত্রবাজি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে।

— স্কুল প্রাঙ্গণে মাদক বিরোধী ও ধুমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে।

আমাদের স্কুল নীতিমালায় কি নিরাপদ পানি, সেনিটেশন ও পরিবেশের উল্লেখ রয়েছে যা-

— পর্যাপ্ত নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করে এবং যা পান করা ও হাত ধোয়ার জন্য সহজেই পাওয়া যায় এবং জমিয়ে রাখা যায়।

— শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা লেট্রিনের ব্যবস্থা করে।

— পর্যাপ্ত সংখ্যক লেট্রিনের ব্যবস্থা করে।

— বর্জ্য পরিষ্কার ও ব্যবস্থাপনার যথাযথ উপায় নিশ্চিত করে।

— পানি ও পয়ঃসুবিধাদির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করে।

— বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সচেতনতা শিক্ষা প্রদান করে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

আমাদের স্কুল নীতিমালায় কি দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের ব্যবস্থা রয়েছে যা-

— মৌলিক শিক্ষাক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থী ছেলে ও মেয়েদের বয়সোপযোগী, দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য ও পারিবারিক শিক্ষার সুযোগ করে দেয়?

— যেকোন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ যার ফলে শিক্ষার্থীরা এইচআইভি/ এইডস এর সংক্রমণ, যৌন নিপীড়ণ বা নির্যাতন প্রতিরোধে জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন করে?

— ওপরে উল্লেখিত ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের শিকার শিক্ষার্থীদের (দুঃস্থ ও এতিমসহ) প্রয়োজনীয় সামাজিক সমর্থন ও পরামর্শ প্রদানের সুযোগ করে দেয়?

— কিশোর কিশোরীদের জন্য বিশেষতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা প্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ নেয়?

আমাদের স্কুল নীতিমালায় কি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সুবিধার বিধান রয়েছে যার ফলে স্কুল-

— প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য রেকর্ড সংরক্ষণ করে।

— নিয়মিত ভাবে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ও চোখ পরীক্ষা ও পুষ্টির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে।

— মেয়ে ও ছেলে উভয়ের জন্য শারিরীক অনুশীলন ও বিনোদনের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে।

— শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ এবং ছোটখাট স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেয়।

— প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা কোন কারণে শিক্ষার্থী আহত হলে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে সময়ানুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা নেয়।

— অপুষ্টির শিকার শিক্ষার্থীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে।

— স্কুলে খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলে, খাবারের মান ও গুণ নিশ্চিত করে।

— প্রাক-স্কুল ও স্কুল গমনপোযোগী শিশুদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সেবা প্রদানে স্থানীয় কমিউনিটির সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে।

মনে রাখুন

ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে এ কাজে অগ্রসর হবেন। নীতিমালা উন্নয়ন বা পরিবর্তন যেটাই করুন না কেন ধীরে করুন যাতে সবাই পরিবর্তনের সঙ্গে ধাতস্থ হয়ে ওঠে এবং এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে।



কর্মতৎপরতা: সমাজের স্বাস্থ্য সমস্যা মনিটরিং ও মূল্যায়ণ

শিক্ষার্থীর বিশেষতঃ ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপটের শিক্ষার্থীর স্কুলে উপস্থিতি স্কুলের কি কি নীতিমালা ও কর্মসূচী রয়েছে শুধুমাত্র তার ওপর নির্ভর করে না। স্কুলের নীতিমালা শিক্ষার্থীর স্ব-স্ব কমিউনিটির স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে কতটুকু সম্পর্কিত তার ওপরও নির্ভর করে।

শিক্ষার্থীর পরিবার ও সমাজের যে সব সমস্যা শিশু ও তার শিখন পরিবেশকে প্রভাবিত করে, এসকল সমস্যা সমাধানে স্কুলের নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচী থাকা উচিত। সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে সমাজের স্বাস্থ্য সমস্যা যাচাই করতে হবে। একাজে নিচের টুলটি আপনাকে সহায়তা করবে। পরবর্তীতে এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি যথাযথ নীতিমালা এবং কার্যক্রম তৈরী করুন।[৩]

নির্দেশনা: স্বাস্থ্য সমস্যার ওপর আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে নিচের তালিকা অনুযায়ী আপনার সমাজের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন। সমস্যার গুরুত্ব অনুযায়ী নিচের নির্দেশনানুযায়ী নম্বর দিন।

১ = কোন সমস্যা নয়, ২ = সমস্যাটি মোটামুটি, ৩ = একটি সমস্যা
৪ = একটি বড় সমস্যা, ৫ = একটি ভয়াবহ সমস্যা

এরপর বর্ণনা করুন কিভাবে বিভিন্ন বিষয় যেমন স্বাস্থ্য সমস্যা, অনুপস্থিতি, লেখাপড়া, গ্রেড-পুনরাবৃত্তি (repetition of grade level), অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, শিক্ষণের মান, এবং স্বাস্থ্য-সেবার ওপর চাপ শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং সমাজকে প্রভাবিত করে। পরিশেষে, বিশেষ কোন সমস্যা সমাধানে স্কুলে কি ধরনের নীতিমালার প্রয়োজন তা নির্ধারণ করুন।

[3] Adapted from: World Health Organization (2000) Local Action: Creating Health Promoting Schools. Geneva

শুধু সমস্যা চিহ্নিত করলেই হবেনা, সমস্যা সমাধানে সবার সহযোগিতা নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কৃমি জনিত সমস্যাটি যদি এমনই ভয়াবহ হয় যার ফলে আপনার স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন তবে স্কুলে কৃমি নাশক বড়ি খাওয়াসহ ও অন্যান্য কৃমি প্রতিরোধক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

স্বাস্থ্য সমস্যা	সমস্যার গুরুত্ব	স্কুলের শিক্ষার্থী শিক্ষক, স্কুল সমাজের ওপর প্রভাব	এ সংক্রান্ত স্কুল নীতিমালা ও কার্যক্রম
মাদক ব্যবহার ও ধুমপান	১ ২ ৩ ৪ ৫		
টিকাযোগ্য রোগ,	১ ২ ৩ ৪ ৫		
আহত হওয়া,	১ ২ ৩ ৪ ৫		
দৃষ্টি ও শ্রবণ সমস্যা,	১ ২ ৩ ৪ ৫		
কৃমির সংক্রমণ ম্যালেরিয়া,	১ ২ ৩ ৪ ৫		
মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা,	১ ২ ৩ ৪ ৫		
অনু-পুষ্টিকর পদার্থের ঘাটতি (ভিটামিন এ, আয়রন, আয়োডিন),	১ ২ ৩ ৪ ৫		
প্রোটিনের অভাব জনিত অপুষ্টি	১ ২ ৩ ৪ ৫		
মুখগহবরের স্বাস্থ্য সমস্যা	১ ২ ৩ ৪ ৫		
শ্বাস প্রশ্বাসের সংক্রমণ	১ ২ ৩ ৪ ৫		
বিশুদ্ধ পানি	১ ২ ৩ ৪ ৫		
সেনিটেশনের অভাব	১ ২ ৩ ৪ ৫		
যৌনরোগ (এইচআইভি/ এইডস/ সিফিলিস, গনোরিয়া ইত্যাদি)	১ ২ ৩ ৪ ৫		
সহিংসতা	১ ২ ৩ ৪ ৫		
অন্যান্য (-------)	১ ২ ৩ ৪ ৫		

সহিংসতা সামলানো: নীতিমালাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা

ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপটের শিক্ষার্থীরা যখন স্কুলে ভর্তি হয়, তখন থেকেই তাদের সহিংসতা ও বৈষম্যের শিকার হওয়ার সম্ভাবনার সূত্রপাত ঘটে। যেহেতু তারা 'আলাদা' সেজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থী বা শিক্ষক তাদেরকে ধীরে ধীরে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে। এক পর্যায়ে তারা স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এমনকি স্কুলে তারা শারিরীক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে মারাও যায়।

এরকম অনেক ঘটনাই আমাদের অগোচরে ঘটে যাচ্ছে, যা আমরা জানি না বা অনেক সময় কল্পনাও করতে পারি না। সহিংসতার নানা চেহারা রয়েছে। একেক সমাজে একে একেকভাবে দেখা হয়। এই বুকলেটে সহিংসতা বলতে বোঝান হচ্ছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষ, দল বা সমাজের লোকজনকে অপর কোন ব্যক্তি, দল বা সমাজ কর্তৃক শারিরীক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিগৃহীত করা, যার ফলে নিপীড়িত ব্যক্তি আহত বা মারা যেতে পারে। কিংবা মনস্তাত্ত্বিক সংকট, বঞ্চনা বোধ ও সে কারণে দুর্বল শারিরীক গঠনের শিকার হতে পারে।

যদিও আমরা এখানে সহিংসতা বলতে বুঝি এক শিশুর আরেক শিশুকে প্রহার বা শারিরীক লাঞ্চনা করা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সহিংসতা তিন ধরনের-

ক) **আত্ম-ধ্বংসী সহিংসতা-** এর অর্থ হচ্ছে কারো নিজেকে নিজে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট প্রদান বা চূড়ান্ত পর্যায়ে আত্ম-হত্যা করা। আত্ম-ধ্বংসী নানা প্রবণতাই এধরনের সহিংসতা।

খ) **আন্ত:সম্পর্কীয় সহিংসতা-** অর্থাৎ ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির সহিংসতা। যাকে নিপীড়নকারী ও নিপীড়িতের সম্পর্কও বলা যায়। ভয়ভীতি প্রদর্শন ও শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন এ সহিংসতার অন্তর্গত।

গ) **সংগঠিত সহিংসতা-** যখন কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক শক্তি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অপর কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক শক্তি বা কোন জনগোষ্ঠীর ওপর সুপরিকল্পিতভাবে নিপীড়ন চালায় তাকে সংগঠিত সহিংসতা বলে। কোন দল বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিগত বা বর্ণবাদী দাঙ্গা এর একটি উদাহরণ হতে পারে।

সহিংসতার উৎস কি? এর উৎস বা কারণ অনেক সময় খুব জটিল ও বিচিত্র হয়ে থাকে। সহিংসতার কিছু কারণ এখানে উল্লেখ করা হল যা সহিংস আচরণে কাউকে উদ্বুদ্ধ করে। এগুলোর সঙ্গে আপনি আরো সম্ভাব্য কারণ যোগ করতে পারেন। এর মাধ্যমে আপনি আপনার শিক্ষার্থী, তাদের পরিবার এবং সমাজের বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা পূর্ব-আচরণের একটি ধারণা পেতে পারেন এবং সেসঙ্গে এ

ধরনের আচরণ সামলাতে আপনার স্কুলের নীতিমালা ও কার্যক্রম যথেষ্ট কিনা তাও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সহিংসতার কারণ: আমাদের স্কুল ও সমাজে কি এ ধরনের সহিংসতা ঘটছে?[৪]

শিক্ষার্থীদের পর্যায়ে সহিংসতার কারণ:

- সহিংসতা সম্পর্কিত ধারণা, মনোভাব ও চিন্তা; এবং সহিংসতা মোকাবেলায় দক্ষতার ঘাটতি;
- মাদকাশক্তি;
- আন্ত:সম্পর্কীয় সহিংসতা শিকার হওয়া বা দেখা
- আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোন অস্ত্রের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার;

পারিবারিক পর্যায়ের সহিংসতার কারণ:

- বাবা মায়ের স্নেহ আদর ও সহযোগিতার অভাব;
- বাড়ীতে সহিংস আচরণ ঘটা;
- শারিরীক শাস্তি ও শিশু নির্যাতন;
- বাবা মা বা ভাইবোনদের সন্ত্রাসী আচরণে সম্পৃক্ত হওয়া;

সমাজ ও অন্যান্য পরিবেশগত কারণে সহিংসতা:

- আর্থসামাজিক বৈষম্য, নগরায়ন ও ব্যাপক জনসমাগম;
- যুবাদের মধ্যে বেকারত্ব;
- মিডিয়ার প্রভাব;
- সন্ত্রাসী কার্যক্রম দমনে সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা;
- অস্ত্রের সহজলভ্যতা;



কর্মতৎপরতা: সহিংসতার মানচিত্রায়ন

আমরা কেউই স্কুল বা সমাজকে সন্ত্রাসস্থল হিসেবে চিন্তা করিনা কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, সহিংস আচরণের খবর আচরণকারী বা আচরণের শিকার শিক্ষার্থী শিক্ষককে জানায় না। স্কুলের বাইরেই সাধারণতঃ সহিংস আচরণ ঘটে কিন্তু এর প্রভাব স্কুল ও আপনার শ্রেণীকক্ষে পড়তে পারে।

স্কুলের ভেতরে সন্ত্রাসী/সহিংস আচরণ ঘটলে তা চিহ্নিত করতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে (বুকলেট ৪), রয়েছে আলোচনা ও সহিংসতা মানচিত্রায়নের ব্যবস্থা।

---

[4] Adapted from: World Health Organization (1998) WHO information Series on School Health, Document Three-Violence Prevention: An important Element of a Health- Promoting School. Geneva

স্কুলের সহিংসতা মানচিত্রায়নের লক্ষ হচ্ছে স্কুলে কখন ও কোথায় সহিংস আচরণের ঘটনা ঘটে, কি ধরনের সহিংসতা (আত্ম-ধ্বংসী, আন্ত:সম্পর্কীয় ও সংগঠিত) এবং কারা এর শিকার ও কে সহিংস আচরণকারী তাদের চিহ্নিত করা। মানচিত্রায়নের এই প্রক্রিয়া সহিংসতা মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণে একটি মূল্যবান টুল্ হতে পারে কেননা এটি

১. আরো কার্যকর নীতিমালা গ্রহণে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্কুল প্রশাসকদের সঙ্গে আলোচনা শুরুর জন্য উৎসাহিত করে।

২. স্কুলের সহিংসতা নিরোধ কার্যক্রম যা সহিংসতা বিরোধী নীতিমালাকে-কে সমর্থন করে তা মূল্যায়নে সহযোগিতা করে,

৩. স্কুলের অন্যান্য সহিংসতা বিরোধী কার্যক্রমে সবার সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে ।

স্কুলের সহিংসতার মানচিত্রায়নে এর পূর্বে স্কুল- সমাজের মানচিত্রায়নের যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল সেই একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারেন। স্কুলের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের স্কুলের একটি মানচিত্র বা আউট-লে দিয়ে তাদেরকে বলুন স্কুলের সব সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিত করতে-কোথায়, কখন, কি অবস্থায়, কে, কার মাধ্যমে সহিংস আচরণের শিকার হচ্ছে। পরবর্তীতে আপনি সেই মানচিত্র দেখে স্কুলে সহিংস আচরণের বর্তমান ও সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিত করতে পারবেন।

যেসব শিক্ষক এধরনের মানচিত্র তৈরী করেছেন তাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সহিংস আচরণের ঘটনা স্কুল প্রাঙ্গণের[৫] একই জায়গা ও সময়ে ঘটে থাকে। যেখানে স্বল্প-সংখ্যক শিক্ষক উপস্থিত থাকেন বা একেবারেই থাকেন না সেসব জায়গায় সাধারণত সহিংস আচরণের ঘটনা
ঘটতে পারে।

শিক্ষকদের তৈরী ও বাস্তবায়িত নীতিমালা ও কার্যক্রমই স্কুলে সহিংস ঘটনা রোধে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। অবশ্য এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শ্রেণীকক্ষে বা স্কুলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুলে সহিংস ঘটনার 'মূল স্পট' নিয়ে এবং কারা এর শিকার ও কিভাবে তা রোধ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

[5] Monitoring School Violence: Publications and Related Research Summaries. Global Program on Youth, University of Michigan, School of Social Work. This is an excellent Web site for Resources on dealing with violence in the school. It can be found at http://gpy.ssw.umich.edu.

সহিংসতা রোধে সমাজের লোকজনকে সম্পৃক্ত করতে পারলে সমাজের পরিবেশও উন্নত হবে। বিশেষতঃ স্কুলে আসা যাওয়ার পথে যে সহিংস আচরণের ঘটনা ঘটে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। যেমন-ইভ টিজিং। স্কুলের পাশাপাশি সমাজে ঘটা সহিংসতার মানচিত্রায়নের ব্যবস্থা নিলে সমাজেও সহিংস আচরণের ঘটনা রোধ করা সম্ভব হবে।

বুকলেট ৩-এ স্কুল সমাজ মানচিত্রায়নের যে অনুশীলন দেওয়া হয়েছে তা অনুসরণ করে সমাজের যে সব স্থানে সহিংসতা ঘটে থাকে সেসব জায়গা, সহিংসতার ধরণ, কারা সবচেয়ে বেশী সহিংসতার শিকার হচ্ছে এবং কারা করছে তা' চিহ্নিত করা সম্ভব। সমাজের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে সমাজের সহিংসতা মানচিত্রায়নের মাধ্যমে এর প্রতিরোধে সম্মিলিতভাবে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে। তবে বাংলাদেশের পটভূমিতে সমাজের সহিংসতা রোধের কাজটি বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

মেয়েদের জন্য নিরাপদ 'জায়গা?

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে, মেয়েরা নির্যাতনের শিকার হবে এবং ফলে তাদের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে এ ভয়ে অধিকাংশ বাবা মা তাদের স্কুলে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। তাহলে কিভাবে ছেলেমেয়েরা বিশেষতঃ মেয়েরা তাদের জন্য, তাদের শিখনের জন্য একটি নিরাপদ শিখনবান্ধব পরিবেশ তৈরী করবে?

তাই নেপালের সুরখেত জেলার মেয়েরা সমাজে তাদের দুর্বল ও নাজুক অবস্থার বিপক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। সেভ দি চিলড্রেন-ইউকে এই জেলার মেয়েরা কিভাবে, কোথায় থাকছে বা কোন সব জায়গায় যাচ্ছে তার ওপর মেয়েদের পরিচালিত গবেষণা তৎপরতায় সহযোগিতার জন্য একটি প্রকল্প উন্নয়ন করেছিল। গবেষণায় পিআরএ টুল্‌স ব্যবহারের মাধ্যমে সুরখেত জেলার মেয়েরা তাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে এবং সমাজে তাদের হারিয়ে যাওয়া 'জায়গা' ফিরে পেতে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে। মেয়েরা গবেষণায় নিজ নিজ গ্রামের তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা' সমূহ চিহ্নিত করে ম্যাপ তৈরী করে; এ প্রক্রিয়ায় যখন মেয়েরা প্রয়োজন মনে করেছে তখন ছেলেদেরকেও সম্পৃক্ত করেছে।

তাদের 'জায়গা' ফিরে পেতে মেয়েরা কয়েকটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছে: ক) অভিভাবকদের মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে হবে; খ) মেয়ে সন্তান ও ছেলে সন্তানের মধ্যে প্রচলিত বৈষম্য দূর করতে হবে এবং বাল্য বিয়ে বন্ধ করতে হবে; গ) সমাজে মেয়েদের দক্ষতা প্রদর্শন করার মত পরিবেশ তৈরী করতে হবে; ঘ) মেয়েদের প্রতি সবধরনের বৈষম্য ও অন্যায় বিলোপে এলাকার মানুষজনকে কথা বলতে হবে ও এগিয়ে আসতে হবে এবং ঙ) মেয়েদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে ও তাদেরকে সমান সুযোগ গ্রহণে সমর্থ করে তুলতে হবে।

এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সমাজে পরিবর্তনের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। সমাজের লোকজন মেয়েদের নির্যাতিত ও নিগৃহীত হওয়ার বিষয় নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য এগিয়ে এসেছে। স্কুলের শিক্ষক ও ছেলে শিক্ষার্থীরা মেয়েদের এখন আগের তুলনায় অনেক বেশী মনোযোগ দিচ্ছে, অধিকতর সহনশীল আচরণ করছে। ছেলেরা যারা সাধারণত মেয়েদের বিদ্রুপ করা ও তাদের প্রতি অশালীন আচরণে অভ্যস্থ ছিল তারা এখন মেয়েদের 'পরিবর্তনের' এই ব্যবস্থাপনাকে জোরালোভাবে সমর্থন দিচ্ছে। নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছেলেরা মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা শুরু করেছে। নির্যাতিত মেয়েদের সহযোগিতা দিতে স্থানীয় সমাজ ভিত্তিক 'সাপোর্ট গ্রুপ' তৈরী করে দিয়েছে।

সর্বোপরি, স্থানীয় সরকার মেয়েদের অধিকার রক্ষায় সমাজের এ প্রচেষ্টাকে খুব ইতিবাচক ভাবে এখন দেখছে এবং মেয়েদের অধিকার ও নিরাপত্তা শীর্ষক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং কাউকে কাউকে আর্থিক সহায়তাও প্রদান করছে।

-Irada Gautam, Sulochona Pokhrewal, jasmine Rajbhandary: Accesible through http://www.id21.org.

নির্যাতিত শিশুদের চিহ্নিতকরণ

ছেলেমেয়েরা কখনো কখনো (বা একদমই নয়) বলতে চায়না যে সে নির্যাতনের শিকার হয়েছে বা এ ধরনের কোন সমস্যার মধ্যে রয়েছে। যদিও শিশুদের আচরণ পরিবর্তনের পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে তবে, তারা শারিরীক বা আবেগীয়ভাবে নির্যাতিত হলে তার আচরণে এর সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে। শিক্ষকদের প্রায়শই শিক্ষার্থীদের এ ধরনের 'পরিবর্তিত আচরণের' সম্মুখীন হতে হয়। নিচে শিক্ষার্থীদের এ ধরনের কিছু পরিবর্তিত আচরণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল।[৬]

মনে রাখবেন, এদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য কোন কোন শিক্ষার্থীর জন্য সাধারণ আচরণ হতে পারে। কাজেই শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক আচরণের ধরণ আগে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, এবং নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের মত নতুন কোন আচরণ শিক্ষার্থীর মধ্যে পরিলক্ষিত হলে শিক্ষককে সতর্ক হয়ে যেতে হবে। এ ধরনের **লক্ষণ** দেখামাত্র শিক্ষার্থীর জন্য কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। বা গঠনমূলক কোন পদক্ষেপ (আইনগত সহায়তা বা সামাজিক সমর্থন) নিতে হবে।

---

[6] National Center for Assault Prevention.Education, Information and Resource Center, Sewell, New Jersey http://www.ncap.org/identify .htm.NCAP also has an international division with some materials translated in Spanish,French,Vietnamese,Cantonese,Romanian,Russian, and Japanese.Learn more about this at: http://www.ncap.org/cap_international.htm.

কিভাবে একজন নির্যাতিত শিশুকে (আবেগীয় ও শারিরীক) চিহ্নিত করবেন?

একটি নির্যাতিত শিশু প্রায়ই-

- আন্ত:সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভীত থাকবে
- সব কিছুতে নির্লিপ্ত বা আগ্রাসী বা অতিচঞ্চল থাকবে
- খিটখিটে, মেজাজী বা অসহিষ্ণু, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে
- স্নেহবোধ, মমতা লোপ পাবে বা অতিমাত্রায় এ বোধ জাগ্রত হবে **(তবে আমুদে হবে না)**

শারিরীক লক্ষণ

- ক্ষত, ঘা, পোড়া, চামড়া সেলাই, ভাঙ্গা হাড়, অব্যাহতভাবে আহত হওয়া ইত্যাদি শরীরে দেখা যাওয়া;
- যৌনতা বাহিত রোগ হওয়া;
- যৌনাঙ্গে ক্ষত, রক্তপাত হওয়া বা চুলকানি হওয়া;

আচরণ বা কর্মগত লক্ষণ

- দুঃস্বপ্ন দেখা;
- বাড়ীতে যেতে বা অন্য কোন স্থানে যেতে ভয় পাওয়া;
- নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির সঙ্গে থাকতে ভয় পাওয়া;
- দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া;
- বিভিন্ন অপরাধ কর্মে জড়িয়ে পড়া;
- মিথ্যা বলা;

বয়সঅনুপযোগী আচরণ

- বুড়ো আঙ্গুল চোষা;
- যৌন কর্ম বা বহু গমন (Polygamy) করা;
- ঘুমানোর সময় বিছানায় প্রস্রাব করা;
- মাদকাসক্তি;
- ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে বাজে আচরণ করা;
- বয়স্ক ব্যক্তিদের মত দায়িত্ব নেয়া;

শিক্ষা ক্ষেত্রে আচরণ

- অধিক কল্পনাপ্রবণ ও অতিরিক্ত মাত্রায় অনুসন্ধিৎসু হওয়া;
- পড়ালেখায় ভাল না করা;
- ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়া;
- মনোযোগহীনতা;

আবেগীয় লক্ষণ

- বিমর্ষ হওয়া;
- নানা ধরনের ভয়-ভীতি যেমন-অন্ধকারকে ভয় পাওয়া, বিশ্রামাগার এড়িয়ে চলা, স্কুলের টয়লেটে না যাওয়া ইত্যাদি;
- প্রায়ই অসুস্থ থাকা;
- নিজেকে নিজে আহত করা (যেমন-ব্লেড দিয়ে হাত কাটা ইত্যাদি);
- পশুপাখীকে আহত করা;
- অতিরিক্ত ভয় পাওয়া;
- স্বতঃস্ফূর্ততা ও সৃষ্টিশীলতার অভাব হওয়া;

ঝুঁকির সম্মুখীন শিশুদের চিহ্নিতকরণ

পরিবারে, সমাজে বা স্কুলে অন্যান্য শিশুরাও নির্যাতিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। তারা সরাসরি নির্যাতিত না হলেও তাদেরকে যেকোন ছোটখাটে নিপীড়ন বা সমস্যাগ্রস্থ আন্ত:ব্যক্তিক আন্ত:সম্পর্কের প্রতিক্রিয়া হতে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদের অবস্থা ও ভিন্ন আচরণ আপনাকে এসব শিশুদের চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে। উপরন্তু, অন্যান্য টুলের ব্যবহারও আপনার কাজে সহায়ক হতে পারে। যেমন-শিশু/শিক্ষার্থীর প্রোফাইল সংরক্ষণের মাধ্যমে আপনি শিক্ষার্থীর এবং তার পারিবারিক অবস্থা ও সর্বোপরি তার আচরণ সম্পর্কে তথ্য পাবেন। নিচে ঝুঁকির সম্মুখীন শিশুদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের সাহায্য করার উপায় সম্পর্কে বলা হল। [৭]

কিভাবে একজন ঝুঁকির সম্মুখীন শিশুকে চিহ্নিত ও সহায়তা করা যায়?

একজন শিশু তখনই ঝুঁকির সম্মুখীন যখন নিচের কয়েকটি বিষয় একত্রে পরিলক্ষিত হবে:

- শিশুর পরিবার অকার্যকর নিষ্ক্রিয় হলে;
- বাবা মা মাদকাসক্ত বা মানসিক রোগী হলে;
- অবহেলিত হলে;
- শ্রেণীকক্ষে শিশুর অযৌক্তিক ও আগ্রাসী মনোভাব দেখা গেলে;
- স্কুলে অকৃতকার্য হলে বা কমিটমেন্টের অভাব হলে;
- সীমিত সামাজিক দক্ষতা থাকলে;
- বন্ধুরা মাদকাসক্ত হলে বা কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ত হয়ে পড়লে;
- নিম্ন আর্থসামাজিক অবস্থান হলে;

[7] Source: Education Queensland. Identifying At Risk Students.http://Education. Gov.au/health-safety/ promotion/drug-education/html/m_risk.html

- কচি বয়সেই নানা বিষয়ে আসক্তি ঘটলে;
- যে কোন ধরনের ড্রাগ, এ্যালকোহল বা ধুমপানের প্রতি আগ্রহ দেখা গেলে;

নিচের লক্ষণসমূহ দেখা গেলে বোঝা যাবে যে কোন ধরনের আসক্তি হয়েছে:

- ব্যক্তিত্বের চোখে পড়ার মত পরিবর্তন, মেজাজের পরিবর্তন;
- শারিরীক পরিবর্তন যেমন-ওজন হ্রাস বা বেড়ে যাওয়া, কথা জড়িয়ে যাওয়া, টলমল ভঙ্গিতে চলাফেরা, শ্লথ প্রতিক্রিয়া, ধীর শিখন, ঘামা, বাচালতা, আনন্দে মত্ত অবস্থায় থাকা, বিতৃষ্ণাবোধ বা বমি করা ইত্যাদি;
- স্কুলের কাজেকর্মে পরিবর্তন;
- টেলিফোনে সতকর্তার সঙ্গে কারো সাথে কথা বলা বা কারো সঙ্গে সতকর্তা নিয়ে দেখা করা;
- সার্বক্ষণিকভাবে সবার কাছে টাকা পয়সা চাইতে থাকা।

নিচের ইতিবাচক উপাদানসমূহ নানা ঝুঁকিপূর্ণ উপাদানের প্রতিক্রিয়া থেকে শিশুদের রক্ষা করে-

- জোরালো পারিবারিক বন্ধন, শিশুদের পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ততা;
- স্কুলে সফল হওয়া;
- ভাল সামাজিক দক্ষতা থাকা;
- স্থানীয় সমাজের কাজে কর্মে অংশগ্রহণ করা;
- অন্তত: একজন যত্নশীল বয়স্ক ব্যক্তি যেমন: শিক্ষক-এর সংস্পর্শে থাকা;

স্কুল নিচের সবগুলো বা কোন কোনটির মাধ্যমে সাহায্য করতে পারে-

- সহযোগিতামূলক নিরাপদ সম্পর্ক তৈরীতে উৎসাহ প্রদান;
- নিয়মিত ও কার্যকরভাবে স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করা;
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক দক্ষতার উন্নয়ন করা;
- একাডেমিক দক্ষতার উন্নয়ন;
- সহযোগিতামূলক সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরী;
- তথ্য অভিগম্যতা (access) বাড়াতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- যেকোন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার এড়াতে কি করণীয় সে সম্পর্কিত বোঝাপড়া তৈরী;
- কাউন্সেলিং বা পরামর্শ প্রাপ্তির জন্য সহায়তা করা;

শিক্ষার্থীর মধ্যে সহিংসতা প্রতিরোধের উপায়

আপনি আপনার স্কুলে সহিংসতা প্রতিরোধে নিচের উদ্যোগসমূহ নিতে পারেন[৮]-

১. কারোর কোন আগ্রাসী/দমনমূলক আচরণের জন্যে কঠোরভাবে সীমা নির্ধারণ করে দিন।

২. শিশু শিক্ষার্থীদের সুন্দর, পরিমিত, অহিংস আচরণ করতে শিক্ষা দিন।

৩. **কার্যকর এবং ইতিবাচক শৃংখলা-বোধ ও সংশোধনমূলক কৌশল শিখুন ও শিক্ষার্থীরা বাজে আচরণ করলে তা অব্যাহতভাবে প্রয়োগ করুন** (ইতিবাচক শৃংখলা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বুকলেট ৫- দেখুন)।

৪. দ্বন্দ্ব নিরসনে অহিংস ভূমিকার মাধ্যমে নিজেকে ও অন্যান্যদের রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপিত করুন।

৫. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে দিন (তাদের বেশী সময় দিন)

৬. শিক্ষার্থীদের মিডিয়া, স্কুল, সহপাঠী ও সমাজের বিভিন্ন সংস্থা সঙ্গে সম্পৃক্ততা নিশ্চিত ও তত্ত্বাবধান করুন।

৭. **সব** শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আপনি কি ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করবেন তা নির্ধারণ করুন।

৮. অপরকে সাহায্য করা ও সমস্যা অহিংস উপায়ে সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ও প্রশংসা করুন।

৯. মাদকাসক্তি জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করুন।

১০. কঠিন সময় মোকাবেলায় যথাযথ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি শেখানোর জন্য এগিয়ে আসুন।

১১. বিভিন্ন পেশাজীবির (যেমন আইনজীবি, মনস্তত্ত্ববিদ, ইত্যাদি) সাহায্য নিন (বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার পূর্বে)।

---

[8] Adapted from: World Health Organization(1998) WHO information Series on School Health, Document Three Violence Prevention: An important Element of a Health- Promoting School. Geneva

১২. স্কুল বা সমাজের যে কোন সহিংসতা বিশ্লেষণে এবং স্কুল ও সমাজভিত্তিক সহায়ক কার্যক্রম উন্নয়ন, সমন্বয় ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিন (যেমন সহিংসতার মানচিত্রায়ন করা ইত্যাদি)

১৩. শিক্ষার্থীদের অহিংস উপায়ে সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ করে দিন।



টুল ৬.২

শিশুদের জীবন ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া

দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

সব শিশু শিক্ষার্থী বিশেষতঃ ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপটের শিশুদের নিজ নিজ স্বাস্থ্য জ্ঞান ব্যবহার করে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অনুশীলন করা এবং অস্বাস্থ্যকর আচরণ বর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় 'দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা' থাকা উচিত।[৯]

দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে তাদের এ দক্ষতা শেখানো যেতে পারে। অধিকাংশ স্কুলই নানা উপায়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করে। কিন্তু দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কিভাবে প্রচলিত ধরনের স্বাস্থ্য শিক্ষা থেকে আলাদা?

- দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা মূলত জ্ঞান, প্রবণতা ও দক্ষতার নিরিখে শিশুদের পরিবর্তিত **স্বাস্থ্য-ব্যবহারের** (health behaviour) ওপর জোর দেয় । এ দক্ষতা শিশুকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবহার চিহ্নিত করে (শুধু শিখে নয়) তা অনুশীলনে সহায়তা করে।

- দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য-শিক্ষা কর্মসূচি **শিক্ষার্থীর চাহিদা ও অধিকার**-কে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত হয়ে থাকে এবং এজন্য এ শিক্ষা শিশু শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়।

- শিক্ষাক্রমে (ক) জ্ঞান ও তথ্য (খ) প্রবণতা ও মূল্যবোধ এবং (গ) জীবন দক্ষতা-র মধ্যে **ভারসাম্য** থাকে। এর লক্ষ হচ্ছে **জ্ঞান-কে তাৎক্ষণিকভাবে কর্মে প্রয়োগ** করা।

- শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে তথ্য-গ্রহীতা হওয়ার চেয়ে শিক্ষার্থীরা এ দক্ষতার কারণে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে শিখনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

- এ ধরনের শিক্ষা জেন্ডার প্রবণ (gender responsive) অর্থাৎ যা মেয়ে ও ছেলে উভয়ের চাহিদা ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে।

---

[9] This section was originally developed from: www.unicef.org/programme/lifeskills/whatwhy/distinguish.html

দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান, মনোভাব ও জীবন দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের শিখন কাজে অংশ নেয়। এ দক্ষতা শিক্ষার্থীদের সুস্থ ও নিরাপদ থাকতে এবং কিভাবে সঠিক ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা শেখায়। এ দক্ষতা অনুশীলন ভিত্তিক যেমন- কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া যায় ইত্যাদি। এছাড়াও এ ধরনের দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি করে (অর্থাৎ কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়) বা যোগাযোগ, অনুভব এবং যথাযথ আচরণ করতে শেখায়। যা তাদেরকে অন্যদের সঙ্গে বিশেষতঃ ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপটের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে সহায়তা করে।

এ দক্ষতাসমূহকে সাধারণত বলা হয় জীবন দক্ষতা। কেননা এগুলো সুস্থ ও সুখী জীবনের জন্য অপরিহার্য। তাই এ শিক্ষাকে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষাও বলা হয়। যাকে অন্যভাবে শুধুমাত্র দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য কর্মসূচিও বলা হয়ে থাকে। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে পঠিতব্য বিষয় বা বিষয়সূচীর ধরনে। জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষায় সব বিষয়ই যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত হবে তা'নয় যেমন-জীবন দক্ষতা ভিত্তিক সাক্ষরতা ও সংখ্যা-জ্ঞান বা জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শান্তি-শিক্ষা ইত্যাদি।[১০]

'জীবন দক্ষতা' এই ধারণাটি মূলত মনো-সামাজিক এবং আন্ত:সম্পর্কীয় দক্ষতাকেই বোঝায় যা শিশুদের সিদ্ধান্ত নিতে, কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও টিকে থাকার দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করে। ফলে শিশু একটি স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনমুখী জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। জীবন দক্ষতা তাই শুধু ব্যক্তির নয়, বরং ব্যক্তির জীবন দক্ষতা অপরের কাজের ধারাকেও গতিশীল করে এবং চারপাশের পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়।

জীবন দক্ষতা ইতিবাচক মনোভাব তৈরীতেও ভূমিকা রাখে। যেমন-শিশুদের অন্যতম যে গুরুত্বপূর্ণ জীবন দক্ষতাটি অর্জন করা উচিত তা হল অপরের কথা শোনা। যখন তারা অপরের কথা শুনবে তখন তারা প্রকারান্তরে অপরকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে, যা একটি শিশুর জন্য একটি বিশেষ ইতিবাচক মনোভাব । তাই দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি'র মাধ্যমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে চারটি মনোভাবের ওপর জোর দেয়া হয়েছে তা হল[১১]ঃ

১. আত্ম-শ্রদ্ধা যেমন- 'আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান থাকব, এ ধরনের মনোভাব থাকা।

---

[10] This section was originally developed from: www.unicef.org/programme/lifeskills/whatwhy/define.html)

[11] Son V, Pridemore P, Nga B, My D and Kick P (2002) Renovation the Teaching of Health in Multigrade Primary Schools: A Terachers Guide to Health in Natural and Social Sciences (Grades 1, 2, 3) and Scienc (Grade 5). British Council and the National Institute of Educational Sciences: Hanoi, Vietnam.

২. আত্ম মর্যাদাবোধ এবং আত্মবিশ্বাস থাকা। যেমন- 'আমি যদিও একজন শিশু কিন্তু আমি আমার পরিবারের লোকজনের স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে তার জন্য কিছু একটা করব।' এ ধরনের মনোভাব পোষণ করা।

৩. অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা। যেমন-'আমার উচিত অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা। অন্যের রীতি নীতি আলাদা হলেও বা তারা আমার কথা শুনতে না চাইলেও আমার উচিত তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তাদের কথা শোনা-' এ ধরনের মনোভাব প্রদর্শন করা।

৪. অপরকে সাহায্য করা। যেমন-'অপরকে সুখী ও স্বাস্থ্যবান হিসেবে গড়ে তুলতে আমার যতটুকু সাহায্য করার প্রয়োজন আমি তা করব'- এ মানসিকতা থাকা ।

যে সব মনোভাবের উন্নয়ন লিঙ্গ-সাম্য এবং ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করে এবং সেসঙ্গে বিশেষ কোন দক্ষতা যেমন-সহপাঠীদের নানা বিপরীতমুখী আচরণকে মোকাবেলা করতে শেখায় তা দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা, শিক্ষার্থীরা যখন এ ধরনের দক্ষতা অর্জন করে তখন তারা স্কুল জীবনে ও জীবনের পরবর্তী সময়টুকু একটি স্বাস্থ্যকর জীবনাভ্যাস রপ্ত করে ও তা নিজ নিজ জীবনে কাজে লাগায়।



অভিব্যক্তির প্রতিফলন: জীবন দক্ষতা এবং আপনি

শিক্ষার্থী শিশুদের জীবন দক্ষতা দেওয়ার পাশাপাশি বয়স্কদেরও শিশুদের রোল মডেল হিসেবে নিজেদের জীবনে এ ধরনের দক্ষতা অনুশীলন করা উচিত। কাজেই, নিজেকে জিজ্ঞেস করুন- আমি কি নিজেকে শ্রদ্ধা করি। আমি কি আত্ম-মর্যাদাবোধে বিশ্বাসী? আমি কি আত্ম বিশ্বাসী? আমি কি অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং অপরকে সাহায্য করার মনোভাব পোষণ করি? আপনি নিচের ছকটির শূন্য জায়গাসমূহ পূরণ করে দেখুন কিভাবে ওপরে উল্লেখিত জীবনাচরণ অনুশীলন করে নিজের ও আপনার শিক্ষার্থীদের উপকার করতে পারেন। প্রতি দু'চার সপ্তাহ পরপর এ ধরনের অনুশীলন করে দেখতে পারেন। আপনি কি এখন নিজের মধ্যে কোন পরিবর্তন টের পাচ্ছেন বা অন্যেরা আপনাকে কিভাবে দেখছে তা' কি উপলব্ধি করতে পারছেন?

	আমার আচরণ এখন কেমন?	**আমি কি আচরণ করতে পারি? ('নতুন ব্যবহার')**
আত্মশ্রদ্ধা (যেমন-কিভাবে আত্ম-উন্নয়ন করা যায়)		
আত্ম মর্যাদাবোধ, আত্ম বিশ্বাস (যেমন-নিজেকে একজন মূল্যবান ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা)।		

অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা (যেমন-আমি অন্যকে প্রশংসা করি ও অপরের ভাললাগা মন্দ লাগাকে গুরুত্ব দেই।)		
অপরের প্রতি সহমর্মিতা/সাহায্য করা (যেমন-আত্ম-উন্নয়নে অপরকে সাহায্য করা)		

ওপরের এ অনুশীলনটি, আপনি নিজে করার পর, আপনার শিক্ষার্থীদেরকে দিয়েও করাবেন। তাদেরকে ছকের শূন্য জায়গাগুলো পূরণ করতে বলুন এবং ওপরের এই চার ধরনের প্রবণতার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান কোথায় তা নির্ধারণ করতে বলুন। এ অনুশীলনটি আপনার স্কুলের বা ক্লাসের দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বা জীবন দক্ষতা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে দেখতে পারেন।

কি দক্ষতার প্রয়োজন?

জীবন দক্ষতার কোন ধরা বাঁধা তালিকা নেই। তবে নিচের ছকে কিছু জীবন দক্ষতার কথা উল্লেখ করা হল যা সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।[১২] এর মধ্যে কোন্ দক্ষতাটি আপনার জন্য প্রাসঙ্গিক হবে তা নির্ভর করবে পঠিতব্য বিষয়, আপনার স্কুল বা সমাজের পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি আপনার শিক্ষার্থীদের চাহিদার ওপর। যদিও এখানে সন্নিবেশিত দক্ষতাগুলোকে আলাদা ভাবে দেখান হয়েছে তবে এদের মধ্যে কোন কোনটি হয়তো একই রকম। যেমন-'সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতার' সঙ্গে 'ক্রিটিক্যাল' চিন্তা শক্তি (অর্থাৎ আমার অপশনসমূহ কি?) এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে আত্মজিজ্ঞাসা (আমার কি প্রয়োজন?)-এর মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। চূড়ান্তভাবে, যখন এ দক্ষতাসমূহ একত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন আচরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। (বিশেষতঃ যখন এ স্কুলের নীতিমালা, স্বাস্থ্য সেবা ও মিডিয়া প্রচারের মাধ্যমে এসব দক্ষতাসমূহের প্রয়োগ সমর্থিত হয়।)

[12] This section was originally developed from: www.unicef.org/programme/lifeskills/whatwhy/skills.html

যোগাযোগ ও আন্তঃসম্পর্ক দক্ষতা	সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্রিটিক্যাল চিন্তা শক্তি	টিকে থাকা ও আত্ম নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা
আন্তঃসম্পর্ক **যোগাযোগ দক্ষতা** • মৌখিক বা অ-মৌখিক যোগাযোগ • সক্রিয়ভাবে শোনা • অনুভূতি প্রকাশ, কাউকে দোষারোপ না করে ফিডব্যাক দেয়া ও গ্রহণ; আলাপ করা **আলোচনা/ অস্বীকৃতি জানানোর দক্ষতা** • আলাপ আলোচনা ও দ্বন্দ্বব্যবস্থাপনায় কিছু দাবী করার দক্ষতা • দৃঢ় প্রত্যয়মূলক দক্ষতা • অস্বীকৃতি জানানোর দক্ষতা **সহমর্মিতা:** • অপরের অবস্থা ও চাহিদা বোঝা ও শোনার সামর্থ্য ও সহানুভূতি প্রকাশ **সহযোগিতা ও টিমওয়ার্ক:** • অপরের অবদান ও কর্ম পদ্ধতিকে শ্রদ্ধা জানানো; • নিজ নিজ ক্ষমতা ও সামর্থ্য যাচাই ও দলের কাজে সহযোগিতা করা; **এ্যাডভোকেসি দক্ষতা** • প্রভাব করার ক্ষমতা • সমতে আনার দক্ষতা • নেটওয়ার্কিং এবং উদ্বুদ্ধকরার দক্ষতা।	**সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধান দক্ষতা** • তথ্য সংগ্রহের দক্ষতা • নিজের ও অপরের জন্য বর্তমান কাজসমূহের ভবিষ্যৎ ফলাফল মূল্যায়ন করা • সমস্যার বিকল্প সমাধান চিহ্নিত করা • বিশ্লেষণ দক্ষতা: মূল্যবোধের প্রভাব এবং উদ্বুদ্ধকরণে নিজের ও অন্যদের প্রবণতা বিশ্লেষণ দক্ষতা **ক্রিটিক্যাল চিন্তা শক্তি** • সহপাঠী ও মিডিয়ার প্রভাব বিশ্লেষণ করা • প্রবণতা, মূল্যবোধ, সামাজিক রীতি নীতি, বিশ্বাস এবং এগুলোকে প্রভাবকারী উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করা; • প্রাসঙ্গিক তথ্য ও তথ্য-উৎস খুঁজে বের করার দক্ষতা	**আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অর্ন্তনিহিত দক্ষতা** • আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস তৈরীর দক্ষতা; • আত্মসচেতনতার দক্ষতা, যাতে থাকবে অধিকার, প্রভাব,মূল্যবোধ, প্রবণতা, শক্তি, দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা • লক্ষ নির্ধারণের দক্ষতা • স্ব-মূল্যায়ন, ও স্ব-পরিবীক্ষণের দক্ষতা **অনুভূতি মোকাবেলা করার দক্ষতাঃ** • শোক বা দুর্ভাবনা মোকাবেলায় মেজাজ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা • ক্ষয়ক্ষতি, নির্যাতন বা ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে মোকাবেলা করার দক্ষতা **চাপ কমানোর দক্ষতা** • সময় ব্যবস্থাপনা • ইতিবাচক চিন্তা • শরীর মন শিথিল করার কৌশল জানা

এর আগের টুলে, আমরা স্কুলে সহিংসতা এবং মাদকের অপব্যবহার প্রতিরোধ, পানি ও পয়:সুবিধাদির উন্নয়ন এবং সমাজে কি ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে তা নির্ধারণে অধিক কার্যকর নীতিমালার কথা বলেছি। এ ধরনের নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান ও মনোভাব তৈরী যাতে ওপরে উল্লেখিত সমস্যা সমূহ মোকাবেলায় তারা যথাযথ স্বাস্থ্য-আচরণ করতে পারে।

আগের টুলে আলোচিত নীতিমালা বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে, আপনার স্কুলের তথা সমাজের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ও নীতিমালার কার্যকরিতা দেখে আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে ঠিক করুন আপনার শিক্ষার্থীদের কোন্ দক্ষতা (ওপরের ছকে প্রদত্ত) থাকা জরুরী। এরপর আপনি আপনার শিক্ষাক্রমে সেসব দক্ষতা সংযোজন করুন। এ বুকলেটের শেষে আলোচিত এইচআইভি/এইডস অধ্যায়টি থেকে কিছু কিছু ধারণা আপনাকে এক্ষেত্রে সাহায্য করবে। ভুলে যাবেন না, এ প্রক্রিয়ায় আপনার শিক্ষার্থীরাও অংশ নেবে।

এ দক্ষতাসমূহ কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে?

তালিকায় উল্লেখিত প্রয়োজনীয় জীবন দক্ষতা শেখানো হলে, শিক্ষার্থীরা তাদের ও তাদের আশেপাশের মানুষজনের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমর্থ হয়ে ওঠে। নিচে তেমনই কিছু উপায়ের কথা বলা হল যার মাধ্যমে দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবহার করে, প্রধান প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।[১৩] এসব স্বাস্থ্য সমস্যা শিক্ষার্থীদের পীড়িত করছে কিনা এবং নিচে বর্ণিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় উল্লেখিত দক্ষতাসমূহ আপনাদের স্কুলের স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে কিনা তা আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করুন। যদি উত্তর হ্যাঁ সূচক হয় তবে এই বুকলেটে পরবর্তী অংশ এইচআইভি/এইডস মোকাবেলায় যে সব পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে সেগুলো এসব স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলায়ও কাজে লাগানো যেতে পারে।

মাদকের অপব্যবহার (Substance Abuse) রোধঃ

মাদকের অপব্যবহার বলতে বোঝান হচ্ছে আসক্তিকর উপাদান যেমন ড্রাগ, তামাক এবং এ্যালকোহলের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার। যদি আপনার কোন শিক্ষার্থীর এসবে আসক্তি থাকে তবে তা চিহ্নিত করার উপায় হচ্ছে তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা এবং তার পরিবারের সঙ্গে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরী করা। এতে বাবা মা বা অভিভাবক খোলামনে তাদের সন্তানের সমস্যা নিয়ে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করতে এগিয়ে আসবে। কাজেই এর অপব্যবহার রোধে ওপরে উল্লেখিত এক বা একাধিক জীবন দক্ষতা শিক্ষার্থীদের এমনভাবে সমর্থ করবে যাতে তারা:

---

[13] This section was originally developed from: www.unicef.org/programme/lifeskills/whatwhy/issues.htm/

- মাদক ব্যবহারের জন্য সহপাঠীদের বা বন্ধুদের প্ররোচনা দমন করতে পারে। (দক্ষতা: সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যোগাযোগ, আবেগ মোকাবেলা)

- বন্ধুদের বিরাগভাজন না হয়ে ও নিজের স্বাভাবিকতা বর্জন না করে মাদক ব্যবহারের অব্যাহত ইচ্ছাকে দমন করতে পারে (দক্ষতা: সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যোগাযোগ, আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক)

- মাদক ব্যবহারে যে সমস্ত সামাজিক কারণ প্ররোচিত করে তা চিহ্নিত করতে পারে এবং এককভাবে কিভাবে এসব প্ররোচনা মোকাবেলা করবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে (দক্ষতা: ক্রিটিক্যাল চিন্তা, সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ)

- অন্যদের.মাদক ব্যবহারের কুফল ও মাদক ব্যবহার না করার ব্যক্তিগত কারণ জানাতে পারে (দক্ষতা: যোগাযোগ, আত্ম-সচেতনতা, আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক)।

- কার্যকরভাবে একটি ধুমপান, ড্রাগ, এ্যালকোহল মুক্ত পরিবেশের জন্য সবাইকে অনুরোধ করতে পারে (দক্ষতা: যোগাযোগ) ।

- মাদক ব্যবহার ও ধূমপান সংক্রান্ত প্ররোচিত বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য প্রচার সামগ্রী চিহ্নিত করা ও তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে পারে। (দক্ষতা: ক্রিটিক্যাল চিন্তা, যোগাযোগ ও আত্ম-সচেতনতা) ।

- যেসব মানুষ মাদকের অপব্যবহার রোধে এগিয়ে এসেছে তাদেরকে সমর্থন দিতে পারে। (দক্ষতা: আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক, আবেগ মোকাবেলা, চাপ মোকাবেলা, সমস্যা সমাধান) ।

- বাড়ী বা প্রতিবেশীদের কেউ মাদকাসক্ত হলে তা মোকাবেলা করতে পারে (দক্ষতা: আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক, আবেগ মোকাবেলা, চাপ মোকাবেলা, সমস্যা সমাধান)

সহিংসতা প্রতিরোধ:

সহিংসতা প্রতিরোধে, এক বা একাধিক জীবন দক্ষতা শিক্ষার্থীদের এমনভাবে সমর্থ করতে পারে যাতে তারা:

- দ্বন্দ্ব নিরসনে শান্তিপূর্ণ উপায় চিহ্নিত ও বাস্তবায়ন করতে পারে (দক্ষতা: সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্রিটিক্যাল চিন্তা, চাপ ও আবেগ মোকাবেলা, যোগাযোগ ও আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক)
- বিপদজনক পরিস্থিতি এড়ানো ও চিহ্নিত করতে পারে (দক্ষতা: ক্রিটিক্যাল চিন্তা, সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ)
- সহিংসতা এড়ানোর উপায়সমূহ (যা প্রচার মাধ্যমের প্রশংসা পেয়েছে) তা মূল্যায়ন করতে পারে (দক্ষতা: ক্রিটিক্যাল চিন্তা)
- সহিংস আচরণ করতে বন্ধু ও বয়স্কদের প্রভাব বা প্রণোদনা অগ্রাহ্য করতে পারে (দক্ষতা: সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্রিটিক্যাল চিন্তা, চাপ ও আবেগ মোকাবেলা, যোগাযোগ, আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক)
- সহিংস পরিস্থিতিতে মধ্যস্থতাকারী হতে পারে এবং সহিংস আচরণকারীদের শান্ত করতে পারে। (দক্ষতা: আত্ম-সচেতনতা, সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্রিটিক্যাল চিন্তা)
- নিজ নিজ সমাজে অপরাধ দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। (দক্ষতা: সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যোগাযোগ, আবেগ মোকাবেলা)
- ভিন্নতার প্রতি সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করতে ও কুসংস্কার প্রবণতা কমাতে পারে (দক্ষতা: ক্রিটিক্যাল চিন্তা, চাপ ও আবেগ মোকাবেলা, যোগাযোগ, আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক)

স্বাস্থ্যকর পুষ্টি:

স্বাস্থ্যকর পুষ্টির জন্যে, এক বা একাধিক জীবন দক্ষতা শিক্ষার্থীদের এমনভাবে দক্ষ করতে পারে যাতে তারা:

- নানা ধরনের খাবারের মধ্যে থেকে পুষ্টিকর খাবার বাছাই করতে পারে (দক্ষতা: আত্ম-সচেতনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ)
- অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণে সামাজিক চাপকে মোকাবেলা ও এ ধরনের খাবার চিহ্নিত করতে পারে (দক্ষতা: ক্রিটিক্যাল চিন্তা, যোগাযোগ)
- বাবা মা/অভিভাবককে পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করাতে রাজী করতে পারে (দক্ষতা: আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক, যোগাযোগ) এবং

- বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে, খবরের কাগজে পুষ্টি সংক্রান্ত সংবাদ বা তথ্য মূল্যায়ন করতে পারে (দক্ষতা: ক্রিটিক্যাল চিন্তা)

পয়:সুবিধাদির ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন:

পয়:সুবিধাদি, নিরাপদ পানি এবং ব্যক্তিগত ও খাদ্যের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেকোন অসুখ ও অসুস্থতা থেকে মানুষকে প্রতিরোধ করতে পারে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়নে পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা অপরিহার্য। পরিচ্ছন্নতা শিক্ষায় শুধুমাত্র তথ্য প্রদান না করে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা প্রদান বেশী জরুরী। যা একজন শিক্ষার্থীকে এমন ভাবে দক্ষ করবে যাতে সে

- যে সমস্ত ·কুঅভ্যাস ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূষিত পানি ও অপরিচ্ছন্ন সেনিটিশন জনিত রোগের কারণ তা চিহ্নিত করতে ও এড়াতে পারে। (দক্ষতা:-সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ)

- সমাজের লোকজন, সহপাঠী, ও পরিবারের কাছে রোগ ও এর সংক্রমণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে পারে (দক্ষতা: যোগাযোগ, আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক) এবং

- অস্বাস্থ্যকর কু-অভাস বর্জন করতে অন্যদের যেমন-বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী, ভাইবোন, পরিবারের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে পারবে (দক্ষতাঃ ক্রিটিক্যাল চিন্তা, যোগাযোগ, আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক)

মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন

মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা স্কুলে একটি স্বাস্থ্যকর সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টিতে অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক ও আবেগিক সুস্থতা ও শিখন-অর্জন নিশ্চিত করতে পারে যখন-

- প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার উন্নয়ন ঘটায়
- সহযোগিতামূলক, মুক্তমনের যোগাযোগে সহায়তা করে
- সৃজনশীল সুযোগ তৈরীকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে দেখে এবং
- শারিরীক শাস্তি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, লাঞ্ছনা ও সহিংসতা প্রতিরোধ করে।

কিভাবে এ দক্ষতা শেখানো যায়?

আমাদের শিক্ষণ পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে শিশুরা প্রয়োজনীয় জীবন দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ পায়। এজন্যেই আপনি যেভাবে শেখান তা আপনি যা শেখান তার মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সক্রিয় জীবন দক্ষতা অনুশীলনের কিছু পরামর্শ দেওয়া হল:[১৪]

সক্রিয় শিখন পদ্ধতি	সফল ভাবে শেখানোর কিছু পরামশ
আলোচনা দল: ১. সব শিক্ষার্থীকে কোন গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য বিষয়ের ওপর তাদের মতামত ব্যক্ত করতে, অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে সাহায্য করে। ২. শিক্ষার্থীদের অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা শিখতে ও অন্যদের অভিজ্ঞতা জানতে সাহায্য করে।	১. দলের আকার ছোট রাখুন (৫-৭ জন) ২. দলের নেতা সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করুন। ছেলেদের মত মেয়েরাও যাতে দলনেতা হতে পারে তা নিশ্চিত করুন। ৩. সবাই যাতে অংশ নিতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন তৈরী করুন। ৪. দলে কার কি কাজ তা যেন সবার কাছে পরিষ্কার থাকে এবং কাজ শেষে কি এবং কিভাবে রিপোর্ট করা হবে তা দলসমূহ জানবে। ৫. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়টির সঙ্গে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা যাতে সম্পর্কিত করতে পারে তা নিশ্চিত করুন।
গল্প: ১. আলোচনার বিষয়বস্তুকে এমন ভাবে উপস্থাপিত করে যাতে শিক্ষার্থীরা মজা পায় এবং খুব সহজেই তা' বোঝে ও মনে রাখতে পারে। ২. জটিল ও সংবেদনশীল বিষয় ও উপস্থাপন করে। ৩. শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তোলে।	১. নতুন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় ও ধারণাকে উপস্থাপন করতে গল্পের সাহায্য নিন। গল্পগুলো যেন মজাদার ও নাটকীয় হয়। ২. শিক্ষার্থীরা যাতে গল্পের মূল বিষয়বস্তু ও চরিত্রসমূহের ভূমিকা ভালভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করুন।

[14] Adapted from: Son V, Pridemore P, Nga B, My D and Kick P (2002) Renovation the Teaching of Health in Multigrade Primary Schools: A Terachers Guide to Health in Natural and Social Sciences (Grades 1, 2, 3) and Scienc (Grade 5). British Council and the National Institute of Educational Sciences: Hanoi, Vietnam

	৩. গল্প থেকে শিখন কাজকে নাটক বা ছবি আঁকায় নিয়ে যান।
৪. শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতার (যেমন- শোনা, কথা বলা ও লেখা) উন্নয়ন করে।	৪. শিক্ষার্থীদের পড়া বা শোনা কোন গল্প তার বন্ধুদের বা পরিবারের সদস্যদের শোনাতে উৎসাহিত করুন। এছাড়াও তারা নিজেরাই গল্প তৈরী করে তা সবাইকে শোনাতে পারে।
ব্যবহারিক কাজঃ ১. বিমূর্ত্ত ধারণাকে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। ২. ব্যবহারিক কাজে দক্ষতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি করে। ৩. যৌক্তিক চিন্তাকে উৎসাহিত করে।	১. শিখন কাজে যখনই সম্ভব ছবির পরিবর্তে, বাস্তব উপকরণ যেমন- খাবার, মশার লার্ভা ইত্যাদি ব্যবহার করুন। ২. শিক্ষার্থীদেরকে ব্যবহারিক কাজে বেশী সম্পৃক্ত করুন এবং আপনি নিজে কম সম্পৃক্ত হোন। ৩. শিক্ষার্থীরা কি কাজ করছে এবং কেন করছে তা নিজের মুখে অন্যান্যদের বলতে বলুন। ৪. শিক্ষার্থীরা কিছু কিছু কাজে যেমন-মানব শরীর সম্পর্কে জানা বা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ইত্যাদি কাজে নিজেদেরকেই ব্যবহার করতে পারে।
নাটক ও অভিনয়ঃ ১. সব ধরনের যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়ন করে। ২. শিক্ষার্থীদের কিছু কিছু সংবেদনশীল বিষয় যেমন এইডস রোগ বা প্রতিবন্ধিতা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মনোভাব, অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ দেয়। ৩. আত্মবিশ্বাসের উন্নয়ন ঘটায়। ৪. শিখন কাজকে এমন ভাবে পরিচালিত করে যাতে শিক্ষার্থীরা পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে।	১. শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই নিজেদের নাটক তেরী করে সে জন্য তাদের উৎসাহিত ও সাহায্য করুন। সব কাজ আপনিই করে দিবেন না। ২. প্রয়োজনে তারা যাতে খুব সাধারণভাবে পাপেট বা পুতুল তৈরী করতে পারে সেজন্য সাহায্য করুন। ৩. ছোট ছোট ভূমিকা অভিনয় ঘন ঘন ব্যবহার করুন। যেমন-কেউ কোন একটি অস্বাস্থ্যকর কাজ করছে। তখন কেউ সেটা দেখতে পেল এবং দেখে সে কি করল তা অভিনয় করে দেখাতে পারে.....ইত্যাদি। ৪. নাটক বা পুতুল অভিনয় থেকে আলোচনায় আসুন। যেমন-কেন এ কাজ করা হল? এর পরে কি ঘটতে পারে? ইত্যাদি।

	৫. অভিনয়ের শেষে মূল স্বাস্থ্য-বার্তাটি যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করুন। ৬. নাটকের মাধ্যমে তারা যা শিখতে পেল শ্রেণীকক্ষের বাইরেও অনুরূপ স্বাস্থ্য-আচরণ শিক্ষার্থীরা করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করুন। ৭. কোন সমস্যা হলে যেমন- কোন শিক্ষার্থীকে কেউ বাড়ীতে আসা যাওয়ার পথে টিজ্ বা বিরক্ত করে থাকলে সব শিক্ষার্থীদের নিয়ে বসুন। কিভাবে এটি ঘটছে এবং কিভাবে বিরক্তি বা টিজের শিকার শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করুন এবং সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়ে অভিনয়ের আয়োজন করুন।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

বাংলাদেশে এইডস রোগ বিষয়টি সাম্প্রতিক কালের হলেও এ রোগের সংক্রমণ এখানে আশংকাজনক হারে বাড়ছে। এছাড়াও এ রোগ সম্পর্কে নানা ক্ষতিকর ধারণা ও এইডস রোগীর প্রতি সামাজিকভাবে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত আছে। রয়েছে এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য, সেবা ও রিসোর্সের অভাব। তাই আমাদের স্কুল সমূহে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশেষতঃ তরুন ও যুবা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস সহ বিভিন্ন যৌন রোগ ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান বিশেষ জরুরী। যাতে ভয়াবহ এই রোগটির প্রতিরোধ সম্ভব হয়। এজন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের বিশেষ পরিকল্পনা ও পাঠক্রমে এ সম্পর্কিত শিক্ষা ও দক্ষতার সুযোগ রাখতে হবে।

কাজেই বুকলেটের এ অংশে আমরা এইডস প্রতিরোধে দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষাকে কিভাবে ব্যবহার করা যাবে ও সে সঙ্গে এ শিক্ষা কিভাবে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সামাজিক ভীতিকে কমিয়ে আনে সে সম্পর্কে আলোচনা করব। এখানে যেসব কাজের কথা উল্লেখ করা হবে তা ওপরে বর্ণিত অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানেও একইভাবে কাজে লাগানো যাবে।

এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এক্ষেত্রে, আপনার স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ সম্পর্কিত সচেতনতা তৈরীর মাধ্যমে বা সমাজের সচেতনতা তৈরী করে এ রোগের বিস্তার রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। তরুণ শিক্ষার্থী ও সমাজের যুবাদের মধ্যে কার্যকর ভাবে এ রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিলে এ রোগের বিস্তার রোধ সম্ভব হবে। এবং তারা কোন ঝুঁকিপূর্ণ

আচরণে জড়িয়ে পড়বে না। শিক্ষক হিসেবে তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, এ রোগের সংক্রমণ ও বিস্তার রোধে স্কুলে তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা দেয়া এবং সেসঙ্গে স্কুলে এইডস প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নীতিমালা তৈরী করা। এর মাধ্যমে আমরা যেমন আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য শিক্ষা দিতে পারব। অপরদিকে সমাজের স্বাস্থ্য উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারব।

এইচআইভি/এইডস শিক্ষার দক্ষতা ভিত্তিক পদ্ধতিতে তাই অংশগ্রহণমূলক (সক্রিয়) শিখন কৌশল ব্যবহার করতে হয় যা

- ব্যক্তি-শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে;
- তাকে তার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে নতুন ভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে;
- নিজেকে ও অন্যান্যদের এ রোগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করে।

এইডস প্রতিরোধে দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষাকে স্কুলের অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয় যেমন-প্রজনন স্বাস্থ্য, জনমিতি, পারিবারিক শিক্ষা, মাদকের অপব্যবহার ইত্যাদির সঙ্গেও সম্পর্কিত করা যেতে পারে।

আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এইডস সংক্রমণ রোধে আমরা কিভাবে একটি দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য কর্মসূচী চালু করতে পারি? এক্ষেত্রে কি কি কাজ করা যেতে পারে এবং কিভাবে আপনি ও আপনার স্কুল ভূমিকা নিতে পারে?



কর্মতৎপরতা: স্কুলে শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ কি করতে পারে?[১৫]

১.জানুন ও সক্রিয় হোন:

- এইচআইভি/এইডস রোগ সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য জানুন। জানুন এর সংক্রমণ ও বিস্তার রোধের পাশাপাশি সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যাবলী।
- এইডস সম্পর্কে আপনার মনোভাব, মূল্যবোধ ও ব্যবহার মূল্যায়ন করুন এবং আপনার শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে অবহিত করতে প্রস্তুতি নিন।

[15] Adapted from: Schenker II, Nyirenda JM.(2002) Preventing HIV/AIDS in Schools. International Academy of Education and the International Bureau of education. Educational Practice Series 9. Paris

২. অংশীদারীত্ব প্রতিষ্ঠা:

- এইডস বিরোধী কার্যক্রমে আপনি আপনার স্কুলের একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে একটি কর্ম সম্পর্ক গড়ে তুলুন। এক্ষেত্রে টিমওয়ার্ক এর ব্যবস্থা করতে হবে।

- এছাড়াও আপনার এলাকায় এইডস বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, এনজিও-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। প্রয়োজনে, তাদের কাছ থেকে এইডস সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য শিখন-উপকরণসহ বিভিন্ন রিসোর্স সংগ্রহ করুন।

৩. মুক্ত আলোচনা:

- শ্রেণীকক্ষে আলোচনার জন্য স্বাস্থ্য বা যেকোন বিষয়ে পাঁচ থেকে দশটি সংবেদনশীল বিষয় নির্বাচন করুন। আলোচনায় এগুলো সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিন ও এর ভাল মন্দ দিক নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করুন। একই সঙ্গে এগুলো নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গেও আলোচনা করতে পারেন।

৪. অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার :

- অংশগ্রহণমূলক সক্রিয় শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানুন এবং এসব পদ্ধতি পুরো ক্লাসে ব্যবহারের আগে ছোট একটি নমুনা-দলে তা প্রয়োগ করে দেখুন।

- শিক্ষার্থীদের সামনে শুধু বক্তৃতা দেওয়া এড়িয়ে চলুন; বরং তাদের ক্লাসে বিভিন্নভাবে সক্রিয় করে তুলুন। তাদেরকে রোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, সংক্রমণ ও বিস্তার রোধে নিজেদের মধ্যে আলোচনার কাজে সম্পৃক্ত করুন।

- তাদের মধ্যে প্রশ্ন করা, আলোচনা ও নতুন ধারণা উদ্ভাবন ও লালনকে উৎসাহিত করুন।

৫. উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষণ :

- আপনার শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন শিক্ষণ-কৌশল সন্নিবেশন করুন। এইডস এর ওপর ক্লাসসমূহ শিক্ষার্থীদের উপযোগী, প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করুন;

- এ ধরনের উদ্ভাবনীমূলক একাধিক ক্লাস নিন এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্ততঃ চারবার এ ধরনের ক্লাসের আয়োজন করুন;

- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার মত বার্তা প্রদান করুন। এজন্যে এইডস বিরোধী শ্লোগান বা বার্তা সম্বলিত কার্ড তৈরী করুন যাতে শিক্ষার্থীরা এগুলো বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারে। শিক্ষার্থীর বাবা মা অভিভাবক, ভাই বোন এগুলো পড়ে (যদি সাক্ষর হয়) এইডস সম্পর্কিত নানা তথ্য জানবে এবং সম্ভব হলে, শিক্ষার্থী এ বিষয়ে ক্লাসে শেখা বিভিন্ন তথ্য তাদের জানাবে।

- সমাজ, আপনি, বাবা মা, অভিভাবক ও সমাজের লোকজনকে নিয়ে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করতে পারেন।

6. জেন্ডার প্রবণ (gender-responsive) পদ্ধতি ব্যবহার:

- ছেলে ও মেয়ে উভয় ধরনের তরুণ শিক্ষার্থীদের আলাদা ভাবে এবং মিশ্র দলে এইডস সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য জানান।
- আপনার শিক্ষণকে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ক্ষমতার বিদ্যমান ভারসাম্যের সাথে সর্ম্পকিত করুন এবং মেয়েদের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করুন ।
- তরুণ শিক্ষার্থী বিশেষতঃ মেয়েদের এইডস রোগের ব্যাপারে অধিক সচেতন হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করুন, যে কোন অনৈতিক ও ঝুঁকিপূর্ণ শারিরীক সম্পর্কের ব্যাপারেও তাদের সতর্ক করে দিন। সেসাথে মেয়েদের এধরণের সম্পর্কের ব্যাপারে 'না' বলতে পারার সাহস অর্জনে সহায়তা করুন।

৭. স্থানীয় সংস্কৃতির সংবেদনশীলতা বিবেচনা:

- স্থানীয় রীতিনীতি, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা অনুযায়ী প্রতিরোধ কার্যক্রম সবচে' কার্যকর হয়;

- এইচআইভি/এইডস রোগ সম্পর্কে আপনার সমাজের ধারণা, মনোভাব, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দক্ষতা ও সেবা যা এ রোগ বিস্তারে বা প্রতিরোধে নেতিবাচক ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে তা চিহ্নিত করুন।

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার সময় তাদের সামাজিক ও ভৌগলিক পটভূমি থেকে উদাহরণ দিন।

৮. জুটি ভিত্তিক সহযোগিতা ও শিখন:

- শ্রেণীকক্ষে এইডসসহ বিভিন্ন যৌন রোগ নিয়ে আলোচনার জন্য একটি মুক্ত পরিবেশ তৈরী করুন। যাতে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সঙ্গে এ রোগের সংক্রমণ ও ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করতে পারে। সেসঙ্গে নিরাপদ যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে ধারণা লাভ করে।
- নিরাপদ যৌন সম্পর্ক, এইডস প্রতিরোধে এবং মাদক ব্যবহারের বিরুদ্ধে কার্যকর কৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা করতে তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করুন ।
- আপনার স্কুলে বা সমাজে কেউ এ রোগে আক্রান্ত হলে তাকে প্রয়োজনীয় সেবা ও মানসিক সমর্থন দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসুন।

৯. দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার সক্রিয় ব্যবহার:

এইডস বিরোধী দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- জীবন দক্ষতা (আলাপ-আলোচনা, আত্মবিশ্বাস, অনৈতিক ও ঝুঁকিপূর্ণ সম্পর্ক অস্বীকৃতি ও যোগাযোগ) প্রদান
- পরিজ্ঞানমূলক দক্ষতা (সমস্যা সমাধান, ক্রিটিক্যাল চিন্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ) প্রদান
- সমস্যা মোকাবেলার দক্ষতা (চাপ ব্যবস্থাপনা, আত্মনিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি) প্রদান
- ব্যবহারিক দক্ষতা (কনডম ব্যবহার) প্রদান ।

(আমাদের দেশে এইডস প্রতিরোধে ব্যবহারিক দক্ষতা প্রদানে সামাজিক ধর্মীয় রীতিনীতি ও এলাকা ভিত্তিক প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করতে হবে। তবে বিষয়টি সাধারণভাবে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করা যেতে পারে)।



কর্মতৎপরতা: আমাদের শিক্ষার্থীদের কি শেখাতে পারি?[১৬]

আজকের তরুন শিক্ষার্থীরাই সমাজের ভবিষ্যৎ। তাই তাদেরকে অবশ্যই তাদের নিজেদের জন্য তথা অপরের প্রতিও দায়িত্ববান হতে হবে । যাতে তারা তাদের শিক্ষক, স্বাস্থ্য-কর্মী, সমাজের নেতাদের নির্দেশনায় নিজেদের, পরিবারকে ও সমাজকে এইডস ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে পারে। তরুন ও যুবারা তাদের নিজ নিজ আচরণ সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং সমাজের স্বার্থে নিরাপদ যৌন আচরণে বিশ্বাসী হবেন ।

---

[16] Source: Baily D, Hawes H and Bonati B. (1994) Child to Child: A Resource Book. Part 2: The Child to Child Activity Sheets.London: The Child to Child Trust.

যা প্রতিটি শিক্ষার্থীর জানা উচিত:

স্কুলের নীতিমালায় অবশ্যই স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রযোজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা ও দক্ষতা প্রদানের সুযোগ থাকবে। স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মী ও যুবা শ্রেণীর নেতৃবৃন্দও এলাকার তরুণ সমাজকে যৌন রোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সচেতনতা ও সেবা প্রদানে এগিয়ে আসবেন।

এইডস কি? এইডস হচ্ছে ভাইরাসজনিত একটি ব্যাধি যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি বিভিন্ন রোগ যেমন- ডায়রিয়া, যক্ষা বা নিউমোনিয়ার মত রোগে নিজেকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। এইডস রোগী শরীরের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার ফলে একসময় মারা যায়। এর ভয়াবহ দিক হল, এখনো এ রোগের কোন প্রতিষেধক আবিস্কৃত হয়নি। ফলে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত।

কিভাবে এ রোগ ছড়ায়?

- এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক হলে;
- এইডস রোগীর রক্ত সুস্থ ব্যক্তির রক্তে প্রবেশ করলে কিংবা এইডস রোগীর ব্যবহৃত ইনজেকশনের সুঁচের মাধ্যমে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে।
- এইডস রোগে আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের কাছ থেকে তার গর্ভস্থ শিশু এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

মনে রাখবেন, পোকার কামড় বা এইডস রোগী আপনাকে স্পর্শ করলে বা এইডস রোগীর যত্ন নিলে এইডস রোগ সংক্রমিত হয় না।

শুধুমাত্র স্বাস্থ্য শিক্ষার শিক্ষক বা কর্মী নয়, স্কুলের সব শিক্ষককে অবশ্যই নিজ নিজ পাঠ্যসূচীতে এইডস সম্পর্কিত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এমনকি যেকোন উপলক্ষে, যেকোন সামাজিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী অভিভাবক ও সমাজের লোকজন একত্রিত হলে (সম্ভব হলে) তাদের মধ্যে এইডস বিরোধী শিক্ষা ও প্রচারণা চালান। শুধু শিক্ষক নয়, একজন সচেতন অভিভাবক ও সমাজের যেকোন ব্যক্তি এ রোগ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

কোথায় ও কখন এইডস বিষয়ে আলোচনা করতে হবে?

- স্কুলে বা শ্রেণীকক্ষে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিয়ে হেল্‌থ ক্লাব তৈরী করতে পারেন। হেল্‌থ ক্লাবের সদস্যরা নিজেদের ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে এইডস সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য

ও এইডস বিরোধী সচেতনতামূলক জ্ঞান অনুশীলন করতে পারে। যাতে তারা নিজেদের ও অন্যান্যদের এইডসসহ বিভিন্ন যৌন রোগ থেকে রক্ষা করতে পারে।

- এ ধরনের আলাপ আলোচনা সাধারণত সম-লিঙ্গ দলে সহজভাবে করা যায়। তাই ছেলে বা মেয়ে শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ আলোচনার সুযোগ করে দিন। শিক্ষক ছাড়াও সমলিঙ্গের কোন বয়স্ক, তথ্যভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ ধরনের আলাপ আলোচনায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে শিক্ষার্থীরা যা করতে পারে:

- শ্রেণীকক্ষে 'সত্য-মিথ্যা' খেলা খেলতে পারে। আলাদা আলাদা কাগজে শিক্ষক এইডস সম্পর্কিত বিভিন্ন সত্য বা মিথ্যা তথ্য যেমন- মশা কামড়ালে এইডস হবে (মিথ্যা), কাউকে স্পর্শ করলেই এইডস হয় না (সত্য) ইত্যাদি লিখে নিন। বোর্ডে বা মেঝের ওপর তিনটি ছক কেটে ছকের ওপরে সত্য, মিথ্যা ও জানি না এই তিনটি শিরোনাম দিন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তথ্য লেখা একেকটি কাগজ তার পছন্দ অনুযায়ী যে কোন কলামে স্থাপন করবে। এবং কেন সে নির্দিষ্ট কলামে তথ্য- কাগজটি স্থাপন করল তা সবাইকে ব্যাখ্যা করবে। যে কেউ তার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে।

- এইডস সম্পর্কিত কুইজ প্রশ্ন লিখবে এবং তা নিয়ে জুটিতে আলোচনা করবে।

- সম্ভব হলে শিক্ষার্থীরা দেশের বর্তমান এইডস রোগীর সংখ্যা, সংক্রমণের কারণ, সংক্রমিত এলাকা ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংবাদপত্র বা স্থানীয় কোন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করবে এবং তথ্য সমূহ বিশ্লেষণ করবে।

- শিক্ষার্থীরা স্থানীয় কোন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র বা হাসপাতাল পরিদর্শন করতে পারে এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা কিভাবে ইনজেকশন পুশ করে বা সুঁই কিভাবে বীজানুমুক্ত (Sterilized) করে থাকে তা দেখতে পারে এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা সুঁই বীজানুমুক্ত করার কারণ শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করতে পারে।

এইডস বিরোধী সচেতনতা তৈরীতে অভিনয় ও আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা যা করতে পারে;

- এইডস রোগ কিভাবে তাদের আক্রান্ত করতে পারে তা নিয়ে শিক্ষার্থীরা চিন্তা করতে পারে। শিক্ষক তাদের প্রশ্ন করতে পারেন, এইডস রোগ কিভাবে তোমাকে, তোমার পরিবারের সদস্যদের বা তোমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে তা নিয়ে

চিন্তা কর বা এ রোগ হলে কি করণীয় তা চিন্তা কর' ইত্যাদি। তারা চোখ বন্ধ করে আগামী ২ বছর কিভাবে জীবন যাপন করবে তা' চিন্তা করতে পারে। শিক্ষক প্রশ্ন করতে পারেন- তোমরা কার সংগে থাকবে? কে তোমাদের বন্ধু হবে? কিভাবে তোমরা তোমাদের সঙ্গীর প্রতি ভালবাসা ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করবে? তোমরা কি মাদকাসক্ত ও ধুমপায়ী হয়ে পড়বে? কিংবা তোমরা, তোমাদের পরিবারের কেন সদস্য বা কোন বন্ধু কি এইডস রোগে আক্রান্ত হবে? এরপর শিক্ষার্থীরা আরো ১০ বছর পরের সময়ে তাদের জীবন কেমন হবে তা মনে মনে কল্পনা করে একই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে । একইভাবে, তারা যখন বাবা মা হবেন এবং তাদের ১২/১৩ বছরের সদ্য কিশোর সন্তান থাকবে তাদের কি পরামর্শ তারা দিবে?

- অভিনয়ের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ফুটিয়ে তোলা যায়। অভিনয়ে সুখী দম্পতির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে এবং অসুস্থ ও অসুখী দাম্পত্য জীবনে এইডস রোগের অনুপ্রবেশ ও ভূমিকা নিয়েও অভিনয় করা যেতে পারে।

- কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে মানুষ 'না' বলতে না পারার কারণে অবৈধ, অনৈতিক ও ঝুঁকিপূর্ণ যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে যায় এবং তা এড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করুন । শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির ওপর রোল প্লে করতে পারে । তারা কিভাবে দৃঢ় অথচ বিনয়ের সংগে 'না' বলতে পারবে সেরকম কিছু পরিস্থিতি হচ্ছে-

  - ✔ ধুমপানের ক্ষেত্রে
  - ✔ কোন অপরিচিত ব্যক্তির সংগী হয়ে কোথাও যাওয়ার ক্ষেত্রে
  - ✔ সন্ধ্যায় বেড়াতে বের হওয়ার ক্ষেত্রে

এইডস রোগীর প্রতি আচরণ কেমন হবে তা নিয়ে শিক্ষার্থীরা :

- বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এইডস রোগ সম্পর্কিত তথ্য নিবন্ধ সংগ্রহ করবে এবং নিবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবে;

- এইডস রোগ কিভাবে ব্যক্তি পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করে দেয় তা নিয়ে ছড়া বা কবিতা লিখে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে।

- এইডস রোগ হয়েছে এমন কাউকে কেউ পরিচর্যা করছে এমন ছবি ব্যবহার করতে পারে যাতে তারা নিজেদের এধরণের পরিস্থিতিতে নিজেকে কল্পনা করতে পারে। তারা প্রশ্ন করতে পারে কি কারণে এ পরিস্থিতি হল এবং ভবিষ্যতে এর পরিণতি কি হবে।

- এইডস রোগীর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ ও যত্নের ওপর ছবি আঁকতে পারে বা নাটক রচনা করতে পারে এবং তা সমাজের সামনে প্রদর্শন বা অভিনয় করতে পারে। এছাড়াও এইডস রোগের ওপর সচেতনতা তৈরীতে পুতুল নাচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- কোন একটি গল্পের ঘটনা সাজাতে পারে। যেমন- স্কুলের কোন শিক্ষার্থীর এইডস হয়েছে। এখন শিক্ষার্থীরা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বাবা মা/অভিভাবক বা অন্য শিক্ষার্থী দলে ভাগ হবে। ভাগ হয়ে প্রতিটি দল পৃথকভাবে বিবেচনা করবে: এ অবস্থায় আমি কি ভাবছি? এ ঘটনার কি প্রভাব আমার ওপর হতে পারে? এর সমাধান কি হতে পারে? ১৫ মিনিট পর, দলের সবাই একত্রিত হয়ে আলেচনা করবে।

নিচের গল্পটা শুনুন এবং এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিন:

মধ্যপ্রাচ্য থেকে এক যুবক একদিন হঠাৎ অসুস্থ অবস্থায় দেশে, তার নিজের গ্রামে ফিরে এল। যখন কোন চিকিৎসায়ই তার রোগ ভাল হচ্ছিল না তখন তাকে একজন পরামর্শ দিল এইচআইভি পরীক্ষা করতে। দেখা গেল তার এইচআইভি পজিটিভ। অর্থাৎ তার এইডস রোগ হয়েছে। গ্রামে এখন সবাই তাকে এবং তার পরিবারকে একঘরে করে দিল। এমনকি যুবকটির সন্তানরা স্থানীয় যে স্কুলে পড়ত সে স্কুল থেকে তাদের বহিষ্কার করা হল।

- এ পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমরা কি ভাবছ?
- গ্রামের মানুষ যুবকটির সঙ্গে এরকম আচরণ কেন করল?
- তাদের এই প্রতিক্রিয়ার ফলে কি আদৌ এইডস রোগ সংক্রমণ বন্ধ হবে?
- ধর, তুমি যদি গ্রামবাসীদের একজন হতে, অথবা সেই এইডস রোগী হতে কিংবা তার সন্তানদের একজন হতে তবে এ পরিস্থিতিতে কি করতে?

শিক্ষার্থীরা এইডস সম্পর্কে যা শিখেছে তা অন্যদের জানাতে কি করতে পারে?

- এইডস এর ওপর গান, অভিনয় ও পুতুল নাচের ব্যবস্থা করতে পারে।
- এ রোগের ওপর হাতে বানানো পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকা তৈরী করে তা প্রচার ও সবার মাঝে প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারে।
- এইডস রোগীর সহায়তায় বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে পারে। যেমন-ক্রীড়া বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীরা এইডস রোগ সম্পর্কে কতটুকু জেনেছে তা যাচাই করতে শিক্ষক যা করতে পারেন:

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন যে কিভাবে এ রোগ ছড়ায় অথবা ছড়ায় না।

- শিক্ষার্থীদের এইডস রোগীদের নিয়ে গল্প লিখতে দিন। গল্প লেখা শেষে গল্পসমূহ পরীক্ষা করে দেখুন যে এতে এইডস সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কি কি তথ্য দিয়েছে এবং এইডস রোগ ও রোগীর প্রতি তার মানসিকতা কি রকম।

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তাদের গ্রামে বা এলাকায় কোন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, ক্লাব বা যুবসংগঠনের কি এইডস বিরোধী কোন কার্যক্রম রয়েছে। এবং কোন শিক্ষার্থী কি এ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে।

- শিক্ষার্থীরা কোন এইডস রোগীকে সেবা প্রদান করেছে বা কাউকে এইডস রোগ সম্পর্কে সতর্ক করেছে?



কর্মতৎপরতা: শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও কাজ করতে সাহায্য করা [১৭]

বোঝা বা উপলব্ধি করা:

১. এইডস ও অন্যান্য যৌন রোগ সম্পর্কে প্রাপ্ত সব ধরনের তথ্য (পাম্ফলেট, পোস্টার, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করুন। এইডস রোগ কেন ভয়াবহ, কিভাবে ছড়ায় এবং কিভাবে এ রোগের সংক্রমণ এড়িয়ে চলা যায় তা নিয়ে আলোচনা করুন।

২. এইডস রোগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যাতে বিশদভাবে জানতে পারে সেজন্য এর ওপর সত্য-মিথ্যা' গেম্‌স আয়োজন করুন।

৩. সম্ভব হলে, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা ঝুঁকিপূর্ণ ও ঝুঁকিহীন আচরণ বলতে কি বোঝে তা যাচাইয়ের জন্য 'life line' খেলাটি খেলতে পারেন। তবে মনে রাখবেন এই খেলাটি অপেক্ষাকৃত তরুণ ও যুবা শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য। শ্রেণীকক্ষের মেঝেতে একটি মোটা দাগ দিন। এটি হচ্ছে 'life line'। লেখাটির একপাশে 'ঝুঁকিহীন' লেখা একটি কার্ড স্থাপন করুন। অপরপ্রান্তে রাখুন 'ঝুঁকিপূর্ণ' কার্ডটি। এবং মাঝখানে কম ঝুঁকিপূর্ণ লেখা কার্ডটি স্থাপন করুন। এবার প্রায় ১২টি আচরণ পৃথক পৃথক কার্ডে লিখুন। এর ২-৩ টি কার্ড প্রতিটি জুটিকে দিন। জুটিসমূহ হাতে কার্ডে লেখা আচরণসমূহ বিশ্লেষণ করে কোনটি ঝুঁকিহীন, ঝুঁকিপূর্ণ বা কম ঝুঁকিপূর্ণ, তা বাছাই করে 'লাইফ-লাইনের' নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করবেন এবং তাদের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করবে। তাদের ব্যাখ্য শেষে অন্য শিক্ষার্থীদের এর ওপর মতামত দিতে বলুন এবং শেষে আপনার মতামত দিন। ওপরের এসব আচরণসমূহের মধ্যে রয়েছে- চুমু খাওয়া, ড্রাগ সেবন করা, যৌন সহবাস করা, করমর্দন করা, বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো, এইডস রোগীর ব্যবহৃত কাপ বা প্লেট থেকে খাওয়া, টিকা নেয়া, রক্ত নেয়া, একই টুথব্রাশ বা মেছওয়াক ব্যবহার করা, রাতের অন্ধকারে একা একা হাঁটা, ইত্যাদি।

---

[17] Source: Son V, Pridemore P, Nga B, My D and Kick P (2002) Renovation the Teaching of Health in Multigrade Primary Schools: A Terachers Guide to Health in Natural and Social Sciences (Grades 1, 2, 3) and Scienc (Grade 5). British Council and the National Institute of Educational Sciences: Hanoi, Vietnam

৪. তরুণ ও যুবারা কিভাবে ঝুঁকিপূর্ণ যৌনকর্মে আসক্ত হয়ে পড়ে বা ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ গ্রহণ করে তার পটভূমি ও অপকারিতা এবং এ ধরনের কাজ এড়িয়ে চলার উপায় নিয়ে শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনার ব্যবস্থা করুন।

৫. সামাজিক চাপ মোকাবেলা করা কখন অসম্ভব হয়ে পড়ে তা আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলুন কখন মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী হতে পারে এবং কিভাবে তারা এধরণের আচরণ এড়াতে পারে।

৬. ড্রাগ সেবনে কিভাবে কেউ আসক্ত হয়ে পড়ে তার ওপর একটি রোল-প্লে বা ভূমিকা অভিনয়ের আয়োজন করতে পারেন। একদল অভিনয় করবে বখাটে ড্রাগ সেবনকারীর ভূমিকায়। যারা ড্রাগ সেবনের জন্য অপর দলকে প্ররোচিত করবে। কিন্তু এদলটি প্ররোচনা দমন করে ড্রাগ সেবনে সাড়া দিবেনা। পরে, দুদলের অভিনয় নিয়ে আলোচনা করুন যে কেন ড্রাগ সেবনকারী দলটির প্ররোচনায় অপর দলটি সাড়া দেয় নাই। পরিশেষে আপনি ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের বিপদ ও অপকারিতা নিয়ে এবং কিভাবে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের প্ররোচনা দমন করা যায় সে বিষয়ে আপনার বক্তব্য প্রদান করুন।

৭. এইডস রোগীর যত্ন ও পরিচর্যার ওপর ছোট্ট নাটিকা তৈরী করুন এবং একজন এইডস রোগী ও তার পরিচর্যাকারীর অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করুন।

৮. কোন একজন কাল্পনিক শিক্ষার্থীর এইডস রোগ হয়েছে এর ওপর একটি গল্প তৈরী করুন। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে (যেমন- শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক) বিভক্ত করুন। প্রতিটি দলকে আলাদা ভাবে চিন্তা করতে বলুন এ অবস্থায় কে কি ভাবছে? অন্যদের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে? এখন কি হওয়া উচিত বলে তারা মনে করছে? এ প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনার আয়োজন করুন।

করণীয়:

১. ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার জন্য সতর্ক হোন,

২. এ ধরনের প্ররোচনামূলক পরিস্থিতিতে 'না' বলতে শিখুন এবং এ ব্যাপারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ থাকুন।

৩. এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসুন।

৪. এইডস বিরোধী কবিতা রচনা করুন এবং তা বাড়ীতে পরিবারের সবাইকে পড়ে শোনান।

৫. এইডস রোগকে মূল চরিত্র বানিয়ে একটি নাটক রচনা করুন। যার কাজ হবে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণে সবাইকে প্ররোচিত করা। কেউ কেউ তার প্ররোচনায় পা বাড়াবে। শিক্ষার্থীদের একটি দল যারা এইডস রোগ সম্পর্কে জানে তারা সবাইকে এ রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলবে। একসময় দেখা যাবে এইডস রোগ চরিত্রটি কাউকেই আর প্ররোচিত করতে পারছেনা। এ বিষয়বস্তুর ওপর একটি নাটক রচনা করে শিক্ষার্থীরা নাটকটি সমাজের লোকজনের সামনে অভিনয় করে দেখাতে পারে।

৬. শিক্ষার্থীরা পোস্টারে বা দেয়ালপত্রিকা তৈরী করে তা স্কুল ও এলাকায় যেসব জায়গায় জনসমাগম হয় সেখানে টাঙ্গিয়ে দিতে পারে।

৭. স্কুল বা সমাজ ভিত্তিক এইডস বিরোধী ক্লাব গঠন করুন। ক্লাবের সদস্যদের কাজ হবে এলাকায় এইডস বিরোধী সবধরনের প্রচার কার্যক্রম চালানো যাতে সবাই এ রোগের ভয়াবহতার ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে।



টুল ৬.৩
স্কুলে পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা

আমাদের অনেক স্কুলেরই পরিবেশ মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। ফলে শিক্ষার্থীরা বিশেষতঃ ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আগত ও ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের দুর্বল স্বাস্থ্য ও অপুষ্টির আশংকা থাকে এবং তারা স্কুলে এসে সহজেই সংক্রামক ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাধির শিকার হয়ে পড়ে। তাই শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলাসহ, স্কুলে পুষ্টিকর খাবার (টিফিন) এবং বাবা মা অভিভাবক বা সমাজের সহযোগিতায় নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে স্কুলে একটি কার্যকর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম গড়ে.তোলা যায়।

অনেক ক্ষেত্রে, আমাদের স্কুলগুলো প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ বা সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে পারে না। এক্ষেত্রে স্কুলসমূহ বাবা মা অভিভাবক ও সমাজের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এর ব্যবস্থা করতে পারে। যা হবে সহজ, নিরাপদ, সবার প্রয়োজনীয় ও চাহিদা অনুযায়ী । এর আগের টুলে আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অনুশীলনের ওপর জোর দিয়েছি। তাই আমরা যদি স্কুলে নিরাপদ পানি বা পর্যাপ্ত পয়:সুবিধাদি নিশ্চিত করতে না পারি তবে স্কুলের সুস্থ পরিবেশের উন্নতি হবে না।

এজন্য আমাদের স্কুল সমূহের অন্যতম মূল লক্ষ থাকবে স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যুনতম পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের এসব সেবা প্রদানের পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর জীবন দক্ষতা বৃদ্ধি ও এ সংক্রান্ত শিক্ষণকে সমৃদ্ধতর করতে পারব। স্কুল এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও সমাজের কাছে উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং আমরা যদি এ সেবা প্রদানে সফল হই, সমাজের কাছে আমাদের স্কুল ও আমাদের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে যাবে। এই টুলের মাধ্যমে তাই আপনার স্কুলে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য অবস্থা যাচাই, ধাপে ধাপে একটি স্কুলে পুষ্টি কার্যক্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ফ্রেমওয়ার্ক তৈরী এবং স্কুলের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ বান্ধব করার প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উপায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়নঃ

আমরা উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনা তৈরীর আগে আমাদের স্কুলের বর্তমান পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে নেব। আমরা এ বুকলেটের প্রথম টুলে যেভাবে স্কুল নীতিমালা মূল্যায়ন করেছি একইভাবে আমরা এ মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে পারি। তবে এ প্রক্রিয়ায় তিনটি প্রধান ধাপ রয়েছে:

১. নিচের চেকলিস্টটি পূরণ করুন। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও কর্মপরিকল্পনা তৈরীতে সমাজের প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য কর্মী, বাবা মা, ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করুন। এক্ষেত্রে কিছু বাড়তি অংশগ্রহণমূলক তৎপরতা আপনি গ্রহণ করতে পারেন। আর তা হচ্ছে-

- স্কুলের স্বাস্থ্য নীতিমালা তৈরীর জন্য স্কুল নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনা ও সমাজের স্বাস্থ্য মূল্যায়ন প্রোফাইল সংগ্রহের (এই বুকলেটের ১ম টুলে বর্ণিত) জন্য সবাই একসঙ্গে কাজ করুন।

- এলাকার বিভিন্ন স্বাস্থ্য-সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, নিরাপদ পানির উৎস, লেট্রিন, লোকজনের মলমূত্র ত্যাগের নিরিবিলি জায়গা ইত্যাদি চিহ্নিত করে ম্যাপ আঁকুন। (এ কাজটি বুকলেট-৩-এ আলোচিত স্কুল সমাজের মানচিত্রায়নের মত একটি কাজ বা অতিরিক্ত কোন কাজ হতে পারে।)

- স্কুল বা সমাজের বাস্তব স্বাস্থ্য পরিস্থিতির ওপর কিছু অসমাপ্ত গল্প তৈরী করুন এবং

- শিক্ষার্থীদের " আমরা আমাদের স্কুল ও এলাকাকে যেমন পরিচ্ছন্ন দেখতে চাই" শীর্ষক গল্প লিখতে ও ছবি আঁকতে বলুন।

২. আপনার স্কুল ও সমাজের বর্তমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা ও সুবিধাদিকে অগ্রাধিকার দিন।

৩. এসব সেবা ও সুবিধাদি প্রাপ্তির জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করুন। এভাবে আপনার স্কুলের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে। বুকলেট-১ এবং ৩-এ বর্ণিত কর্মপরিকল্পনা তৈরীর প্রক্রিয়া আপনার বর্তমান পরিকল্পনার উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারেন।

পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা ও সুযোগ সুবিধার চেকলিস্ট:[১৮]

এ চেকলিস্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্কুলের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা ও সুবিধাদির বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করতে পারি। আমরা আমাদের স্কুলের পরিস্থিতি অনুযায়ী এই চেকলিস্টটিতে প্রয়োজনীয় সংযোজনও করতে পারি:

আমাদের স্কুলে কি নিচের সেবা/সুবিধাদি রয়েছে?

— শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও দন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা ও রেকর্ড সংরক্ষণ
— শিক্ষার্থীদের অপুষ্টি চিহ্নিত করতে উচ্চতা ও ওজন পরীক্ষার ব্যবস্থা
— শিখনকে প্রভাবিত করে শিক্ষার্থীদের শরীরে এ ধরনের অনু-পুষ্টিকর পদার্থের (যেমন-ভিটামিন 'এ' আয়রন, আয়োডিন) ঘাটতি রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা ও ঘাটতি পূরণে ব্যবস্থা;
— পুষ্টিকর টিফিন বা খাবারের ব্যবস্থা;
— জীবানুঘটিত সংক্রমণ যা অপুষ্টি ও নানা ব্যাধির জন্ম দেয় তা চিহ্নিত করাসহ চিকিৎসার ব্যবস্থা;
— দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা;
— প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
— বিনোদনমূলক ক্লাস, ক্রীড়া, শরীরচর্চার ব্যবস্থা;
— এইডস রোগ, মাদকাসক্তি, যৌন নিপীড়ণ ইত্যাদি প্রতিরোধ, পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং মনোসামাজিক পরামর্শের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর মাধ্যমে যুবা-বান্ধব আউটরিচ্ বা অন্-সাইট সেবা প্রদানের ব্যবস্থা;

— স্কুলে যেসব সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেই তার জন্য এলাকার সমাজ ভিত্তিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা ক্লিনিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা;

— এতিম ও দু:স্থ পরিবারের শিক্ষার্থীদের সামাজিক কল্যাণ ও সহযোগিতা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
— যেকোন ধরনের দুর্ঘটনাজনিত কারণে আহত হওয়া থেকে সুরক্ষা;
— প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ও জরুরী সেবা প্রদানের সরঞ্জাম থাকা;

---

[18] Adapted from: (1) UNESCO (2002) FRESH: A Comprehensive School Health Approach to Achieve EFA . 2002 Paris . (ED-2002/WS/8 Rev.) and UNICEF and the International water and Sanitation Centre: A manual on School Sanitation and Hygiene. Water, Environment and Sanitation Technical Guidelines series- No.5 NewYork, 1998

— লেখাপড়া, খেলাধুলা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অনুশীলনের জন্য চারপাশে সুন্দর ও আরামদায়ক পরিবেশ যা যেকোন ধরনের নিপীড়ণ বা সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে প্রতিহত করতে পারে;

— প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকুল ব্যবস্থা;

— স্কুলের ভেতরে ও বাইরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা;

— স্কুলে ক্ষতিকারক উপকরণ না রাখা।

আমাদের স্কুলে কি নিচের বর্ণিত সুবিধাদি রয়েছে?

— পান করা, হাত ধোয়া এবং লেট্রিনে ব্যবহার ইত্যাদির জন্য পর্যাপ্ত এবং যথাযথ স্থান থেকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা;

— পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়মিত মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা;

— মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য আলাদা লেট্রিনের ব্যবস্থা;

— স্কুলে যাতে সবাই সহজে লেট্রিন ব্যবহার করতে পারে তার জন্য পর্যাপ্ত লেট্রিনের ব্যবস্থা;

— হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা (পানি, সাবান, ছাই ইত্যাদি);

— লেট্রিন নিয়মিতভাবে পরিষ্কাররাখা ও পরিষ্কারকরার দ্রবাদি থাকা;

— বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের নিরাপদ ব্যবস্থা;

— মলমূত্র নিষ্কাশনের জন্য নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা;

— বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা রিসাইক্লিং এর ব্যবস্থা।

স্কুলের খাদ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম: দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা

ক্ষুধার্ত শিশু কখনো ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারে না। তারা যদি বাড়ীতে (যদি কোন বাসস্থান থাকে) ভাল ভাবে খেতে না পায় তবে স্কুল তাদের জন্য অতিরিক্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে। অন্তত: দিনে একবারের জন্য হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষের অপুষ্টিতে ভোগা ক্ষুধার্ত শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা করাটা জরুরী। যেসব শিশু কর্মজীবি, কাজের ফাঁকে ফাঁকে শেখে; যারা পথ-শিশু, বা যেসব শিশুর পরিবার সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া সেসব শিশুর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপরন্তু এ খাবার সাক্ষরতার হার বাড়াতে ও শিশুদের দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। খাবারের (বা টিফিনের) ব্যবস্থা থাকলে স্কুলে ভর্তি ও উপস্থিতি বেড়ে যায়। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরা বাড়ীতে বসে কাজ কর্ম করবে এটাই প্রত্যাশা করা হয়; কিন্তু স্কুলে খাবারের ব্যবস্থা থাকলে বা বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন রেশনের ব্যবস্থা থাকলে বাবা মায়েরা মেয়ে সন্তানকেও স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হয়। বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারে মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। বর্তমানে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচলিত সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা উপবৃত্তি ব্যাপক হারে মেয়েদের স্কুলে টেনে নিয়ে আসছে। জরুরী অবস্থায়, স্কুল খাদ্য কর্মসূচী শিক্ষার্থীদের পুষ্টির অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, ফলে তাদের শিক্ষা গ্রহণ বাধাগ্রস্থ হয় না।[১৯]

পুষ্টিকর খাবার শিশুর পুষ্টির জন্য আবশ্যকীয় উপাদান সমূহের ঘাটতি মিটিয়ে তাদের শারিরীক গঠন ও বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। পুষ্টিকর উপাদানের মধ্যে রয়েছে প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ অনু-পুষ্টি উপাদানের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন 'এ' আয়রন ও আয়োডিন। পুষ্টির এ সমস্ত উপাদান শিশুর শারিরীক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

স্কুলে খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হলে পাঁচটি মৌলিক ধাপ অনুসরণ করা জরুরী। স্কুলের অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বাবা মা ও সমাজের অংশগ্রহণ এ কর্মসূচী
বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় রিসোর্স সংকুলানে বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারে।

ধাপ-১ : প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ থাকলে, স্থানীয় কোন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সহায়তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ করে প্রোটিনের অভাব জনিত অপুষ্টি ও অন্যান্য অনু-উপাদানগত (যেমন ভিটামিন 'এ' আয়োডিন ও আয়রণ) পুষ্টিহীনতা চিহ্নিত করুন ও শিক্ষার্থীদের ঘাটতি মোকাবেলায় জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। স্কুলের নিজস্ব কোন নার্স বা ডাক্তার (যদি থাকে) এ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

---

[19] World Food Programme (2002) Fact Sheet: School Feeding.Rome

ধাপ-২: শিক্ষার্থীরা স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরপরই তাদের শারিরীক পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা মূল্যায়ন করে অপুষ্টির শিকার শিক্ষার্থীদের একজন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর তত্ত্বাবধানে রাখা উচিত। শিক্ষার্থীদের বয়স অনুযায়ী উচ্চতা ও ওজন দেখে বলা যাবে সে অপুষ্টির শিকার কিনা। যেমন- (ক) বয়সের তুলনায় গড়পড়তা ওজন (খ) উচ্চতা কিংবা (গ) উচ্চতার তুলনায় ওজন কম থাকা। ওপরে ক,খ,গ, অবস্থা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিগ্রীর অপুষ্টি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের উচ্চ মাত্রার প্রোটিন ও শক্তি-বর্ধক খাবার দেয়া জরুরী। ভিটামিন 'এ'র ঘাটতি হলে শিক্ষার্থীদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল সরবরাহ করা যেতে পারে, সেসঙ্গে তাদের খাবারের তালিকায় সবুজ শাক সবজী এবং কমলা ও হলুদ বর্ণের ফল যেমন পাকা আম ও পেঁপে থাকবে। আয়োডিনের ঘাটতি হলে শিক্ষার্থীরা আয়োডিন ক্যাপসুল বা খাবারে আয়োডিন যুক্ত লবণ খেতে পারে। বিশেষতঃ শিক্ষার্থীদের আয়রণের ঘাটতি পূরণে পর্যাপ্ত আয়রণ গ্রহণ করতে হবে যা খাবার ও ঔষুধের মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে।

ধাপ-৩: ধাপ ২-এ বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুসারে স্কুল তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে। এজন্য স্থানীয় হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী যেকোন প্রতিষ্ঠানের কোন পুষ্টিবিদ বা খাদ্য বিশেষজ্ঞের সহায়তায় স্কুলের পুষ্টি ও খাদ্য কর্মসূচীর একটি পরিকল্পনা করুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পরিবার ও সমাজের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিন। যেমন-তারা স্কুলের জন্য সবজী বাগান তৈরী করে দিতে পারে। খাবারের জন্য অর্থ ও উপকরণ সাহায্য করতে পারে ইত্যাদি।

ধাপ-৪: জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে, শিক্ষার্থীকে পুষ্টিকর খাবার চিনে নিতে বা খাবারের গুণাগুণ বুঝতে সহায়তা করুন। যেমন-শিক্ষার্থীরা আলোচনা করতে পারে

- খুব দুর্বল ও অপুষ্ট কোন শিশুর প্রসঙ্গে এবং
- শিশুদের অপুষ্টির পেছনে কারণ নিয়ে।

একটু বড় ও পরিণত শিক্ষার্থীরা আরো মৌলিক কোন কারণ যেমন-শিশুরা অপুষ্টির শিকার কেন হয়, কেন তাদের খাবারের অভাব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে পারে। যদি এসব প্রশ্নের উত্তর হয় 'যেহেতু তারা দরিদ্র সেজন্য তাদের খাবারের অভাব' - তবে আলোচনা করুনঃ

- কেন তারা ও তাদের পরিবার দরিদ্র?
- অপুষ্টির শিকার শিক্ষার্থীদের কিভাবে সাহায্য করা যায়?
- আমি নিজে কিভাবে অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি?

শিশু শিক্ষার্থীরা নিজেরাও স্কুল খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও তাদের নিজেদের শরীরের পুষ্টিগত অবস্থা মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, থাইল্যান্ডের 'চাইল্ড' প্রকল্পে স্কুলের শিশুদের নিয়মিতভাবে নিজেদের শরীরের বৃদ্ধি অর্থাৎ উচ্চতা ও ওজন নিজেদেরই পরিমাপের কাজে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল এবং এভাবে তারা নিজেদের ও সহপাঠীদের শরীরের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করেছিল। তারা কেউ কেউ 'আয়োডিন প্রোমোটার' হিসেবে আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার চিহ্নিত করে তাদের সহপাঠী ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আয়োডিনের ঘাটতি জনিত অসুস্থতা নিয়ে আলোচনা করেছিল এবং সেসঙ্গে তাদের পরিবারের খাবারে লবণে আয়োডিনের স্বল্পতা রয়েছিল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার দক্ষতাও অর্জন করেছিল। খাদ্য ও পুষ্টি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তারা যে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছিল তা তাদের স্কুলের খাদ্য কর্মসূচিকে করেছিল গতিশীল।[২০]

ধাপ-৫: মনিটরিং/সার্ভিলেন্সঃ স্কুল বছরের শেষে, দ্বিতীয় ধাপটি পুর্নবার বাস্তবায়ন করে শিক্ষার্থীদের পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন পরবর্তী বছরে কেমন হবে তা পরিকল্পনা করতে হবে। আবারো বলা হচ্ছে, স্কুলের লেখাপড়ার ফাঁকে খাবারের ব্যবস্থা করতে শিক্ষার্থীদের বাবা মা ও সমাজের নেতৃবৃন্দের বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন প্রয়োজন। যাতে সন্তানরা যথাযথ পুষ্টি গ্রহণের মাধ্যমে ভালভাবে বেড়ে ওঠে।

শিশুদের পুষ্টির উন্নয়নে এখানে যেসব কৌশলের কথা বলা হল একইভাবে বা একই ধাপ অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের দাঁতের স্বাস্থ্য, জীবানুঘটিত সংক্রমণ ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং সেসঙ্গে এসব কার্যক্রমের অগ্রগতি যথাযথভাবে মনিটরিং করতে হবে।

একটি পরিচ্ছন্ন স্কুল পরিবেশ তৈরীর ধারণা:

পরিষ্কার হাত ও পরিষ্কার পানি আপনার শিক্ষার্থীদের রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। যদিও এখনও বহু স্কুলে এটিই মূল চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে । প্রায়শ শিক্ষকরা বুঝতে পারেন না কিভাবে শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সেনিটেশন বিষয়ে কার্যকরভাবে শিক্ষা প্রদান করবেন এবং কিভাবে সমাজের সহযোগিতায় স্কুলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও লেট্রিনের জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স আহরণ করবেন। এ ক্ষেত্রে এখন খুব কার্যকর ভাবে চাইল্ড-টু-চাইল্ড এবং চাইল্ড-টু-এডাল্ট কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ পানি ও পরিচ্ছন্নতার ওপর শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এখানে আপনার স্কুলে পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপদ পানির জন্য কিছু কাজের কথা বলা হল যা আপনি আপনার স্কুলে বাস্তবায়ন করে দেখতে পারেন।

---

[20] CHILD Project Update. Promoting Children's Participation. http://www.inmu.mahidol.ac.th/CHILD



কর্মতৎপরতা: পরিচ্ছন্নতা শিক্ষায় শিশুদের সম্পৃক্ত করা

ডায়রিয়া, কৃমি, কলেরা, টাইফয়েড, পোলিও এবং আরো কিছু রোগ জীবানু বাহিত। এ রোগের জীবানু মানুষের হাত, ধুলো, খাবার ও পানীয়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অনুশীলনের জন্যে স্কুলের দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমে আপনি যেসব কাজ অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন তা এখানে দেওয়া হল:[২১]

আলোচনা দলঃ কেন শিক্ষার্থীরা বিশেষতঃ মেয়েরা লেট্রিনে যেতে চায়না? এমন কোন শিক্ষার্থী রয়েছে যে স্কুলে যথাযথ লেট্রিন সুবিধে নেই বলে স্কুলে আসতে চায় না? এরকম হলে এটি নিয়ে আলোচনা করুন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা বিশেষতঃ মেয়েদের জন্য পৃথক লেট্রিন না থাকলে, আর তা ছেলেদের থেকে আলাদা না হলে মেয়েরা (বিশেষত এ অঞ্চলের মেয়েরা) লেট্রিন ব্যবহার করতে চায়না, এর পেছনে মূল কারণ হল রক্ষণশীলতা ও মেয়েদের নিরাপত্তা। সেসঙ্গে নোংরা লেট্রিনও অন্যতম কারণ। যে কারণে এ অঞ্চলের মেয়েদের অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের স্কুলগামী মেয়েদের মধ্যে স্কুলে সারাদিন অবস্থান কালে প্রস্রাব দমন করে রাখার কারণে মূত্রাশয়ের সংক্রমণ জনিত রোগ বেশী।

আলোচনা দল- শিশুদের মধ্যে লেট্রিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করুন। সেসঙ্গে এটিকে কিভাবে পরিষ্কার রাখতে হয় এবং কেন পরিষ্কার রাখা জরুরী তা নিয়েও আলোচনা করুন। একটু বড় ও পরিণত শিক্ষার্থীরা লেট্রিনে রোগজীবানু কিভাবে ছড়ায় তা নিয়েও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারে।

- **পরিচ্ছন্নতা অনুশীলনের অভিনয় :** স্কুলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাল অভ্যাস অনুশীলন করতে উৎসাহিত করুন। যেমন- লেট্রিন থেকে ফিরে সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধোয়া; খাবার খাওয়ার আগে ভাল ভাবে হাত ধোয়া ইত্যাদি।

- **গল্প তৈরী :** শিক্ষার্থীরা কখন, কিভাবে এবং কেন পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য অনুশীলন করবে তার ওপর গল্প তৈরী করবে।

- **টিমওয়ার্ক :** স্কুলের লেট্রিন পরিষ্কার রয়েছে কিনা তা দেখার জন্য একটি দল গঠন করুন। যদি লেট্রিন পরিষ্কার না থাকে তবে লেট্রিন পর্যবেক্ষণকারী দল শিক্ষক বা এলাকার স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে রিপোর্ট করবে। এবং কিভাবে এটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সে বিষয়ে তাদের পরামর্শ নেবে। টিমওয়ার্কের এই আপাত: ছোট কাজটি তাদের মৌলিক কিছু জীবন দক্ষতা বাড়াবে যেমন- সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যোগাযোগ ও আন্ত:ব্যক্তিক দক্ষতা।

---

[21] The source for this activity is: Baily D, Hawes H and Bonati B. (1994) Child to Child: A Resource Book. Part 2: The Child to Child Activity Sheets. London: The Child to Child Trust

- **প্রদর্শন (স্কুল বা সমাজ):** কিশোর বা তরুন শিক্ষার্থীরা স্কুল প্রাঙ্গণে একটি নিরাপদ লেট্রিন তৈরী করতে পারে। তারা বাজার থেকে রিং স্ল্যাব কিনে এনে মাটিতে গর্ত খুড়ে রিং স্ল্যাব স্থাপন করে নিজেরাই লেট্রিন তৈরী করতে পারে। সেসঙ্গে বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য লেট্রিনের পাশে বড় গর্ত করে হাউজ তৈরী করে নেবে। অথবা তারা রিং স্ল্যাব বানানো শিখে নিয়ে নিজেরাই তা তৈরী করে স্থাপন করতে পারে। একাজে তাদের পরিবারের বয়স্ক সদস্য বা সমাজের লোকজন এবং শিক্ষকরা সহায়তা করবেন। স্কুলে লেট্রিন বানানো শিখে নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বাড়ীতেও নিরাপদ লেট্রিন স্থাপন করতে পারে।

- **শিখন মনিটরিং :** আলোচনা বা রচনা লিখে শিক্ষার্থীদের নিচের বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে বলুন-

  - ✓ ডায়রিয়া হওয়ার কারণ কি? এবং ডায়রিয়া কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়?
  - ✓ শিশুদের মলমূত্র ত্যাগের ব্যাপারে কেন সর্তক থাকা জরুরী?
  - ✓ রোগজীবানু যাতে না ছড়াতে পারে তার জন্য কি ধরনের অভ্যাস থাকা দরকার?
  - ✓ স্কুলে কি লেট্রিন ও হাত ধোয়ার নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে?
  - ✓ কতগুলো পরিবারে বিশেষ লেট্রিন বা কোন নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে যেখানে শিশুরা মলমূত্র ত্যাগ করে?
  - ✓ শিক্ষার্থীরা কিভাবে বিশেষ লেট্রিন তৈরীতে সাহায্য করেছে?
  - ✓ শিক্ষার্থীরা তাদের ভাইবোনদের পরিচ্ছন্ন থাকতে ভাল অভ্যাস অনুশীলনে কিভাবে সাহায্য করছে? তাদেরকে তা বর্ণনা করতে বলুন।

- **সমাজের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা**-শিক্ষক ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীরা ডায়রিয়ার মত রোগ প্রতিরোধে পরিষ্কার লেট্রিনের ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে তুলতে পারে। বিজ্ঞান ক্লাসে রোগজীবানু বিষয়ে আলোচনা হতে পারে যেমন- কি কি রোগ জীবানু রয়েছে, কিভাবে এগুলো রোগ ব্যাধি ছড়ায় ইত্যাদি।

এছাড়াও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যরা তরুণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একত্রে নিরাপদ লেট্রিন তৈরীর পরিকল্পনা করে তা স্থাপন করতে পারেন।

- **শিশুদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা**- স্কুলের ছেলেমেয়েরা এবং স্কাউট, গার্লস গাইড, শিশু সংগঠনসমূহ, পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস, সস্তা অথচ পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে নিজেরা সচেতন থাকার পাশাপাশি অপরকে সচেতন করে তোলার কাজ করতে পারে। তারা ছোট ছোট শিশুদের কিভাবে লেট্রিন ব্যবহার করতে হয় তা শেখাতে পারে, এবং নিজেদের বাড়ী, স্কুল বা সমাজে নিরাপদ লেট্রিন স্থাপনে এগিয়ে আসতে পারে।

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা- ডায়রিয়া

শিখন উদ্দেশ্য-শিক্ষার্থীরা ডায়রিয়া বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে

শিক্ষা উপকরণ এইড - ছবি: (খোলা লেট্রিন, চারপাশে মাছি ভন্ ভন্ করছে, মাছি খাবারে গিয়ে বসছে, শিশুরা সে খাবার খাচ্ছে, খাবার খেয়ে পেটের অসুখে পড়ছে, এবং পাতলা পায়খানা হচ্ছে)

শিক্ষণ-শিখন তৎপরতা:

১. শিক্ষার্থীদেকে দলে বসে ছবি নিয়ে নিচের প্রশ্ন সমূহের উত্তর নিয়ে আলোচনা করতে বলুনঃ

ক. তোমরা ছবিতে কি দেখছো?
খ. ছবির শিশুটির কি হয়েছে? কেন হয়েছে?

২. শিক্ষার্থীদের বলুন যে ছবিতে শিশুটির পেটে ব্যথা হচ্ছে, ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হচ্ছে এবং বমিও হচ্ছে মাঝে মাঝে। এ অবস্থার নাম ডায়রিয়া।

৩. শিক্ষার্থীদের ডায়রিয়া হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলুনঃ

ক. ময়লা হাতে খাবার খেলে
খ. অপরিচ্ছন্ন বাসী পচা খাবার খেলে
গ. মাছি বসেছে এমন খাবার খেলে
ঘ. অপরিষ্কার পানি পান করলে।

Source: Zarchin J,Aung TM and Jenkins J. (2001) skills –based Health Education and Life Skills- the myanmar Experience. Shape Project, UNICEF Country Office for Myanmar



কর্মতৎপরতা: নিরাপদ পানির জন্য শিশুদের কাজে লাগানো

শিশুদের পানি ও সেনিটেশন বিষয় পড়াতে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে যে প্রতিটি প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য চাই পানি। কিন্তু নোংরা পানি পান করলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। এজন্য আমাদেরকে পানি পরিষ্কার রাখতে হবে, বিশেষতঃ যেখানে পানি পাওয়া যায় সে জায়গা, পানি বাড়ীতে বহন করে নিয়ে আসার সময় এবং পানি জমিয়ে রাখা ও ব্যবহারের সময় খেয়াল রাখতে হবে পানি যেন পরিষ্কার থাকে। নিরাপদ পানির জন্য এখানে কিছু তৎপরতার কথা বলা হল যা আপনি আপনার স্কুলের দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।[২২]

- **শিশু শিক্ষার্থীরা যা আলোচনা করতে পারে:** পানির অপর নাম জীবন কেন? পানি দিয়ে সারাদিন বাড়ীতে, সমাজে, হাসপাতালে, কৃষিকাজে, বা সারা দেশে কত ধরনের কাজ হয়? এ কাজ সমূহের কোন কোনটির জন্য পরিষ্কার পানির প্রয়োজন? পরিষ্কার ও সুস্বাদু পানি কি সবসময় নিরাপদ ও পান করার যোগ্য ? (উত্তর হবে না, কিন্তু কেন?) পানি কিভাবে দুষিত হয়? পানি কিভাবে আমাদের উপকার করতে পারে ? পানি কিভাবে আমাদের ক্ষতি করতে পারে? শিক্ষার্থীদের কারো কারো কি প্রায়ই পেটে ব্যথা বা পাতলা পায়খানা হয়? পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও কি তাই হয়? পরিবারের বাচ্চা শিশুদের কি অবস্থা? এ ধরনের অসুস্থতার পেছনে কি কারণ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

- **সমাজে শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:** আপনার শিক্ষার্থীদের একটি ছোট দল এলাকার বিভিন্ন জায়গায় যেখানে পানির উৎস রয়েছে তা পরিদর্শন করতে বলুন। যদি ইতোমধ্যে স্কুল-সমাজের ম্যাপ তৈরী হয়ে যায় তবে তারা তা ব্যবহার করতে পাওে (বুকলেট-৩ এর অংশ হিসেবে যদি করা হয়ে থাকে)। তারা খুঁজে দেখবে কোন্ কোন্ পানির উৎস পরিষ্কার এবং এগুলো ভাল ভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা। যদি এগুলো নোংরা হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে কেন নোংরা হচ্ছে? শিক্ষার্থীরা দেখবে কিভাবে লোকজন পানি সংগ্রহ করে ও বাড়ীতে তা বহন করে নিয়ে যায়। সংগ্রহ ও বহনের সময় পানিতে রোগ জীবানুর সংক্রমণ হচ্ছে কিনা? এই ছোট দলটি যা যা দেখতে পাবে নোট করবে এবং তা নিয়ে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরে আলোচনা করবে।

- **স্কুলে দলীয় কাজ :** অপরিষ্কার পানি ব্যবহারের ফলে কি কি রোগব্যাধি হতে পারে তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা তৈরী করবে। স্কুলের পানির উৎস কোথায়? তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

---

[22] The source for this activity is: Baily D, Hawes H and Bonati B. (1994) Child to Child: A Resource Book. Part 2: The Child to Child Activity Sheets. London: The Child to Child Trust

পানি কোথা হতে আসছে? পানির ট্যাংক বা হাউজের পাশেই কি লেট্রিন? স্কুলে পানি রাখার পাত্র (কলসী, জগ, জেরিকেন ইত্যাদি) কি নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করা হয়? পানি ব্যবহারের সকল তৈজসপত্র কি পরিষ্কার করা হয়? স্কুলের কোথাও কি হাত মুখ ধোয়ার নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে? শিক্ষার্থীরা কি সবসময় নির্দিষ্ট জায়গায় হাত মুখ ধোয়?

- **বাড়ীতে ব্যক্তিগত কাজ:** নিজ নিজ বাড়ীতে পানি ব্যবহারের জন্য কত ধরনের পাত্র, ব্যবহৃত হয় তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা করবে। অপরিষ্কার পানি পান করে বাড়ীতে কার কার অসুখ হয়েছে তারও একটি তালিকা তারা করবে। বাড়ীতে কে পানি সংগ্রহ করে? শিক্ষার্থীরা কি তাকে বা তাদের সাহায্য করে? বাড়ীতে পানি সংরক্ষণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কার? পানি রাখার পাত্র কি ঢাকা থাকে? বড় পাত্র থেকে পানি তোলার জন্য কি কোন মগ বা হাতা আছে? তা কি পরিষ্কার থাকে? শিক্ষার্থীরা কি বাড়ীতে লেট্রিন থেকে ফিরে বিশেষতঃ খাবারের আগে ভালভাবে হাত ধুয়ে নেয়? এলাকায় নিরাপদ পানির উৎসের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে কোন স্বাস্থ্য কর্মীর বা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

শিশুরা সাহায্য করতে পারে

শিশুরাও পানির রক্ষণাবেক্ষণ ও পাত্র পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা কি ধরনের কাজ করতে পারে তার কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হলঃ

- **পানির উৎস-স্থল পরিষ্কার রাখার কাজ-** শিশুরা পানির উৎসের চারপাশ পরিষ্কার রাখতে পারে। খুব ছোট শিশুদের বুঝিয়ে বলা যায় পানিতে প্রশ্রাব করা বা পানির উৎসের আশেপাশে মলমূত্র ত্যাগ না করতে। এছাড়াও শিশুরা পানির উৎসের চারপাশে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে রাখতে পারে সেসঙ্গে গরু ছাগল বা অন্যকোন প্রাণী যাতে পানির উৎসের আশেপাশে না আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে পারে। গ্রামে গঞ্জে এখন পানির উৎস বলতে বোঝান হয় পুকুর, জলাশয়, নদী, খাল বিল, ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে ডিপ টিউবওয়েল, টিউবওয়েল, কূপ বা ইঁদারা। বা সরকারীভাবে পৌরসভা/মিউনিসিপ্যালিটির সাপ্লাইয়ের পানি। পানির উৎস যাই হোক না কেন এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা জরুরী। যদি পানির কল হয় তবে তা থেকে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাই যেন পানি সংগ্রহ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অপচয় রোধে ব্যবহার শেষে কল বন্ধ করে দিতে হবে। টিউবওয়েল বা টিউবওয়েলের চারপাশ সিমেন্ট বা কংক্রিট দিয়ে পাকা করে দেওয়া যেতে পারে। পানির ট্যাংক বা হাউজে ঢাকনার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে কূপের চারপাশে উঁচু বেষ্টনী তৈরী করে দিতে হবে। মোট কথা, পানির উৎস সমূহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পানির অপচয়ও রোধ করতে হবে।

- **পানি সংগ্রহ করা ও বাড়ী নিয়ে যাওয়া** - পানি সংগ্রহ ও বহন করার পাত্র যাতে পরিষ্কার থাকে তা শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। পানির উৎস যদি পরিচ্ছন্ন না থাকে তবে তাদেরকে সংগৃহীত পানি ফুটিয়ে বা ফিল্টার করে ব্যবহার করতে বলুন।

- **বাড়ীতে-** বাড়ীর শিশুদের বলতে হবে তারা যাতে ঘরে রক্ষিত পানিতে তাদের হাত না ডোবায় বা ময়লা কোন কিছু না ফেলে। পাত্র থেকে পানি নিতে হলে মগ বা বড় হাতা ব্যবহার করতে হবে। পানি সংরক্ষণের পাত্র বা আধার অবশ্যই পরিষ্কার রাখতে হবে। পানিকে ঢেকে রাখতে হবে এবং পানি নিয়ে ঢাকনা দিয়ে পানি আবার ঢেকে দিতে হবে। এমন কি পানি তোলার মগ বা হাতা পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে পানির হাতা বা মগ কখনোই মাটিতে রাখা যাবে না।

মনিটরিং

কয়েক সপ্তাহ বা মাস পর, শিক্ষার্থীরা পানি পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে যা শিখেছে তা নিয়ে আলোচনা করবে। এবং এ ব্যাপারে তারা কে কতটুকু কাজ করেছে, তারা আরো কি করতে পারে তা নিয়েও আলোচনা করতে পারে।

পানি যেখান থেকে সংগৃহীত হয় তা কি পরিচ্ছন্ন? এর চারপাশ থেকে সবধরনের আবর্জনা কি পরিষ্কার করা হয়েছে? পানি রাখার পাত্র বা আধারসমূহ কি সবসময় পরিষ্কার থাকে? খাওয়ার পূর্বে এবং মলত্যাগের পর আরো অধিকসংখ্যক শিশু কি ভালভাবে হাত ধোয়? এখনো আর কতজন অ-নিরাপদ পানি ব্যবহারের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ছে?

আপনার স্কুলের পরিবেশ উন্নয়নে কিছু পরামর্শ:

নিচের তথ্য সমূহ আপনার স্কুলে একটি স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরীতে সহায়ক হতে পারেঃ

১. স্কুলের পরিবেশ মূল্যায়ন করুন। আপনি কিভাবে একে আরো শিখন বান্ধব, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর হিসেবে গড়ে তুলবেন? এর উন্নয়নের জন্যে অন্ততঃ পাঁচটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করুন এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করুন।

২. শিক্ষার্থী ও তাদের বাবা মায়েদের কি কি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস রয়েছে তা মূল্যায়ন করুন। শিশু

শিক্ষার্থীদের পাঁচটি বাজে বা অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস চিহ্নিত করুন এবং এগুলো পরিবর্তনের জন্যে লক্ষ ঠিক করুন।

৩. স্কুলে শিক্ষার্থীরা যাতে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি পায় তা নিশ্চিত করুন।

৪. স্কুলে শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিয়মিত ভাবে পরিচ্ছন্নতা অভিযান আয়োজন করুন। সপ্তাহ বা মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষার্থীরা স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করবে।

৫. স্কুলে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটর নির্বাচন করুন। তাদের কাজের সঙ্গে পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মতৎপরতার সংযোগ করুন।

৬. সমাজের পরিবেশ মানচিত্র তৈরীতে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করুন। এর মাধ্যমে সমাজের যেসব রিসোর্স ও জায়গার সুরক্ষা ও উন্নয়নের দরকার সেগুলো চিহ্নিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নিন।

৭. স্কুলের স্বাস্থ্য পরিবেশ উন্নয়ন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমেম শিক্ষার্থীদের বাবা মায়েদেরও সম্পৃক্ত করুন। যেমন- লেট্রিন তৈরী।

৮. স্কুলকে পরিবেশ বান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে রোল-প্লে করুন। এজন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করুন। বর্জ্য রিসাইক্লিং, কমপোস্ট বীন স্থাপন, শাক সবজী চাষ, বৃক্ষ রোপণ এবং বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. লেট্রিনের পাশেই হাত ধোয়ার জন্য সাবান বা ছাই এর ব্যবস্থা রাখুন। এগুলো যাতে নিয়মিত ভাবে যথাস্থানে রাখা ও ব্যবহার হয় তা নিশ্চিত করুন।

From: Exploring Ideas. UNICEF Website: Teachers Talking About Learning.
www.inicef.org/teachere



টুল ৬.৪

আমরা কি শিখেছি?

সুস্থ ও সুরক্ষামূলক নীতিমালা তৈরী:

একটি স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ স্কুল পরিবেশের নিশ্চয়তা প্রদানকারী স্কুলের স্বাস্থ্য নীতিমালা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও সুরক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কি ধরনের নীতিমালা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে নানা স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয়। এসব নীতিমালা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন অর্থাৎ এ্যাডভোকেসী থেকে ঐকমত্য সৃষ্টি, অভিব্যক্ত করা, নীতিমালা ঠিক করা এবং কাজে নেমে পড়া হচ্ছে সচেতনতা ও অংশীদারিত্ব তৈরীর একটি প্রক্রিয়া। তাই এ ক্ষেত্রে সমাজের নেতা, বাবা মা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সঙ্গে কাজ করে আমরা উপকৃত হতে পারি।

একবার নীতিমালা তৈরী হয়ে গেলে তা সঠিকভাবে কার্যকর করতে হবে এবং সব শিশু সমানভাবে উপকৃত হচ্ছে কিনা তা শিক্ষার্থীসহ সকলে মিলে মনিটর করতে হবে।

এখন নিজেকে প্রশ্ন করুন- আমাদের স্কুলে কি ধরনের নীতিমালাগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে আপনার সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করুন এবং আপনার স্কুলকে শিখনের জন্য একটি যথার্থ স্বাস্থ্যকর জায়গায় রূপান্তর করতে কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করুন।

শিশুদের জীবনের জন্য দক্ষতা দেওয়া:

দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুরা তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব এবং সর্বোপরি, জীবন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়। এর ফলে তারা সিদ্ধান্ত নিতে শেখে এবং সে অনুযায়ী একটি স্বাস্থ্যকর নিরাপদ পরিবেশ তৈরী ও আচরণগত উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক কর্মতৎপরতায় এগিয়ে আসে।

দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম মেয়ে ও ছেলেদের (জেন্ডার সংবেদনশীল) স্বাস্থ্য চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত পরিবর্তনশীল স্বাস্থ্য আচরণের ওপর জোর দেয়। শিশুরা তাই তথ্য আহরণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় এবং সর্বোপরি, তাদের জ্ঞানকে তাৎক্ষণিকভাবে কাজে রূপান্তর করে।

গুরুত্বপূর্ণ জীবন দক্ষতা যা শিশুরা শেখে তার মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ ও আন্ত:সম্পর্ক দক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্রিটিক্যাল চিন্তার দক্ষতা সহ চাপ মোকাবেলা ও আত্ম নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা। এ ধরনের জীবন দক্ষতা শিশুদের বিভিন্ন বিষয় যেমন- মাদকের অপব্যবহার, সহিংসতা রোধ এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, সেনিটেশন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে সাহায্য করে। বিশেষতঃ এইডস রোগের বিস্তার রোধে এ জীবনদক্ষতা বিশেষভাবে সহায়ক।

সুতরাং দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয় শিখন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করতে পারি যেমন-আলোচনা দল, নাটক, রোল প্লে, গল্প তৈরী ও কোন কিছুর প্রদর্শন।

এখন নিজেকে প্রশ্ন করি, আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দক্ষতা ভিত্তিক শিখন উন্নয়নে আমাদের শিক্ষণ পদ্ধতিতে কি পরিবর্তন আনতে পারি। তিনটি ব্যক্তিগত লক্ষ ঠিক করে তা সহকর্মীদের সঙ্গে তুলনা করি এবং সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করি। একমাস পরে তুলনা করে দেখি যে কেমন অগ্রগতি হচ্ছে।

স্কুলের স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও সেনিটেশনের উন্নয়ন

স্কুলের দুর্বল সেনিটেশন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থায় ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপটের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশী ভোগান্তি হয়। কাজেই স্কুলের পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যগত সেবা যেমন- খাবারের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান ও স্কুলের সেনিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহের উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের পরিবারের সঙ্গে কাজ করা হলে এসব শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে।

আমাদের স্কুল এবং সমাজে যেসব স্বাস্থ্য সমস্যাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয় এবং যেসব সমস্যার সমাধান সহজ, নিরাপদ ও পরিচিত সেসব সমস্যা সমাধানে কার্যকরভাবে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সেনিটেশনে সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। মনে রাখবেন একটি কার্যকর স্কুল পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন কার্যক্রম শিশুদের প্রয়োজনীয় জীবন দক্ষতা দিতে এবং তা স্কুলে অনুশীলন করার ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে।

আমাদের স্কুলসমূহকে তাই হতে হবে সমাজ ও সমাজভুক্ত শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য ও সুন্দর পরিবেশের বাস্তব উদাহরণ। শিক্ষার্থীদের তাই শুধুমাত্র এ বিষয়ে তাত্ত্বিক শিক্ষা দিলেই হবে না বরং তত্ত্বকে দক্ষতায় রূপান্তর করে তা অনুশীলন করতে হবে।

এবার নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমাদের স্কুলে বিশেষ করে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন খাতে কি ধরনের সুবিধাদি বা সেবার প্রয়োজন রয়েছে? আপনার সহকর্মী, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করুন এবং এসব এক্ষেত্রে আপনার স্কুলের অবস্থার উন্নতির জন্যে কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করুন।

আমরা কোথা থেকে আরো শিখতে পারি?

এই বুকলেট প্রণয়নে নিচের প্রকাশনা ও তথ্য উৎস থেকে যথেষ্ট সাহায্য নেয়া হয়েছে। আপনিও একটি স্বাস্থ্যকর ও সুরক্ষামূলক একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের তৈরীর জন্যে এসব প্রকাশনা ও তথ্য উৎস থেকে আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন।

প্রকাশনা

Baily D, Hawes H and Bonati B. (1994) Child to Child: A Resource Book. Part 2: The Child to Child Activity Sheets. London: The Child to Child Trust.

Commonwealth Secretariat and Healthlink Worldwide (2001) Gender and Relationships: A Practical Action Kit for Young People.London

Seel A and Power L (2003) Active Learning: A Self -training Module. Save the Children Uk, London.

Son V, Pridmore P, Nga B, My D and Kick P (2002) Renovating the Teaching of Health in Multigrade Primary Schools: A Terachers Guide to Health in Natural and Social Sciences (Grades 1, 2, 3) and Scienc (Grade 5). British Council and the National Institute of Educational Sciences: Hanoi, Vietnam.

Schenker II, Nyirenda JM.(2002) Preventing HIV/AIDS in Schools. International Academy of Education Educational Practice Series 9. Paris.

UNESCO. Best Practice of Non-Violent Conflict Resolution in and out of- school: some examples.Pris. Also obtainable form the web site
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001266/126679e.pdf

UNESCO (2002) FRESH: A Comprehensive School Health Approach to Achieve EFA. Paris.(ED- 2002/WS/8 Rev.)

UNICEF and the International Water and Sanitation Centre (1998) A manual on School Sanitation and Hygiene.Water, Environment and Sanitation Technical Guidelines Series-No.5.New York.

World Food Programme (2002) Fact Sheet: School Feeding. Rome.

World Health Organization (2000) Local Action: Creating Health Promoting Schools.Geneva.

World Health Organization (1998) WHO information Series on School Health. Document 3.Vilolence Prevention: An Important Element of a Health-Promoting School.Geneva.

World Health Organization (1998) WHO information Series on School Health. Document 6.Preventing HIV/AIDS/STI and Related Discrimination: An Important Responsibility of health Promoting schools.Geneva.

ওয়েবসাইটঃ

Barriers to Girls' education: Strategies and Interventions. UNICEF Teachers Talking About Learning.
http:// www.unicef.org/teachers/girls_ed/barriers_02.htm

Education Queensland. Identifying At Risk Students.
http://education.qld.gov.au/health-safety/promotion/drug-education/html/m_risk.html

Focusing Resources on effective School Helath.
http:// www.freshschools.org

"International Academic of Education. IAE has many publications in its "Educational Practice series" including such topics as teaching, parents and learning, effective educational practices, teaching additional language, how children learn, and preventing behavior problems, amongst many others. You can download copies at:
http://www.curtin.edu.au/ curtin/dept/smec/iae

International Bureau of Education. Copies of IAE's "Educational Practice Series" as well as other valuable publications are available at : http://www.ibe.unesco.org

National Center for Assault Prevention.
http://www.ncap.org/identify .htm.
NCAP also has an international division with some materials translated in Spanish,French,Vietnamese,Cantonese,Romanian,Russian, and Japanese. Learn more about this at: http://www. ncap.org/cap_international.htm.

School Health Website.
http://www.schoolsandthealth.org

The global Programme on Youth. Monitoring School Violence.
http://gpy.ssw.umich.edu

UNESCO. Non-violence Education.
http:// www.unesco.org/education/nved/index.html